

সোনি পুরি

অ্যান্ড এ

বঙ্গা
কলা

মিল্ট

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

জ. কে. রাওলিং

সূচি প অ

নিকৃষ্টতম জন্মদিন	৯
ডবিল'র হঁশিয়ারি	১৯
দ্য বারো	৩০
ফ্লারিশ এবং ব্লটস-এ	৪৬
দ্য হোমপিং উইলো	৬৭
গিল্ডরয় লকহার্ট	৮৫
মাড়ব্লাড এবং মর্মর	১০১
মৃত্যুদিনের পার্টি	১১৭
দেয়াল লিখন	১৩৩
দ্য রোগ রাজার	১৫২
দ্য ডুয়েলিং ক্লাব	১৭০
দ্য পলিজুস পোশন	১৯১
অতি গোপনীয় ডায়রী	২১০
কগেলিয়াস ফাজ	২২৯
আরাগণ	২৪৩
দ্য চেষ্টার অব সিক্রেটস	২৫৯
স্থিতারিনের উত্তরাধিকার	২৭৯
ডবিল'র পুরক্ষার	২৯৭

প্রথম অধ্যায়



নিকৃষ্টতম জন্মদিন

চাৰি নম্বৰ প্ৰিভেট ড্রাইভেৰ নাম্বাৰ টেবিলে তক্কটা এই প্ৰথমবাবেৰ মতো
বাধলো না। খুব ভোৱেই ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল মিস্টাৰ ডিস্ট্রিবিউটাৰ, মানে
সুমটা ভেঙ্গে দিয়েছিল তাৰ ভাণ্ডেৰ ঘৱেৱ ওই অশুভ পেঁচাটাৰ ডাক।

‘এটা নিয়ে এই সংগ্ৰহৰ মধ্যেই এই ঘটনা হিস্টৱার হলো!’ আওয়াৰ
টেবিলেৰ ওপাৰ থেকে তিনি হংকাৰ দিয়ে উঠলৈ হ্যারিকে। ‘তুমি যদি ওই
পেঁচাটাকে থামাতে না পাৱো তবে ওটাকে যেত্তেহৰবে।’

আৱো একবাৰ হ্যারি ব্যাপারটা ব্যাখ্যা কৰিবাৰ চেষ্টা কৰল।

‘ঘৱে থেকে থেকে ওটা বিৱৰণ হৈলৈ পেছো,’ বলল হ্যারি। ‘বাইৱে সে উড়ে
বেড়াতো চাৱদিকে। শুধু যদি আমি শুকে রাতে বেৱ হতে দিতে পাৱতাম...’

আমাকে কি বোকা মনে হয়েছো? দাঁত খিচালেন আকল ভাৰ্নন, ওৱ গৌফেৰ
ঝোপেৰ মধ্যে ভাজা ডিমেৰ খানিকটা তখনও ঝুলছে। ‘ওই পেঁচাটাকে বাইৱে

বেতে দিলে যে কি হবে সেটা আমার খুব ভাল করেই জানা আছে।'

কথাটা বলে তিনি স্ত্রী পেতুনিয়ার দিকে তাকালেন।

যুক্তি দিয়ে হ্যারি ব্যাপারটা পরিষ্কার করতে চেয়েছিল, কিন্তু ডার্সলির পুত্র ডাউলির ইয়া বড় এক চেকুরের বিকট শব্দে ওর কথাগুলো চাপা পড়ে গেলো।
'আমাকে আরো বেকন দাও।'

'ফাইং প্যানে আরো আছে মিষ্টি সোনা,' বললেন আন্টি পেতুনিয়া, পুত্রের দিকে আদরে মন আচ্ছন্ন করা খাপসা দৃষ্টিতে তাকিয়ে। 'সুযোগ যখন পাওয়া গেছে তোমাকে ভালো করে খাওয়ানো দরকার ... ওই স্কুলে খাওয়ানোর ব্যাপারটা আমার একেবারেই অপহৃত ... '

'ননসেস, পেতুনিয়া কি বাজে কথা বলছ, স্যেল্টিংস-এ আমি কখনও খালি পেটে থাকিনি,' বললেন আঙ্কল ভার্নন। 'ডাউলি যথেষ্ট পাছে তাই না বেটো?'

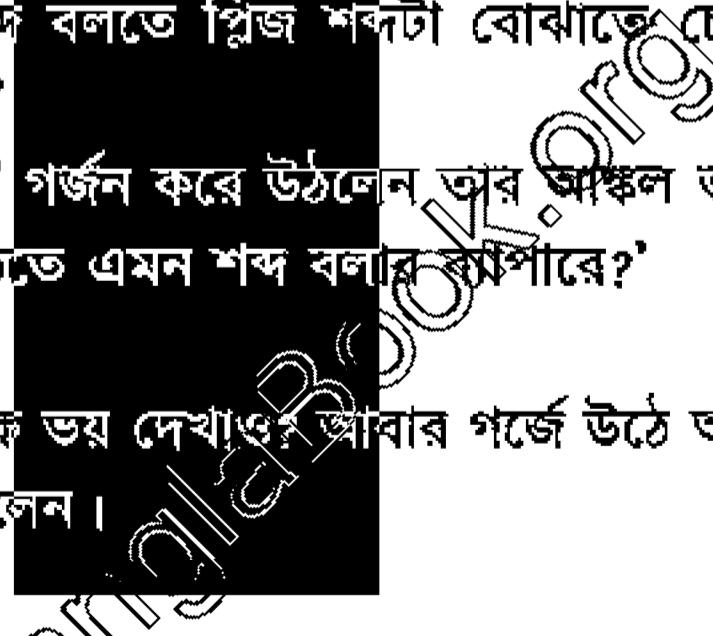
ডাউলি, এত বিশাল যে তার পাছার দুই দিক কিচেন চেয়ারের দুই পাশে ঝুলে পড়েছে, দাঁত কেলিয়ে হ্যারিয়ে দিকে তাকাল।

'ফাইং প্যানটা এদিকে দাও।'

'তুমি কি সেই ম্যাজিক শব্দটা ভুলে গেছো,' বলল হ্যারি বিরক্ত হয়ে।

পরিবারের অন্যদের ওপরও এই ছেউ কথাটার অবিশ্বাস্য রকমের প্রতিক্রিয়া হলো: দম বন্ধ হয়ে এলো ডাউলি, এমন প্রচণ্ড শব্দে চেম্বার থেকে নিচে পড়ল যে পুরো কিচেনটাই কেপে উঠল। মিসেস ডার্সলি'র মুখ থেকে ছোউ একটা আর্টনাদ বেরিয়ে এলো, পরম্পরাগত হাত দিয়ে মুখচাপা দিলেন তিনি। মিস্টার ডার্সলি লাফিয়ে উঠলেন, কপালের রগগুলো লাফাচ্ছে তার।

প্রতিক্রিয়া দেখে বেচারা হ্যারি গেছে ঘাবড়ে, তাড়াতাড়ি বলতে শুরু করল, 'আমি, মানে ম্যাজিক শব্দ বলতে প্লিজ শব্দটা বোঝাতে চেয়েছিলাম, আমি কোনো মানে আমি'

'আমি তোমাকে কি বলেছি,' গর্জন করে উঠলেন তার আঙ্কল ভার্নন সারা টেবিলে থুথু ছিটিয়ে, 'আমার বাড়িতে এমন শব্দ বলার ক্ষমতারে?' 

'কিন্তু আমি মানে—'

'কোন সাহসে তুমি ডাউলিকে ভয় দেখাবা আবার গর্জে উঠে আঙ্কল হাত দিয়ে টেবিলে এক ঘা বসিয়ে দিলেন।

'আমি শুধু ...'

'আমি তোমাকে আগেই সাবধানে করে দিয়েছি! এই ছাদের নিচে তোমার অস্বাভাবিক চরিত্রের কোনকিছু আমি সহ্য করব না!'

হ্যারি তার তেলে-বেগুনে জুলে ওঠা আঙ্কলের মুখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ফ্যাকাসে আন্টির দিকে তাকাল, তিনি ডাউলিকে টেনে ওর পায়ে দাঁড় করানোর

চেষ্টা করছিলেন।

‘বেশ,’ বলল হ্যারি, ‘বেশ ...’

গওরের মতো ফুঁসতে ফুঁসতে আঙ্কল ভার্নন গিয়ে চেয়ারে বসে তার ছেটে
কুতুতে তীক্ষ্ণ চোখের কোণা দিয়ে হ্যারিকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

যখন থেকেই গরমের ছুটিতে হ্যারি বাড়ি এসেছে, আঙ্কল ভার্নন হ্যারির
সঙ্গে ‘যে কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরিত হতে পারে’ বোমার মতো আচরণ করছেন।
সব সময় হ্যারির প্রতি কারণে-অকারণে রেগে ফুঁসে থাকবেন। তিনি মনে
করেন হ্যারি কোনো স্বাভাবিক ছেলে নয়। বস্তুত ঘতটা সম্ভব স্বাভাবিক না
হওয়া যায় হ্যারি ঠিক তাই।

হ্যারি পটার একজন যাদুকর— হোগার্টস স্কুল অব উইচক্র্যাফট অ্যাঙ্ক
উইজার্ড্রির প্রথম বর্ষ থেকে সদ্য এসেছে। ছুটিতে ওর আসাতে ডার্সলিরা যদি
খুশি না হয়, তবে হ্যারির ওতে কিছু যায় আসে না।

সে দারুণভাবে হোগার্টসকে মিস করছে, যেন সারাক্ষণ পেট চিন চিন
করছে। সে মিস করছে দূর্গ আর এর গোপন পথ, ভূতগুলো, পড়াশোনা যদিও
সম্ভবত পোশন (জাদু পানীয়) শিক্ষক স্লেইপকে নয়, চিঠি নিয়ে আসা পেঁচাটা,
গ্রেট হলে ডিনার খাওয়া, টাওয়ার-ছাত্রাবাসে চার-কোণা বিছানায় শুমানো,
গেমকিপার হাত্রিড-এর সঙ্গে নিষিক্ষ বনের পাশে তার কেবিনে দেখা করা এবং
সর্বোপরি কিডিচ, উইজার্ডিং দুনিয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা (ছয়টি দীর্ঘ
গোলপোস্ট, চারটি উড়ুত বল ঝাড়ু-লাঠিসহ চৌলজন প্রেয়ার)।

হ্যারি বাড়ি পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে আঙ্কল ভার্নন তার জাদুর বই, জাদুর
কাঠি, পোষাক, কলদ্রুন এবং সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী নিষাস ২ হাজার ঝাড়ু-লাঠি
সব সিঁড়ির নিচের কাবার্ডে তালা মেরে রেখেছেন। সারা গ্রীষ্ম প্র্যাকটিস না
করার কারণে হ্যারি যদি হাউজ কিডিচ টিমে তার স্টার্নচি হুরায় তবে
ডার্সলিদের কি আসে যায়? কোনো হোম-ওয়ার্ক না করেই হ্যারি যদি স্কুলে
ফিরে যায় তাতে ডার্সলিদের কি? ডার্সলিরা হচ্ছে, উইজার্ড্রো যাদের মাগল বলে
ঠিক তাই (তাদের ধর্মনীতে এক ফেটাও জাদুর ~~বিক্ষ~~ নেই) এবং মাগলদের
বিবেচনায় পরিবারের একজন যাদুকর থাকা চৱম লজ্জার ব্যাপার। আঙ্কল ভার্নন
হ্যারির পেঁচাটাকেও তালা মেরে রেখেছেন যেন জাদুর দুনিয়ায় ওটা কোনো
খবরা-ব্বর না নিয়ে যেতে পারে।

হ্যারি মোটেই পরিবারের অন্যদের মতো দেখতে নয়। আঙ্কল ভার্নন
বিশালদেহী এবং যেন ঝাড় লেজের কিন্তু বিশাল কালো গোফ রয়েছে নাকের
নিচে। আন্ট পেতুনিয়া ঘোড়ামুখো এবং গুকনো হাতিসার। ডাডলি ব্লড,
গোলাপী এবং শয়োরের মতো। অন্যদিকে হ্যারি হচ্ছে ছোটখাটি এবং পাতলা

দুবলা, উজ্জ্বল সবুজ চোখ এবং এক মাথা ঘন কালো চুল, যা সব সময়ই
আগোছালো থাকে। ওর চশমার কাঁচ গোল এবং কপালে রয়েছে চিকন
বিদ্যুতের মতো দাগ।

এই দাগটাই হ্যারিকে এত ব্যতিক্রম করেছে যেমন অন্যদের কাছ থেকে
তেমনি একজন যাদুকরের থেকেও। হ্যারির রহস্যজনক অভীতের এই দাগটাই
ইঙ্গিত। যে কারণে এগারো বছর আগে তাকে ডার্সলিদের দরজায় রেখে দেওয়া
হয়েছিল।

যখন তার বয়স এক, তখনও হ্যারি কোনরকমে বক্ষ পেয়েছিল, তবে যার
নাম কোনো যাদুকর নেয় না, সেই সর্বকালের সেরা কালোবিদ্যার যাদুকর লর্ড
ভোলডেমট-এর অভিশাপ থেকে। হ্যারির বাবা-মা এই ভোলডেমট-এর
হামলারই মারা গেছে, হ্যারি অবশ্য বেঁচে গিয়েছিল, কপালের ওই বিদ্যুতের
মতো দাগটা রয়ে গেছে হামলার নির্দশন হিসেবে এবং যেভাবেই হোক—
কারণটা কারো জানা নেই। ভোলডেমট-এর সমস্ত ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে গেছে
হ্যারিকে হত্যা করতে ব্যর্থ হওয়ার মুহূর্ত থেকে।

এরপর থেকে হ্যারিকে বড় করেছে তার মৃত মায়ের বোন এবং তার স্বামী।
ডার্সলিদের সঙ্গে সে দশ বছর কাটিয়েছে; কিন্তু কখনই সে বুঝতে পারেনি—
করতে না চাইলেও কেন সে অন্তুত কাও কারখানা করে বসত। কেন সে বিশ্বাস
করত ডার্সলিদের কথা, যে গাড়ি অ্যাকসিডেন্টে তার বাবা মা মারা গেছে, সেই
অ্যাকসিডেন্ট থেকেই তার কপালের দাগটা এসেছে।

এবং ঠিক এক বছর আগে হোগার্টস থেকে যখন হ্যারির কাছে চিঠি
আসছে, তারপরই তো পুরো কাহিনী প্রকাশিত হয়। জাদুবিদ্যার স্কুলে হ্যারি
ভর্তি হলো, যেখানে সে আর তার দাগ দুটোই বিখ্যাত.... এখন স্কুলের
দিনগুলো শেষ হয়েছে, গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে আবার সে ডার্সলিদের ওখানেই
ফিরে এসেছে, দুর্গন্ধিযুক্ত কোনকিছু বা আবর্জনার উপর পড়াগড়ি খাওয়া
কুকুরের মতো ব্যবহার পাওয়ার জন্যে।

আজ যে হ্যারির ১২তম জন্মদিন সেটাও ডার্সলিদের মনে নেই। অবশ্য এ
ব্যাপারে তার খুব বড় কোনো আশা নেই; কেবল তো দূরের কথা, ওরা কখনই
তাকে ভাল কোনো প্রেজেন্টেশন দেয়নি। কিন্তু একেবারে উপেক্ষা করা...।

ঠিক সেই মুহূর্তে আঙ্কল ভার্নন বেশ গুরুত্বের সাথে কেশে গলা পরিষ্কার
করে বললেন, ‘মানে, আমরা সবাই জানি, আজকের দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ
দিন।’

হ্যারি অবাক মুখ তুলে, তার বিশ্বাস করতে ভয় হচ্ছে। তার জন্মদিনের
কথা আঙ্কল বলছেন। কিভাবে হয়।

‘যদি আজকের দিনটা এমন হয় যে আজকেই আমি আমার ব্যবসা ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় ডিলটা করতে পারি।’ বললেন আঙ্কল ভার্নন। হ্যারির আশ্চর্য হওয়া মুখমণ্ডলটি স্নান হলো।

হ্যারি আবার টোস্টের দিকে মনোযোগ দিল। অবশ্যই, তিক্ততার সাথে। হ্যারি ভাবলো আঙ্কল ভার্নন ওই স্টুপিড ডিনার পার্টির কথা ভাবছেন। আগামী দু'সপ্তাহ তিনি যে একই কথা বার বার বলবেন এবং অন্য কোনকিছু নিয়ে কথা বলবেন না, এটাও নিশ্চিত। কোনো এক ধনী কন্ট্রাক্টর আর তার স্ত্রী আজকে ডিনারে আসছেন এবং তিনি আশা করছেন ওর কাছ থেকে বড় রকমের একটা অর্ডারও পাওয়া যাবে (আঙ্কল ভার্ননের কোম্পানি ড্রিল তৈরি করে)।

‘আমার মনে হয় আমাদের আর একবার প্রোগ্রামটার ওপর ঢোক বুলিয়ে নেয়া দরকার,’ বললেন তিনি। ‘রাত আটটার মধ্যে আমাদেরকে যার যার পজিশনে থাকতে হবে। পেতুনিয়া তুমিও থাকবে?

‘লাউঞ্জে,’ সঙ্গে সঙ্গে বললেন আন্ট পেতুনিয়া। ‘তাদেরকে আমাদের বাড়িতে সৌজন্যের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে অপেক্ষমান।’

‘ভাল, ভাল। আর ডাডলি?’

‘আমি দরজা খোলার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকব,’ ডাডলি জবন্য রকমের একটি বোকা-হাসি উপহার দিল। ‘আমি বলব, ফিস্টার অ্যান্ড মিসেস মেসন আমি কি আপনাদের কোটগুলো নিতে পারি?’ ডার্সলি বলল।

‘ওরা ওকে নিশ্চয়ই ভালবাসবে,’ ডার্সলির কথা শুনে অতি উৎসাহে চিৎকার করে উঠলেন আন্ট পেতুনিয়া।

‘এক্সেলেন্ট, ডাডলি,’ বললেন আঙ্কল ভার্নন। তারপর তিনি ফিরলেন হ্যারির দিকে, ‘আর তুমি?’

‘আমি বেড-রুমেই থাকব, কোনরকম শব্দ করব না এবং এমন ভাব করব যেন আমি ওখানে নেই,’ হ্যারি বলল কোনো ভাববৰ্ণ ছাড়াই। সে জানে কোনো অতিথি এলে তাকে কি করতে হয়।

‘ঠিক তাই,’ বললেন আঙ্কল ভার্নন মুখ বিকৃত করে কুৎসিতভাবে। ‘আমি তাদেরকে লাউঞ্জ পর্যন্ত নিয়ে আসব এবং পেতুনিয়া তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো এবং তাদেরকে ড্রিংকস দেবো। ঠিক সোয়া আটটায়-’

‘আমি ডিনারে ডাকবো,’ বললেন আন্ট পেতুনিয়া।

‘এবং ডাডলি, তুমি বলবে—আমি কি আপনাকে ডিনার টেবিলে নিয়ে যেতে পারি মিসেস মেসন?’ অস্থ্য এক মোটা মহিলার উদ্দেশ্যে বাহু বাড়িয়ে অভিনয় করে দিয়ে বলল ডাডলি।

‘আমার ছোট অন্দুলোকটি,’ আদুরে গলায় বললেন আন্ট পেতুনিয়া।

‘আর তুমি?’ বললেন আঙ্কল ভার্নন হ্যারির দিকে বিদ্বেষের দৃষ্টিতে তাকিয়ে। হ্যারির উত্তরের অপেক্ষা না করে স্তীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, ‘ঠিক তাই। ডিনার টেবিলে অতিথিদের উদ্দেশে প্রশংসামূলক কিছু বলা দরকার, পেতুনিয়া তোমার কোনো আইডিয়া আছে?’

‘ভার্নন বলেছে, মিস্টার মেসন আপনি একজন চমৎকার গল্ফ প্লেয়ার... ড্রেসটা কোথা থেকে কিনলেন মিসেস মেসন...’

‘একেবারে সঠিক... আর ডাঙলি তুমি?’

‘এটা কেমন হয়: যদি বলি ক্ষুলে ঘার যার হিরোকে নিয়ে আমাদেরকে রচনা লিখতে হয়েছিল। মিস্টার মেসন, আমি তোমার সম্পর্কে লিখেছি...’

আন্ট পেতুনিয়া এবং হ্যারি দু’জনের জন্যই এটা বড় বেশি হয়ে গেলো। আন্ট পেতুনিয়া অবশ্য দু’জনের অনুভূতি ছিল ভিন্ন। কেবল ফেললেন, ছেলেকে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন আর ডাঙলির ভাড়ামোর মত কথা শনে হ্যারি গিয়ে লুকালো টেবিলের নিচে ঘেন ওর হাসি ওরা দেখতে না পায়।

‘আর এই যে, তুমি?’

টেবিলের নিচে থেকে বের হবার সময় হ্যারি কষ্ট করে মুখ স্বাভাবিক রাখল।

‘আমি আমার কুমৈ থাকব, কোনো শব্দ করব না এবং তান করব যে আমি ওখানে নেই।’ এক নাগাড়ে গড় গড় করে বলল হ্যারি।

‘ঠিক বলেছ ওটাই তুমি করবে।’ জোর দিয়ে বললেন আঙ্কল ভার্নন। ‘মেসনরা তোমার সম্পর্কে কিছুই জানে না এবং এটা এভাবেই থাকবে। ডিনার শেষ হলে পেতুনিয়া তুমি মিসেস মেসনকে নিয়ে যাবে আবার লাউঞ্জে বসে কফি পান করার জন্যে, আমি ড্রিল-এর বিষয়টি আলোচনায় নিয়ে স্ন্যাসার চেষ্টা করব। যদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় তবে দশটার খবরের আগেই স্ট্রিসহ এবং সিল মারা শেষ হয়ে যাবে। আর কাল এ সময় আমরা মেজের কায়ে ছুটির দিনের শপিং করে বেড়াবো।

এ ক্যাপারে হ্যারি খুব উৎফুল্প হতে পারল না। তার মনে হয় না ডার্সলিরা প্রিভেট ড্রাইভে তাকে যেমন পছন্দ করে স্নেজরকায় তার চেয়ে বেশি পছন্দ করবে।

‘ঠিক আছে-আমি শহরে যাচ্ছি ডাঙলি আর আমার জন্যে ডিনার জ্যাকেট আনতে। আর তুমি!’ হ্যারির স্মিকে ফিরে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললেন, ‘যতক্ষণ তোমার আন্তি ধোয়া মোছা করবে ততক্ষণ তুমি তার কাছ থেকে দূরে থাকবে।’

পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসল হ্যারি। চমৎকার একটি রৌদ্রোজ্বল দিন। সে লন্টা পার হলো, একটা গার্ডেন বেকে ধপ করে বসল, চাপা গলায়

গান গাইতে শুরু করল, 'হ্যাপি বার্থ ডে টু মি.....হ্যাপি বার্থ ডে টু মি.....'

কোনো গ্রীটিংস কার্ড নেই, কোনো উপহারও নেই এবং সঙ্গ্যটা তাকে ভান করতে হবে যেন তার কোনো অভিভূত নেই। দুঃখ ভারাক্ষণ্ট হৃদয়ে সামনের এক গাছের ঝোপটার দিকে তাকিয়ে রইল। কখনই তার এমন একাকী মনে হয়নি। হোগার্টস-এর দিনগুলোর কথা ভাবলো। হোগার্টস-এ অন্য কিছুর চেয়ে বেশি, কিডিচ খেলার চেয়েও বেশি হ্যারি মিস করছে তার সবচেয়ে কাছের দুই বকু রন উইসলি এবং হারমিওন ফ্রেঞ্জারকে। তার মনে হয় ওরা তাকে মোটেই মিস করছে না। সারা গ্রীষ্মে দু'জনের একজনও তাকে কোনো চিঠি লেখেনি, যদিও রন বলেছিল সে বাড়িতে গিয়ে হ্যারিকে তাদের সঙ্গে থাকার আমন্ত্রণ জানাবে।

অসংখ্যবার হ্যারি ভেবেছে জাদু দিয়ে হেডউইগের খাঁচা খুলে চিঠিসহ ওকে রন আর হারমিওনের কাছে পাঠায়, কিন্তু এটা একটু বেশি হয়ে যাবে। অপ্রাপ্তবয়স্ক জাদুকরদের ক্ষুলের বাইরে জাদু ব্যবহার করা নিষেধ। হ্যারি অবশ্য কখনই ডার্সলিদের কাছে তার এই ইচ্ছার কথা বলেনি, সে জানে ওদের এই একটাই ভয়, সে যদি ওদেরকে জাদু করে গোবরে পোকা বানিয়ে ফেলে। এই ভয়েই জাদুর কাঠি এবং বাডু-লাঠিসহ ওকে সিঁড়ির নিচের কাবার্ডে তালা যেরে রেখেছে। কয়েক সপ্তাহ আগে নিচু স্বরে অর্থহীন কথা আওড়ানো এবং ক্লম্ব থেকে ডার্ডলির— ওর ঘোটা পদযুগল যত জোরে ওকে বহন করতে পারে অর্থাৎ তীর বেগে-বেরিয়ে যাওয়া দেখতে ওর মজাই লাগত। কিন্তু রন এবং হারমিওনের দীর্ঘ নীরবতা তাকে ম্যাজিকের দুনিয়া থেকে বিছিন্ন করে ফেলেছে যে ডার্ডলিকে ক্ষেপানোও তার কাছে আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছে— আর এখন রন এবং হারমিওন তার জন্মদিনটাও ভুলে গেছে।

হোগার্টস-এর একটা খবরের জন্য সে কিইনা করতে পারে? যে কোনো উইচ বা উইজার্ডের কাছ থেকে খবর পেলেও সে খুশিএ এমন কি তার সবচেয়ে বড় শক্ত ভ্রাতো ম্যালফয়-এর দেখা পেলেও সে খুশ হতো, শুধু নিশ্চিত হওয়ার জন্য যে, সেসব স্বপ্ন ছিল না।

অবশ্য এমন নয় যে, তার হোগার্টস প্রের পুরো বছরটা শুধু আনন্দেই কেটেছে। গত টার্মের একেবারে শেষে, ম্যাল, আর কারো সঙ্গে নয় একেবারে স্বয়ং লর্ড ভোলডেমটের একেবারে মুঝেমুঝি হয়েছিল। ভোলডেমটের এখন আর আগের শক্তি নেই। এখন ছয়টা সে আগের ভোলডেমটের খ্রংসাবশেষ কিন্তু এখনও ভীতিকর, এখনও বৃত্ত, এখনও ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্পবন্ধ। ভোলডেমটের কবল থেকে দ্বিতীয়বারের যতো বেঁচে গেছে হ্যারি, একেবারে অল্পের জন্য বেঁচে যাওয়া বলতে হবে। এবং এখনও, কয়েক সপ্তাহ

পরও, হ্যারি ঘাম ভেজা শরীরে রাতের বেলায় জেগে ওঠে, তাবে এখন গোলডেমট কোথায়, মনে পড়ে ওর ভয়ংকর ক্রুদ্ধ চেহারা, বড় বড় উন্মত্ত চোখ.....

হ্যারি হঠাতে বেঞ্চে সোজা হয়ে বসল। সে অন্যমনক্ষতাবে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল ঝোপের দিকে— হঠাতে মনে হলো ঝোপটাও ওর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। পাতার ঘণ্টে দু'টো বড় সবুজ চোখ ভেসে উঠল।

হ্যারি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো, এমনি সময় লনের ওপর দিয়ে ভেসে এলো বিদ্রূপভরা একটা কঠস্বর, 'আমি জানি আজ কি দিন,' হেলে দুলে গেয়ে উঠল ডাডলি।

বড় সবুজ চোখ দুটো কেঁপে উঠেই মিলিয়ে গেলো।

'কী?' বলল হ্যারি, ও দু'টো চোখ যেখানে ছিল সেখানে চোখ বেঁধে।

'আমি জানি আজ কি দিন,' বলতে বলতে একেবারে সোজা হ্যারির কাছে চলে এলো।

'চমৎকার,' বলল হ্যারি। 'তাহলে শেষ পর্যন্ত তুমি সগাহের দিনগুলি সম্পর্কে শিখে ফেলেছো।'

'আজ তোমার জন্মদিন,' অবজ্ঞাভরে বলল ডাডলি। 'তুমি কোনো কার্ড পাওনি এটা কেমন কথা? ওই উজ্জ্বল যায়গাটায় তোমার একজনও বন্ধু নেই?'

'তুমি আমার স্কুল সম্পর্কে আলোচনা করছ এটা তোমার মা না শুনলেই ভাল,' নিরুত্তাপ কঠে বলল হ্যারি।

হ্যারির স্কুল পশ্চাদেশ থেকে প্যান্টটা স্লিপ করে পড়ে যাচ্ছিল, হ্যাচকা টানে ওপরে তুলল ও।

'তুমি ঝোপটার দিকে তাকিয়ে আছো কেন,' সঙ্গিক্ষতাবে প্রশ্ন করল সে হ্যারিকে।

'আমি স্থির করার চেষ্টা করছিলাম ওটাতে আগুন লাগাতে হলে কোনো জাদুটা সবচেয়ে ভাল হবে,' বলল হ্যারি।

ডাডলি পেছন দিকে হৌচট খেল, ওর ছেউ মুঝে একটা ভীতির ছায়া।

'তু তুমি পারো না— ড্যাড তোমাকে ক্ষেপণ করেছে তুমি ম্যায়... ম্যাজিক করতে পারবে না— বলেছে তোমাকে যাচ্ছ থেকে ছুড়ে ফেলে দেবে— আর তোমার যাওয়ার কোনো জায়গা নেই— তোমার কোনো বন্ধুও নেই যে তোমাকে নিয়ে যাবে—।'

'জিগারি! পকারি!' হ্যারি উঠে কঠে বলল। 'হোকাস পোকাস... স্কুইগলি উইগলি....'

'মাআআআআআআম!' আর্তনাদ করে উঠল হ্যারি আর দ্রুত পদক্ষেপে

ঝাড়া দৌড় দিল ডাডলি। ‘মাআআআআম! এ করছে, ইউ নো হোয়াট?’

এই এক মুহূর্ত মজা করার জন্যে হ্যারিকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছিল। ডাডলিও ব্যথা পায়নি ঝোপটারও কোনো ক্ষতি হয়নি। আন্ট পেতুনিয়া যদিও বুবাতে পেরেছিলেন হ্যারি কোনো ঘানুর ধার দিয়েও যায়নি। তবুও আন্ট পেতুনিয়া এক ভারি প্যান নিয়ে হ্যারিকে মারতে তেড়ে আসলেন। আঘাত হানতে উদ্যত আন্ট পেতুনিয়ার ভারি ফ্রাইং প্যানটাকে এড়াবার জন্য হ্যারি মাথা নিচু করে পালাতে হয়েছিল। শাস্তি হিসেবে তার ওপর অনেকগুলো কাজ চাপিয়ে দেয়া হলো, এবং তাকে প্রতিজ্ঞা করতে হলো যে, কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে খাবে না।

চারিদিকে ডাডলি পায়চারি করছে, হ্যারির কাজ করা দেখছে আর আইসক্রিম খাচ্ছে। হ্যারি জানালা পরিষ্কার করেছে, গাড়ি ধুয়েছে, লন-এর ঘাস আর গোলাপের চারাগুলোকে ছেটেছে, পানি দিয়েছে এবং বাগানের বেঞ্চগুলোকে আবার রং করেছে। মাথার ওপর সূর্য গনগন করছে, ঘাড়ের পেছনটায় যেন আগুন জুলিয়ে দিয়েছে। হ্যারি জানত তাকে ডাডলির ফাঁদে পা দেয়া উচিত হয়নি। কিন্তু ডাডলি ঠিক ওই কথাটাই বলেছে যেটা সে নিজেও ভাবছিল..... হয়তো হোগার্টস-এ আসলেই তার কোনো বন্ধু নেই...

‘এখন যদি তারা বিখ্যাত হ্যারি পটারকে এ অবস্থায় দেখতো,’ ভাবল সে তিক্তার সঙ্গে ফুলের বেডগুলোর উপর সার ছড়াতে ছড়াতে। পিঠ ব্যথা করছে, মুখ বেয়ে অবোর ধারায় ঘাম বারছে।

একেবারে ফ্লাস্টির শেষ পর্যায়ে অবশেষে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় সে আন্ট পেতুনিয়ার ডাক শুনতে পেলো।

‘হয়েছে এবার এসো! কাগজের ওপর দিয়ে হাটো!’

খুশিতে হ্যারি চকচকে কিচেনের ছায়ায় চলে এলো। কিচেন ফ্রিজের ওপরে রয়েছে রাতের বরাদ্দ পুডিংটা : তোলা মাখনের বাস্তু একটা তাল এবং চিনি মাখানো ভায়োলেট। অভেনে গরম হচ্ছে রোস্টেড শক।

‘জলদি খেয়ে নাও! এক্সুপি মেসনরা চলে আসবেন,’ চড়া গলায় বললেন আন্ট পেতুনিয়া। দেখিয়ে দিলেন কিচেন মেরিলের উপর রাখা দু’শুইস রুটি আর এক দলা পনির। ইতোমধ্যেই আন্ট নিজে পড়ে ফেলেছেন স্যামন-গোলাপী ককটেল ড্রেস।

হাতমুখ ধুয়ে হ্যারি ঝাপিয়ে পড়ল তার সকলণ রাতের খাবারের উপর। শেষ হওয়া মাত্র আন্ট পেতুনিয়া দ্রুত তার প্লেট সরিয়ে ফেললেন। ‘জলদি! ওপরে!’

লিভিং রুমের দরজা পেরোবার সময় এক বালক দেখতে পেলো আঙ্কল

ভার্নন এবং ডাউলির পরনে ডিনার জ্যাকেট এবং বো টাই। উপরের তালায় মাঝ
পা দিয়েছে অমনি নিচের কলিং বেল বেজে উঠল, সিডির গোড়ায় আঙ্কল
ভার্ননের রাগে-লাল চেহারাটা দেখা গেলো। ওর দিকে তাকিয়ে বললেন,
‘মনে রেখ-একটা শব্দ ...’

পা টিপে টিপে হ্যারি তার বেডরুমে পৌছে গেলো, চুপিসারে ভেতরে ঢুকে
দরজা বন্ধ করেই অবসাদে গড়িয়ে পড়ল বিছানার ওপর।

কিন্তু মনে হলো কে যেন আগে থেকেই তার বিছানায় বসে আছে।

ଦ୍ଵି ତୀ ଯ ଅ ଧ୍ୟା ଯ



ଡକ୍ଟର'ର ହଶ୍ଚିଯାରି

ହାରି ପ୍ରାୟ ଚିକାର କରେ ଉଠେଛିଲ, ଅନେକ କଷେ ନିଜେରେ ସମ୍ବଲେ ନିଲ । ବିଛାନାର ଓପର ବସା ଛୋଟୁ ଜୀବଟାର ବାଦୁରେ ମତୋ ବିରୁଚ୍ଛ ଦୁଟୋ କାନ ଆର କପାଳେର ନିଚେ ବେରିଯେ ଆସା ଟେନିସ ବଲ ସାଇଜେର ଦୁଟେ ଚୋଥ । ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟେ ହାରି ବୁଝିତେ ପାରିଲ ଏଟାଇ ତାକେ ସକାଳେ ବାଗାନ୍ଦର ମୋପ ଥିକେ ଲଙ୍ଘ୍ୟ କରାଛିଲ ।

ଓରା ପରମ୍ପରେର ଦିକେ ପଲକହିନ ତାନ୍ତ୍ରିଯେ ଥାକଲ । ନିଚେର ହଳ ଥିକେ ଡାଙ୍ଗିର ଗଲା ଶୋଳା ଗେଲ ।

‘ଆମି କି ଆପନାଦେର କୋଟ ଦିଲେ କିମିତେ ପାରି, ମିସ୍ଟାର ଅୟାନ୍ ମିସେସ ମେସନ ?’

ଜୀବଟା ବିଛାନା ଥିକେ ନେମେହାରିର ଉଦ୍‌ଦେଶେ ଏମନ ବୁଁକେ ବୋ କରିଲ ଯେ ଓର ଦୀର୍ଘ ସର୍କାର ନାକଟା ମେରେର କମପେଟ ଛୁଯେ ଫେଲିଲ । ହାରି ଖେଳାଲ କରିଲ ଓଟାର ପରନେ ବାଲିଶେର ପୂରନୋ ଓଯାଡ଼େର ମତୋ ଜାମା, ହାତ ଆର ପାଯେର ଜଣ୍ଯେ ଫୁଟୋ କରା ।

‘এই মানে— হ্যালো,’ বলল হ্যারি সন্তুষ্ট হয়ে।

‘হ্যারি পটার,’ বলল জীবটি, তৌক্ষ উচু শব্দে, হ্যারি নিশ্চিত যে আওয়াজটা নিচতলা পর্যন্ত গেছে। ‘এতদিন ধরে ডব্রি অপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে, স্যার ... এটা এমন একটি সম্মান ...’

‘ধ-ধন্যবাদ’, বলল হ্যারি দেয়ালের কিনারা ঘেঁষে এগিয়ে গিয়ে ডেক্স চেয়ারে ঢুবে গেল সে, পাশেই হেডটেইগ, ওর বিরাট ঝাঁচায় ঘুমে বিভোর। হ্যারি জিজ্ঞাসা করতে চাইল, ‘তুমি কি করো?’ কিন্তু ভাবল প্রথমেই এটা জিজ্ঞেস করা খুবই অভ্যন্তর হয়ে যাবে, মত পরিবর্তন করে জিজ্ঞাসা করল, ‘তুমি কে?’

‘ডব্রি, স্যার শুধু ডব্রি। ডব্রি দি গৃহ-ডাইনী,’ বলল জীবটি।

‘ওহ— তাই নাকি?’ বলল হ্যারি। ‘আমি— মানে অভ্যন্তর বা অমন কিছু হতে চাই না, কিন্তু বেড রুমে গৃহ-ডাইনী থাকার উপযুক্ত সময় আমার জন্যে এটা নয়।’

নিচের লিভিং রুম থেকে আন্ট পেতুনিয়ার উচ্চ শব্দের মেরি হাসি শোনা যাচ্ছিল। গৃহ-ডাইনী মাথা নিচু করে বসে রইল।

হ্যারি দ্রুত বলল, ‘তোমাকে দেখে যে আমি খুশি হইনি তা নয়, কিন্তু, মানে, এখানে আসার কি কোনো বিশেষ কারণ আছে?’

‘ওহ, হ্যা, স্যার,’ আন্তরিকভাবে বলল ডব্রি। ‘ডব্রি আপনাকে বলতে এসেছে, স্যার,...বেশ মুশকিল, স্যার....ডব্রি তাবছে কোথা থেকে শুরু করা যায়...’

বিছানাটা দেখিয়ে হ্যারি ন্যূনতাবে বলল, ‘বসো।’

গৃহ-ডাইনীটা সশঙ্খে কানায় ডেঙ্গে পড়ল, হ্যারি পেল ডব্রি

ওর মনে হলো নিচের কঠস্বরগুলো যেন হোচ্ট খেল।

‘আমি দুঃখিত,’ ও ফিসফিস করে বলল, ‘আমি তোমার মনে কষ্ট দিতে চাইনি।’

‘আমার মনে কষ্ট! গৃহ-ডাইনীর প্ল্যাটফর্মে এলো। ডব্রিকে কখনও কোনো উইজার্ড বসতে বলেনি— তাদের সম্মান মনে করে—’

‘সশঙ্খ’ হ্যারি ওকে থামানোর চেষ্টা করল, সান্ত্বনা দিয়ে বিছানায় নিয়ে বসিয়ে দিল। হেঁকি দিয়ে কান্না থামানোর চেষ্টা করছে ও। ওকে দেখতে লাগছে বড়সড় একটা কুৎসিত পুতুলের মতো। অবশেষে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হলো সে, ওর বিশাল দু’টো চোখ সজল কোমল দৃষ্টিতে হ্যারির দিকে তাকিয়ে রইল।

‘বোধহয় খুব বেশি ভাল উইজার্ডের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয়নি,’ ওকে
চাঙ্গা করার চেষ্টায় বলর হ্যারি।

ডবিঁ ওর মাথা নাড়ল। তারপর, হঠাৎ, কোনরকম আত্মায না দিয়েই সে
লাফিয়ে উঠে জানালায ওর মাথা ঠুকতে শুরু করল, সঙ্গে চিংকার, ‘ডবিঁ
খারাপ! ডবিঁ খারাপ!’

‘না— কি করছ তুমি?’ লাফিয়ে উঠে ওকে আবার বিছানায় টেনে আনতে
আনতে চাপা গলায় হিসহিসিয়ে বলল হ্যারি। তীক্ষ্ণ চিংকার করে জেগে উঠে
হেডউইক পাগলের মতো ঝাঁচার সঙ্গে ওর ডানা ঝাপটাতে লাগল।

‘ডবিঁ’র নিজেকে শান্তি দিতে হবে, স্যার,’ ডাইনীটা বলল। ও এখন
সামান্য টেরা হয়ে গেছে। ‘ডবিঁ তার পরিবার সম্পর্কে প্রায় বদলাম করে
ফেলেছিল, স্যার’

‘তোমার পরিবার?’

‘যে উইজার্ড পরিবারে ডবিঁ কাজ করে স্যার.... ডবিঁ গৃহ-ডাইনী ..
চিরকালের জন্য একটি উইজার্ড পরিবারে অবশ্যই তাকে কাজ করতে হবে...’

‘ওরা জানে যে তুমি এখানে?’ জিজ্ঞাসা করল হ্যারি উৎসুক হয়ে।

ডবিঁ শিহরিত হলো।

‘ওহ না, স্যার, না... ডবিঁ’র নিজেকে শুরুতরভাবে শান্তি দিতে হবে
আপনাকে দেখতে আসার জন্যে, স্যার। এর জন্যে ডবিঁকে ওভেনের দরজায়
তার কান আটকে রাখতে হবে। যদি ওরা কখনও জানতে পাবে, স্যার...’

‘কিন্তু ওভেনের দরজায় কান আটকে রাখলে কি ওরা টের পাবে না?’

‘এ ব্যাপারে ডবিঁ’র সন্দেহ রয়েছে। সব সময়ই কোনো না কোনো কারণে
ডবিঁ’র নিজেকে শান্তি দেয়ার দরকার পড়ে, স্যার। ওরা ডবিঁকে এটা করতে
দেয়, স্যার। কখনও কখনও ওরা আমাকে অতিরিক্ত শান্তি মেরাপ্ত কথা মনে
করিয়ে দেয়...’

‘তাহলে তুমি ওদেরকে ছেড়ে আসো না কেন? পার্সনেল না কেন?’

‘একজন গৃহ-ডাইনীকে মুক্তি দিতে হয়, স্যার। এবং ওই পরিবার কখনই
ডবিঁকে মুক্তি দেবে না... ডবিঁ আমৃত্য ওই পরিবারের কাজ করে যাবে,
স্যার...’

হ্যারি অপলক তাকিয়ে রইল।

‘আর আমি ভাবছিলাম এখানে আরো চার সপ্তাহ আমাকে কী না কঠিন
পরিস্থিতির মধ্যে থাকতে হবে, ক্লিন সে। অবশ্য এখন তোমার কাহিনী শুনে
ডার্সলিদের প্রায় মানবিক বলে মনে হবে। তোমাকে কি কেউই সাহায্য করতে
পাবে না? আমি পারি না?’

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হ্যারি ভাবল, যদি সে কথা না বলত। ডবিং আবার কৃতজ্ঞতার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

‘প্রিজ,’ হ্যারি পাগলের মতো ফিসফিস করে বলল, ‘প্রিজ চুপ করো। যদি ডার্সলিবা কিছু শোনে, যদি ওরা জানে তুমি এখানে...’

‘হ্যারি পটার জিজ্ঞাসা করছে সে ডবিংকে সাহায্য করতে পারে কি না... ডবিং তোমার মহানুভবতার কথা শুনেছে, স্যার, কিন্তু তোমার সদগুণের কথা কথনো জানত না...’

হ্যারির কান গরম হতে লাগল, বলল, ‘আমার মহানুভবতার কথা যাই শুনে থাকো না কেন সবটাই পাহাড় সমান বাজে। এমনকি আমি হোগার্টস-এ আমার ইয়ারে প্রথম পর্যন্ত হইনি, হয়েছে হারমিওন, সে...’

কিন্তু দ্রুত থেমে গেলো সে, কারণ হারমিওনের কথা ভাবা তার জন্যে বেদনাদায়ক।

‘হ্যারি পটার বিনয়ী এবং ভদ্র,’ বলল ডবিং শ্রদ্ধার সঙ্গে, ওর গোলাকার চোখ দুটো যেন জুলছে। ‘হ্যারি পটার ওর বিজয়ের কথা বলে না, তার বিজয় তার ওপর যার নাম নিতে হয় না।’

‘ভোলডেমর্ট?’ বলল হ্যারি।

বাদুড়ের মতো দুটো কানের ওপর হাত চাপা দিয়ে শুঙ্গিয়ে উঠল ডবিং, ‘আহ, নাম নেবেন না, স্যার! নাম নেবেন না!’

‘সরি,’ হ্যারি বলল দ্রুত। ‘আমি জানি অনেক লোক এটা পছন্দ করে না-আমার বক্স রন...’

আবার থামল হ্যারি। ভাবল রনের কথা ভাবাটাও কষ্টকর।

ডবিং হ্যারির দিকে ঝুঁকল, ওর চোখ জোড়া গাঢ়ির হেডলাইটের মতো বিশাল।

‘ডবিং শুনেছে বলাবলি হচ্ছে,’ বলল সে ভাঙ্গা পলায়। অন্ধকারের লর্ডের সঙ্গে হ্যারি পটারের দ্বিতীয়বার দেখা হয়েছে, যাত্র করে সপ্তাহ আগে.... এবং আবারো হ্যারি পটার রক্ষা পেয়েছে।’

হ্যারি সম্মতিতে মাথা নাড়ল এবং হঠাৎ করেই ডবিংর চোখ দুটো জলে চকচক করে উঠল।

‘আহ, স্যার,’ ঘন ঘন শ্বাস নিল ডবিং, পরনের বালিশের খোলটা দিয়ে মুখটা মুছে নিল। ‘হ্যারি পটার সাহসী এবং বীর! ইতোমধ্যেই তিনি অনেকগুলো বিপদ সাহসের সাথে মোকাবিলা করেছেন! কিন্তু ডবিং এসেছে হ্যারি পটারকে রক্ষা করতে, তাকে সাবধান করতে, যদি তাকে পরে ওভেনের দরজায় কান বক্স করে রাখতে হয় তবুও.... হ্যারি পটারের কিছুতেই হোগার্টস-

এ ফিরে যাওয়া উচিত হবে না।'

কুমে নীরবতা নেমে এলো। শুধু শৌনা যাচ্ছে নিচের তলার ঝুরি কাটার শব্দ এবং আঙ্কল ভার্ননের গম গম করা গলার শব্দ।

'কি-কি?' তোৎলাতে শুরু করল হ্যারি পটার। 'কিন্তু আমাকে তো ফিরে যেতে হবে— সেপ্টেম্বরের এক তারিখে টার্ম শুরু হচ্ছে। এই স্কুলই তো আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তুমি তো জান না ওখানটায় কি-রকম। এটা আমার স্থান নয়। আমার স্থান তোমার দুনিয়ায়— হোগার্টস-এ।'

'না, না, না,' যেন যত্রণায় কাতরে উঠল ডবিবি, এতে জোরে জোরে মাথা নাড়ল যে ওর কান দুটো পাখার মতো বাপটালো। হ্যারি পটারকে সেখানেই থাকতে হবে যেখানে তিনি নিরাপদ। তিনি খুবই মহৎ খুবই ভাল, তাকে হারানো যাবে না। হ্যারি পটার যদি হোগার্টস-এ ফিরে যান তবে মরণ, বিপদে পড়বেন তিনি।'

'কেন?' অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল হ্যারি।

'একটা ষড়যন্ত্র আছে, হ্যারি পটার। হোগার্টস স্কুল অফ উইচেরাফট অ্যান্ড উইজারডি-তে এ বছর খুব ভয়ানক সব ঘটনা ঘটানোর ষড়যন্ত্র হয়েছে।' ফিস ফিস করে বলতে বলতে শিউরে উঠল ডবিবি। 'ডবিবি এটা কয়েক মাস ধরেই জানত, স্যার, হ্যারি পটারের নিজেকে বিপদের মধ্যে ফেলা উচিত হবে না। তিনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

'কি ভয়ানক ঘটনা?' সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল হ্যারি।

ডবিবি একটা অস্তুত শব্দ করল যেন ওর গলা বুজে আসছে এবং তারপর পাগলের মতো দেয়ালে মাথা ঠুকতে শুরু করল।

'ঠিক আছে,' ওর বাহু খামচে ধরে চিকির করল হ্যারি। 'আমি বুঝতে পারছি, তুমি বলতে পারছ না। কিন্তু তুমি আমাকে সাবধান করতে কেন?' হঠাৎ ওর মাথায় একটা অস্ত্রিয় চিন্তা খেলে গেল। 'দাঁড়াও— তেমনি-দুঃখিত— তুমি জান ইউ নো ছ-এর সঙ্গে তো এর কোনো সম্পর্ক নেই আছে? তোমাকে মুখে কিছু বলতে হবে না, শুধু মাথা নাড়লেই চলবে।' ডবিবির মাথাটা আবার দেয়ালের দিকে যেতে দেখে তাড়াতাড়ি বলল হ্যারি।

ধীরে ধীরে ডবিবি ওর মাথা নাড়ল।

'না— না, যার নাম নেয়া যায় না কিন্তু নন, স্যার।'

কিন্তু ডবিবির চোখ জোড়া বজ্জোড় হয়ে গেলো, মনে হচ্ছে ও হ্যারিকে কোনো ইঙ্গিত করতে চাচ্ছে। অবশ্য হ্যারি তখনও একেবারে অঈরে সাগরে।

'ওর তো কোনো ভাই নেই, আছে?'

মাথা নাড়ল ডবিবি, ওর চোখ আরো বড় হলো।

‘বেশ, আমি কিন্তু ভাবতে পারছি না আর কার হোগার্টস-এ তয়ংকর সব ব্যাপার ঘটানোর সামর্থ্য রয়েছে,’ বলল হ্যারি। ‘মানে আমি বলতে চাইছি, ডাষ্টলডোর রয়েছেন, তাদের মধ্যে একজন। তুমি জান ডাষ্টলডোর কে, জান না?’

ডবিল মাথা নোয়াল।

অ্যালবাস ডাষ্টলডোর এ যাবৎ হোগার্টস-এর সর্বশ্রেষ্ঠ হেডমাস্টার। ডবিল জানে স্যার। ডবিল শুনেছে, চূড়ান্ত পর্যায়ে ডাষ্টলডোরের ক্ষমতা ‘যার নাম নেয়া উচিত নয়’ তার সমকক্ষ। কিন্তু স্যার,’ ব্যাকুল ফিস ফিস মাত্রায় নেমে এলো ডবিলির গলার স্বর, ‘এমন সব ক্ষমতা রয়েছে যেগুলো ডাষ্টলডোরও... ক্ষমতা কোনো ভাল উইজার্ডের....’

এবং হ্যারি তাকে থামানোর আগেই, ডবিলি লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নামল, হ্যারির টেবিল ল্যাম্পটা ছিনিয়ে নিয়ে নিজের মাথায় মারতে লাগল কান ফাটানো তীক্ষ্ণ চীৎকার করতে করতে।

হঠাৎ নীচতলায় সব কিছু নীরব হয়ে গেল। হ্যারির হার্ট বিট বেড়ে গেল, দু’সেকেন্ড পর শোনা গেল আঙ্কল ভার্নন হল রুমে এসেছেন, বলছেন, ‘নিশ্চয়ই ডাঙলি আবার তার টেলিভিশন অন করে রেখেছে, নেড়ি কুণ্ডার বাচ্চা!’

‘জলদি! ওয়ার্ডরোবে!’ হিসহিসিয়ে বলল হ্যারি, ডবিলিকে ওটার ভেতর ঢেসে ভরল, দরজা বন্ধ করে নিজেকে বিছানার ওপর ছুড়ে দিল। ঠিক তখনই দরজার হ্যান্ডেলটা ঘূরতে শুরু করল।

একেবারে হ্যারির মুখের কাছে মুখ নিয়ে দাঁত কড়মড় করে আঙ্কল ভার্নন বললেন, ‘বদমাইশি করছিস? তুই আমার গল্পটাই মাটি করে দিলি, যেইমত্র জাপানী গল্ফ-খেলোয়াড় জোকটার আসল জায়গায় এসেছি ঠিক ফ্রেক্ষনি স্টোর বারোটা বাজিয়ে ছাড়লি.... আর একটা শব্দ যদি বের করিস তবে জন্মানোর জন্যে তোকে আফসোস করতে হবে!’

সশঙ্কে পা ফেলে রুম ছাড়লেন তিনি।

কাঁপতে কাঁপতে হ্যারি ডবিলিকে ওয়ার্ডরোবে থেক বের করে আনল।

‘দেখেছ এখানে কি অবস্থা?’ বলল সে। এবার বুঝেছ কেন আমাকে হোগার্টস-এ ফিরে যেতে হবে? ওই একটু জায়গা রয়েছে আমার— তাহাড়া, আমার মনে হয় ওখানে আমার বন্ধুর রয়েছে।’

‘বন্ধু, যারা হ্যারি পটারের কপালে চিঠিও লেখে না?’ চতুরতার সঙ্গে বলল ডবিলি।

‘আমি আশা করছি ওরা হয়তো-দৌড়াও,’ বলল হ্যারি বিরক্ত হয়ে। ‘তুমি কিভাবে জান, আমার বন্ধুরা আমাকে চিঠি লিখেছে না?’

পা বদল করে দাঁড়াল ডব্লিউ।

‘ডব্লিউর সঙ্গে হ্যারির পটারের রাগ করা উচিত হবে না – ডব্লিউ এটা ভালুক জন্মেই করেছে..’

‘তুমি কি আমার সব চিঠি আটকে রাখছিলে?’

‘ডব্লিউর কাছেই ওগুলো রয়েছে স্যার,’ বলল ও। দ্রুততার সঙ্গে হ্যারির আওতার বাইরে ঢলে এলো। পরনের বালিশের ওয়াড্টার ভেতর থেকে সে একটা এনভেলোপের গোছা বের করল। হ্যারি হারমিওনের পরিষ্কার হাতের লেখা দেখতে পেল, রনের অপরিচ্ছন্ন লেখাও বোঝা যাচ্ছে, এমন কি কিছু হিজিবিজিও দেখতে একেবারে হোগার্টস-এর পেমকিপার হ্যাপ্রিডের হাতের বেঁধার মতো।

ডব্লিউ আগ্রহের সঙ্গে হ্যারির দিকে তাকালো।

‘হ্যারি পটারের রাগ করা উচিত হবে না... ডব্লিউ আশা করেছিল... যদি হ্যারি পটার ভাবেন যে তার বন্ধুরা তাকে ভুলে গেছে... তাহলে হ্যারি পটার আর স্কুলে ফিরে যেতে চাইবেন না, স্যার...’

হ্যারি কিছুই শুনছিল না। চিঠিগুলো নেয়ার জন্য হাত বাড়ালো, কিন্তু ডব্লিউ লাফিয়ে ওর নাগালের বাইরে ঢলে গেল।

‘হ্যারি পটার চিঠিগুলো পাবেন, স্যার, যদি তিনি ডব্লিউকে কথা দেন যে, তিনি আর হোগার্টস-এ ফিরে যাবেন না। আহ স্যার! আপনার এই বিপদের মুখোমুখি হওয়া ঠিক হবে না! বলুন আপনি ফিরে যাবেন না, স্যার!’

‘না,’ রেগে বলল হ্যারি, ‘আমাকে আমার বন্ধুদের চিঠিগুলো দাও।’

‘তাহলে হ্যারি পটার কোনো উপায় আর রাখল না,’ মন খারাপ করে বলল স্কুলে ডাইনেটা।

হ্যারি নড়ার আগেই, ডব্লিউ বেডরুমের দরজার দিকে ডৌবেগে ছুটল, দরজা খুলে – দৌড়ে সিডি বেয়ে নামতে শুরু করল।

হ্যারির মুখ শুকিয়ে গেছে, পেট ভেতরে সেঁধিয়ে ছেল, লাফ দিয়ে হ্যারি ওর পেছন পেছন ছুটল, তবে খেয়াল রেখেতে যেন শব্দ না হয়। সিডির শেষ তিনটা ধাপ এক লাফে পেরিয়ে সে একেবারে হলৈয়ে কার্পেটের ওপর বেড়ালের-মতো পড়েই চারদিকে ডব্লিউকে ঝুঁজল। স্কুলে পেল খাবার ঘরে আঙ্কল ভার্নন বলছেন, ‘...পেতুনিয়াকে আমেরিকান জলকুস্টস-মিস্ট্রিদের সম্পর্কে সেই মজাদার গল্পটা বলুন মিঃ মেসন, ও না, শুনো জন্মে একেবারে অস্ত্রির হয়ে গেছে...’

হ্যারি দৌড়ে হলটা পেরিয়ে রান্নাঘরে ঢলে এলো এবং তার মনে হলো দেহের মাঝখান থেকে পেটটা অদৃশ্য হয়ে গেছে।

আন্ত পেতুনিয়ার তৈরি মাস্টারপিস একটা পুড়িং ক্রিমের পাহাড় এবং চিনি

দেয়া ভায়োলেট সব ভাসছে, সিলিং এর কাছে বাতাসে ভাসছে। কোণায় একটা কাবার্ডের ওপর জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে ডবিঃ।

‘না,’ ককিয়ে উঠল হ্যারি। ‘প্রিজ... ওরা আমাকে মেরে ফেলবে...’

‘হ্যারি পটারকে বলতে হবে সে আর স্কুলে ফিরে যাবে না-’

‘ডবিঃ... প্রিজ...’

‘বলুন স্যার...’

‘আমি বলতে পারি না।’

ট্র্যাজিক দৃষ্টিতে ডবিঃ চাইল ওর দিকে।

‘তাহলে ডবিকে এটা করতেই হবে স্যার, হ্যারি পটারের ভালুর জন্যেই।’

পুডিংটা মেঝের ওপর পড়ল কান ফাটালো শব্দে। ক্রিম ছিটকে জানালা আর দেয়াল লেপটালো ডিশওলো ভেঙ্গে খান খান হলো। চাবুকের একটা শপাং শব্দের মতোই অদৃশ্য হয়ে গেলো ডবিঃ।

খাবার ঘর থেকে চিংকার শোনা গেলো, আঙ্কল ভার্নন সজোরে ঢুকে হ্যারিকে দেখে শকে জমে কাঠ, মাথা থেকে পা পর্যন্ত আন্ট পেতুনিয়ার পুডিং। প্রথমে মনে হয়েছিল আঙ্কল ভার্নন পুরো ব্যাপারটাই সামলে নেবেন ('এই আমাদের ভাগ্নে— খুবই বিরক্ত— অচেনা লোক দেখলে ঘাবড়ে যায়, এই জন্যে আমরা ওকে উপরতলায় থাকতে বলেছিলাম....' জাতীয় কথা দিয়ে), বিশ্বয়ে পাথর মেসনদেরকে প্রায় ঠেলে আবার ডাইনিং রুমে নিয়ে যাওয়ার সময় হ্যারির হাতে ঘর ঘোছার একটা কাপড় গুজে দিয়ে তিনি বললেন মেসনদের যেতে দাও তারপর গায়ের ছাল তোলা হবে তোমার। আন্ট পেতুনিয়া ক্রিজার থেকে আরো কিছু আইসক্রীম বের করলেন, হ্যারি তখনও কাঁপছে, রান্নাঘর পরিষ্কার করতে শুরু করল।

আঙ্কল ভার্নন তারপরও হয়তো ওর সঙ্গে একটা স্মরণোত্তীর্ণ আসতে পারতো, যদি ওই পেঁচাটা না থাকত।

ভিনার শেষ, যেই না আন্ট পেতুনিয়া মুখভুক্ত জন্য মিটের বাঞ্ছিটা বাড়িয়ে দিয়েছে ওমনি বিরাট একটা গৃহপালিকা পেঁচা ডাইনিং রুমের জানালা দিয়ে উড়ে এলো, মিসেস মেসন-এর মাথায় একটা চিঠি ছেড়ে আবার জানালা দিয়েই বেরিয়ে গেলো। অশ্রীরী প্রেতাত্মক স্বতো চিংকার করে উঠলেন মিসেস মেসন এবং উচ্চস্থরে পাগল জাতীয় কথা বলতে বলতে দৌড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। মিস্টার মেসন ভিত্তিক্ষণই সেই বাড়িতে থাকলেন যতক্ষণ বলতে সময় লাগে শুধু এই কঠাটা যে, তার স্ত্রী ছোট-বড় সব মাপের সকল ধরনের পাথি সম্পর্কে একেবারে প্রাণঘাতি ভয়ে ভীত এবং তাই এটা কি তাদের একটা তামাশা ছিল?

হ্যারি দাঁড়িয়ে রইল কিচেনে, হাতে ঘর মোছার কাপড়টা দু'হাতে আকড়ে
ধরে আছে যেন সাহস যোগাচ্ছে, আঙ্কল ভান্ন এগিয়ে যাচ্ছে ওর দিকে, চোখে
দানবীয় চাহনী।

‘এটা পড়! পেঁচার আনা চিঠিটা ওর দিকে ছুড়ে দিয়ে দাঁতের ফাঁকে
হিসিয়ে উঠলেন তিনি।

‘নে পড় ওটা!'

হ্যারি চিঠিটা নিল। ওর মধ্যে জন্মদিনের কোনো শুভেচ্ছা নেই।

প্রিয় মিস্টার পটার,

গোয়েন্দা সূত্রে আমরা জানতে পেরেছি আপনি
যেখানে থাকেন সেখানে আজ রাত নয়টা বারো মিনিটে হোতার
চার্ম মায়া বিদ্যা প্রয়োগ করা হয়েছে।

আপনি জানেন অপ্রাঞ্চিত জাদুকরদের ক্ষুলের
বাইরে মায়া বিদ্যা প্রয়োগ করবার অনুমতি নেই এবং আপনার
দিক থেকে এই বিদ্যার আরো প্রয়োগ হলে আপনাকে ক্ষুল থেকে
বহিকারও করা হতে পারে (অপ্রাঞ্চিত জাদুকরদের মায়াবিদ্যা প্রয়োগের
যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত ডিক্রি, ১৮৭৫, অনুচ্ছেদ সি)

আমরা আপনাকে আরো স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে,
যে কোনো জাদু তৎপরতা যা অ-জাদুকর সম্প্রদায় (মাগল)-এর
নজরে পড়বার ঝুঁকি রয়েছে, ইন্টারন্যাশনাল কনফেডারেশন অফ
ওয়ারলকস' স্ট্যাটুট অফ সিক্রেসির ১৩ ধারা অনুযায়ী মারাত্মক
অপরাধ।

আপনার ছুটি উপভোগ করুন!

আপনারই একান্ত,

১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ জুন

মাফাল্ডা হপকার্ক

ম্যাজিকের অসঙ্গত ব্যবহার সম্পর্কিত দণ্ডন

ম্যাজিক মন্ত্রণালয়

চিঠি থেকে মুখ তুলে হ্যারি চোক পিলেন

‘তুমি আমাদের জানাওনি যে কোনো বাইরে মায়া প্রয়োগ করা তোমার জন্য
নিষেধ,’ বললেন আঙ্কল ভান্ন চোখে পাগলামির বিচ্ছুরণ স্পষ্ট। ‘বলতে ভুলে
গেছ....তোমার মনে ছিল না’

তিনি বুলডগের মতোই হ্যারির সহ্যশক্তির ওপর চেপে বসছেন, সমস্ত দাঁত

মুখ খিচিয়ে। ‘বেশ, তোমার জন্যে সুসংবাদ আছে.... আমি তোমাকে তালা
মেরে রাখব, তুমি আর ওই স্কুলে ফিরে যাচ্ছ না.... কখনোই না.... আর তুমি
যদি মাঝা বিদ্যার প্রয়োগে নিজেকে মুক্ত করো তাহলে ওরই তোমাকে স্কুল
থেকে বের করে দেবে!’

উল্লাদের মতো হাসতে হাসতে তিনি হ্যারিকে টেনে হিচড়ে ওপরতলায়
নিয়ে চললেন।

আঙ্কল ভার্নের কথা বলার ধরন যেমন খারাপ তেমনি ঘানুষটিও খারাপ।
পরদিন সকালে হ্যারির জানালায় লোহার শিক লাগানোর জন্যে তিনি লোক
ধরে আনলেন। তিনি বেলা হ্যারিকে সামান্য কিছু খাবার যেন দেয়া যায় তার
জন্যে আঙ্কল ভার্ন নিজেই বেডরুমের দরজায় চৌকো ছিদ্র করে একটা ক্যাট-
ফ্ল্যাপ লাগিয়ে নিলেন। সকাল-সন্ধিয়ায় বাথরুম ব্যবহারের জন্যে হ্যারিকে দু'বার
বের হতে দেয়া হতো। এ ছাড়া চকিষ ঘন্টাই তাকে রুমে আটকে রাখা হতো।

তিনদিন পরও ডাস্লিদের মধ্যে নরম হওয়ার লক্ষণ দেখা গেল না এবং
হ্যারিও এই দশা থেকে বের হবার কোনো উপায় দেখতে পেলো না। বিছানায়
শুয়ে শুয়ে জানালার শিকের ওপারে সূর্য অন্ত যেতে দেখে আর ভাবে ওর
পরিণতি কি হবে।

ম্যাজিক অর্থাৎ মাঝা বিদ্যা প্রয়োগ করে রুম থেকে নিজেকে বের করে কি
লাভ, যদি ওটা করার জন্য হোগার্টস তাকে বহিক্ষার করে? প্রিভেট-ড্রাইভে
জীবন যেন থেমে গেলো। এখন ডাস্লিরা জানে যে, তাদের সকালে বাঁদুড় হয়ে
জেগে ওঠার আশঙ্কা নেই, এই ভাবে হ্যারি তার একমাত্র অন্তর্চি হারালো। ডকি
হয়তো হোগার্টস-এর সন্তান্য ভয়ংকর ঘটনাগুলি থেকে বাঁচিয়েছে, কিন্তু যেভাবে
চলছে তাতে সে হয়তো না থেতে পেরেই মরবে।

ক্যাট-ফ্ল্যাপটা আওয়াজ করল। আন্ট পেতুনিয়ার হাত ~~দেখা~~ গেল, রুমের
ভেতর এক বোল টিনড-স্যুপ ঠেলে দিল হাতটা। হ্যারির প্রেস্ট তখন জুলছিল
খিদায়, এক লাফে বিছানা থেকে নেমে প্রায় ছিনিয়ে ~~দেখা~~ বোলটা। স্যুপটা ঠাণ্ডা
বরফ, তবুও এক চুমুকে প্রায় অর্ধেকটা সাবাড় ~~দেখা~~ দিল হ্যারি। তারপর গেল
হেডউইগের খাঁচার কাছে, বোলের নিচের ~~সঞ্জীবনে~~ ওর শূন্য ট্রেতে দিয়ে
দিল। পাখা আলোড়িত করল হেডউইগ। হ্যারির দিকে তাকাল চৱম বিরক্তি
নিয়ে।

‘মুখ ফিরিয়ে লাভ নেই,’ ~~বিজ্ঞান~~ বলল হ্যারি, ‘ওই যা কিছু জুটেছে
তাগে।’

শূন্য বোলটা এবার সে ক্যাট-ফ্ল্যাপের কাছে ঘেঁষেতে রেখে আবার
বিছানায় শুয়ে পড়ল। কেন জানি স্যুপটা খাওয়ার আগের চেয়ে এখন বেশি

যিদে লাগছে।

যদি ধরে নেয়া যায় সে চার সঙ্গাহ পরও বেঁচে থাকে, এরপর যদি সে হোগার্টস-এ যেতে না পারে তাহলে কি হবে? ওরা কি কাউকে পাঠাবে তার না যাওয়ার কারণ জানাবে জন্মে? তারা কি ডার্সলিদের সম্ভত করাতে পারবে যেন তারা তাকে যেতে দেয়?

ঘরটা অন্ধকার হয়ে আসছে। ক্লান্ত সে শ্রান্ত সে, পেট গুড় গুড় করছে, মনের মধ্যে জবাব না পাওয়া প্রশংগলো বার বার ফিরে আসছে, একটা অস্থিতি কর ঘুমের কোলে ঢলে পড়ল হ্যারি।

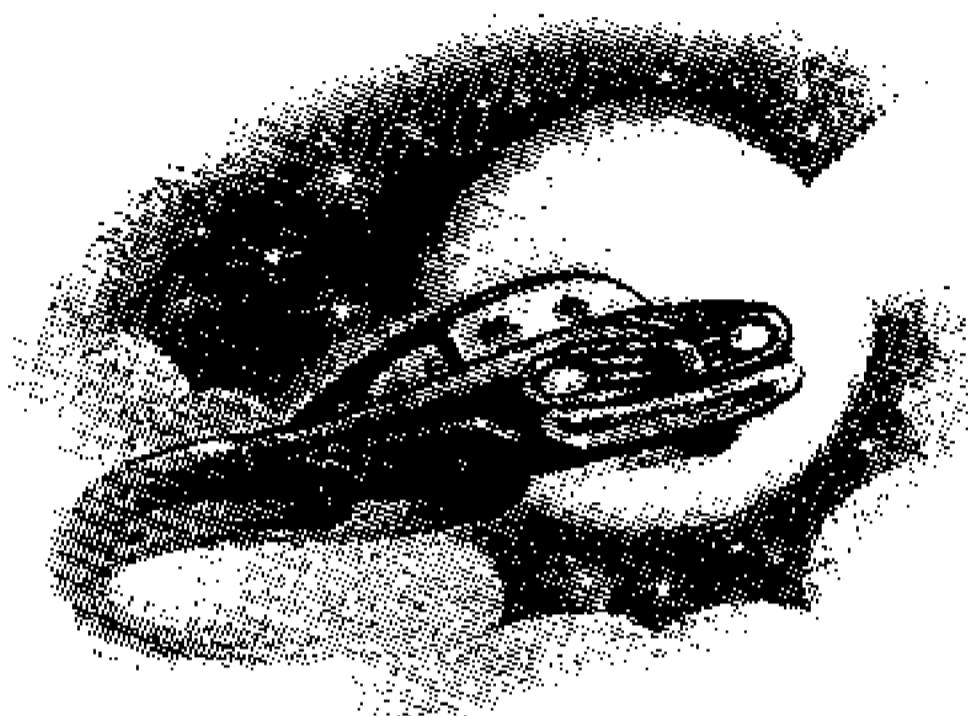
সে স্বপ্ন দেখল, একটা চিড়িয়াখানার খাঁচার মধ্যে তাকে পুরে দেয়া হয়েছে, একটা ঝুলছে খাঁচাটায় তাতে লেখা 'অপ্রাপ্তবয়স্ক জাদুকর।' খাঁচার শিকের ফাঁক দিয়ে বিস্ফোরিত চোখে দর্শকরা ওকে দেখছে, ও শয়ে আছে খড়ের বিছানার উপর অভূক্ত দুর্বল। সে ভিড়ের মধ্যে ডব্লিউকে দেখল, চিৎকার করে সাহায্য চাইল। 'হ্যারি পটার ওখানেই নিরাপদ, স্যার,' বলেই ডব্লিউ অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর এলো ডার্সলিরা। ওকে দেখে ডার্সলি খাঁচার শিক ধরে ঝাঁকালো, বিন্দুপের হাসি হাসল।

'থামো,' বিড় বিড় করে বলল হ্যারি। খাঁচা ঝাঁকান্তের আওয়াজটা তার মাথায় যেন মুগড় মারছে। 'আমাকে একম থাকতে দাও.....বন্ধ কর....আমি একটু ঘুমানোর চেষ্টা করছি....'

চোখ ঝুলল হ্যারি। জানালার শিকগুলোর মধ্যে দিয়ে চাঁদের আলো গলে পড়ছে। এবং শিকের ফাঁক দিয়ে কেউ একজন তার দিকে বিস্ফোরিত চোখে তাকিয়ে আছে লাল চুল, লম্বা নাক আর মেচ্তায় ভরা মুখের কেউ।

হ্যারির জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে রন উইসলি।

তৃতীয় অধ্যায়



দ্য বারো

‘রন!’ নিঃশ্বাস ছাড়ল হ্যারি, হামাগড়ি দিয়ে জানালার কাছে গেল সে, জানালাটাকে একটু তুলে ধরল যেন শিকেব্রস্ক দিয়ে কথা বলা যায়। ‘রন তুমি কি ভাবে... কি ...?’

চোখে যা দেখছে তার পুরো অভিধাতটা ডিপ্সলকি করে বিস্ময়ে হ্যারির মুখ হা হয়ে গেলো। পুরনো একটা ফিরোজাবাদের গাড়ির পেছনের জানালা দিয়ে রন বেরিয়ে আছে, গাড়িটা ‘মধ্য-বাতাসে শূন্যের ওপর পার্ক করা। সামনের সিট থেকে হ্যারির দিকে তাকিয়ে গুলছে ফ্রেড এবং জর্জ। রনের বড় জমজম দুই ভাই।

‘বেশ, হ্যারি? কি হচ্ছে?’ বলল রন। ‘তুমি আমার চিঠির জবাব দাওনি কেন? আমি তোমাকে প্রায় বারোবার লিখেছি আমাদের বাড়িতে থাকার জন্যে।

তারপর একদিন বাবা বাড়ি এসে বললেন মাগলদের সামনে জাদু বিদ্যা প্রয়োগ করার জন্যে তোমাকে সরকারিভাবে সাবধান করে দেয়া হয়েছে...'

'আমি ওটা করিনি – আর উনি জানলেন কিভাবে?'

'উনি মন্ত্রণালয়ে কাজ করেন,' বলল রন। 'তুমি তো জান ক্ষুলের বাহিরে আমাদের জাদু বিদ্যা প্রয়োগ করার কথা নয়..'

'তোমাদের কাছ থেকে একটু ধনী ধনী ভাব আসছে,' ভাসমান গাড়িটার দিকে অপলকে তাকিয়ে বলল হ্যারি।

'ওহ!, ওটা কোনো ব্যাপার নয়,' বলল রন। 'আমরা এটা শুধু ধার করে নিয়ে এসেছি, এটা বাবার, আমরা এটা জাদু করিনি। কিন্তু যে মাগলদের সঙ্গে তুমি থাক তাদের সামনে জাদু বা মোহিনী বিদ্যার প্রয়োগ করা...'

'আমি তো বলেছি তোমাদের, আমি ওটা করিনি – কিন্তু এখন তোমাদের বোঝাতে অনেক সময় নেবে। দেখো, তোমরা কি হোগার্টস-এ ওদের বোঝাতে পারবে যে ডার্সলিরা আমাকে আটকে রেখেছে এবং আমাকে ওখানে ফিরে যেতে দেবে না এবং সঙ্গত কারণেই আমি জাদু করে নিজেকে বের করতেও পারছি না, কারণ এতে মন্ত্রণালয় ভাববে যে তিনদিনের মধ্যে আমি দু'বার জাদু বিদ্যা ব্যবহার করলাম, সুতরাং –'

'বকবকানি বক্ত কর,' বলল রন, 'আমরা এসেছি তোমাকে আমাদের সঙ্গে বাড়ি নিয়ে যেতে।'

'কিন্তু তোমরাওতো আমাকে জাদু করে বের করতে পারবে না –'

'আমাদের করতেও হবে না, 'গাড়ির সামনের সিটের দিকে মাথা ঝাকিয়ে দাঁত বের করে বলল রন। 'তুমি ভুলে গেছ আমার সঙ্গে কে রয়েছে।'

হ্যারির দিকে একটা রশির এক মাথা ছুড়ে দিয়ে ফ্রেড বলল ~~ক্ষেত্র~~ক্ষেত্রের সঙ্গে ওটা কর্ষে বাধো।

'যদি ডার্সলিরা জেগে ওঠে তাহলে আমি শেষ,' বলতে বলতে হ্যারি রশিটা কর্ষে বাধল শিকের সঙ্গে। ফ্রেড গাড়িটা পেছনে চালাবার উদ্যোগ নিল।

'তয় পেয়ো না,' বলল ফ্রেড। 'পেছনে স্বরে কাঁড়াও।'

পেছনে ছায়ার মধ্যে হেডউইগের কাছে সরে গেলো হ্যারি। হেডউইগও বোধহয় বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটার অস্তিত্ব, নিঃশব্দে স্থির হয়ে বসে আছে। গাড়ি এবার জোরে রশিটা টানল, জোর বাস্তুতে বাঢ়তে এক সময় মচ মচ শব্দে শিকগুলো জানালা থেকে বেয়িয়ে গেলো। ফ্রেড সোজা আকাশের দিকে উড়ে গেলো। দৌড়ে জানালার কাছে পিয়ে হ্যারি দেখল শিকগুলো মাটির কয়েক ফিট উপরে ঝুলছে। হাঁপাতে হাঁপাতে রন ওগুলোকে গাড়িতে তুলল। উদ্বিগ্ন হ্যারি কান পেতে শুনল, না, ডার্সলিদের বেডরুম থেকে কোনো শব্দ পাওয়া যাচ্ছে

না।

শিকগুলো গাড়ির পেছনের সিটে তোলা হয়ে গেলে হ্যারির জানালার যতখানি কাছে সম্ভব তত কাছে গাড়ির পেছন দিকটা নিয়ে এলো ফ্রেড।

‘উঠে পড়ো,’ বলল রন।

‘কিন্তু আমার হোপার্টস-এর সব জিনিস... আমার যাদুর কাঠি... আমার ঝাঁড়ুলাঠি...’

‘কোথায় ওটা?’

‘সিডির নিচের কাবার্ডে তালা মারা, কিন্তু আমি তো এই রুম থেকে বের হতে পারছি না—’

‘কুচু পরোয়া নেই,’ বলল জর্জ গাড়ির সামনের সিট থেকে। ‘সামনে থেকে সরে দাঁড়াও হ্যারি।’

ফ্রেড আর জর্জ জানালা বেয়ে হ্যারির রুমে চলে এলো। ওদের দিকে হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত ছিল ভাবল হ্যারি। পকেট থেকে একটা সাধারণ হেয়ার-পিন বের করে জর্জ তালা খোলায় মন দিল।

‘অনেক জাদুকর ভাবে এ ধরনের ছেটখাট মাগল কায়দাগুলো শেখাটা সময়ের অপচয়,’ বলল হ্যারি। কিন্তু আমরা মনে করি একটু স্নো হলেও কায়দাগুলো শেখা থাকলে অনেক সময় কাজে লাগে।’

ছেট একটা ক্লিক শব্দ করে, দরজাটা খুলে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

‘তাহলে— আমরা তোমার ট্রাংকটা নিচ্ছি আর তোমার যদি এখান থেকে কিছু লেয়ার থাকে তবে রনের হাতে তুলে দাও,’ ফিস ফিস করে বলল জর্জ।

‘নিচের ধাপগুলো খেয়াল রেখো ওগুলো শব্দ করে,’ সাবধান করে দিল হ্যারি অদৃশ্য হয়ে যাওয়া দুই জমজ ভাইয়ের উদ্দেশে।

হ্যারি দ্রুত ওর রুমের চারদিক থেকে জিনিসপত্র নিয়ে রক্ষক ঘোগান দিতে লাগল। তারপর গেল জর্জ আর ফ্রেডকে সিডি দিয়ে প্রয়োঁক তোলার কাজে সাহায্য করতে। হ্যারি শুনতে পেল আঙ্কল ভার্ননের কাশির শব্দ।

অবশ্যে হাঁপাতে ওরা সিডির ওপরে পৌছল, হ্যারির রুমের ঘণ্টা দিয়ে ট্রাংকটা বহন করে খোলা জানালাটির বকল নিয়ে গেল। ফ্রেড এবার চলে গেল গাড়িতে যেন রনের সাথে মিলে ট্রাংকটা নিজেদের দিকে টানতে পারে আর জর্জের সাথে মিলে হ্যারি রয়ে গেল ফ্রেডের রুমের দিক থেকে শুটাকে ঢেলা মারার জন্যে। ইঞ্জিও ইঞ্জিও করে ট্রাংকটা জানালা দিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগল।

আঙ্কল ভার্ননের কাশির শব্দ পেল ওরা।

‘আরেকটু,’ হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ফ্রেড গাড়ির ভেতর থেকে ট্রাংকটা টানতে টানতে, ‘বড়সড় একটা ধাক্কা....’

হ্যারি আর জর্জ কাঁধ লাগিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে এক ধাক্কা দিতেই ট্রাংকটা
গিয়ে পড়ল গাড়ির পেছনের সীটে।

‘ওকে, এবার যাওয়া যাক,’ ফিস ফিস করে বলল জর্জ।

বিষ্ণু যেহেতু না হ্যারি জানালায় পা দিয়েছে অমনি পেছন থেকে শোনা গেল
তীক্ষ্ণ এক চিৎকার। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল আঙ্কল ভার্ননের বজ্রকণ্ঠ।

‘ওই লালমুখো পেঁচটা!’

‘আমি হেডউইগের কথা একদম ভুলে গেছি।’

হ্যারি তীর বেগে আবার ক্লিমে গিয়ে তুকল সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে সিডি গোড়ার
বাতিটাও জুলে উঠল। সে ছোমেরে হেডউইগের খাঁচটা তুলে নিল, তীরের
মতো জানালার দিকে ছুটে গিয়ে ওটা তুলে দিল রনের হাতে। ফিরে গিয়ে হ্যারি
সবে চেষ্ট অফ ড্রয়াসটা বেয়ে উঠছিল সেই সময় আঙ্কল ভার্নন তালা খোলা
দরজাটায় সবেগে ধাক্কা মারলেন— সজোরে খুলে গেল দরজাটা।

এক মুহূর্তের জন্যে আঙ্কল ভার্নন হতভব হয়ে দরজার ক্লিমে যেন আঁটিকে
রইলেন; একটু থমকে, রাগী ঘাঁড়ের মতো হংকার ছেড়ে হ্যারির দিকে দিলেন
ডাইভ, হ্যারির গোড়ালি ধরে ফেললেন।

রন, ফ্রেড আর জর্জ হ্যারির হাত ধরে ফেলল, গায়ের জোরে টানল
নিজেদের দিকে।

‘পেতুনিয়া!’ গর্জন করে উঠলেন তিনি। ‘পালিয়ে যাচ্ছে! ও পালিয়ে
যাচ্ছে!’

উইসলি ভাইয়েরা এমন এক হেঁচকা টান মারল যে হ্যারির পা আংকল
ভারননের মুঠো থেকে বেরিয়ে গেল। যে মুহূর্তে হ্যারি গিয়ে গাড়িতে পড়ল আর
সজোরে দরজাটা বন্ধ করল, সেই মুহূর্তে রন চিৎকার করে ~~ক্লিম~~ ‘পা নিচের
দিকে নামাও ফ্রেড!’ হঠাৎ গাড়িটা সোজা চাঁদের দিকে ছুটে~~তে~~ আরম্ভ করল।

হ্যারি বিশ্বাস করতে পারল না— ও মুক্ত হয়ে ~~মেঝে~~ জানালার কাঁচটা
নামালো হ্যারি, রাতের বাতাস ওর চুল কেটে বেরিয়ে~~সাজে~~, পেছন ফিরে ছেট
হয়ে আসা প্রিভেট ড্রাইভের ছাদগুলোর দিকে~~তুকাল~~। আঙ্কল ভার্নন, আন্ট
পেতুনিয়া আর ডাডলি সকলেই হতবাক ~~ক্লিম~~ বুলে রয়েছে হ্যারির জানালা
থেকে।

‘আগামী ত্রৈম্বে দেখা হবে!’ চিৎকার করে উঠল হ্যারি।

উইসলি ভাইয়েরা হাসিতে~~ক্লিম~~ পড়ল। হ্যারি নিজের সিটে জুঁসই হয়ে
বসল, এ কান থেকে ও কান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল হাসি।

রনকে বলল, ‘হেডউইগকে ছেড়ে দাও। ও আমাদের পেছন পেছন উড়ে
আসতে পারবে। অনেক দিন ধরেই পাখা মেলার সুযোগ পাইনি বেচারা।’

জর্জ হেয়ারপিনটা রনের দিকে এগিয়ে দিল, মুহূর্ত পরে হেডউইগ পাথা
মেলে উড়ে গেলো আকাশে ওদের পাশাপাশি ছায়ার মতো।

‘তাহলে— হ্যারি তোমার গল্পটা কি?’ বলল রন অধৈর্য হয়ে। ‘কি হচ্ছিল
ওখানে?’

হ্যারি ওদের সব খুলে বলল। ডবিস সম্পর্কে, ওর সাবধান করা সম্পর্কে
আর ভায়োলেট পুডিংটা নিয়ে যে লঙ্ঘাকান্ড ঘটেছে সেটা সম্পর্কেও। ও শেষ
করবার পরও দীর্ঘ একটা নীরবতা ওদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখল।

‘বেশ রহস্যময়,’ বলল ফ্রেড অবশ্যে।

‘নিশ্চয়ই কৌশলী,’ একমত প্রকাশ করল জর্জ। ‘তাহলে সে তোমাকে
বলেনি কে তোমার বিরুদ্ধে বড়ুয়ান্ত করছে?’

‘আমার মনে হয় না সে বলতে পারত,’ বলল হ্যারি। ‘আমি বলেছি না
তোমাদের, যতবার সে বলার চেষ্টা করেছে ততবারই সে দেয়ালে মাঝা ঠুকেছে
আর বলা হয়নি।’

হ্যারি লঙ্ঘ্য করল ফ্রেড আর জর্জ দৃষ্টি বিনিময় করছে।

‘কি, তোমরা মনে করো ও আমাকে মিথ্যা বলেছে?’ বলল হ্যারি।

‘মানে,’ বলল ফ্রেড, ‘এরকম ভাবা যেতে পারে গৃহ-ডাইনীদের নিজস্ব
শক্তিশালী মায়াশক্তি রয়েছে, কিন্তু সাধারণত তারা ওটা তাদের মালিকের
অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করতে পারে না। আমার বিশ্বাস ডবিসকে পাঠানো
হয়েছিল তোমার হোগার্টস-এ ফিরে আসা ঠেকাতে। অন্য কারো বুদ্ধি এটা।
‘তোমার বিরুদ্ধে আক্রমণ এমন কেউ স্কুলে রয়েছে বলে কি তোমার মনে
পড়ে?’

‘হ্যা,’ বলল হ্যারি আর রন একসাথে।

‘ড্রাকো ম্যালফয়,’ হ্যারি বলল, ‘ও আমাকে ঘৃণা করে।

‘ড্রাকো ম্যালফয়?’ পিছন ফিরে বলল জর্জ। ‘লুসিয়াস ম্যালফয়ের ছেলে
না?’

‘হতেই হবে, এরকম নাম খুব একটা শোনা যায় না, যায় কি?’ বলল
হ্যারি। ‘কিন্তু কেন?’

‘বাবাকে ওর সম্পর্কে কথা বলতে চেনেছি,’ বলল জর্জ, ‘ও তুমি জান ইউ
নো ছ’র একজন বড় সমর্থক।’

‘আর যখন ইউ নো ছ’র কাছে হয়ে গেলো’, গলা বাঢ়িয়ে হ্যারির দিকে
তাকিয়ে বলল ফ্রেড। ‘লুসিয়াস ম্যালফয় বলা শুরু করল ওসবের সঙ্গে ওর
কোনো যোগাযোগ নেই। একেবারে গোবরে ঝিথ্যে-বাবা বিশ্বাস করেন সে
একেবারে ইউ নো ছ’র ভেতরের সার্কেলের লোক।’

ম্যালফয় পরিবার সম্পর্কে এ সব গুজব হ্যারি আগেও শনেছে, সেজন্যে মোটেই আশ্চর্য হলো না। কারণ সে হাড়ে হাড়ে জানে দ্র্যাকো ম্যালফয় কেমন হেলে। সন্দেহ নেই দ্র্যাকো ম্যালফয়-এর তুলনায় ডাঙলি একটি দয়ালু, চিন্তশীল আর সংবেদনশীল বালক।

‘আমি অবশ্য জানি না ম্যালফয়দের গৃহ-ডাইনী রয়েছে কি না,,,’ বলল হ্যারি।

‘ফ্রেড বলল, আচ্ছা যে-ই ওর মালিক হোক না কেন, পরিবারটি হবে প্রাচীন একটি উইজার্ডিং পরিবার এবং অবশ্যই ধনী।’

‘আমার মাঝেও সব সময়ের ইচ্ছা কাপড় ইন্ত্রী করার জন্যে একটা গৃহ-ডাইনী রাখা,’ বলল জর্জ। ‘কিন্তু আমাদের চিলেকোঠায় একটা বিরক্তিকর মরা থেকে ভূত আর বাগান ভর্তি বাসন ভূত আছে। গৃহ-ডাইনীদের দেখতে পাওয়া যায় বড় বড় তালুকে, প্রাসাদে এবং শুরকম জায়গায়, আমাদের মতো বাড়িতে ওর দেখা পাবে না তুমি...’

হ্যারি চুপচাপ ভাবছিল। দ্র্যাকো ম্যালফয় সাধারণত সবকিছুর সর্বোত্তমটাই পেয়ে থাকে, ওর পরিবার উইজার্ড সোনার ওপর গড়াগড়ি থাচ্ছে; সে দিব্য দেখতে পাচ্ছে ম্যালফয় সদর্পে পদচারণা করছে ওমন একটা প্রাসাদোপম বাড়িতে। হ্যারিকে হোগার্টস-এ যাওয়া থেকে নিবৃত্ত করার জন্য বাড়ির চাকরকে পাঠানোর মতো কাজ ম্যালফয়ই করবে। ডবিকে শুরুত্ব দিয়ে হ্যারি কি ভুল করল।

‘অবশ্য আমি খুশি যে তোমাকে নিতে এসেছিলাম,’ বলল রন। ‘তুমি আমার একটি চিঠিরও জবাব দাওনি দেখে সত্য ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম এটা এরলের দোষ...’

‘এরল কে?’

‘আমাদের পেঁচা। খুবই পুরনো। আমি ভেবেছিলাম চিঠি নিয়ে যাওয়ার সময় পথে সে অবসাদে ভেঙ্গে পড়ে থাকতে পারে, তবে এটাই প্রথম ছিল না সে আগেও এ রকম করেছে কি-না তাই ভেবেছিলাম। তারপর আমি হারমেসকে ধার করবার চেষ্টা করলাম—’

‘কে?’

‘পার্সি প্রিফেস্ট হওয়ার পর মাঝেবা ওকে যে পেঁচাটা কিনে দিয়েছিল, সামনের সিট থেকে বলল ফ্রেড।

‘কিন্তু ওর পেঁচা আমাকে ধার দেবে না,’ বলল রন। ‘ওর নাকি কি কাজ আছে বলেছে।’

‘এই ছীন্মে পার্সি কেমন যেন খাপছাড়া আচরণ করছে,’ বলল জর্জ অ-

কুচকে। ‘এবং সে অনেক অনেক চিঠি পাঠাচ্ছে এবং নিজের বন্ধু রুমে অনেক সময় ব্যয় করছে... মানে আমি বলতে চাচ্ছি কতবার আর নিজের প্রিফেন্ট ব্যাজটা পলিশ করা যায়... ফ্রেড তুমি অনেকখানি পশ্চিমে চলে এসেছ,’ ড্যাশবোর্ডের কম্পাসটা দেখিয়ে ঘোপ করল সে। ফ্রেড স্টিয়ারিংটা ঝুরিয়ে গাড়ির গতিপথ ঠিক করল।

‘তো, তোমার বাবা জানেন যে তোমরা গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছ?’ প্রশ্নটা করার সঙ্গে সঙ্গে হ্যারি জবাবটাও আন্দাজ করতে পারছিল।

‘ইয়ে মানে, না,’ বলল রুন। ‘আজ বাতে তিনি কাজে বাইরে ছিলেন। আশা করছি মা জানার আগেই আমরা গাড়িটা গ্যারেজে রেখে দিতে পারব।’

‘তাল কথা তোমার বাবা মিনিস্ট্রি অফ ম্যাজিকে কি করেন?’

‘উনি সবচেয়ে বিরতিকর বিভাগে কাজ করেন। মাগলদের তৈরি কৃতিম জিনিসের অপব্যবহার রোধ সংক্রান্ত দণ্ডে।’

‘কোনু দণ্ডে?’

‘মাগলদের তৈরি ম্যাজিক বস্তুগুলো সম্পর্কিত দণ্ডের আর কি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সত্ত্বিকার যাদুর জিনিস আবার গিয়ে পড়ে মাগলদের দোকানেই, বিক্রির জন্যে। গত বছর, এক বুড়ি উইচ মারা গেলেন আর তার টি-সেটটা অ্যাস্টিকস-এর দোকানে বিক্রি হয়ে গেলো। এক মাগল মহিলা ওটা কিনে নিয়ে যান তার বাসায়। ওটা দিয়ে বন্ধুদের চা দিতে গেলেন। একটা দুঃস্বপ্ন আর কিবাবাকে কয়েক সপ্তাহ ওভারটাইম করতে হয়েছিল।’

‘কি হয়েছিল?’

‘টিপটটা হঠাৎ যেন ক্ষিণ হয়ে পাগলামি শুরু করে দিল, চারদিকে গরম পানি ছিটাতে শুরু করে দিল এবং এক লোককে তো হাসপাতালেই যেতে হয়েছিল চিনি তোলার টেংটা নাকে নিয়ে। বাবার তো পাগল হয়ে যাওয়ার ঘোগাড়, অফিসে তখন শুধুমাত্র বাবা আর এক পুরনো নাম পারকিস এবং তাদেরকে ‘মেমরি চার্মস’সহ আরো কত কি করতে হয়েছিল পুরো ঘটনাটা সামাল দেয়ার জন্যে...’

‘কিন্তু তোমার বাবা..... এই গাড়ি....’

ফ্রেড হাসল.... ইয়ে, মাগলদের মেজে সম্পর্কিত সকল বিষয় সম্পর্কেই বাবা অতি উৎসাহী, আমাদের মিলারিটা ভর্তি হয়ে আছে মাগলদের জিনিসপত্রে। বাবা এসব খুলে মিলে যায় ওগুলোর ওপর জাদুমূল্য প্রয়োগ করে আবার রেখে দেয়। আমাদের নিজেদের বাড়ি তলাশি করলে বাবার নিজেই নিজেকে সোজা ঘ্রেফতার করতে হবে। মা এতে ভীষণ রাগ করেন।’

‘ওটাই বড় রাস্তা,’ বলল জর্জ, উইভ ক্রীনের ভেতর দিয়ে নিচে তাকিয়ে।

দশ মিনিটের মধ্যে ওখানে পৌছে যাব....ভালোই হলো, দিনের আলোও ফুটে উঠছে....'

পূর্ব দিগন্তে হাকা একটা গোলাপী আভা দেখা যাচ্ছে।

ফ্রেড গাড়িটাকে নিচে নামালো। হ্যারি দেখতে পেলো ঘনকালো মাঠ আর গাছের ঝাড়।

'আমরা গ্রামের একটু বাইরে রয়েছি এখনও,' বলল জর্জ। 'অটেরি স্ট্রিটক্যাচপোল...'

নিচে এবং আরো নিচে নামল ফ্লাইং-কার। গাছের ফাঁক দিয়ে উজ্জ্বল সূর্যের কিনারাটা তখন ফুটে উঠেছে।

'মাটি স্পর্শ করছি,' বলল ফ্রেড, ছেউ একটা ঝাকি খেয়ে গাড়িটা মাটি স্পর্শ করল। ছেউ উঠোনে ওরা নামল নুয়ে পড়া একটা গ্যারেজের পাশে। রনের বাড়ির দিকে হ্যারি প্রথমবারের মতো তাকালো।

বাড়িটা দেখতে এমন মনে হয় এক সময় এটা পাথরের তৈরি বড়সড় একটা শুয়োরের খৌয়াড় ছিল। পরে এর সঙ্গে এখানে আরো ঘর তৈরি করা হয়, এইভাবে কয়েক তলা উঁচু হয়েছে বাড়িটা। এবং এত বাঁকা হয়েছে বাড়িটা যে মনে হয় ওটাকে কোনো ম্যাজিক দাঁড় করিয়ে রেখেছে (হ্যারি নিজেকে মনে করিয়ে দিল ব্যাপারটা বোধহয় ঘটেছেও তাই)। লাল ছাদটার ওপর দিয়ে পাঁচ অথবা ছয়টা চিমনি সোজা উঠে গেছে। গেটের কাছে একটা সাইনবোর্ড ঝুলে আছে, লেখা 'দ্য বারো।' সামনের দরজার পাশে ওয়েলিংটন বুটের একটা পাহাড় জমে আছে, রয়েছে একটা ভীষণ রকমের জং ধরা কড়াই। উঠোনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে কয়েকটা মেটা তাজা ব্রাউন চিকেন।

'তেমন কিছু নয়,' তাদের বাড়ি সম্পর্কে বলল রন।

সঙ্গে সঙ্গে প্রিভেট ড্রাইভের কথা মনে পড়ে গেলো হ্যারির বক্স, 'কি এটা তো অপূর্ব!

গাড়ি থেকে নামল ওরা।

'এখন আমরা একেবারে চুপি চুপি উপরে চলে যাব,' বলল ফ্রেড। 'এবং নাস্তার জন্য মায়ের ডাকের জন্য অপেক্ষা করতে থাকব। তারপর রন তুমি লাফাতে লাফাতে নিচে নেমে বলবে, মাঝেখো কে এসেছে রাতের বেলায়, হ্যারিকে দেখে মা যারপরনাই খুশি হবেন, কারো জানারও দরকার হবে না যে আমরা গাড়ি উড়িয়েছিলাম।'

'ঠিক,' বলল রন। 'এসো হ্যারি, আমি যুমাই...'

বলতে বলতেই রন জঘন্য রকমের সবুজ হয়ে গেল, ওর চোখ বাড়ির দিকে হ্রিৎ। অন্য তিনজনও ঘুরে দাঁড়াল।

উঠোনের ওপর দিয়ে তেড়ে আসছেন মিসেস উইসলি, মুরগীর বাচ্চাগুলোকে ছব্বিস করে, তার মতো একজন বেটে, মেটা-সোটা, নরম চেহারার মানুষের চেহারা যখন রাগী বাধিনীর মতো হয় তখন স্টো দেখবার মতো বৈকি।

‘আহ!’ বলল ফ্রেড।

‘ওহ ডিয়ার!’ বলল জর্জ।

তেড়ে আসা মিসেস উইসলি ওদের সামনে এসে দাঁড়ালেন, দুই হাত কোমরে, একটি অপরাধী মুখ থেকে আরেকটির দিকে পর্যায়ক্রমে তাকাচ্ছেন। পরনে ফুল আঁকা এপ্রনের পকেটে তার জাদুর কঢ়ি।

‘তাহলে?’ বললেন তিনি।

‘মর্নিং মাম,’ বলল জর্জ। বলার ভঙ্গিতে আত্মবিশ্বাস রয়েছে, মনে হচ্ছে জিতে গেছে।

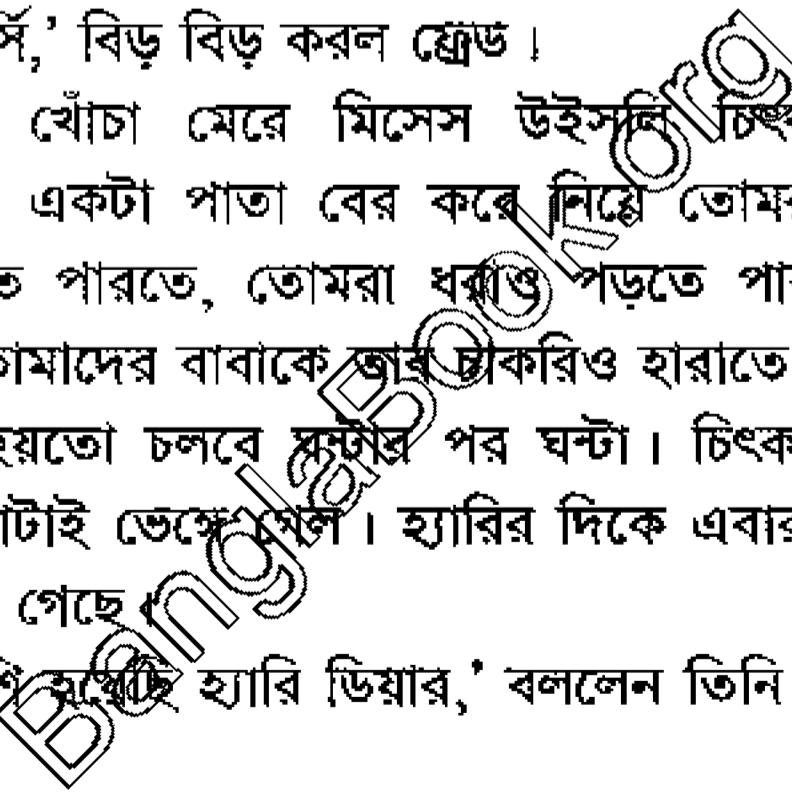
‘আমি কি রাকম পেরেশান হয়েছিলাম তোমাদের কি কোনো ধারণা আছে?’ মিসেস উইসলি বললেন ফিস ফিস করে। গলার স্বর দারুণ শীতল।

‘সরি মাম, কিন্তু আমাদেরকে-’

মিসেস উইসলির তিন ছেলেই তার চেয়ে লম্বা, কিন্তু মায়ের রাগের সামনে তিনজনই যেন কেমন ভয়ে সিটিয়ে গেল।

‘বিছানা খালি! কিন্তু কোনো চিরকুটি নেই! গাড়িও নেই....অ্যাকসিডেন্ট হতে পারত....দুশ্চিন্তায় পাগল হওয়ার দশা....তোমাদের তো এসবের পরোয়া নেই? আমি যতদিন বেঁচে আছি কখনো না....আজ আসুক তোমাদের বাবা, বিল বা চার্লি বা পার্সি কখনো আমাদের এমন সমস্যায় ফেলেনি...’

‘একেবারে পারফেক্ট পার্সি,’ বিড় বিড় করল ফ্রেড।

পার্সির বুকে আঙুলের খোঁচা মেরে মিসেস উইসলি চিন্কার করে বললেন, ‘পার্সির খাতা থেকে একটা পাতা বের করে নিছো তোমরা লিখতে পারতে। তোমরা মারা যেতে পারতে, তোমরা ধরা পড়তে পারতে এবং তোমাদের জন্যেই হয়তো তোমাদের বাবাকে জার চাকরিও হারাতে হতো-’

মনে হচ্ছিল এভাবেই হয়তো চলবে স্টুডেন্ট পর ঘন্টা। চিন্কার করতে করতে মিসেস উইসলির গলাটাই ভেঙ্গে গেল। হ্যারির দিকে এবার ফিরলেন তিনি। ও ততক্ষণে পিছু হটে গেছে।

‘তোমাকে দেখে খুব খুশি হয়েছি হ্যারি ডিয়ার,’ বললেন তিনি। ‘তেতো এসো আর নাস্তাটা সারো।

ঘুরে তিনি বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলেন, আর নার্তাস হ্যারিও রসের কাছ থেকে উৎসাহব্যঙ্গক ইশারা পেয়ে তাকে অনুসরণ করল।

রান্নাঘরটা ছেট এবং অপ্রশন্ত। মাঝখানে ঘষে পরিষ্কার করা চেয়ার আর টেবিল। হ্যারি একটা চেয়ারের কিনারায় বসে চারদিকে তাকাল। এর আগে কখনো সে কোনো উইজার্ডের বাড়িতে যায়নি।

ওর উল্টোদিকের দেয়াল ঘড়িটা একটি মাত্র কাটো আর কোনো সংখ্যা সেখানে লেখা নেই। ধারণালিতে কিছু লেখা রয়েছে, যেমন, ‘চা বানাবার সময়’, ‘মুরগীর বাচ্চাগুলিকে খাওয়ানোর সময়,’ এবং ‘তুমি লেট’। চুল্লির ওপরের তাক-এ তিনি সারি বই রাখা রয়েছে। বইগুলোর নামও বিচিত্র, যেমন— তোমার নিজের পনিরকে জাদুয়স্ত করো, কৃটি বেক করায় জাদু এবং এক মিনিটে ভোজ-এটা ম্যাজিক! এবং হ্যারির যদি শুনতে ভুল না হয়ে থাকে তবে সিঙ্কের পাশের রেডিওতে এই মাত্র একটা ঘোষণা শোনা গেল, পরের অনুষ্ঠান হচ্ছে ‘জাদুর সময়, সঙ্গে রয়েছে সেলেস্টিনা ওয়ারবেক’।

মিসেস উইসলি কাজ করছেন সশব্দে, এলোমেলোভাবে নাস্তা তৈরি করছেন, ফ্রাইং প্যানে সমেজ ছুড়ে দেয়ার সময় তার ছেলেদের দিকে তাকাচ্ছেন ভুকুটি করে। বিড় বিড় করছেন, ‘জানি না বাপু তোমরা কি ভাবছ’ এবং ‘এমন হতে পারে কখনও বিশ্বাস করতাম না’।

‘আমি তোমাকে দুঃছি না, ডিয়ার,’ হ্যারির প্লেটে আট-নয়টা সমেজ ফেলে দিয়ে তাকে আশ্বস্ত করলেন তিনি। ‘আর্থাৎ আর আমি তোমার সম্পর্কে দুষ্পিতা করছিলাম ঠিকই। এই গতরাতেই আমরা বলাবলি করছিলাম শুক্ৰবারের মধ্যে রনের চিঠির জবাব না দিলে আমরা নিজেরাই তোমাকে নেয়ার জন্যে আসতাম। (ওর প্লেটে তিনটা ডিম ভাজা দিতে দিতে) কিন্তু সত্যি, দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে একটা অবৈধ গাড়ি হাঁকিয়ে যাওয়া— যে কেউ তোমাদের দেখতে পারতো—’

সিঙ্কের দিকে এবার জাদুর কাঠিটা একটু তাক করলেন অস্ত্রনি ওখানে রাখা প্লেটগুলো পরিষ্কার হতে শুরু করলো, মৃদু হুন হুন। শোনা যেতে লাগল :

‘আকাশ যেহাত্ত্ব ছিল, যাম!’ বলল ফ্রেড।

‘খাবার সময় মুখ বক্স রাখবে!’ সঙ্গে সঙ্গে বললেন মিসেস উইসলি।

‘ওরা ওকে না খাইয়ে রাখছিল, মামা!’ বলল জর্জ।

‘আর তুমি!’ বললেন মিসেস উইসলি। এবার অবশ্য তার গলার শব্দ একটু নরম হয়ে এসেছে। হ্যারির জন্মক্ষণটি কেটে তাতে মাথন লাগাচ্ছেন তখন তিনি।

এমন সময় সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল লম্বা নাইট ড্রেসের লাল-মাথা ছেট একটি মানুষ, রান্নাঘরে ঢুকে ছেট একখানা চিৎকার দিয়েই দিল ভো দৌড়।

‘জনি,’ মৃদুরে হ্যারিকে বলল রন। ‘আমার বোন, সারা গ্রীস শুধু তোমার কথাই বলেছে।’

‘ও কিন্তু তোমাকে অটোগ্রাফের জন্য পাগল করে ফেলবে,’ দাঁত বের করে হেসে বলল ফ্রেড, কিন্তু মাঝের চোখে চোখ পড়ে যাওয়ায় আর কোনো কথা না বলে প্লেটের ওপর মাথা নোয়াল। ওদের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর কোনো কথা শোনা গেল না এবং বিশ্বায়ের ব্যাপর হলো এটা হতে বেশিক্ষণ লাগল না।

‘বিশ্বাস করো, আমি খুবই ক্লান্ত,’ হাই তুলে বলল ফ্রেড, প্লেটের ওপর ছুরি কাটা রাখল। ‘আমি শুভে চললাম—’

‘না, তুমি যাবে না,’ চাবুকের মতো কঠ মিসেস উইসলির। ‘সারা রাত জেগেছ, এটা তোমার দোষ। বাগান থেকে বাসন-ভূতগুলোকে এখন তাড়াবে, একেবারে বাগান ছেয়ে ফেলেছে ওগুলো আবার।’

‘ওহ, মাঘ—’

‘আর তোমরা, দু’জনও,’ বল আর ফ্রেডের দিকে চোখ লাল করে তাকালেন।

‘তুমি ওপরে গিয়ে শুয়ে পড়তে পারো, ডিয়ার,’ হ্যারির দিকে ফিরে বললেন তিনি। ‘তুমি তো আর ওদেরকে গাড়ি উড়িয়ে যেতে বলোনি।’

কিন্তু হ্যারির তো তখন ঘুম পাচ্ছিল না, বলল, ‘আমি রনকে সাহায্য করতে পারি। কখনও বাসন-ভূত তাড়ানো দেখিনি কি না—’

‘খুব ভালো কথা ডিয়ার, কিন্তু এটা খুবই বিরক্তিকর কাজ,’ বললেন মিসেস উইসলি। ‘দেখা যাক এ বিষয়ে লকহার্ট-এ কি লেখা রয়েছে।’

চুল্লির উপরের তাক থেকে একটা ভারি বই তিনি টেনে নামলেন। কঁকিয়ে উঠল জর্জ।

‘মাঘ, বাগান থেকে বাসন-ভূত তাড়াতে আমরা জানি।’

মিসেস উইসলির হাতে ধরা বইটা দেখছে হাতে মলাট জুড়ে সুন্দর সোনালী অঙ্করে লেখা : গিন্ডরয় লকহার্ট এবং হাউজহোল্ড পেটস। প্রথমেই রয়েছে চমৎকার দেখতে একজন উজ্জ্বল সৈন্য চীর আর ঘন রূপালী চুলের জাদুকরের বড়সড় ছবি। জাদুর দুনিয়ায় ব্যেমন সবখানে, এখানেও ছবিটা নড়ছে, হ্যারি ধারণা করল এই-ই গিন্ডরয় লকহার্ট। ওদের সকলের দিকেই চোখ পিট পিট করে তাকান্তিমন তিনি। মিসেস উইসলি ছবিটার দিকে ডগোমগো হয়ে তাকালেন তিনি।

‘ওহ, সে বিশ্বায়কর,’ বললেন তিনি, ‘সে জানে এইসব বাড়িয়রের পোকামাকড়ের বিষয়ে, এটা একটা চমৎকার বই..’

‘ওকে মা’ খুব পছন্দ করেন,’ নিচু ঘরে বলল ফ্রেড।

‘ওমন উন্নট কথা বলো না, ফ্রেড,’ বললেন মিসে উইসলি, অবশ্য বলার সময় তার গাল দু'টো একটু গোলাপীও হয়েছে। ‘বেশ, তোমরা যদি লকহার্টের চেয়ে বেশি জান, যাও গিয়ে নিজেরাই করোগে, কিন্তু আমি এসে দেখার সময় যদি একটাও বাসন-ভূত পাওয়া যায় তবে তোমাদের কপালে দুর্ভোগ আছে।’

হাই তুলে গাল ফুলিয়ে, উইসলিরা বাইরে বেরিয়ে এলা, পেছনে হ্যারি। বাগানটা বড় এবং যেমনটা হওয়া উচিত হ্যারির চোখে ঠিক তেমনই লাগল। ডার্সলিরা নিশ্চয়ই এ রকম একটি বাগান পছন্দ করত না। আগাছা ভর্তি, ঘাসগুলি কাটা দরকার- চারদিকের দেয়াল ঘেসে আঁকাবাঁকা সব পুরনো গাছ, ঝুলের প্রত্যেকটি কেয়ারি থেকে চারা উপরে পড়ছে এমনটি হ্যারি কখনও দেখেনি আর বড় একটা সবুজ ডোবা তাতে ব্যাঙ ভর্তি।

‘জানো মাগলদেরও বাগানে বাসন-ভূত থাকে,’ রনকে বলল হ্যারি।

‘হ্যা, আমিও ওগুলো দেখেছি যেগুলোকে ওরা বাসন-ভূত বলে,’ বড় গোল লাল-গোলাপী-সাদা ফুল গাছের ঝাড়টার উপর উরু হয়ে বসে বলল রন। ‘যেন ছিপসহ মোটাসোটা ছোটখাট ফাদার ক্রিসমাস এক একটা....’

প্রচণ্ড ছটোপুটির আওয়াজ হলো একটা, ঝাড়টা কেঁপে উঠলে রন সোজা হয়ে দাঁড়াল। ‘এটাই হচ্ছে বাসন-ভূত,’ নির্মমভাবে বলল সে।

‘আমাকে ছাড়! আমাকে ছাড়! ’ তীক্ষ্ণ আর্তধনি করে উঠল বাসন-ভূত।

এটা দেখতে মোটেও ফাদার ক্রিসমাসের মতো নয়। ছোট, চামড়ার মতো দেখতে, বিশাল আলুর মতো চকচকে টেকো মাথা। হাত মেলে রন ওটাকে ধরে রাখল দূরে, ছোট ছোট শক্ত পা দিয়ে রনের দিকে লাথি ছুড়ে দিচ্ছে ওটা। রন ওটার গোড়ালি ধরে উল্টো ঝুলিয়ে রাখল।

‘এখন এটাকে নিয়ে এরকম করতে হবে,’ বলে সে বাসন-ভূতটাকে মাথার ওপর তুলে শূন্যে (ওটা তখনও চি চি করছে আমাকে ছাড়ে) ঘোরাতে শুরু করল। হ্যারির চোখে মুখে দুঃখ পাওয়ার অভিযন্তা আবার বলল, ‘এতে ওরা ব্যথা পায় না-ওদের শুধু মাথা ঘুরিয়ে হতবাধি করে দিতে হয়, তাহলেই ওরা আর ফিরে যাওয়ার জন্যে ওদের গর্ত খুঁজে পাবে না।’

ঘোরাতে হাত থেকে বাসন-ভূতের গোড়ালিটা ছেড়ে দিল রন। আকাশের দিকে সোজা বিশ ফিট উচু গুল ওটা, তারপর বোপের আরেক পাশে পড়ল থপ করে।

‘আহা,’ বলল ফ্রেড। ‘বাজি থেরে বলতে পারি আমারটা আরো দূরে ওই স্টাম্পের ওপারে থাবে।’

খুব দ্রুতই শিখে গেলো হ্যারি, বাসন-ভূতগুলোর জন্যে দুঃখ পাওয়ার

দরকার নেই। সে ঠিক করল, প্রথম ঘটাকে ধরবে শুধু ঘোপের ওপারে ফেলে দেবে। কিন্তু বাসন-ভূতটা হ্যারির দুর্বলতা বুঝতে পেরে ওর তীক্ষ্ণ ধারালো দাঁত বসিয়ে দিল হ্যারির আঙুলে, ওটাকে ঝেড়ে ফেলতে হ্যারির দারুণ কষ্ট হয়েছিল—’

‘ও হ্যারি— ওটা নিশ্চয়ই পঞ্জাশ ফিট...’

অল্পক্ষণের মধ্যেই উড়ত বাসন-ভূতে বাতাস ভারী হয়ে এলো।

‘দেখেছ ওগুলো খুব চালাক নয়,’ একসঙ্গে পাঁচ ছয়টা বাসন-ভূত ধরে বলল জর্জ। ‘যে মুহূর্তে ওরা জানতে পারে ওদের তাড়ানোর কাজ শুরু হয়েছে অমনি সবাই ঝাড়ের গতিতে উপরে উঠে আসে কি ঘটছে দেখার জন্যে। তুমি হয়তো ভাবছ এর মধ্যে ওদের শিথে নেয়া উচিত যে ওদেরকে গর্তের ভেতরেই থাকতে হবে।’

এক সময় মাঠের বাসন-ভূতগুলো বিশৃঙ্খল লাইনে হেটে যেতে শুরু করল, ওদের ছোট কাঁধগুলো সব ঝুলে পড়েছে।

‘ওরা আবার ফিরে আসবে,’ মাঠের অপর দিকে ওগুলোকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখতে দেখতে বলল রুন। ‘এখানে থাকতে ওরা ভালবাসে.....বাবা ওদের প্রতি একটু সদয়, তিনি ভাবেন ওরা বেশ মজার...’

ঠিক সেই সময়, বাড়ির সামনের দরজা দড়াম করে ঝুলে গেলো।

‘উনি এসে পড়েছেন! বলল জর্জ। ‘বাবা বাড়িতে!’

বাগানের ভেতর দিয়ে দ্রুত ওরা বাড়ি ফিরে এলো।

মিস্টার উইসলি কিচেনে একটা চেয়ারের উপর গা ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন, বন্ধ চোখে চশমা নেই। তিনি একহাতা, মাথায় টাক পড়তে শুরু করেছে, কিন্তু যে টুকু চুল রয়েছে, সব ছেলেমেয়ের মতোই লাল সবুজ রঙের গাউন পরনে, প্রমণে ধূলি ধূসরিত ওটা।

‘কি যে একটা রাত গেল,’ অশ্ফুট স্বরে বললেন তিনি। ওরা সবাই ওর চারদিকে এসে বসেছে ততক্ষণে। ‘নয়টা তল্লাশী কৃষ্ণ! এবং যেই আমি পিছুন ফিরেছি তখনই বুড়ো মানডাঙ্গার ফ্রেচার আমার উপর একটা....’

‘কিছু পেলে, ড্যাড?’ ফ্রেচ আগ্রহভরে ঝুঁমতে চাইল।

‘পেয়েছি, কয়েকটা সংকুচিত হয়ে আসা দরজার-চাবি আর কামড় দেয় এমন একটি কেটলি,’ হাই তুললেন তিনিয়ে উইসলি। ‘আরো কয়েকটা জঘন্য নোংরা জিনিস ছিল, ওগুলো অদৃশ্য আমার ডিপার্টমেন্টের নয়। কিছু অস্বাভাবিক বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবার জন্যে মর্টলেককে ধরে নিয়ে গেছে, তাগ্যকে ধন্যবাদ ওটা ছিল পরীক্ষামূলক মায়াবিদ্যা প্রয়োগ বিষয়ক কমিটি....’

জর্জ জিজ্ঞাসা করল, ‘কিন্তু দরজার চাবি সংকোচন করার বাবে কেন

একজন পোহাবে?’

‘শুধু মাগলদেরকে টোপে ফেলবার জন্যে আর কিছু নয়,’ মিস্টার উইসলি
দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ‘ওদের কাছে এমন একটা চাবি বিক্রি করা যেটা নাকি
ছেট হতে হতে একেবারে নেই হয়ে যাবে, যেন ‘প্রয়োজনের সময় ওরা ওটা
কিছুতেই খুঁজে না পায়.....অবশ্য এ ব্যাপারে কাউকে শান্তি দেয়া খুবই কঠিন,
কারণ কোনো মাগলই স্থীকার করবে না যে, তার চাবিটি ছেট হয়ে যাচ্ছে—
ওরা জোর দিয়ে বলবে খালি ওটা হারিয়ে যাচ্ছে। ইশ্বর তাদের মসল করুন,
ম্যাজিক উপেক্ষা করার জন্যে তারা কী না করতে পারে, এমনকি ওটা যদি
তাদের নাকের ডগায় ঘটে তবুও....কিন্তু জাদু প্রয়োগ করার জন্য কত রকমের
জিনিস যে ব্যবহার করা হচ্ছে তোমরা ভাবতেও পারবে না—’

‘যেমন গাড়ি?’

মিসেস উইসলি উদয় হলেন হাতে তলোয়ারের মতো করে একটা লম্বা
লোহার শলাকা ধরা। যেন একটা ধাক্কা খেয়ে মিস্টার উইসলির চোখ এক
ঝটকায় খুলে গেল। অপরাধীর মতো স্ত্রীর দিকে চেয়ে রাখলেন তিনি।

‘গা-গাড়ি, মলি ডিয়ার?’

‘হ্যা, আর্থার গাড়ি,’ বললেন মিসেস উইসলি। ওর চোখ জুলছে। ‘ভাব তো
এক জাদুকর একটা পুরনো জং ধরা গাড়ি কিনল, স্ত্রীকে বুবা দিল ওর ইচ্ছা
গাড়িটা খুলে দেখে ওটা কি ভাবে কাজ করে, আসলে সে সারাক্ষণ গাড়িটাকে
জাদু দিয়ে ওড়াবার চেষ্টা করে আসছিল।’

মিস্টার উইসলির চোখ পিট পিট করে উঠল।

‘কিন্তু ডিয়ার আমার মনে হয় ওরকম কিছু করলেও সেটা আইনের মধ্যেই
পড়ে, অবশ্য, মানে, ভালো হতো যদি সে তার স্ত্রীকে স্বত্ত্বালয় কথাটা
বলত....আইনের মধ্যেই একটা ফাঁক রয়েছে, তুমি দেখবে স্বত্ত্বালয় না সে
গাড়িটা ওড়াতে ইচ্ছা করছে, তেমন অবস্থায় গাড়িটা চুড়তে পারে এটা
প্রমাণিত...’

‘আর্থার উইসলি, আইনটা করবার সময়ই তুমি সিঁচিত করেছিল যেন ওতে
ফাঁক থাকে!’ চিৎকার করে উঠেছিলেন মিসেস উইসলি। ‘যেন তুমি ওই সব
মাগল-রাবিশ তোমার শেডে রাখতে পারো! আর তোমার জানার জন্যে
জানাচ্ছি, যে গাড়িটা তোমার মোটেই সম্পত্তি নেই সেই গাড়িটা চড়েই
আজ সকালে হ্যারি এখানে এসেছে! হ্যারি?’

‘হ্যারি?’ কেমন যেন ফাঁকাস্তরে বলল মিস্টার উইসলি। ‘হ্যারি কে?’
চারদিকে তাকাল। হ্যারিকে দেখে লাফিয়ে উঠল।

‘হায় খোদা, এ কি হ্যারি পটার? তোমাকে দেখে খুবই খুশি হয়েছি। রন

তোমার সম্পর্কে এতো কথা বলেছে-'

'তোমার ছেলেরা গত রাতে ওই গাড়ি চালিয়ে হ্যারির বাসায় গিয়েছে আবার ফিরেও এসেছে!' চিন্কার করে বললেন মিসেস উইসলি। 'এ ব্যাপারে তোমার কি বলবার আছে, বলো?'

'সত্যিই তোমরা?' অগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করলেন মিস্টার উইসলি। 'ওটা কি ঠিকমতো চলেছিল? আমি মানে আমি,' তোতলাতে শুরু করলেন তিনি, মিসেস উইসলির চোখ থেকে আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে, 'বলতে চাইছি তোমরা অন্যায় করেছ, সাংঘাতিক অন্যায় ...সত্যিই সাংঘাতিক...'

'এই ব্যাপারের ফায়সালাটা ওদের হাতেই ছেড়ে দেয়া যাক,' রন বিড় বিড় করে হ্যারিকে বলল, মিসেস উইসলি মর্দা ব্যাঙের ঘতো তখনও ফুলছে। 'চলে এসো, তোমাকে আমার বেডরুমটা দেখাছিঃ।'

রান্নাঘর থেকে চুপিসারে বেরিয়ে ওরা সরু প্যাসেজ ধরে নেমে এলো অসমান সিঁড়িতে। উপরে উঠে গেছে সিঁড়িটা এঁকেবেঁকে বাড়ির ভেতর দিয়ে। তৃতীয় ল্যান্ডিং-এ একটা দরজা একটু ফাঁক করা। দরজাটা ঢট করে বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে হ্যারি এক জোড়া উজ্জ্বল বাদামী চোখ দেখতে পেলো।

'জিনি,' বলল রন। 'তুমি জান না এভাবে নিজেকে বন্ধ করে রাখা ওর জন্য যে কতটা অস্বাভাবিক, সাধারণত ও এরকম করে না-'

আরো দুই ধাপ উপরে উঠে ওরা আরো একটা দরজার সামনে এলো, ওটার রং পড়ছে থসে। দরজায় একটা ছোট নেমপ্লেটে লেখা রয়েছে, 'রোনাল্ড-এর ঘর।'

হ্যারি ভেতরে পা রাখল, ঢালু হয়ে আসা ছাদে ওর মাথা ছুই ছুই, চোখ পিট পিট করল ও। মনে হচ্ছে যেন একটা অগ্নিকুণ্ডে চুকল ওয়ার্কশপের কমের পায় সবকিছুই উগ্র কমলা রঙে রাঙানো; বিছানার চাদর শেয়ালি, এমনকি সিলিংটাও। হ্যারি দেখল ছেড়াখোড়া মলিন ওয়াল পেপারের প্রতিটা ইঞ্জিন ভরেছে সাত ডাইনী আর জাদুকরের পোস্টার দিয়ে স্ট্রাই পড়ে রয়েছে উজ্জ্বল কমলা রঙের পোষাক, হাতে ঝাড়ুলাঠি নাড়ে জেনে জোরে।

'তোমার কিডিচ টিম?' জিজ্ঞাসা করল শ্যারী।

'দি শাডলি ক্যাননস,' বলল রন, ক্ষেত্রের বিছানার চাদরের দিকে দেখিয়ে বলল। ওটার ওপর দুটো বিশুল্ব আকৃতির 'সি' বর্ণ এবং কামানের একটি ধারমান গোলা বসানো রয়েছে। 'লীগে নবম।'

রনের ক্ষুল যাদুবিদ্যার বই এক কোণে পড়ে আছে অঘে, পাশেই পড়ে রয়েছে এক গাদা অ্যাডভেঞ্চারস অফ মার্টিন মিগস, দি ম্যাড মাগল জাতীয় কমিক। রনের জাদুর কাঠিটা পড়ে রয়েছে কাঁচের মধ্যে ব্যাঙাচি ভর্তি একটা

ঘাছের অ্যাকুইরিয়ামের ওপরে। পাশেই ওর নাদুস নুদুস ধূসৱ ইনুর ক্যাবার্স
এক টুকরো রোদে শয়ে ছেটি একটা ঘুম দিয়ে নিচ্ছিল।

মেঝেতে রাখা এক প্যাকেট স্ব-সাফলিং তাস পেরিয়ে হ্যারি ছেটি জানালা
দিয়ে বাইরে তাকাল। অনেক নিচে মাঠে দেখতে পেলো এক দল বাসন-ভূত
নিঃশব্দে চোরের মতো একটা একটা করে উইসলিদের বোপের ভেতর দিয়ে
ফিরে আসছে। তারপর ও ফিরে তাকাল রনের দিকে, রন অপেক্ষা করছিল, ওর
মতামতের জন্যে। একদম নার্তাস।

‘একটু ছেট,’ বলল রন দ্রুত। ‘মাগলদের ওথানে তোমার যে কুম মোটেই
এটা ওর মতো নয়। আর আমি ঠিক ওই চিলেকোঠার মড়াখেকো ভূতটা নিচে,
ওটা সব সময় পাইপের ওপর দড়াম করে পিটিছে আর গোঙাচ্ছ...’

কিন্তু হ্যারি দাঁত বের করে হেসে বলল, ‘আমি যত বাড়িতে গেছি এটাই
তার মধ্যে সবচাইতে ভাল।’

কিছু স্বত্তি ও কিছু লজ্জায় রনের কান গোলাপী হয়ে গেল।

চতুর্থ অধ্যায়



ফ্লারিশ এবং রেটস-এ

রন্দের বাড়ি দ্য বারো'তে জীবন প্রিভেট ড্রাইভে চেয়ে একেবারেই আলাদা। ডার্সলিদের পছন্দ সবকিছু হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন টিপটপ আর ডার্সলিদের বাড়িতে সব সময়ই কোনো না অনুভূত এবং অপ্রত্যাশিত ব্যাপার-স্যাপার ঘটছে। প্রথম আঘাতটা হ্যারি প্রেলেস্যন ও রান্নাঘরে চুল্লির উপরের তাকে উপরে রাখা আয়নটার দিকে আকিয়েছিল। ওটা চিংকার করে উঠেছিল : 'শার্ট প্যান্টের ভেতর গুঁজে রাখ হতচাড়া।' যখনই চিলেকোঠার পিশাচটা যখন দেখতো চারদিক বেশি নৈরব্য হয়ে গেছে তখনই হংকার দিয়ে উঠতো আর পাইপ ফেলতো উপর থেকে।

আর ক্রেড ও জর্জের বেড রুম থেকে আসা ছেটিখাট বিক্ষেপণের আওয়াজকে এ বাড়িতে স্বাভাবিক বলেই ধরে নেয়া হয়। রন্দের বাড়িতে

সবচেয়ে বেশি অস্বাভাবিক যেটা হ্যারির লাগত সেটা কথা বলা আয়নাও নয়, বা বিকট শব্দ করা পিশাচটা নয়। তার কাছে অবাক লাগত যে ওখানে সবাই তাকে বেশ পছন্দ করে।

তার মোজার দশা দেখে মিসেস উইসলি ঝুঁৎ ঝুঁৎ করতেন। খাওয়ার বেলায় চার চারবার খাওয়া তুলে নেয়ার জন্য জোর করতেন। মিস্টার উইসলি চাইতেন হ্যারি যেন খাওয়ার টেবিলে ঠিক তার পাশে বসে। তাহলে মাগলদের জীবন সম্পর্কে তিনি ওকে অনেক রকম প্রশ্ন করতে পারবেন। জিজ্ঞাসা করতে পারবেন মাগলদের ডাক বিভাগ বা প্লাগ কিভাবে কাজ করে।

‘চমৎকার!’ মুঞ্চ কঢ়ে তিনি হ্যারিকে বলতেন। ‘বিচক্ষণ’, সত্যিই ম্যাজিক ছাড়াই মাগলরা যে কতভাবে দিন চালাচ্ছে।’

দ্য বারোতে আসবার সপ্তাহ খানেক পর হ্যারি হোগার্টস থেকে চিঠি পেলো। সে আর রন নিচে নাস্তার টেবিলে গিয়ে দেখে মিস্টার ও মিসেস উইসলি এবং জিনি এরই মধ্যে টেবিলে বসে গেছে। হ্যারিকে দেখা মাত্রই জিনি যেন হঠাত করেই পরিজের বোলটা মাটিতে ফেলে দিলো, পড়ে ওটা জোরে খ্যান শব্দ করে উঠল। হ্যারিকে যখনই দেখে তখনই যেন জিনি কোনো না কোনো জিনিস ফেলে দেয়ার ব্যাপারে দক্ষ হয়ে উঠে। ধা করে টেবিলের নিচে চলে গেলো জিনি পরিজের বোলটা তুলে আনবার জন্য উঠল। কিন্তু যখন তখন ওর মুখটা লাল, একেবারে অস্তগামী সূর্যের আভার মতো। না দেখার ভান করে হ্যারি একটা চেয়ারে বসল, মিসেস উইসলির বাড়িয়ে দেয়া টোস্ট হাত বাড়িয়ে নিল।

‘ক্লুল থেকে চিঠি এসেছে’, বললেন মিস্টার উইসলি। হ্যারি আর রনের দিকে বাড়িয়ে দিলেন একই রকম দেখতে পার্চমেন্টের দুটো হলুদিভু খাম, ওতে ঠিকানা লেখা সবুজ কাগজে। ‘ডায়লডের এরই মধ্যে জেনে গোছেন যে তুমি এখানে আছো হ্যারি- লোকটা কোনো কৌশলেই পিছিয়ে নেই। আমাদেরও চিঠি রয়েছে, শেষে ঘোগ করলেন তিনি ফ্রেড আর জর্জে উদ্দেশ্য করে। দু’জন সবেমাত্র চুকলো ঘরে, এখনো পড়ে রয়েছে ম্যেরির পাজামা।

কয়েক মুহূর্তের জন্য রান্নাঘরটা একেবারে নীরব। ওরা সকলেই ওদের চিঠি পড়ছে। হ্যারির চিঠিতে লেখা রয়েছে নম্রম মতো তাকে সেপ্টেম্বরের ১ তারিখে কিং-ক্রস থেকে হোগার্টস এক্সপ্রেস ধরতে হবে। আগামী বছরের জন্য যেসব নতুন বই লাগবে তার প্রক্ষেত্রে তালিকা তার চিঠিতে রয়েছে।

দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রদের দরকার হবে:

দ্য স্ট্যান্ডার্ড বুক অফ স্পেলস, প্রেড ২ – মিরাভা গোশোওক
ব্রেক উইথ আ বানশিই – গিল্ডরয় লকহার্ট
গ্যাডিং উইথ ফাউলস – গিল্ডরয় লকহার্ট
হলিডেজ উইথ হ্যাগস – গিল্ডরয় লকহার্ট
ট্রাভেলস উইথ ট্র্যালস – গিল্ডরয় লকহার্ট
ওয়াভারিংস উইথ ওয়েরউলভস – গিল্ডরয় লকহার্ট
ইয়ার উইথ দি ইয়েটি – গিল্ডরয় লকহার্ট

ফ্রেড নিজের তালিকাটা শেষ করে হ্যারিরটা দেখবার জন্য উঁকি দিল।

‘তোমাকেও সব লকহার্ট বই কিনতে বলা হয়েছে,’ বলল ও। ‘কালো জাদুর বিরুক্তে প্রতিরোধ বিষয়ক শিক্ষক নিশ্চয়ই ওর ফ্যান – বাজি ধরে বলতে পারি ও একজন ডাইনি। এই সময় মায়ের চোখে পড়ে গেলো ফ্রেডের চোখ, অঘনি সে তার প্লেটের মার্মলেড নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

‘বইগুলো কিন্তু খুব সন্তা হবে না,’ বল জর্জ, মা-বাবার দিকে এক লহমা তাকিয়ে। ‘লকহার্ট-এর বই সত্যিই বড় দামী...’

ঠিক আছে, আমরা ম্যানেজ করে নেবো,’ বললেন মিসেস উইসলি। কথাটা সহজভাবে বললেও কিন্তু তাকে দেখাচ্ছিল উদ্বিগ্ন। ‘আশা করি জিনির কিছু জিনিস আমরা পুরনোই কিনতে পারবো।’

‘ওহো, তুমি। এবার হোগার্টস-এ ভর্তি হয়েছো কি?’ হ্যারি জিজ্ঞাসা করল জিনিকে।

জিনি মাথা নাড়ল, লজ্জার তার মুখ আগনের শিখার মতো লাল, চুলের একেবারে গোড়া পর্যন্ত আরও লাল হয়ে গেলো। এবার সে স্বর্ণমুকুটের দিশে কনুই ডুবিয়ে দিল। সৌভাগ্য তার যে হ্যারি ছাড়া আর কেউ এটা দেখেনি। কারণ ঠিক সেই মুহূর্তে রনের বড় ভাই পার্সি চুক্ষল রুমে ইতোমধ্যেই কাপড় চোপড় পরে রেডি, তার হোগার্টস-এর প্রিফেন্স মাজাটা বুকে লাগালো।

‘সুপ্রভাত, সকলকে,’ দ্রুত বলল পার্সি চুম্বকার দিন।’ টেবিলে একটি মাত্র চেয়ার থালি ছিল ওখানেই বসল পার্সি। বসেই আবার লাফ দিয়ে উঠল তার চেয়ার থেকে নতুন পালক ঘস্ত ফুস্ত রঙের একটা ডাস্টার হাতে তুলে নিল – মানে হ্যারি ওই জিনিসটাকে যা তেবেছিল আর কি, যতক্ষণ না দেখল যে ওটা নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

‘এরল!’ চেঁচিয়ে উঠল রন, খোড়া পেঁচাটাকে পার্সির হাত থেকে নিয়ে। ওটার পাখার নিচে থেকে একটা চিঠি বের করল রন। অবশ্যে – সে

হারমিওন-এর জবাব নিয়ে এলো। আমি ওকে লিখেছিলাম ডার্সলিদের ওখান
থেকে তোমাকে উদ্ধারের চেষ্টা আমরা করবো।'

তেওরের দরজার পাশেই টুপি রাখার লম্বা পার্টে এরলকে দাঁড় করানোর
চেষ্টা করল ও, কিন্তু এরল পড়ে গেলো পার্ট থেকে। রন ওকে নিচে বোর্ডে
শুইয়ে রাখল বৱং। স্বগোক্তি করল, 'দুঃখজনক।' তারপর হারমিওনের চিঠিটা
ক্লুলে রন জোরে জোরে পড়তে শুরু করল :

প্রিয় রন এবং হ্যারি,

যদি তুমি ওখানে থাকো, আশা করছি সব কিছুই ঠিক মতো
হয়েছে ও হ্যারি ভালই আছে এবং ওকে বের করে আনতে গিয়ে
তোমরা বেআইনি কিছু করোনি। কারণ তাহলে হ্যারিকেও
সমস্যায় পড়তে হবে। আমি খুবই উদ্বিগ্ন ছিলাম এবং যদি হ্যারি
ভাল থাকে, তুমি কি আমাকে সঙ্গে সঙ্গে জানাবে, রন, প্রিজ।
অবশ্য ভাল হয় যদি তোমরা ভিন্ন একটা পেঁচা ব্যবহার করো,
কারণ আমার বিশ্বাস আর একটি চিঠি দিতে গেলে তোমারটা
একেবারে শেষ হয়ে যাবে।

আমি খুবই ব্যস্ত, অবশ্যই ক্লুলের কাজ নিয়ে।

'কিভাবে পারে ও?' অবাক হয়ে বলল রন। 'আমরা তো
ছুটিতে।'

আগামী বুধবার আমরা লজনে যাচ্ছি আমার নতুন কই
কিন্তু। আমরা কেন ডায়াগন অ্যালি'তে মিলিত হই না?

যত তাড়াতাড়ি পারো আমাকে সব জানাও।

ভালবাসাসহ,
হারমিওন।

'বেশ, চমৎকারভাবে মিলে গেলো, আমরাও জ্ঞানিশ্বাস গিয়ে তোমাদের সব
জিনিস কিনে আনতে পারি,' বললেন মিসেস ডাইসলি, টেবিল পরিষ্কার করতে
করতে। 'আজ তোমরা সব কি করছো?'

হ্যারি, রন, ফ্রেড আর জর্জ প্র্যান্স ক্রিস্টাল ঢাল বেয়ে ওপরে উঠবে, যেখানে
ডাইসলিদের ছেট্ট একটা ঘোড়দেৱতার মাঠ রয়েছে। মাঠটার চারদিকে গাছ
দিয়ে দেৱা। নিচের গ্রামগুলো থেকে এই মাঠের কিছুই দেখা যায় না। তার মানে,
ওরা ওখানে কিডিচ প্র্যাকটিস করতে পারবে, যতক্ষণ না খুব বেশি ওপরে
উঠছে। ওরা সত্যিকারের কিডিচ বল ব্যবহার করতে পারবে না; বিশেষ করে

বলগুলো যদি খুবই উঁচুতে উঠে একেবাবে ঘামের ওপর দিয়ে উড়ে যায় তাহলে গ্রামবাসীদের কাছে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করাই কঠিন হয়ে পড়বে। তার চেয়ে তারা আপেল ব্যবহার করবে লোফালুফি করার জন্য। ওরা পালাক্রমে হ্যারির নিষাস দুই হাজার ঝাড়ুলাঠি ব্যবহার করে, ওটাই সবচেয়ে ভাল ঝাড়ুলাঠি; রনের পূরনো শ্যাটিং স্টার এতো স্নো যে মাঝে মাঝে প্রজাপতিরাই হারিয়ে দেয়। ওটা খুবই স্নো।

পাঁচ মিনিট পর ওরা ঢাল বেঁয়ে মার্চ করে উপরে উঠতে শুরু করলো, কাঁধে ঝাড়ুলাঠি। ওদের সঙ্গে যোগ দেয়ার জন্য পার্সিকেও বলা হয়েছিল, কিন্তু ও বলল ও অনেক ব্যস্ত। এখন পর্যন্ত হ্যারি পার্সিকে শুধু খাবার সময়ই দেখেছে, অন্য সময় সে তার দরজা বন্ধ করেই থাকে।

‘আমি যদি জানতে পারতাম ও কি করছে ওখানে,’ জ্ঞ কুঁচকে বলল ফ্রেড। ‘ও আর ওর মধ্যে নেই। তোমার আসার একদিন আগে ওর পরীক্ষার রেজাল্ট বের হয়েছে; বারোটা ও. ড্রিউ. এল, ওর আভ্যন্তরীণ কোনো অবকাশ ছিল না।’

‘ও. ড্রিউ. এল মানে অর্ডিনারী উইজার্ডিং লেভেল অর্থাৎ সাধারণ জাদু মান,’ হ্যারির বিভ্রান্ত দৃষ্টি দেখে জর্জ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিল। ‘বিলও বারো পেয়েছে। আমরা যদি এখন থেকেই সাবধান না হই তবে পরিবারে আরও একজন হেড বয় পেয়ে যেতে পারি। আমার মনে হয় না আমি লজ্জায় মুখ দেখাতে পারতাম।’ তামাশা করেই জর্জ কথাটা বলল। পার্সি ছিল ক্লাশের হেড বয়। হ্যারি এখন বুঝতে পেরেছে পার্সি কেন তার কুম থেকে বের হয় না।

বিল হচ্ছে উইসলি ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। সে আর তার পরের ভাই চার্লি এরই মধ্যে হোগার্টস থেকে বেরিয়ে এসেছে। হ্যারির মুকুট করো সাক্ষাৎ হয়নি মানে যে চার্লি রোমানিয়ায়, ড্রাগন সম্পর্কে পড়াশোনা করছে, আর বিল করেছে মিশরে, ওখানে জাদুকরদের ব্যাংক গ্রিংগটস কাজ করে।

কিছুক্ষণ পর জর্জ বললো, ‘এ বছর আমাদের ক্লাবের জিনিসপত্র মা-বাবা যে কিভাবে কিনবে সেটাই আমার মাথায় আসছে না। লকহার্ট-এর বইয়ের পাঁচ পাঁচটি সেট। এছাড়াও রয়েছে জিনির ক্লেব, একটা জাদুর কাঠি এবং সব কিছুই...।’

হ্যারি কিছু বলল না। একটু বিব্রত হলো। লকনের গ্রিংগট-এ ভূ-গর্ভের ভল্টে তার মা-বাবা তার জন্য অন্ন একটু সম্পদ রেখে গেছেন। অবশ্য একমাত্র জাদুকরদের দুনিয়ায় তার কিছু অর্থ রয়েছে, মাগলদের দোকানে প্যালিয়ন,

সিকল এবং নস্টেস এসব যাদুকরদের মুদ্রা সে ব্যবহার করতে পারবে না। ডার্সলিদের কাছেও কখনোই তার খ্রিংগটস অ্যাকাউন্টের কথা বলেনি। সে মনে করে না যে ম্যাজিকের দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত তাদের আতঙ্ক শেষ পর্যন্ত সোনার একটা বড় স্তুপ পর্যন্ত গড়াবে। তারা নিচয়ই ভাবতে পারে না যে হ্যারির কোনো উত্তরাধিকারী সম্পদ আছে।

* * *

পরের বুধবার মিসেস উইসলি তাদের সবাইকে সকালে ঘুম থেকে তুলে দিলেন। প্রত্যেকে দ্রুত অর্ধ ডজন বেকন স্যান্ডউইচ দিয়ে নাস্তা সাবল। কোট পরল। মিসেস উইসলি রান্নাঘরের চুল্লির ওপরের তাক থেকে একটা ফুলের টব নামালেন। তেওঁরে দেখলেন। ‘কমে গেছে আর্থার’, দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিসেস উইসলি। ‘আজ আবার কিনতে হবে... আহ বেশ, সবাই তৈরি। প্রথমে মেহমান! তোমার পরে হ্যারি ডিয়ার!

তিনি ফুলের টবটা হ্যারির দিকে বাঢ়িয়ে দিলেন।

হ্যারি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। সবাই ওকে দেখছে।

‘আমি-মানে-আমাকে-কি-কি-করতে হবে?’ তোতলাতে তোতলাতে বলল হ্যারি।

‘ও কখনো ফ্লু পাউডার ব্যবহার করে যাতায়াত করেনি’ বলল রন। ‘দুঃখিত হ্যারি, আমি ভুলে গিয়েছিলাম।’

‘কখনোই না?’ বললেন মিস্টার উইসলি। ‘কিন্তু গত বছর ডায়াগন অ্যালি’তে ক্ষুলের জিনিসপত্র নিয়েছিলে কিভাবে?’

‘আমি টিউবে করে গিয়েছিলাম—’

‘সত্য?’ আব্রহামের জিজ্ঞাসা করলেন মিস্টার উইসলি।

‘ওখানে কি এসকেপেটার রয়েছে? ঠিক কিসভাবে—’ ‘এখন নয় আর্থার;’ বললেন মিসেস উইসলি। ‘ফ্লু পাউডার দিয়ে অনেক বেশি দ্রুত যাওয়া যাব ডিয়ার, কিন্তু হায় আমার কপাল, তুমি আস আগে কখনো ব্যবহার না করে থাকো।’

‘ও ঠিক হয়ে যাবে মাম,’ বলল রেড। ‘হ্যারি, প্রথমে আমাদের দেখো।’

ফুলের টব থেকে এক চিমটি চকচকে পাউডার নিল সে, ফায়ারপ্লেসের আগনের কাছে এগিয়ে গেলো এবং পাউডারটা আগনের মধ্যে ছুড়ে ফেলল।

একটা গর্জন করে, আগুনটা পান্তার মতো সবুজ হয়ে গেলো এবং উঁচু হয়ে গেলো ফ্রেড-এর চেয়েও বেশি। সে সোজা আগুনের মধ্যে ঢুকে গেলো, চিংকার করল 'ডায়াগন অ্যালি।' এবং অদৃশ্য হয়ে গেলো।

'তোমাকে খুব পরিষ্কারভাবে গন্তব্যের নামটা উচ্চারণ করতে হবে, ডিয়ার,' হ্যারির উদ্দেশে বললেন মিসেস উইসলি। জর্জ এবার এক টিপ পাউডার নিল।' এবং মনে রেখো তোমাকে সঠিক উনুনটাতে নামতে হবে—'

'সঠিক কি?' ঘাবড়ে গিয়ে প্রশ্ন করলো হ্যারি। আগুন ততক্ষণে গর্জন করে জর্জকেও চোখের আড়ালে অদৃশ্য করে ফেলেছে।

'মানে তুমি তো জান অনেকগুলো জাদুআগুন রয়েছে যেগুলোর মধ্য থেকে তোমাকে সঠিকটা বাছাই করতে হবে। কিন্তু যতক্ষণ তুমি পরিষ্কারভাবে শব্দগুলো উচ্চারণ করছ—'

'ওর কোনো অসুবিধা হবে না জনি, অঙ্গির হয়ে না,' ফ্লু পাউডার নিতে নিতে স্তুর উদ্দেশে বললেন মিস্টার উইসলি।

'কিন্তু ও যদি হারিয়ে যায় আমরা ওর আঙ্কল আন্টিকে কি বলে বোঝাবো?'

'ওরা কিছু মনে করবে না,' হ্যারি তাকে নিশ্চিত করলো। 'আমি যদি চিমনির মধ্যে হারিয়ে যাই তবে ডাঙলি ভাববে এটা একটা তুরোড় জোক, ও নিয়ে আপনারা চিন্তা করবেন না।'

'বেশ... ঠিক আছে তবে... তুমি তাহলে আর্থারের পরে যাবে,' বললেন মিসেস উইসলি। 'আগুনে প্রবেশ করার পর, তোমাকে বলতে হবে তুমি কোথায় যাচ্ছো—'

'আর তোমার কনুই দু'টো গায়ের সঙ্গে লাগিয়ে রাখবে,' রুমের উপদেশ।

'আর চোখ একদল বন্ধ রাখবে,' বললেন মিসেস উইসলি। 'কালিবুলি...'

'অঙ্গির হয়ে নড়াচড়া করবে না, বলল রন। ভুল ফায়ারপ্রেস দিয়ে বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা রয়েছে—'

কিন্তু ভয়ে ভীত হয়েও আবার আগে ভাঙ্গে বেরিয়ে গেলে কিন্তু..., ফ্রেড এবং জর্জকে না দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন।

এতসব উপদেশ মনে রাখার প্রাপ্তিষ্ঠানিক করতে করতে এক টিপ ফ্লু পাউডার নিয়ে হ্যারি আগুনের কিন্মারয়িদাঙ্গুল। সে একটা গভীর শ্বাস নিল। পাউডার ছিটিয়ে দিল আগুনে। আগুনে পা বাড়ালো। আগুনটাকে মনে হলো গরম বাতাস। মুখ খুলতেই এক দলা গরম ছাই ওর মুখের ভেতর প্রবেশ করল।

‘ও-ডায়াগন অ্যালি’, বলতে বলতে কেঁদে ফেলল হ্যারি। মনে হলো তাকে কে যেন বিশাল একটা নালীর মধ্যে টেনে নামাচ্ছে। তীব্র গতিতে পাক খাচ্ছে সে... কান ফাটানো গর্জন চোখ খোলা রাখার চেষ্টা করলো কিন্তু সবুজ অগ্নিশিখার ঘূর্ণি দেখে তার অসুস্থ বোধ হলো— কনুইয়ে কোনকিছু খুব জোরে লাগল, সে পাক খাচ্ছে, পাক খাচ্ছে,... এখন মনে হচ্ছে যেন ঠাণ্ডা হাত তার মুখে চাপড় মারছে... জোড়া ট্যারা করে চশমার ভেতর দিয়ে সে দেখলো ফায়ারপ্রেসের ঝাপসা স্নোত এবং পেছনে অনেকগুলো রুম- পেটের ভেতর তার বেকন স্যান্ডউচ মথিত হচ্ছে— আবার চোখ বন্ধ করে ভাবল ধামার কথা- পরক্ষণেই সে ধড়াস করে পড়ে গেলো উপুড় হয়ে ঠাণ্ডা পাথরের ওপর এবং চশমার কাচ দু'টো ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেলো।

মাথা ঘুরছে, ক্ষতবিক্ষত হ্যারি। পুরো শরীর চিমনীর কালিতে লেপা। ভাঙ্গা চশমা চোখে ধরে সতর্কতার সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। একেবারেই একা। কিন্তু কোথায়? এ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। সে একটা পাথরের তৈরি ফায়ারপ্রেস-এ দাঁড়িয়ে, বড় সড় উইজার্ড শপ-এর মাঝখানে। দোকানটায় আলো জুলছে টিম টিম করে। কিন্তু এখানে এমন কিছু নেই যা কিনা ওর হোপার্টস ক্লুলের কাজে লাগাতে পারে।

কাছেই কাঁচের কেস-এ রয়েছে কুশনের ওপর বিবর্ণ একটি হাত। অন্ত মাঝানো এক প্যাকেট তাস। অপলকে তাকিয়ে থাকা কাঁচের একটি চোখ। দেয়াল থেকে ঝুলছে শয়তানের মতো সব মুখোশ, কাউন্টারে রয়েছে মানুষের বাছাই করা হাড়গোড় এবং সিলিং থেকে ঝুলছে ঘরচে পড়া তীক্ষ্ণ শলাযুক্ত যন্ত্রপাতি। সবচেয়ে খারাপ দিকটি হলো দোকানটার জানালার ছুলি ধূসরিত কাঁচের মধ্য দিয়ে বাইরে তাকিয়ে হ্যারি যা দেখলো সেটা আর যাই হোক কিছুতেই ডায়াগন অ্যালি নয়।

এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি বেরনো যায় ততটি মঙ্গল। পতনের ফলে থেতলে যাওয়া নাকটা তখনো জুলছে, নৌরবে ক্ষুণ্ণতার সঙ্গে হ্যারি দরজার দিকে এগোলো, কিন্তু দরজার অর্ধেক পথ ক্ষুণ্ণয়ার আগেই, কাঁচের ওপারে দু'জন লোককে দেখা পেলো— তাদের মধ্যে একজনকে দেখে সে চমকে উঠল। পথ হারিয়ে কালি লেপা মাঝে ভাঙ্গা চশমা পরা অবস্থায় যদি কারো সামনে পড়তে চায় তবে সে হয়ে সব শেষ ব্যক্তি: তার নাম ড্র্যাকো ম্যালফয়।

চারদিকে তাকিয়ে হ্যারি বায়ে বড়সড় কালো একটা আলমারী দেখতে পেলো। চট করে ওটার ভেতরে চুকেই দরজা টেনে দিল একটু খানি ফাঁক

রেখে, যেন সে বাইরে দেখতে পায়। মুহূর্ত পরেই, দরজার বেল বেজে উঠল। দরজা খুলে কেউ চুকলে বা বের হলে ঘণ্টা বাজে। হ্যারি তাকালো দরজার দিকে। ম্যালফয়, হ্যাম্যালফয় চুকল দোকানে। যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত পোহায়।

পেছনের লোকটি ওর বাবা না হয়েই যায় না। একই রকম ফ্যাকাসে চোখা চেহারা এবং অভিন্ন ঠাণ্ডা ধূসর চোখ। মিস্টার ম্যালফয় দোকানের ভেতরটা ঘুরে ফিরে দেখছেন। নেড়ে-চেড়ে ঝোলানো জিনিসগুলো এদিক ওদিক দেখলো। দোকানী ভেতরে তাই মিস্টার ম্যালফয় কাউন্টারের বেলটা বাজালো, তারপর ঘুরে পুঁত্রের দিকে তাবিয়ে বললেন ‘কিছুই ধরবে না, ড্রাকো।’

ম্যালফয়, কাঁচের চোখটার দিকে হাত বাঢ়িয়ে বলল, ‘আমি ভেবেছিলাম তুমি আমাকে একটা গিফ্ট কিমে দেবে।’

‘আমি বলেছি আমি তোমাকে একটা রেসিং বাডুলাঠি কিমে দেবো,’ আডুলগুলো কাউন্টারের ওপর বাজাতে বজলেন তার বাবা।

‘আমি যদি হাউজ টিমেই জায়গা না পাই, তবে ওটা আর কোন কাজে লাগবে?’ গাল ফুলিয়ে বলল ম্যালফয়, ওর মেজাজ বেশ চড়ে গেছে। ‘গত বছর হ্যারি পটার একটা নিষ্পাস দুষ্ট হাজার পেয়েছে। ডার্বিশোরের কাছ থেকে বিশেষ অনুমোদনে, যেন সে গ্রাইফিন্স-এর পক্ষে খেলতে পারে। সে অত ভালোও খেলে না যেহেতু সে বিখ্যাত... বিখ্যাত ওর কপালের ওই স্টুপিড দাগটার জন্যে...’

মাথার খুলি ভরা একটা তাক ভাল করে দেখবার জন্যে ম্যালফয় ঝুকলেন।

‘...সবাই ভাবে সে খুব স্প্যাট, চমৎকার পটার কপালের দ্রষ্টা আর বাডুলাঠিটা নিয়ে...’

‘কথাটা তুমি আমাকে ইতোমধ্যেই বহুবার কিলেছো,’ দ্রষ্টিটা মিস্টার ম্যালফয়ের শাসনের। ‘আমি তোমাকে যনে কারিঙ্গ কিলে চাই-হ্যারি পটারকে পছন্দ না করাটা বিচক্ষণতার লক্ষণ নয়, যিনো করে আমাদের মতো যারা তাকে ঘর্ষন হিরো গণ্য করে যে কিনা অকানোরের প্রভুকে অদৃশ্য হয়ে যেতে বাধ্য করেছিল।’ তারপর কাউন্টারের দিকে আসা লোকটিকে দেখে বলল,

‘আ মিস্টার বর্গিন।’

কাউন্টারের পেছনে যে লিভিংট এসে দাঁড়ালো সে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে হাঁটে। তেলালো চুলগুলো হাত দিয়ে সমান করছে সে।

‘মিস্টার ম্যালফয়, আবার আপনাকে দেখে আনন্দিত হলাম,’ বলল মিস্টার

বর্গিন তার তেলালো চুপের মতোই মসৃণ কঠিনভাবে। ‘সত্যিই আনন্দিত— এবং মাস্টার ম্যালফয়কে দেখেও— একেবারে মুক্তি। আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি? আপনাকে দেখানো দরকার, আজই এসেছে, দামেও সন্তা—

‘আমি আজ কিছু কিনছি না মিস্টার বর্গিন, আমি আজ বিক্রি করবো,’
বললেন মিস্টার ম্যালফয়।

‘বিক্রি করবেন?’ মিস্টার বর্গিনের মুখ থেকে আলগা হাসিটা মুছে গেলো।

‘তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ, মন্ত্রণালয় আরও তল্লাশি চালাবে,’ বললেন মিস্টার ম্যালফয়, পকেট থেকে পার্সামেটের একটা রোল বের করে মিস্টার বর্গিনের পড়ার জন্য মেলে ধরলেন।

‘বাড়িতে আমার অন্ন কিছু জিনিস রয়েছে, মন্ত্রণালয় তল্লাশি চালাতে এলে যেগুলোর জন্য আমি বিব্রতবোধ করতে পারি মানে যদি ওরা আসে...।’ নাকের আগায় চশমাটা বসালেন মিস্টার বর্গিন। শব্দ তালিকাটা দেখলেন।

‘মন্ত্রণালয় আপনাকে সমস্যায় ফেলার কথা ভাববেও না স্যার
নিশ্চিতভাবেই?’

মিস্টার ম্যালফয়-এর ঠোঁট বাঁকানো।

‘এখনও আমার শৰীনে ওরা আসেনি। ম্যালফয় নামটাই এখনও যথেষ্ট সম্মানের। তারপরও বলা তো যায় না, মন্ত্রণালয় দিন দিন নাক গলানো
স্বত্ত্বাবের হয়ে যাচ্ছে। একটা নতুন মাগল রক্ষা আইনের কথা শোনা যাচ্ছে—
সন্দেহ নেই সেই মাছি-কামড়ানো বোকাটা আর্থার উইসলি এর পেছনে
রয়েছে—’

মিস্টার ম্যালফয়ের কথা শনে হ্যারির তেতরটা রাগে উত্তপ্ত হন্তা। ‘-এবং
এই যে দেখো এর কয়েকটি বিষ দেখে এমন মনে হতে পারেন।

‘বুঝতে পারছি, স্যার, নিশ্চয়ই,’ বললেন মিস্টার বর্গিন।

‘আচ্ছা আমি দেখছি—’

‘আমি কি ওটা পেতে পারি?’ ড্রাকো অন্দরুনি কথায় বাধা দিল। কুশনের
ওপর অদৃশ্য হয়ে যায় এমন একটি হাত দেখিয়ে বলল ও।

‘আহ, সেই গৌরবের হাত! বলল মিস্টার বর্গিন, মিস্টার ম্যালফয়ের
তালিকাটা ছেড়ে দ্রুত পায়ে ড্রাকোর কাছে চলে গেলেন। ‘একটা মোমবাতি
চোকাও তাহলে যে ধরে আছে তাকেই ওটা আলো দেবে! চোর এবং
লুটেরাদের সবচেয়ে ভালো বক্স! আপনার ছেলের পছন্দ আছে, স্যার—’

আমি আশা করি আমার ছেলে চোর এবং লুটেরার চেয়ে বেশি মূল্য পাবে

মিস্টার বর্গিন', কঠিন শীতল স্বরে বললেন মিস্টার ম্যালফয়। তাড়াতড়ি মিস্টার বর্গিন বললেন, 'অপরাধ নেবেন না, স্যার, আমি আপনার মনে আঘাত করতে চাইনি—'

'যদি ওর স্কুলের ফলাফল আৱ উন্নত না হয়', বললেন মিস্টার ম্যালফয়, কষ্টস্বর আৱও শীতল, 'ও হয়তো তবে এটা ওৱাই উপযুক্ত হবে।'

'আমার দোষ কী?' প্রতিবাদ কৱল ছ্রাকো। 'সব টিচারেই প্ৰিয় ছাত্ৰ থাকে, ওই হারমিওন ষ্রেঞ্জারটা—

'আমি ভেবেছিলাম, একটা মেয়ে, যেকোন জাদুকৰ পৰিবাৰ থেকে আসেনি। তোমাকে প্ৰতিটি পৰীক্ষা হারিয়ে দিচ্ছে এতে তুমি লজ্জিত হবে,' যেন চাৰুক মাৱলেন মিস্টার ম্যালফয়।

'হ্যা!' দম আটকেও কোনো শব্দ না কৱে বলল হারি, ও খুব খুশি ছ্রাকোকে বিবৃত এবং ব্রাগ হতে দেখে।

'সব জায়গাই এক রকম,' বললেন মিস্টার বর্গিন তাৱ তেলালো স্বৰে। 'ফাদুকৰদেৱ বঞ্চ এখন সবখানে কম মূল্য পাচ্ছে—'

'আমার কাছে না,' বললেন মিস্টার ম্যালফয়, তাৱ লম্বা নাক দু'টো স্ফুরিত হচ্ছে।

'না, স্যার, আমার কাছেও নব স্যার,' মিস্টার বর্গিন কুৰ্নিশ কৱে বললেন।

'তাহলে, আমৰা, আমার তালিকায় আৰাৰ ফিৰে যেতে পাৰি।' বললেন মিস্টার ম্যালফয়। 'আমৰা একটু তাড়া আছে, বৰ্গিন, আমাকে অন্যত্র গুৰুত্বপূৰ্ণ কাজ সাৱতে হবে আজ।'

ওৱা দু'জন দৱকধাকষি শুৰু কৱল। এদিকে ছ্রাকো ~~বিজ্ঞিন~~ জন্য রাখা জিনিসগুলো দেখতে দেখতে হারি যেখানে লুকিয়ে ছিল ~~মেখানে~~ সে এওচ্ছে। ব্যাপারটা হ্যারি লক্ষ্য কৱছে আৱ সন্তুষ্ট হয়ে উঠছে। একটা ফাঁসিৰ দড়িৰ কয়েল পৰীক্ষা কৱাৰ জন্য ও থামল। নিৰ্বোধেৱ ~~মুক্তি~~ আত্মত্ত্বিৰ হাসি হেসে ছ্রাকো বৰ্ণালি পাথৱেৱ তৈৰি চমৎকাৰ নেফলেস থেকে উকি দেয়া কাউটা পড়ল : সাৰধান : ধৰবেন না। অভিশপ্ত প্ৰথম পৰ্যন্ত উনিশজন মাগল যাবা এৱ মালিক ছিল, তাৰে জীবন নিয়েছে।

ছ্রাকো ঘুৱে দাঁড়ালো, ঠিক ~~কে~~ সামনেই আলমাৰীটা ও দেখতে পেলো। সামনেৰ দিকে এগোলো... ~~হাত~~ বাড়ালো হ্যান্ডলটা ধৰাৰ জন্য। আলমাৰীৰ ভেতৰ হ্যারিৰ দম বক্ষ হয়ে এলো। ষেমে উঠেছে সে।

'হয়ে গেলো,' কাউন্টাৱে বললেন মিস্টার ম্যালফয়। 'এসো, ছ্রাকো।'

জ্যাকো সুরে দাঁড়াতেই হ্যারি জামার হাতায় ঘাম মুছল ।

‘আচ্ছা চলি, শুভদিন, মিস্টার বর্গিন, কাল তোমাকে আমি বাসায় আশা করবো, জিনিসগুলো নিয়ে আসার জন্য ।’

ওদের পেছনে দরজাটা বক্স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিস্টার বর্গিনের চেহারা থেকে তোয়াজ করবার ভাবটা উভে গেলো ।

‘আপনাকেও শুভ দিন মিস্টার ম্যালফ্যান, এবং যা শুনছি তা যদি সত্য হয় । আপনার বাড়িতে যা লুকানো রয়েছে তার অর্ধেকও আপনি আমার কাছে বিক্রি করেননি...’

বিড় বিড় করতে করতে পেছনের রুমে অদৃশ্য হয়ে গেলেন মিস্টার বর্গিন ।

হ্যারি মিনিটখানেক অপেক্ষা করল, বলা তো যায় না, আবার যদি ফিরে আসে, তারপর, যত নিঃশব্দে সম্ভব আলমারিটা থেকে সে বের হয়ে দোকানের বাইরে রাস্তায় চলে এলো ।

ভাঙ্গা চশমাটা মুখের ওপর চেপে ধরে ও চোখ মেলে চারদিকে তাকালো । মনে হচ্ছে সে একটা পুরনো মলিন গলিতে উঠে এসেছে, চারদিকের সবগুলো দোকানেই কালা জাদুর জিনিসপত্র । এই দোকানগুলোর মধ্যে যেটা থেকে সে এইমাত্র বেরিয়ে এসেছে— বর্গিন অ্যান্ড বার্কস মনে হচ্ছে সবচেয়ে বড় । কিন্তু এর উল্টো দিকে জঘন্য একটা জানালায় দেখা যাচ্ছে সংকুচিত সব মাথার খুলি । এর দুই দোকান পরে বিরাট এক ঝাঁচাভর্তি দৈত্যাকার কালো মাকড়সা । একটা দরজায় আড়াল থেকে মলিন বেশের দুই জাদুকর ওকে লক্ষ্য করছে, নিজেদের মধ্যে বিড়বিড় করে কি যেন বলছে । নার্ভাস হয়ে পড়ছে হ্যারি, দ্রুত হাঁটতে শুরু করল । নিরাশার মধ্যেও আশা করছে সে এখানে কে বেরিয়ে যাওয়ার একটা পথ খুঁজে পাবে ।

বিষাক্ত মৌমবাতি বিক্রির একটা দোকানের ওপর খুলে থাকা বোর্ড থেকে জানতে পারল ও মকটার্ন অ্যালিতে রয়েছে । এতে অত্যন্ত ওর কোনো সাহায্য হলো না, কারণ বাপের জন্মেও হ্যারি এই জয়েন্সের নাম শোনেনি । এখন ওর মনে হচ্ছে মুখে ছাই থাকায় ও উইসলিবের স্ট্রাউনে প্রবেশ করে পরিষ্কার করে রাস্তার নামটা বলতে পারেনি । নিজেকে রাখার চেষ্টা করল ও, ভাবছে কি করা যায় ।

‘তুমি কি পথ হারিয়েছ, স্ট্রাউন?’ কানের কাছে কেউ যেন বলল, চমকে লাফিয়ে উঠল হ্যারি ।

ওর সামনে দাঁড়িয়ে একজন বরক্ষ ডাইনি, তার হাতে আঙুলের নখ ভর্তি

একটা ট্রে। ভয়ঙ্কর দেখতে, ঘোলাটে হলুদ দাঁত বের করে নোংরা একটা হাসি দিল ডাইনিটা। হ্যারি আঁকে উঠে পেছনে সরে গেল।

‘আমি বেশ তাল আছি, ধন্যবাদ’, ও বলল। ‘আমি শুধু—’

‘হ্যারি! তুমি ওখানে কি করছু?’

পরিচিত গলার শব্দ শুনে লাফিয়ে উঠল ওর হৃৎপিণ্ড। ডাইনিটা কেঁপে উঠলো। ওর পায়ের ওপর এক গাদা নখ গড়িয়ে পড়ল। শাপান্ত করল ডাইনিটা। দৈত্যাকার হ্যাণ্ডি লম্বা পদক্ষেপে ওদের দিকে এগিয়ে এলো, ওর তীব্র কালো চোখ জোড়া লম্বা দাঁতির ওপর ভুলছে।

‘হ্যাণ্ডি! ’ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল হ্যারি। ‘আমি হারিয়ে... ফ্লু পাউডার...’

দ্রুত হ্যারির ঘাড় ধরে হ্যাণ্ডি ওকে ডাইনিটার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিল, একই সঙ্গে ওর হাত থেকে ট্রেটা ও ধাক্কা মেরে ফেলে দিল। আঁকা বাঁকা গলিটা ধরে চলে যাচ্ছে ওরা উজ্জ্বল রৌদ্রালোকে, ডাইনিটার তীক্ষ্ণ চিংকার ওদের পিছু পিছু ধাওয়া করল। পরিচিত একটি বরফ সাদা মার্বল পাথরের বিন্ডিং দেখতে পেলো হ্যারি : শ্রিংগটস ব্যাংক। হ্যাণ্ডি ওকে সোজা ডারাগন অ্যালিটে নিয়ে এসেছে।

‘তুমি একটা হচ্চপচ! ’ জোরে জোরে হ্যারির কাপড় থেকে কালি ঝুলি মুছতে মুছতে হ্যাণ্ডি কর্কশ স্বরে বলল। এমন জোরে হ্যারির জামার মুলা ঝাড় ছিল যে ওকে প্রায় ওষুধের দোকানের সামনে রাখা ব্যারেল ভর্তি ড্রাগন গোবরের ওপর প্রায় ফেলেই দিয়েছিল হ্যাণ্ডি। কংকালপূর্ণ নকটার্ন অ্যালিটে ঘোরাফেরা করা, আমি জানি না— এমন ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায়, হ্যারি— আমি চাই না এখানে তোমাকে আর কখনো কেউ দেখুক—’

‘আমি সেটা বুঝতে পেরেছি, বলতে বলতে হ্যারি মাথা লিচু করে কালি মোছার জন্য হ্যাণ্ডির বাড়ানো হাতটা এড়িয়ে খেলো।’ আমি আপনাকে বলেছি, আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম— কিন্তু সে যাই ক্ষেত্রে আপনি ওখানে কি করছিলেন?

‘আমি একটা মাস— খেকো কীটনাশক স্ট্রাইচ্যাম,’ গর্জন করুল হ্যাণ্ডি। ‘তুমি কি একাই এসেছু?’

‘আমি এখন উইসলিদের সঙ্গে থাকি। কিন্তু আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি, হ্যারি বলল। ‘আমাকে যেতে হবে, ওদের খুঁজতে হবে...’

দু'জনে এক সাথে রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল।

‘কি ব্যাপার তুমি আমাকে একটা চিঠি লিখলে না?’ বলল হ্যাণ্ডি পাশে

জগিংরত হ্যারির দিকে তাকিয়ে। হ্যান্ডিডের এক পা'র সঙ্গে হ্যারিকে তিন পা চলতে হচ্ছে। হ্যান্ডিডের সাথে তাল মিলিয়ে হাঁটতে হলে জগিং করা ছাড়া উপায় নেই। হ্যারি তাকে ডবি এবং ডার্সলিদের বিষয়ে বিস্তারিত বলল।

‘ওই মাগলগুলো,’ হ্যান্ডিডের গর্জন। ‘খালি যদি জানতাম—’

‘হ্যারি! হ্যারি! এই যে এদিকে!’

উপরের দিকে তাকিয়ে হ্যারি দেখল হারমিওন যেঙ্গার দাঁড়িয়ে আছে প্রিংগটস-এর সাদা সিঁড়িগুলোর একেবারে ওপরেরটায়। দৌড়ে নেমে আসছে ওদের কাছে, ওর বুনো বাদামী চুল উড়ছে পেছন পেছন।

‘তোমার চশমার কি হয়েছে? হ্যালো হ্যান্ডিড— ওহ! তোমাদের দু’জনকে আবার দেখে কি যে ভাল লাগছে.. তুমি কি প্রিংগটস-এ আসছ হ্যারি?’

‘উইসলিদের খুঁজে পাওয়ার পর।’

‘তোমাকে আর খুব বেশি অপেক্ষা করতে হবে না,’ দাঁত বের করে হাসল হ্যান্ডিড।

হ্যারি আর হারমিওন চারদিকে তাকাল, রাস্তার ভিত্তি ঠেলে দৌড়ে আসছে রন, ফ্রেড, জর্জ, পার্সি এবং মিস্টার উইসলি।

‘হ্যারি!’ হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন মিস্টার উইসলি। ‘আমরা মনে করছিলাম তুমি হয়তো খুব বেশি দূরে চলে যাওনি...’ কুমাল দিয়ে চকচকে টাকটা মুছলেন তিনি ‘মলি তো তোমাকে না দেখতে পেয়ে পাগলের মতো করছে- ওই যে সে আসছে।’

‘কোথায় বেরিয়েছিল?’ জিজ্ঞাসা করল রন।

‘নকটার্ন অ্যালি।’ গম্ভীর মুখে বলল হ্যান্ডিড।

‘বিলিয়ান্ট’, এক সঙ্গে বলে উঠল ফ্রেড এবং জর্জ।

‘আমাদেরকে কখনোই ওখানে যেতে দেয়া হয়নি,’ দ্বিতীয় স্বরে বলল রন।

‘ঠিক কাজটাই হয়েছে,’ হ্যান্ডিডের গর্জন।

মিসেস উইসলিকে দেখা গেলো দৌড়ে আসছেন, তার হাত ব্যাগটা এক হাতে বিস্ফুলভাবে দুলছে, অন্য হাতে কোনো যথেষ্ট ঝুলে আছে জিনি।

‘ওহ হ্যারি, ওহ ডিয়ার, তুমি যে কেমনে জায়গায় হারিয়ে যেতে পারতে—’

দম নিয়ে ব্যাগ থেকে বড়-সড়কটা কাপড় ঝাড়ার ব্রাশ বের করলেন, হ্যান্ডিড যে কালি-ধূলো হ্যারির কমপড় থেকে ঝাড়তে পারেনি সেগুলো ঝাড়তে শুরু করলেন। মিস্টার উইসলি হ্যারির চশমাটা নিলেন, নিজের ঘাদুর দণ্ডি দিয়ে ছোট একটা ছোয়া, ফিরিয়ে দিলেন হ্যারির কাছে, একেবারে নতুন চশমা

জোড়া।

‘এখন যাওয়া যাক,’ বললেন হ্যান্ডি। মিসেস উইসলি ওর হাত মর্দন করেন আচ্ছাসে ‘নকটার্ন অ্যালি! যদি তুমি ওকে না পেতে হ্যান্ডি!'

‘হোগার্টস-এ দেখা হবে।’ বলে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেলেন হ্যান্ডি। ওর মাথা এবং কাঁধ জনাকীর্ণ রাস্তার আর সকলের ওপরে।

‘বলতে পারো বর্গিন অ্যান্ড বার্কস-এ কাকে দেখেছি?’ প্রিংগটস-এর সিঙ্গি ভাঙতে ভাঙতে হ্যারি রন আর হারমিওনকে জিজ্ঞাসা করল। ‘ম্যালফয় আর তার বাবাকে।’

‘লুসিয়াস ম্যালফয় কি কিছু কিনেছে?’ পেছন থেকে তীক্ষ্ণ শব্দে প্রশ্ন করলেন মিস্টার উইসলি।

‘না, বিক্রি করছিলেন।’

‘ওড, তাহলে ঘাবড়েছে,’ বললেন মিস্টার উইসলি নির্মম আত্মপ্রসাদে। ‘ওহ যে কোন কিছুর বিনিময়েই হোক লুসিয়াস ম্যালফয়কে ধরতে পারলে আমি...’

‘সাবধান আর্থার,’ ধারালো কণ্ঠে বললে মিসেস উইসলি ব্যাংকে ঢুকতে ঢুকতে। ‘ওই পরিবারটা সাংঘাতিক ঘটটা সামলাতে পারবে ততটাই করো।’

‘তাহলে তুমি ঘনে করছে আমি লুসিয়াস ম্যালফয়-এর সমকক্ষ?’ স্ফুর্ক শব্দে বললেন মিস্টার উইসলি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হল ঘরটার লম্বা কাউন্টার-এর কাছে হারমিওনের বাবা-মার দিকে তার চোখ পড়ল। ওরা দু’জন দাঁড়িয়েছিলেন, নার্ভাস, অপেক্ষা করছেন হারমিওন ওদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে বলে।

‘কিন্তু আপনারা তো মাগল।’ আনন্দ কণ্ঠে বললেন মিস্টার উইসলি। ‘চলুন ড্রিংকস হয়ে যাক! আপনার হাতে ওটা কি? ওহ, আপনি মাগলদের টাকা ভাঙিয়ে নিচ্ছেন। মলি দেখো।’ উভেজিতভাবে তিনি মিস্টারি গ্রেঞ্জারের হাতে ধরা দশ পাউডের নোটটা দেখালেন।

‘আবার এখানেই দেখা হবে।’ রন হারমিওন-এর উদ্দেশে। প্রিংগটস-এর আরেকজন গবলিন এসে হ্যারি আর উইসলিদের ভূগর্ভস্থ ভল্ট-এ নিয়ে যাচ্ছিল তখন।

ব্যাংকের ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে মিনি ট্রেন লাইনের ওপর গবলিন চালিত ছোট ছোট গাড়িতে চলে আসার ভল্টে যাওয়াটা খুবই উপভোগ করল হ্যারি, কিন্তু উইসলিদের ভল্ট খোলা হলে সে এমনই আতঙ্কিত হলো যা নকটার্ন অ্যালির চেয়েও অনেক বেশি। তেতরে রূপার সিকল মাত্র কয়েকটি এবং মাত্র

একটি সোনার গ্যালিয়ন পড়ে রয়েছে। সবগুলো ব্যাগে ভরবার আগে মিসেস উইসলি একটু হতচকিত হলেন এবং দেখে নিলেন আরো পড়ে আছে কি না। ওদের কাজ শেষে ওরা যখন হ্যারির ভল্টের দিকে অগ্রসর হলো হ্যারির কাছে খুবই খারাপ লাগলো। যতটা সম্ভব তাদের থেকে আড়াল করে সে তার চামড়ার ব্যাগে মুঠোভর্তি মুদ্রা ভরে নিল।

ফিরে গেলো মার্বল সিঁড়িতে। বিছিন্ন হয়ে গেলো ওরা। পার্সি কাউকে উদ্দেশ্য না করে নতুন একটা লেপের কথা বলল। ফ্রেড আর জর্জের সাথে দেখা হয়ে গেলো ওদের হোগার্টস-এর বক্স লি জর্ডনের সঙ্গে। মিসেস উইসলি আর জিলি গেলো পুরনো পোশাকের দোকানে, মিস্টার উইসলি গ্রেঞ্জার পরিবারকে ড্রিংক-এর জন্য লিকি কলজুনে নিয়ে যেতে চাইলেন।

জিনিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে যেতে মিসেস উইসলি বললেন, ‘এক ঘণ্টার মধ্যে ফ্লারিশ অ্যান্ড ব্লটস-এ আমাদের আবার দেখা হচ্ছে তোমাদের স্কুলের বই কেনার জন্য। এবং মনে থাকে যেন নকটার্ন অ্যালিঙ্গেন দিকে এক পাও নয়।’ অপসৃয়মান- যমজ দুই পুত্রকে উদ্দেশ্য করে শেষের কথাটা বললেন।

হ্যারি, রন এবং হারমিওন পাথর বাঁধানো আঁকা-বাঁকা রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে চলল। হ্যারির পকেটের সোনা, ঝুঁপা আর পিতলের কয়েনগুলো খরচ হওয়ার জন্য ঝল ঝল করছে; তিনটা বড় স্ট্রবেরি এবং চিনেবাদাম মাখনের তৈরি আইসক্রিম কিনল সে। রাস্তা দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে প্রচুর শব্দ করে তৃণির সাথে খেলো ওরা। অনেকক্ষণ হাতাতের মতো কো঱ালিটি কিডিচ সাপ্লাইয়ের দোকানে ঝুলানো শাড়লি ক্যালন পোশাকের পুরো সেটটার দিকে তাকিয়ে থাকল। হারমিওন এসে ওকে টেনে নিয়ে গেলো পাশের দোকানে কালি আর পার্চমেন্ট কেনার জন্য। ফ্রেড, জর্জের আর লি জর্ডনের সঙ্গে ওদের দেখা হলো গ্যাস্টল অ্যান্ড জেপস উইজার্ডিং জোক শপ-এন্ড-ড. ফিলিপস্টার্স ফ্যাবুলাস ওয়েট-স্টার্ট, মো-হিট ফায়ার ওয়ার্কস’ যেকে ওরা তিনজনে মিলে যেন জোকস মুখস্থ করছিল। আর ভাঙা জাতুকান্সের নড়বড়ে দাঁড়িপাল্লা আর জাদুর ওষুধের দাগে তরা পুরনো পোশাকের ছেট্টি একটা পুরনো জিনিসপত্রের দোকানে ওরা দেখতে শেঞ্চি পার্সিকে, গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ছে খুবই বিনক্তির বই প্রিফেন্স যারা ক্ষমতা লাভ করতে পেরেছে।’ বইয়ের পেছনের মলাট থেকে রেস জোরে জোরে পড়ল, ‘হোগার্টস-এর প্রিফেন্স এবং তাদের পরবর্তী ক্যারিয়ার সম্পর্কে পর্যালোচনা। হ বেশ চমকপ্রদ লাগছে...’

‘তাগো এখান থেকে,’ পার্সি চেঁচিয়ে উঠল। ‘খুবই উচ্চাকাঙ্ক্ষী, ওই পার্সিটা, ওর সব কিছুই প্লান করা... ও মিনিস্টার অফ ম্যাজিক হতে চায়...’ যেতে যেতে হারি আর হারমিওনকে বলল রন নিচু শব্দে।

ঘণ্টাখানেক পর ওরা ফ্লারিশ অ্যান্ড ব্লটস-এর ওই দিকে রওয়ানা হলো। শুধু ওরাই বইয়ের দোকানটার দিকে যাচ্ছিল না। কাছাকাছি পৌছে ওরা অবাক হয়ে দেখলো রীতিমতো একটা ভিড় দোকানের ভেতর ঢোকার চেষ্টা করছে। কারণটা হলো দোকানের বাইরে বিরাট একটা ব্যানারের লেখা :

গিল্ডরয় লকহার্ট
তাঁর আভুজীবনী কপিতে স্বাক্ষর দেবেন
ম্যাজিক্যাল সি
আজ দুপুর ১২৫৩০ থেকে বিকেল ৪৫৩০টা পর্যন্ত

‘আমরা সত্যি সত্যিই ওঁর সঙ্গে দেখা করতে পারবো,’ তীক্ষ্ণ শব্দে বলল হারমিওন। ‘মানে ওই তো বুকলিস্টের প্রায় সবটা লিখেছেন।’

ভিডের প্রায় সবটাই মিসেস উইসলির বয়সী ডাইনি। দরজায় দাঁড়ালো এক লোক, চেহারাটা বলছে খুব হেনস্তা হয়েছে, বলছে, শান্তভাবে পিজ, লেডিজ.. ধাক্কা দেবেন না... ওই যে... বইগুলোর দিকে খেয়াল রাখবেন... এখন...’

হারি, রন এবং হারমিওন ঠেলে ঠুলে ভিডের চুক্কে পড়ল। দোকানের একেবারে পেছন পর্যন্ত লম্বা একটা লাইন গেছে, ওখানে গিল্ডরয় লকহার্ট বই স্বাক্ষর করছিলেন। ওরা তিনজন একটা করে ‘ব্রেক উইট অফ বালশি’ নামের বই ছো মেরে তুলে নিয়ে নিঃশব্দে লাইনে যেখানে ফিস্টার অ্যান্ড মিসেস প্রেঞ্জারের সঙ্গে অন্য উইসলিরা দাঁড়িয়ে ছিল তুলনাতে চলে এলো।

‘ওহ, তোমরাও চলে এসেছো, ভালই হলো,’ বললেন মিসেস উইসলি। মনে হচ্ছে তিনি আর শ্বাস নিতে পারছেন না, তুল ঠিকঠাক করছেন বারে বারে। ‘এক মিনিটের মধ্যেই আমরা ওঁকে দেখতে পাবো...’

ধীরে ধীরে গিল্ডরয় লকহার্ট বাইরের নজরে এলো, টেবিলে বসে, চারদিকে তার নিজেরই ছবি। দর্শকদের দিকে চোখ পিট পিট করছে, উজ্জ্বল সাদা দাঁত বার বার দেখাচ্ছে। আসল লকহার্ট তার চোখের সঙ্গে মেলানো ফরগেট-মি-নট নীলের পোশাক পরে রয়েছেন, টেউ খেলানো চুলের ওপর তার জাদুকরের

চোখা হ্যাটটা বাঁকা করে বসানো।

বেটে খাটো অত্যন্ত বিরক্তিকর এক লোক তাঁর চারদিক নেচে নেচে ছবি তুলছে। ওর বিশাল কালো ক্যামেরাটা যতবার চোখ ধাঁধানো ফ্ল্যাশ করছে ততবারই বেগুনি রঙের ধোয়া বের হচ্ছে ওটা থেকে।

‘সামনে থেকে সরো,’ দাঁত খিচিয়ে রনকে বলল সে। পেছন দিকে সরে গেলো ছবিটা ভালো করে তুলবার জন্য। ‘এটা ডেইলি প্রফেট-এর জন্য।’

‘বড় একটা কম্পো,’ বলল রন, ফটোগ্রাফার যেখানে ওর পা মাড়িয়েছে, সেখানে একটু মালিশ করে ও।

গিন্ডরয় লকহার্ট ওর মন্তব্যটা শুনতে পেলেন। চোখ তুলে তাকালেন। তিনি রনকে দেখলেন- এবং তারপর হ্যারিকে দেখলেন। তাকিবে আছেন তিনি। লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। নিশ্চিত স্বরে চিংকার করে উঠলেন, ‘হ্যারি পটার না হয়েই যায় না?’

দর্শকদের ভিড়টা দুইভাগ হয়ে গেলো, উভেজিতভাবে ফিসফিস করছে। লকহার্ট সামনের দিকে লাফ দিলেন, হ্যারির একটা বাহু ধরে ওকে একেবারে সামনে নিয়ে গেলেন। হাততালিতে ফেটে পড়ল দর্শকরা। হ্যারির মুখ শরমে গরম হয়ে গেলো, লকহার্ট ওর হাত ঝাঁকাচ্ছেন ফটোগ্রাফারের জন্য পোজ দিতে দিতে। আর ফটোগ্রাফার পাগলের মতো শাটার টিপছে উইসলির ওপর বেগুনি ধোয়া ছড়াতে ছড়াতে।

‘বড়সড় একটা চমৎকার হাসি দাও হ্যারি, বললেন লকহার্ট, নিজের চকচকে দাঁতের মধ্য দিয়ে।’ তুমি আর আমি এক সঙ্গে যে কোনো পত্রিকার সামনের পাতারই যোগ্য।’

শেষ পর্যন্ত যখন তিনি শক্ত করে ধরা হ্যারির হাত ছাঢ়লেন, ত্তেক্ষণে তার আঙুলগুলি অসাড় হয়ে গেছে। ও পিছিয়ে উইসলিদের কম্বুজ ঘণ্টার চেষ্টা করল, কিন্তু লকহার্ট ওর কাঁধ জড়িয়ে ওর পাশে শক্ত করে ধরে থাকলেন।

‘লেডিস অ্যান্ড জেনেলম্যান,’ শান্ত ইওয়ার জন্ম হাতে নেড়ে জোরে বললেন লকহার্ট।’ এক অসাধারণ মুহূর্ত এখন! আমরি একাত নিজের ছেটা একটা ঘোষণা দেয়ার এখনই উপযুক্ত সময়।’

‘যখন হ্যারি ফ্লারিশ অ্যান্ড ব্লটস-এ এসেছিল আজকে, সে শুধু আমার অটোগ্রাফ নিতেই এসেছিল- আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ওকে সেটা উপহার দেবো, বিনামূল্যে—’ দর্শকরা অস্ত্রার হাততালি দিয়ে উঠল। ‘ওর কোনো ধারণাই নেই,’ বলে চললেন লকহার্ট, হ্যারিকে একটু নাড়া দিলেন, ওর চশমাটো নাকের আগায় চলে এলো, ‘যে খুব শিগগিরই সে শুধু আমার বই ম্যাজিকাল

সি-এর চেয়ে অনেক অনেক বেশি পেতে যাচ্ছে। হ্যাঁ, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টেলম্যান, আমি অনেক আনন্দে এবং গৌরবের সাথে ঘোষণা করছি যে, এই সেপ্টেম্বর থেকেই আমি হোগার্টস স্কুল অফ উইচ্যাফট অ্যান্ড উইজার্ড'র কালা জাদুর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা বিবর্যক শিক্ষকের পদটি গ্রহণ করতে যাচ্ছি।'

ক্রেতা-দর্শকদের ভিড়টা উল্লাসে ফেটে পড়ল, হাততালি দিল। হ্যারি দেখতে পেলো সে গিল্ডরয় লকহার্টের সবগুলো বইই প্রেজেন্ট হিসেবে পেয়ে গেছে। বইয়ের ভাবে হ্যারির টালমাটাল অবস্থা। কোনরকমে পাদপ্রদীপ থেকে নিজেকে সরিয়ে, যে কোণায় জিনি তার নতুন বড় কড়াইটা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওখানে চলে এলো।

'তুমি এগুলো নাও,' বইগুলো গিনির কড়াইয়ের ভেতর রাখতে রাখতে অঙ্গুট স্বরে বলল হ্যারি। 'আমি আমার জন্য কিনে নেবো—'

'বাজি ধরে বলতে পাড়ি তুমি ওটা পছন্দই করেছো পটার, করোনি?' যে বলল তাকে চিনতে মোটেও কষ্ট হলো না হ্যারির। বই রেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ড্র্যাকো ম্যালফয়-এর মুখেমুখি হলো হ্যারি। মুখে বিদ্রূপ আর অবজ্ঞার হাসি ম্যালফয়-এর।

'বিখ্যাত হ্যারি পটার,' বলল ম্যালফয়। পত্রিকার প্রথম পাতার খবর না হয়ে একটা বইয়ের দোকানেও যেতে পারে না।'

'ওকে বিরক্ত করো না, ওতো এসব কিছুই চায়নি,' বলল জিনি। এই প্রথম সে হ্যারির সামনে কথা বলল। ক্রুক্র দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রয়েছে ম্যালফয়-এর দিকে।

'পটার, তুমি একটি গার্ল ফ্রেন্ড পেয়ে গেছ,' টেনে টেনে বলল ম্যালফয়। টকটকে লাল হয়ে গেলো জিনির মুখ। ওদিকে ঠেলে ঠুলে রুন আৱু হারমিওন এদিকেই এগিয়ে আসছে। দু'জনের হাতেই লকহার্ট-এর বইয়ের পাহাড়।

'ওহ, তুমি,' বলল রুন, ম্যালফয়ের দিকে তাকিয়ে, যেন ও জুতোর গোড়ালিতে অস্বস্তিকর কিছু। বাজি ধরে বলতে পারিব তুমি হ্যারিকে এখানে দেখে অবাক হয়েছো, না?'

'তোমাকে একটা দোকানে দেখে যাতে অবাক হয়েছি উইসলি, ততটা নয়,' পালটা জবাব দিল ম্যালফয়, 'অমির মনে হয় অতগুলো বইয়ের দাম দিতে গিয়ে তোমার মা-বাবাকে মাস্যাসেক না খেয়ে থাকতে হবে।'

জিনির মতো রুনও লাল হয়ে গেলো। বড় কড়াইটায় বইগুলো ঝপ করে ফেলে, ম্যালফয়ের দিকে ছুটল, হ্যারি আর হারমিওন ওর জ্যাকেটের পেছন দিকটা ধরে ফেলল।

‘রন!’ ফ্রেড আর জর্জের সঙ্গে পড়ি মরি ছুটে আসতে আসতে মিস্টার উইসলি বললেন। ‘কি করছো তুমি? এখানে এটা পাগলামি, চলো আমরা বাইরে যাই।’

‘বেশ, বেশ, বেশ— আর্থাৎ উইসলি।’ বললেন মিস্টার লুশিয়াস ম্যালফয়। পুত্র ড্র্যাকোর কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, হাসছেন একই রকম বিদ্রূপের হাসি। ‘লুসিয়াস’, বললেন মিস্টার উইসলি, ঠাণ্ডাভাবে একটু মাথাও নাড়লেন।

‘মন্ত্রণালয়ের খুবই ব্যক্তি যাচ্ছে শুনি’, বললেন মিস্টার ম্যালফয়। ‘অত রেইডে বেরোতে হচ্ছে যে... আশা করি ওরা তোমাকে উভারটাইম দিচ্ছে।’

হাত বাড়িয়ে জিনির কল্পনা কড়াই থেকে চকচকে লকহার্ট বইগুলোর মাঝ থেকে আ বিগিনার্স গাইড টু ট্রান্সফিগিউরেশন’-এর একটি জীর্ণ কপি কপি হাতে তুলে নিলেন মিস্টার ম্যালফয়।

‘অবধারিতভাবে না,’ আবার বলল মিস্টার ম্যালফয়। ‘ওরা যদি তোমাকে ভালো পয়সা না দেয় তবে উইজার্ড নামের কলক হওয়ারই বা কি দরকার।’

মিস্টার উইসলি রন বা জিনির থেকে বেশি লাল হয়ে গেলেন।

‘উইজার্ড-এর নাম কিসে কলক্ষিত হয় সে সম্পর্কে আমাদের ভিন্ন ধারণা রয়েছে, ম্যালফয়;’ বললেন তিনি।

‘একেবারে জলবৎ তরলঃ’ ওর অনুজ্ঞাল চেথের দৃষ্টি মিস্টার অ্যান্ড গ্রেঞ্জার-এর ওপর দিয়ে ঘুরে এলো, ওরা ভীতভাবে সবটাই লক্ষ্য করছিলেন। ‘তোমাদের যে সঙ্গ উইসলি... আমি মনে করেছিলাম তোমার পরিবার এতটা নিচে নামবে না...’

একটা ভোতা ধাতব শব্দ শোনা গেলো, জিনির কড়াইটা উড়ে গেলো। মিস্টার উইসলি ঝাপিয়ে পড়লেন মিস্টার ম্যালফয়ের ওপর, ওকে পেছন দিকে একটা বুকসেলফ-এর ওপর নিয়ে ফেললেন। ডজন ডজন মায়াবিদ্যার বই ওদের মাথায় সজোরে পড়ল। ফ্রেড আর জর্জের চিন্তার শোনা গেলো, ‘ওকে ধরো, ওকে ধরো ড্যাড।’ মিসেস উইসলি তীক্ষ্ণ চিন্তার বলছেন, ‘না, আর্থাৎ না! ভিড়টা পড়ি মরি করে পেছন দিকে সরে যাবার সময় আরও বুকশেলফ ফেলে দিল; ‘প্রিজ ভদ্র মহোদয়গণ প্রিজ! চিন্তার করে উঠল দোকান সহকারী, এরপর বিরাট এক গর্জন শোনা গেলো সরে যান, ভদ্র মহোদয়গণ সরে যান—’।

বইয়ের সমুদ্র পেরিয়ে ওকের দিকে এগিয়ে আসছে হ্যান্ডিড। মুহূর্তের মধ্যে তিনি মিস্টার উইসলি আর মিস্টার ম্যালফয়কে বিচ্ছিন্ন করলেন। মিস্টার উইসলির ঠোঁট কেটে গেছে আর এনসাইক্লোপেডিয়া অফ টোডস্টুলস পড়ার

চোখে আঘাত পেয়েছেন মিস্টার ম্যালফয়। তার হাতে তখনও জিনিস পুরানো ট্রালফিগিউরেশন বইটা। ওর হাতে শুষ্ঠা ঠেলে দিলেন তিনি, চোখে তখনও বিদ্বেষ।

বললেন, ‘এই নাও মেয়ে— তোমার বই নাও— এটাই সবচেয়ে ভাল যা তোমার বাবা তোমাকে দিতে পারেন।’ নিজেকে হ্যাণ্ডিডের মুঠো থেকে ছাড়িয়ে ঝ্যাকোকে নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

‘ওকে পাত্র না দেওয়াটাই উচিত ছিল আর্থার,’ বললেন হ্যাণ্ডিড। ওকে প্রায় মাটি থেকে উপরে তুলেন হ্যাণ্ডিড। নিজের পোশাক ঠিকঠাক করছেন মিস্টার উইসলি। ‘একেবারে ভেতর পর্যন্ত পঁচা, পুরো পরিবারটাই ও রকম, সবাই সেটা জানে। কোনো ম্যালফয়ই কথা বলার উপযুক্ত নয়। ওদের রক্ষাই দৃষ্টিতে, এটাই হচ্ছে আসল কথা। চলুন এখন বাইরে যাওয়া যাক।’ বলল হ্যাণ্ডিড।

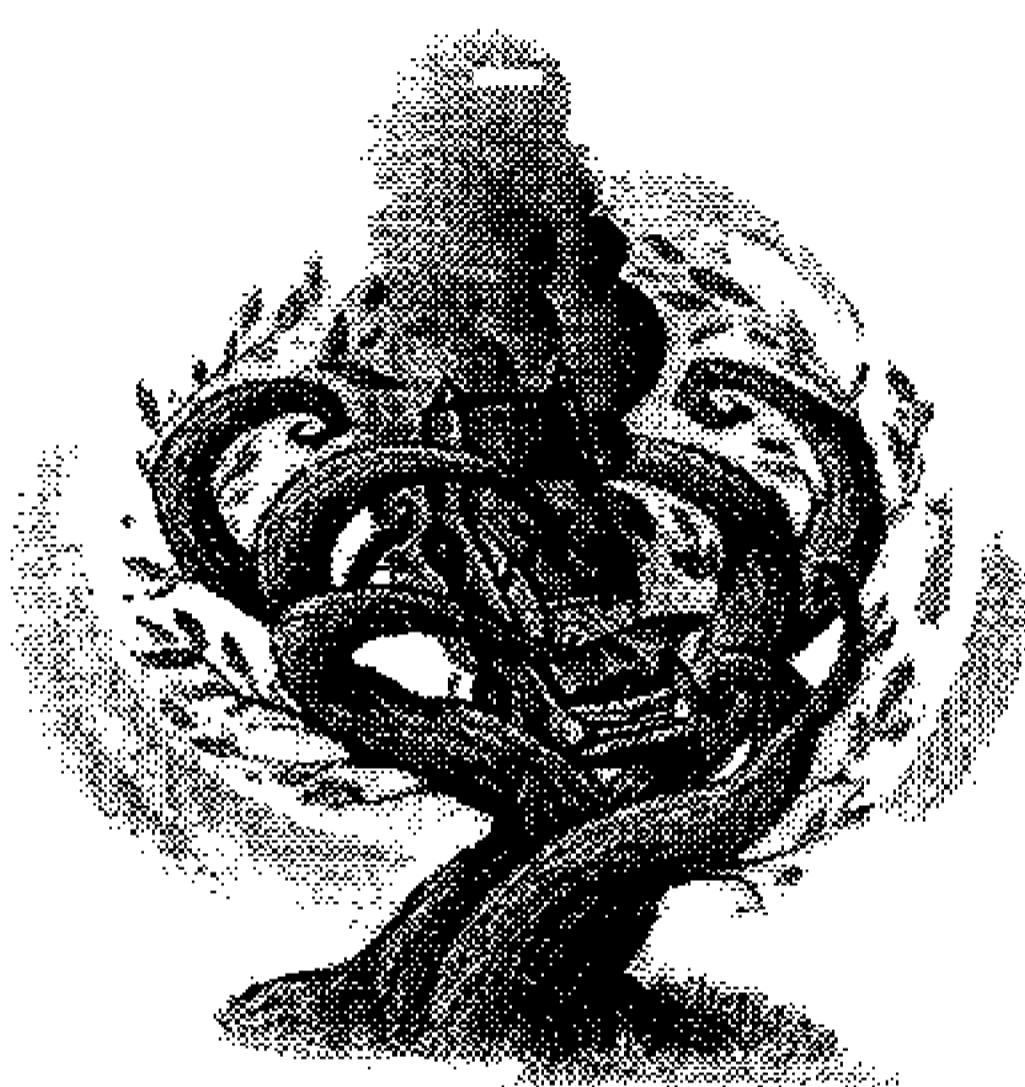
দোকান সহকারীকে মনে হলো ওদের বাইরে যাওয়াটা আটকাতে চাচ্ছে, কিন্তু উচ্চতায় ও হ্যাণ্ডিডের কোমরেরও সমান নয়, মত বদলে নিবৃত্ত হলো সে। রাস্তায় বেরিয়ে দ্রুত হাঁটতে লাগলেন ওরা। শ্রেঞ্জার পরিবার তখনও ভয়ে কাঁপছে। রাগে কাঁপছেন মিসেস উইসলি। ‘ছেলেমেয়েদের সামনে চমৎকার একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করলে প্রকাশ্যে ঝগড়া করে— কি ভাবলেন গিন্ডরর লকহার্ট...’

‘উনি খুশিই হয়েছেন,’ বলল ফ্রেড। ‘তুমি শোননি আমরা যখন বেরিয়ে যাচ্ছিলাম উনি ডেইলি প্রফেটের লোকটাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন ঝগড়াটা ওর রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছে কিনা— বললেন এর সবটাই প্রচার।’

কিন্তু লিকি কলেজন-এর ফায়ারসাইডের কাছে যখন পৌঁছে পুরো দলটি ততক্ষণে শান্ত হয়েছে। ওখান থেকে ফ্লু পাউডার ব্যবহার করে হ্যারি, উইসলিরা এবং তাদের পুরো শপিংটাই ‘দ্য বারো’তে পৌঁছে যাবে। শ্রেঞ্জারদের বিদায় জানানো হলো, ওরা পাব থেকে বেরিয়ে বাস পার হয়ে উলটো দিকে মাগল স্ট্রিটে যাবে। মিস্টার উইসলি ওদের জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলেন কিভাবে একটা বাস স্টপ কাজ করে, কিন্তু মিসেস উইসলির চেহারা দেখে তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিলেন।

হ্যারি ওর চশমা খুলে ফেলল যখন থেকে, নিরাপদে পকেটে রাখল, ফ্লু পাউডার ব্যবহারের আগে। এটা কিন্তু তেই যাত্যাতে তার প্রিয় ব্যবস্থা নয়।

পঞ্চম অধ্যায়



দ্য হোমপিৎ উইলো

বীক্ষের ছুটিটা দ্রুতই শেষ হয়ে গেলো। এটাই হ্যারি ছায়। হোগার্টস-এ ফিরে যাওয়ার জন্যে সে অস্থির হয়ে পড়েছিল ~~ক্ষণ~~ এটাও ঠিক যে দ্য বারোতে কাটিনো এই এক মাসই ছিল তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। যখনই সে ডার্সলিদের কথা ঘনে করে আর এর পরে প্রতিটুকু ড্রাইভে ফিরে গেলে তার সম্বর্ধনার কথা ভাবে তখনই রনের প্রতি প্রত্যক্ষে হলেও ইর্ষা বোধ করে।

শেষের সন্ধ্যায় মিসেস উইসলি অসংযোজন করলেন ব্যয়বহুল এক ডিনারের, হ্যারির প্রিয় ডিশ সবগুলোই ছিল ~~চেতে~~, আর শেষে ছিল মুখে জল আসা গুড়ের পুড়ি। সন্ধ্যায় ফ্রেড আর জন ফ্লিবাস্টার আতশবাজি দেখালো, কিচেনে তাদের তৈরি লাল-নীল তারাগুলো অন্তত আধঘন্টা ধরে দেয়াল আর সিলিং জুড়ে নাচানাচি করল। সবশেষে এক মগ গরম চকলেট খেয়ে বিছানায় গেলো ওরা।

পৰদিন সকালে ৱাগ্যানা হতে হতেই অনেক দেৱী হয়ে গেলো। সেই মোৱগ-ভাকা ভোৱে উঠল ওৱা, তাৱপৰও যেন গোছানোই শেষ হয় না। মিসেস উইসলিৰ মেজাজ খাইপ, খুঁজছেন অতিৱিক্ষণ জোড়া মোজা এবং বড় পালক। সবাই অতি ব্যস্ত সিঁড়িতে এ ও’ৱ সাথে ধাকা খাচ্ছে, কারো কাপড় পৰা হয়েছে অৰ্ধেক হাতে টোস্টেৱ একটু টুকৰো, জিনিৰ ট্রাঙ্ক নিয়ে উঠোন পেৱোৰার সময় হঠাৎ মূৱগীৰ বাচ্চা সামনে পড়ায় টপকাবাৰ সময় মিস্টাৱ উইসলি তো নিজেৰ ঘাড়টাই মটকাবাৰ ব্যবস্থা কৱেছিলেন।

হ্যারি ভাবতেই পারছে না কি কৱে অটৱন মানুষ, ছয়টা বড় ট্রাঙ্ক, দু’টো পঁয়াচা আৱ একটা ইদুৱ ছেউ একটা ফোর্ড অ্যাংলিয়া’ৰ মধ্যে আঁটবে। অবশ্য মিস্টাৱ উইসলি যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য গাড়িতে যোগ কৱেছেন সেগুলো হিসাবে নিলে অন্য কথা।

‘মলিকে একটি শব্দও বলা যাবে না,’ ফিস ফিস কৱে বললেন তিনি, গাড়িৰ পেছনেৰ ডালাটা ভুললেন, হ্যারি দেখল জাদুবলে ওটা এত বড় হয়েছে যে ট্রাঙ্কগুলো সহজেই ওতে ধৰে গেছে।

সবাই গাড়িতে উঠল, মিসেস উইসলি পেছনেৰ সিটেৱ ওপৰ একবাৰ চোখ বুলিয়ে নিলেন, ওখানে হ্যারি, বন, ফ্ৰেড, জৰ্জ এবং পাৰ্সি পাশাপাশি খুব আৱামেই বসেছে, বললেন, ‘আমৱা যতটা ভাবি মাগলৱা এৱে চেয়ে বেশি জানে তাই না?’ তিনি আৱ জিনি সামনেৰ সিটে ওঠে বসলেন, ওটাও এতই লম্বা হয়ে গেছে যেন পাৰ্কেৰ বেঞ্চ একটা। ‘আমি বলতে চাইছি বাইৱে থেকে তুমি ভাবতেও পাৱো না যে এতে এত জায়গা রয়েছে, পাৱো?’

মিস্টাৱ উইসলি গাড়িৰ ইঞ্জিন চালু কৱলেন, উঠোন থেকে ধীৱে ধীৱে গড়িয়ে বেৱ হলো গাড়ি, ঘাড় ঘুৰিয়ে হ্যারি শেষবাৱেৰ মঙ্গে ~~বাড়িটা~~ দেখে নিল। ফিৱে এসে কখন যে আবাৱ বাড়িটাকে দেখতে পাৰে~~বাবাৰাৰও~~ সময় পেলো না হ্যারি: জৰ্জ তাৱ ফিলিবাস্টাৱ আতশবাজিৰ ~~বাড়িটা~~ ছেড়ে এসেছে, যামতে হলো। এৱে পাঁচ মিনিট পৰ আবাৱ গাড়ি পুনৰাবৃত্ত হলো, এবাৱ ব্ৰেকটা জোৱেই কৰতে হলো বলে পিছলে গেলো ~~বাড়িটা~~, ফ্ৰেড দৌড়ে গিৱে ওৱ বাডুলাঠিটা নিয়ে এলো। বড় সড়কে প্ৰায় যথেষ্ট পৌছে গেছে ওৱা তখন জিনিৰ তীক্ষ্ণ চিৎকাৱ ডায়াৰি ফেলে এসেছে ও ~~একস্পৱে~~ এসে ও যখন গাড়িতে উঠল, তখন অনেক দেৱী হয়ে গেছে ওজেন্স এবং মেজাজ সবাৱ চড়তে ওক কৱেছে।

মিস্টাৱ উইসলি একবাৱ ~~বাড়ি~~ দিকে তাকালেন একবাৱ স্তৰীৱ দিকে।

‘মলি, ডিয়াৱ—’

‘না, আৰ্থাৱ।’

‘কেউ দেখতে পাৰে না। এই ছেউ বোতামটা এখানে আমি লাগিয়েছি এটা

একটা অদৃশ্য বুস্টার— ওটা আমাদের শুন্যে তুলে দেবে— এরপর আমরা মেঘের ওপর দিয়ে উড়ে যাবো। দশ মিনিটে ওখানে পৌছে যাবো এবং কেউ এটা ভাবতেও পারবে না—’

‘আর্থাৱ না, প্ৰকাশ্যে দিনেৰ বেলা না।’

পৌনে এগাৰোটায় ওৱা কিংস ক্রসে পৌছল। মিস্টার উইসলি ছুটলেন ওদেৱ ট্ৰাঙ্কণ্ডলোৱ জন্য ট্ৰলি আনতে বাকীৱা সব দ্রুত স্টেশনে ঢুকল।

গতবছৰও হ্যারি হোগার্টস এক্সপ্ৰেস-এ চড়েছে। ও জানে কৌশলটা। প্লাটফৰ্ম নম্বৰ পৌনে দশ-এ যেতে হবে এবং মাগলদেৱ চোখে ওটা ধৰা পড়ে না। প্লাটফৰ্ম নয় এবং দশ এৱে মাঝখানেৰ পাকা দেয়ালেৰ মধ্য দিয়ে হেঁটে যেতে হবে। ব্যথা পাওয়া যায় না ঠিকই কিন্তু সাবধান হতে হবে যেন মাগলৱা অদৃশ্য হতে না দেখে ফেলে।

‘প্ৰথমে পার্সি, মাথাৰ ওপৱেৱ ঘড়িটাৱ দিকে নাৰ্ভাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন মিসেস উইসলি। মাত্ৰ পাঁচ মিনিট রয়েছে ওদেৱ দেয়ালেৰ মধ্য দিয়ে অদৃশ্য হওয়াৰ।

পার্সি দ্রুত সামনে হেঁটে গিয়ে অদৃশ্য গয়ে গেলো। পৱে গেলেন মিস্টার উইসলি, তাকে অনুসৰণ কৱল ফ্ৰেড এবং জৰ্জ।

‘আমি জিনিকে নিয়ে যাচ্ছি, আৱ তোমৱা দু’জন ঠিক আমাৱ পেছন পেছন এসো,’ মিসেস উইসলি হ্যারি এবং রনকে বললেন। জিনিৰ ডান হাত ধৰে তিনি চোখেৰ পলকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ৱন হ্যারিকে বলল, ‘আমাদেৱ হাতে আৱ মাত্ৰ এক মিনিট রয়েছে, চলো আমৱা একসঙ্গে যাই।’

হ্যারি নিশ্চিত হয়ে নিল যে হেডউইগেৰ খাঁচাটা ওৱা ট্ৰাঙ্কেৰ ওপৱ নিৱাপদেই রয়েছে তাৱপৱ ট্ৰলিটাকে এগিয়ে নিয়ে দেয়ালেৰ মুখ্যামুখ্য হওয়াৰ উপক্ৰম হলো। ও মোটামুটি আভিবিশ্বাসী ছিল, এটা কু পৌড়িভাৱ ব্যবহাৱেৰ মতো অস্বস্তিকৰ ছিল না। ওৱা দু’জনেই ওদেৱ ট্ৰলি হ্যাল্টেলোৱ ওপৱ বুঁকে সোজা দেয়াল লক্ষ্য কৰেই এগিয়ে গেল, গতি বাড়িয়ে দিল। কয়েক ফিট দূৱে থাকতে দৌড়াতে শুৱ কৱল ওৱা এবং—

ক্র্যাশ! বিকট শব্দ।

দু’টো ট্ৰলিই দেয়ালেৰ সঙ্গে প্ৰচণ্ড ক্ৰস্কা খেল এবং ফিৱে এলো। প্ৰচণ্ড শব্দে রনেৱ ট্ৰাঙ্কটা গেল পড়ে, হ্যারি মিঞ্জেই পড়ে গেল মাটিতে, হেডউইগেৰ খাঁচাটা উড়ে গিয়ে পড়ল মাটিতে এবং অপমানে তীক্ষ্ণ চিৎকাৱ কৱতে কৱতে সে গড়িয়ে গেল। বিশ্বয়ে চাৱদিকেৱ সব লোক ওদেৱ দিকে তাকিয়ে রইল, ওদেৱ কাছে দাঁড়ানো গাউটা চিৎকাৱ কৱে উঠল, ‘দোজখেৰ কসম! এই যে তোমৱা

দু'জন কি করছ?'

ট্রলিটা হাত ফঙ্কে গিয়েছিল, 'হাঁপাতে হাঁপাতে বলল হ্যারি। উঠতে উঠতে পাঁজরের হাড় চেপে ধরল ব্যথায়। রন দৌড়ে গেলো হেডউইগকে তোলার জন্য, এরই মধ্যে যা সিন ক্রিয়েট করে ফেলছে ওটা, উপস্থিত লোকজন পশ-পাখির প্রতি নিষ্ঠুরতা নিয়ে এরই মধ্যে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে।

'আমরা যেতে পারছি না কেন?' চাপা স্বরে হ্যারি জিজ্ঞাসা করল রনকে।

'আমি জানি না—'

রন এদিক ওদিক তাকাল তখনও ডজন খানেক কৌতুহলী ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

'আমরা ট্রেনটা মিস করছি,' রন ফিস ফিস করে বলল। 'বুবাতে পারছি না অবেশপথটা কেন নিজেকে বন্ধ করে দিয়েছে—'

বিশাল ঘড়িটার দিকে তাকাল হ্যারি, ওর পেটে ঘেন কে সুড়সুড়ি দিল। দশ সেকেণ্ড..... নয় সেকেণ্ড...

ও এবার ট্রলিটাকে সাবধানে একেবারে দেয়ালের মুখোমুখি নিয়ে দাঁড় করাল, গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে ধাক্কা দিল। ধাতব দেয়ালটা অটল রইল।

তিন সেকেণ্ড... দুই সেকেণ্ড... এক সেকেণ্ড...

'চলে গেছে,' বলল রন 'চলে গেছে,' বলল রন পাথরের স্বরে। 'ট্রেনটা চলে গেছে। মাম আর ড্যাড যদি আমাদের কাছে গেট দিয়ে ফিরে না আসতে পাবে তাহলে কি হবে? তোমার কাছে কি কোনো মাগল টাকা রয়েছে?'

অর্থহীনভাবে হাসল হ্যারি। বলল, 'প্রায় ছয় বছর হয়ে গেলো ডার্সলিরা আমাকে কোনো পকেট খরচা দেয়নি।'

শীতল নীরব দেয়ালটার গায়ে কান ঠেকাল রন।

'কোনকিছুই শুনতে পাচ্ছি না,' চাপা উভেজনায় বলল আমরা এখন কী করব? জানি না মাম আর ড্যাড-এর ফিরে আসতে কৃতক্ষণ লাগবে।'

চারদিকে তাকাল ওরা। লোকজন তখনও ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, বিশেষ করে হেডউইগের বিরামহীন চিংকারের জন্য।

'আমার মনে হয় আমদের গাড়ির কাছে কীভাবেই অপেক্ষা করা উচিত,' বলল হ্যারি। 'এখানে আমরা দৃষ্টি আকর্ষণের মুক্ততে পরিষ্ঠিত হয়েছি—'

'হ্যারি!' বলল রন, ওর চোখ জোড়া কর চক করছে। 'গাড়িটা!'

'ওটার আবার কি হলো?'

'আমরা গাড়িটা উড়িয়ে হেল্পিটস-এ যেতে পারি!'

'কিন্তু আমার মনে পড়ছে—'

'আমরা এখানে আঁটকে গেছি, ঠিক তো? এবং আমাদের ক্ষুলে যেতেই

হবে, তাই না? আর অপ্রাপ্তবয়স্ক উইজার্ডরাও জাদুবিদ্যা প্রয়োগ করতে পারে, রেস্ট্রিকশন অফ থিঙিং... আইনের উনিশ ধারা বা ওরকমই একটা কিছু..’

হ্যারির ভয় হঠাতে করেই যেন আগ্রহ আর উভেজনায় পরিণত হলো।

‘তুমি ওটা ওড়াতে পারবে?’

‘কোনো সমস্যা নেই,’ বলল রন, ট্রিলিটা ঘোরালো বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে। ‘এসো, চলো যাই, তাড়াতাড়ি করলে আমরা হোগার্টস এক্সপ্রেসকে অনুসরণ করতে পারব।’

কৌতুহলী মাগলদের ভীড় ঠেলে ওরা বেরিয়ে গেলো, স্টেশনের বাইরে, গলিটার ওখানে, একেবারে যেখানে পুরনো ফোর্ড অ্যাংলিয়াটা পার্ক করা রয়েছে।

হাতের জাদুদণ্টার কয়েকটা টোকায় রন গুহার মতো দেখতে ওটার পেছনের ডালাটা খুলল। ওদের ট্রাংকগুলো ওখানে রাখল, হেডউইগকে রাখল পেছনের সীটে, নিজেরা বসল সামনের সীটে।

‘লক্ষ্য করো কেউ আমাদের খেয়াল করছে কি না,’ বলল রন। জাদুদণ্ডের আরেক টোকায় গাড়ি স্টার্ট করল। জানালা দিয়ে শাথা বের করে হ্যারি দেখল সামনের বড় রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া চলছে কিন্তু ওদের গলিটা একেবারে খালি।

‘ঠিক আছে,’ বলল সে।

ড্যাশবোর্ডের একটা ছেট ঝপালি বোতামে চাপ দিল রন। ওদের গাড়ি আর ওরা অদৃশ্য হয়ে গেলো। হ্যারি অনুভব করছে ওর সীটটা কাঁপছে। ইঞ্জিনের শব্দও শুনতে পেলো। হাঁটুর ওপর নিজের হাত দু'টিকে অনুভব করতে পারল ও। নাকের ডগায় চশমাটাও রয়েছে বুরাতে পারল। কিন্তু যা দেখল তা হচ্ছে ও নিজে এক জোড়া চোখ হয়ে গেছে, ভাসছে মাটি থেকে কুরেক ফিট ওপরে পার্ক করা গাড়ি ভর্তি ছেটে একটা নোংরা রাস্তায়।

‘চলো যাওয়া যাক,’ ওর ডান দিক থেকে শোনা গেল রনের শব্দ।

গাড়িটা উপরে উঠতেই নিচের মাটি আর দু'পাশের নোংরা বিল্ডিংগুলো দৃষ্টির বাইরে চলে গেলো, মুহূর্তের মধ্যেই ওদের নিচে গোটা লক্ষণ নগরী ধোঁয়াতে আর চিকমিক করছে।

তারপর একটা ফট শব্দ, আবার দৃশ্যমান হলো হ্যারি, রন এবং গাড়িটা।

‘আহ, ওহ,’ চিৎকার করে উঠল রন। অদৃশ্য হওয়ার বুস্টারটি থাপড় মেরে। ‘এটা খারাপ-’

ওরা দু'জনেই ওটার উপর উপর্যুপরি ঘূষি মারল। গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেলো। আবার দৃশ্যমান হলো।

‘দাঁড়াও!’ রন চিংকার করল, অ্যাকসেলেটার দাবিয়ে ধরল, সোজা নীচু পেজার মতো যেষের ভেতর প্রবেশ করল ওরা। সবকিছুই নিষ্পত্ত আর কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে গেলো।

‘এখন কী?’ বলল হ্যারি, চারদিকের ঘনিয়ে আসা ঘন যেষের দিকে তাকিয়ে।

‘ট্রেনটাকে দেখতে হবে, তাহলে বোৰা যাবে কোন্দিকে যেতে হবে,’ বলল রন।

‘আবার নিচে নামো-দ্রুত—’

যেষের নিচে নামল ওরা’, সীটের ওপর বাঁকা হয়ে চোখ কুঁচকে নিচে মাটিতে দেখার চেষ্টা করল—

‘আমি ওটাকে দেখতে পাচ্ছি!’ চিংকার করে উঠল হ্যারি। ‘একেবারে সোজা-ওইখানে!'

ওদের নিচে দৌড়ছে হোগার্টস এক্সপ্রেস টকটকে লাল একটা সাপের মতো।

‘উভর দিকে যাচ্ছে,’ বলল রন, ড্যাশবোর্ডের কম্পাসটা দেখে নিয়ে। ‘ঠিক আছে, আধ ঘন্টা পর পর ওটার গতিপথ চেক করলেই চলবে। দাঁড়াও—’ ওরা আবার যেষের উপরে উঠে গেল এবং চোখ ধাঁধানো রোদের বন্যায় গিয়ে পড়ল ওরা।

যেন এক ভিন্ন জগত। গাড়ির চাকা তুলোর মতো মেঘ কাটছে, উজ্জ্বল আকাশ সীমাহীন নীল চোখ ধাঁধানো সাদা সূর্যের নিচে।

‘আমাদের এখন একটাই দুশ্চিন্তা, অ্যারোপ্লেন,’ বলল রন।

ওরা পরস্পরের দিকে তাকাল, হাসিতে ফেটে পড়ল; অনেকক্ষণ ওদের হাসি থামল না।

যেন ওরা একটা অবিশ্বাস্য স্বপ্নের মধ্যে রয়েছে। এমই, ভাবল হ্যারি, হোগার্টস-এ যাওয়ার একমাত্র নিশ্চিত উপায়। তবক্স সদৃশ যেষের ঘূর্ণি পেরিয়ে, উষ্ণ উজ্জ্বল সূর্যালোকে আলোকিত গুড়িগুড়ি হাতমোজা রাখার ঘোপে বড়সড় একটা উফির প্যাকেট। হোগার্টস দুর্গের সামনে ওদের দশনীয় অবতরণে ক্রেড আর জর্জের ইর্ষাপূর্ণ স্মৃতি সভাবনার কথা কল্পনা করছিল হ্যারি।

আরো আরো উড়ে যেতে ওরা ট্রেনটাকে নিয়মিত চেক করল, যতবার যেষের নিচে নেমেছে ততবারই একটা নতুন দৃশ্য দেখেছে। দ্রুতই লক্ষণ ওদের চোখের আড়ালে চলে গেল, তার জায়গায় দেখা যেতে লাগল

পরিষ্কার সবুজ মাঠ, তারপর প্রশস্ত গোলাপি পতিত জমি, গ্রাম, খেলনার মতো ক্ষুদ্র চার্চ এবং এরপর একটি বড় নগরী বহুবর্ণের পিংপড়ার মতো অসংখ্য গাড়ি।

কোনরকম অঘটন ছাড়াই কয়েক ঘন্টা পেরিয়ে যাওয়ার পর হ্যারিকে মনে মনে স্বীকার করতেই হলো, আনন্দের অনেকখানিই উভে গেছে। টফি খেতে খেতে ওদের ঘারপরানাই তেষ্টা পেয়েছে, কিন্তু পান করবার কিছুই নেই। সে আর রন গা থেকে ওদের জাম্পার খুলে ফেলেছে, কিন্তু হ্যারির টি-শার্ট সীটের পেছনে লেগে যাচ্ছিল আর চশমাটা বার বার পিছলে তার ঘামে ভেজা নাগের ডগায় চলে আসছিল। এখন আর মেঘের অপূর্ব আকৃতি দেখছে না সে, বরং নিচের ট্রেনটার কথাই ভাবছিল, যেখানে মোটসোটা ডাইনীরা ড্রিলিতে করে বরফ-শীতল কদুর জুস বিক্রি করে। কি হয়েছিল? কেন ওরা প্লাটফর্মে পৌনে দশ-এ চুক্তে পারল না?

‘আর খুব বেশি দূরে হবে না, কি বলো?’ যেন যন্ত্রণায় কাতরে বলল রন, কয়েক ঘন্টা পর, সূর্য যখন মেঘের মধ্যে ডুবতে শুরু করেছে ঘন গোলাপী রঙে রাঙ্গিয়ে। ‘ট্রেনটাকে আরেকবার চেক করবার জন্য প্রস্তুত?’

তখনও ওটা ওদের নিচেই রয়েছে, এঁকে-বেঁকে একটি তুষার আবৃত পাহাড় পেরোচ্ছে। মেঘের আচ্ছাদনের নিচে অনেক বেশি অঙ্ককার।

একসেলেটারে পা দাবিয়ে রন আবার উপরে উঠে এলো, সঙ্গে সঙ্গে কঁকিয়ে উঠল ইঞ্জিন।

হ্যারি আর রন সন্তুষ্ট দৃষ্টি বিনিময় করল।

‘সম্ভবত ক্লান্ত হয়ে গেছে,’ বলল রন। ‘এর আগে কখনো এতদূরে আসেনি গাড়িটা—’

গাড়ির আর্তনাদের শব্দ ক্রমেই বাঢ়ছে, ওরা না শোনা যাবাই করল। আকাশ ক্রমেই অঙ্ককার হয়ে আসছে। একটা দু'টো করে তারা ফুটছে। হ্যারি ওর আবার জাম্পার গায়ে চড়ানো। গাড়ির উইন্ডোজীন ও মাইপারগুলো ধীরে ধীরে দুর্বলভাবে নড়ছে, যেন প্রতিবাদ করছে। না দেখিয়ে ভান করল হ্যারি।

‘আর খুব বেশি দূর নয়,’ বলল রন, ঘতাঘত হ্যারিকে তার চেয়েও বেশি গাড়িটাকে শোনাবার জন্যে। ‘এখন আর দুরে নেই’, ড্যাশবোর্ডে আস্তে করে চাপড় মারছে রন বিচলিতভাবে।

একটু পরে আবার যখন ওরা মেঘের মধ্যে নেমে এলো, অঙ্ককারের মধ্যে চোখ কুঁচকে ওদেরকে পরিচিত করে গুলো খুঁজতে হলো।

‘ওই যে! ওখানে!’ হ্যারি চিন্তার করে উঠল, লাফিয়ে উঠল রন আর

হেডউইগ। ‘সোজা নাক বরাবর!’

অঙ্ককার দিগন্তের পটভূমিতে আবছা, লেকের ধারে খাড়া পাহাড়টার ওপরে দাঁড়িয়ে হোগার্টস ক্যাসল-এর টাওয়ারগুলো।

কিন্তু গাড়ি ততক্ষণে কাঁপতে শুরু করেছে, গতি কমছে।

‘এই তো এসে পড়েছি,’ বলল রন আদর করে, স্টিয়ারিংটাকে ছোট একটা ঝাকুনি দিয়ে, ‘প্রায় পৌছে গেছি, অমন করে না—’

ইঞ্জিনটা আর্টনাদ করে উঠল। বন্দেটের নিচ থেকে ধোয়ার সবুজ কুণ্ডলী বেরুচ্ছে সবেগে। লেকের দিকে উড়ে যাচ্ছে ওরা। হ্যারি খুব জোরে ওর সীটের ধার আঁকড়ে ধরল।

গাড়িটা বিচ্ছিরিভাবে এপাশ-ওপাশ মড়ে উঠল। জানালার বাইরে তাকিয়ে মাইলখানেক নিচে হ্যারি দেখতে পেলো মসৃণ, কালো কাঁচের মতো স্বচ্ছ পানি। প্রাণপনে ঠেসে ধরার কারণে স্টীয়ারিং-এর উপর রনের আঙুলের নখ সাদা হয়ে গেছে। গাড়িটা আবার প্রবলভাবে এপাশ-ওপাশ ঝাঁকি খেলো।

‘এই তো এসে গেছি,’ বিড় বিড় করে বলল রন।

ওরা এখন লেকের উপর... হোগার্টস ঠিক বরাবর সামনে... রন ওর পাদাবালো একসেলিটারে।

প্রচণ্ড জোরে একটা ধাতব শব্দ হলো। ফুত ফুত শব্দ করে ইঞ্জিন একেবারেই বন্ধ হয়ে গেলো।

‘আহ ওহ,’ নীরবতার মধ্যে বলল রন।

গাড়ির সামনের দিকটা নিচের দিকে খাড়া ডাহিড় দিল। ওরা পড়েছে, গতি বাঢ়েছে, একেবারে হোগার্টস ক্যাসলের কঠিন দেয়ালের দিকে।

‘না আ আ আ আ!’ চেচিলো উঠল রন, স্টিয়ারিং ঘোরালো; গাড়িটা বিরাট একটা বাক নেয়াতে মাত্র কয়েক ইঞ্জিন জন্যে ওরা পাথরেন স্টীয়ালিটা এড়িয়ে যেতে পারল। অঙ্ককার গ্রীনহাউজগুলোর উপর দিয়ে উড়ে পিয়ে সজির মাঠগুলো পেরিয়ে বেরিয়ে এলো ওরা কালো লনওয়েট ওপর। যত এগোচ্ছে তত নিচে নামছে ওরা।

স্টিয়ারিংটা পুরোপুরি হাত থেকে ছেড়ে দিল রন। পেছনের পকেট থেকে জাদুদণ্ডটা বের করল।

‘থামো! থামো! চীৎকার করে উঠল সে, দণ্ড দিয়ে গাড়ির ড্যাশবোর্ড আর উইন্ডোনে টোকা দিতে দিতে। কিন্তু তখনও ওরা দ্রুত নিচে নামছে, যাটি যেন ওদের দিকে উড়ে আসছে...

‘সাবধান ওই গাছটা খেয়াল রেখো!’ এবার হ্যারি চীৎকার করে উঠল, লাফ

দিয়ে স্টিয়ারিংটা ধরবার চেষ্টা করল, কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে-
ক্রাংক।

ধাতু আৱ কাঠের সংঘর্ষের কান ফাটানো শব্দের মধ্য দিয়ে তাৰা গাছের
গাড়িটাতে গিয়ে সজোৱে আঘাত কৱল, মাটিতে ঘৰন পড়ল কেঁপে উঠল
গাড়িটা। তোবড়ানো বনেটের নিচ থেকে প্রচুৱ বাস্প বেৱচ্ছে; ভয়ে কাঁপছে
হেডউইগ, উইলক্সীনেৰ সঙ্গে যেখানে হ্যারিৰ মাথাৱ সংঘৰ্ষ হয়েছে সেখানে
গল্ফ বলেৰ সাইজেৰ একটা আলু দপ দপ কৱছে, ডান দিকে শোনা গেল
ৱনেৰ নিচু শব্দেৰ হতাশাকাতৰ ঘন্টণাৱ আওয়াজ।

‘তুমি ঠিক আছো তো?’ বিচলিত হয়ে জিজ্ঞাসা কৱল হ্যারি।

‘আমাৱ জাদুদণ্ড,’ বলৱ রন, ওৱ শব্দ কাঁপছে। ‘আমাৱ জাদুদণ্ডটা খৌজ।’

ওটা ভেঙ্গে গেছে, প্ৰায় দুই ভাগ, কোনৱকমে জোড়া লেগে আলগাভাৱে
কুলছে।

হ্যারি বলতে যাচ্ছিল ওটা নিশ্চয়ই কুলে ঠিক কৱা যাবে, কিন্তু বলতে
পাৱল না। ঠিক সেই মুহূৰ্তে তাৰ দিকে কে যেন আক্ৰমণ কৱল তেড়ে আসা
ষাড়েৰ মতো। ছিটকে পড়ল সে ৱনেৰ দিকে, প্ৰায় সঙ্গে সঙ্গেই একই শক্তিতে
গাড়িৰ ছাদেও হামলা হলো।

‘কি হচ্ছে-?’

ঘন ঘন শ্বাস টানছে রন। উইলক্সীন দিয়ে বাইৱে দেখাৰ চেষ্টা কৱছে।
আৱ হ্যারি যেন সময়মতোই মাথা সুৱিয়েছিল পাইথনেৰ মতো গাছেৰ ডালটাকে
উইলক্সীন চুৱমাৱ কৱতে দেখাৰ জন্যে। যে গাছটাকে ওৱা গাড়ি দিয়ে মেৰেছে
ওই গাছটাই ওদেৱ আক্ৰমণ কৱেছে। ওটাৱ গুড়িটা বাঁকা হয়ে প্ৰায় অৰ্ধেক হয়ে
গেছে, ওটাৱ গাঁটিযুক্ত শাখাগুলো গাড়িৰ যেখানে যেখানে লীগাল পাচ্ছে
সেখানেই উপৰ্যুক্তি ঘূৰি মাৱছে।

‘আ আ রঘ!’ বলল রন, ওৱ দিকেৰ দৱজাটা দাবিৱে দিল অৱেকটি
বাঁকালো শাখা; আঙুলেৰ গাঁটেৰ মতো গাছেৰ ছোটোছোট ডাল ঘূৰি মাৱছে
ক্ৰমাগত আৱ উইলক্সীনটা কাঁপছে, লোহাৰ মুকুটোৱে মতো মেটা আৱ একটি
শাখা পিটছে গাড়িৰ ছাদটাকে, ওটা দেবে ঘূৰছে।

‘বাঁচতে হলে দৌড়াও!’ নিজেৰ দিকেৰ দৱজায় ঝাপিয়ে পড়ে চিকিৱ কৱে
উঠল রন, পৱ মুহূৰ্তেই আক্ৰেশে অৱেকটি বৃক্ষ শাখা মাৱল এক আপাৱকাট
উড়ে গিয়ে হ্যারিৰ কোলেৰ উপৰ ঘূৰছড়ে পড়ল ও!

‘আমাদেৱ কাজ সারাৰা!’ গুজ্জুৰে উঠল ও, গাড়িৰ ছাদটা নিচে কুলে পড়েছে,
কিন্তু হঠাৎ গাড়িৰ মেৰেটা কাঁপতে ওৱৰ কৱল-ইঞ্জিনও আৱাৰ স্টাৱ হয়ে
গেলো।

‘পেছন দিকে!’ চেঁচিয়ে উঠল হ্যারি, গাড়িটা তীরের মতো পেছনে ছুটল। গাছটা তখনও ওদের আঘাত করবার চেষ্টা করছে; ওরা শুনতে পেলো ওটার শেকড় মড়মড় করে মাটি থেকে যেন উপড়ে আসছে, গাছটা ওদের ধরার জন্য দেয়ে আসতে আসতে ওরা নাগালের বাইরে চলে গেলো।

‘প্রায়,’ হাঁপাচ্ছে রন, ‘গিয়েছিলাম আর কি! সাবাশ, বাছা গাড়ি।’

ক্ষমতার শেষ সীমায় পৌছে গেছে গাড়িটা। দুবার ষটাং ষটাং করে দরজাগুলো খুলে গেলে হ্যারির মনে হলো ওর সীটটা একদিকে কাত হয়ে গেছে। এরপর সে যা মনে করতে পারল সেটা হচ্ছে সে ভেজা মাটিতে হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। জোরে জোরে তোতা আওয়াজ শুনে বুঝতে পারল গাড়িটা ওদের বাস্তু পেটোরা পেছন থেকে ছুঁড়ে বাইরে ফেলছে। বাতাসে উড়তে উড়তে হেডউইগের খাঁচাটা খুলে গেলো; কিন্তু পাখিটা বিকট একটা চিৎকার দিয়ে একেবারে সোজা উড়ে চলে গেলো হোগার্টস ক্যাম্প-এর দিকে, একবারও পেছন ফিরে তাকাল না। তারপর তোবড়ানো, খামচানো গাড়িটা বাস্প ছাড়তে ছাড়তে অন্ধকারে হারিয়ে গেলো পেছনের বাতিগুলো জুল জুল করছে রাগে।

‘ফিরে এসো!’ চিৎকার করে ডাকল রন ওর ভাঙ্গা জাদু দণ্ডটা দিয়ে তয় দেখানোর চেষ্টা করল। ‘ড্যাড মেরে ফেলবে আমাকে।’

কিন্তু গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেলো। চোখের আড়াল হওয়ার আগে অবশ্য একজন্ট পাহিপে শেষ বারের মতো একবার ফোস করে গেলো।

‘ভাগ্য আর কাকে বলে?’ বলল রন, নিচু হয়ে ওর ইদুর ক্ষ্যাবারসকে তুলে নিল। ‘এত গাছ থাকতে কি না আমরা ওই গাছটাকেই মারলাম যেটা পাল্টা মারতে আসে।’

কাঁধের ওপর দিয়ে গাছটার দিকে তাকাল ও, ওটা তখনও মারার জন্য ভীতিকরভাবে তড়পাচ্ছে।

‘চলে এসো,’ বলে হ্যারি ক্লান্তভাবে, ‘এর ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষুলে চলে যাওয়াই উচিত ...’

ওরা মনে মনে যে ছবি এঁকে রেখেছিল স্নেইকম বিজয়ীর আগমন তাদের হচ্ছে না। ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া ও ক্ষত-বিক্ষত শরীরে ট্রাংকের প্রান্ত টেনে ঢাল বেয়ে হোগার্টস-এর বিশাল ওক ক্ষেত্রে সম্মুখ দরজার দিকে অগ্রসর হলো।

‘আমার মনে হচ্ছে এরই মাধ্যে ফিস্ট শুরু হয়ে গেছে,’ বলতে বলতে রন সামনের সিঁড়িতে ওর ট্রাংকটা ফেলে নৌরবে এগিয়ে গেলো উজ্জুল আলোজুলা একটি জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখার জন্য। ‘এই হ্যারি, দেখবে এসো - সটিং হচ্ছে!'

দ্রুত এগিয়ে হ্যারি রনের সঙ্গে উকি মারল ছেটি ইলটার ভেতরে।

চারটে লম্বা ঠাসা টেবিলের উপর বাতাসে অসংখ্য জুলন্ত মোমবাতি ঝুলছে, সোনালি প্লেট আর পানপাত্রগুলো জুলজুল করছে। মাথার উপর জাদু করা সিলিংটায় সব সময়ই আয়নার মতো আকাশ দেখা যায়, এখন ওখানে তারা জুল জুল করছে।

হোগার্টস-এর সরু হ্যাট-এর ভীড়ের মধ্যে দিয়ে ওরা দেখতে পেলো দীর্ঘ একটা ভীত-সন্তুষ্ট প্রথম বর্ষ লাইন। ওর মধ্যে জিনিও রয়েছে, সহজেই চোখে পড়ছে ওর বিশেষ উইসলি চুলের জন্য। ইতোমধ্যে, প্রফেসর ম্যাকগোনাগল, চশমা পরা এক ডাইনী চুল টানা করে বাধা পেছনে, নবাগতদের সামনে একটা চুলের ওপর হোগার্টস-এর বিখ্যাত সটিং হ্যাটটা রাখছেন।

প্রতি বছর এই পুরনো তালি দেয়া, ক্ষয়ে যাওয়া এবং ময়লা হ্যাটটাই নবাগত ছাত্রদের জন্য চারটি হোগার্টস হাউজে (গ্রিফিন্ডর, হাফলিপাফ, র্যাভেনক্র এবং স্নিদারিন) ওদের স্থান নির্ধারণ করে থাকে। হ্যারির খুব মনে পড়ছে, এক বছর আগে ও নিজেও ওটা পড়েছিল মাথায়, ভয়ে জড়সড় হয়ে অপেক্ষা করছিল, ওর কানে কানে জোরে হ্যাটটা ওর সিদ্ধান্ত জানিয়েছিল। কয়েক ভয়াবহ মুহূর্তের জন্যে ওর মনে হয়েছিল হ্যাটটা বোধহয় ওকে স্নিদারিন হলে পাঠাচ্ছে, যে হাউজ অন্য যে কোনো হাউজের চেয়ে বেশি সংখ্যায় কালোজাদুর জাদুকর এবং ডাইনী তৈরি করেছে – কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার ভাগে জুটেছিল রন, হারমিওন এবং অন্যান্য উইসলিদের সঙ্গে গ্রিফিন্ডর হাউজ। গত টার্মে স্নিদারিন হাউজকে গত সাত বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো হারিয়ে গ্রিফিন্ডর হাউজের চ্যাম্পিয়নশীপ অর্জন করতে সে আর রন অবদান রেখেছে।

একটি খুব ছোট, ইনুর-চুলো ছেলেকে ডাকা হলো মাথার হ্যাট পড়ার জন্যে। হ্যারির চোখ ওকে পেরিয়ে চলে গেলো যেখানে প্রধান শিক্ষক, প্রফেসর ডাম্বলডোর, স্টাফ টেবিলে বসে সটিং দেখছিলেন, ওঁর দীর্ঘকালি শৃঙ্খল আর অর্ধ চন্দ্র চশমা মোমের আলোয় চকচক করছে। কানেক্ট সৌট পর হ্যারি দেখতে পেলো গিল্ডরয় লকহার্টকে, অ্যাকোয়ামেরিন ক্লাসের পোষাক পড়েছেন। সব শেষে বসে আছেন হ্যাপ্রিড, বিশাল এবং লম্বা চুল, গভীর চুমুক দিয়ে পান করছেন।

‘দাঢ়াও...’ বিড় বিড় করে হ্যারি বলল রনকে। ‘স্টাফ টেবিলে একটি চেয়ার খালি রয়েছে...স্লেইপ কেন্দ্রে?’

প্রফেসর সেভেরাস স্লেইপ হচ্ছে হ্যারির সবচেয়ে কম পছন্দের শিক্ষক। হ্যারিও অবশ্য প্রফেসর স্লেইপ-এর সবচেয়ে কম পছন্দের ছাত্র। নিষ্ঠুর,

ব্যপাত্তিক এবং সবার অপছন্দের, শুধু তার নিজের হাউজ স্লিখেরিনের ছাত্র ছাড়া, স্লেইপ পড়ান পোশন অর্থাৎ বিষ জাতীয় জাদুবিদ্যার উপাচার সম্পর্কে ।

‘সম্ভবত তিনি অসুস্থ !’ বলল রন ।

‘হয়তো তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন’ বলল হ্যারি । ‘কারণ কালোজাদুর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার চাকরিটা আবার তিনি উপভোগ করতে পারেননি ।’

‘অথবা তাকে হয়তো চাকরি থেকে বাদ দেয়া হয়েছে’, উৎসাহের সঙ্গে বলল রন । ‘মানে সবাইতো তাকে ঘৃণা করে—’

‘অথবা হয়তো,’ ঠিক ওদের পেছন থেকে বলল একটি শীতল কণ্ঠস্বর, ‘তোমরা দু’জন কেন স্কুলের ট্রেনে আসোনি’ এটা শোনার জন্য তিনি হয়তো অপেক্ষা করছেন ।

চট করে ঘুরে দাঁড়াল হ্যারি । ওই যে, তার কালো পোষাক ঠাণ্ডা বাতাসে এলোমেলো, দাঁড়িয়ে আছেন সেভেরাস স্লেইপ । চিকন মানুষ, গায়ের চামড়া ফ্যাকাশে, বাঁকা নাক এবং কাঁধ পর্যন্ত লম্বা তেলতেলা চুল । এই মুহূর্তে এমনভাবে হাসছেন যে তার হাসিটাই হ্যারিকে বলছে ও আর রন অনেক গভীর সমস্যায় পড়েছে ।

‘আমার পেছন পেছন আসো,’ বললেন স্লেইপ ।

পরস্পরের দিকে তাকাবার পর্যন্ত সাহস নেই ওদের, হ্যারি আর রন স্লেইপকে অনুসরণ করে সিঁড়ি দিয়ে মশালের আলোয় আলোকিত বিশাল এন্ট্রাঙ্গ হলটায় প্রবেশ করল । ঘেট হল থেকে সুস্বাদু চমৎকার খাবারের গুৰু আসছে, কিন্তু স্লেইপ আলো আর উষ্ণতা থেকে সরিয়ে ওদেরকে সরু পাথরের সিঁড়ি দিয়ে ভূগর্ভস্থ অঙ্ককার কক্ষে নিয়ে গেলো ।

‘ভেতরে’, নিচের ঠাণ্ডা পথের দিকে দৱজাটা অর্ধেক ঝুলে ঝোড়ুল তুলে বললেন তিনি ।

ওরা স্লেইপ-এর অফিসে ঢুকল, ভয়ে কাঁপছে অর্ধেক দেয়ালগুলোতে শেলফ ভর্তি কাঁচের জার, ওগুলোর ভেতর ভাসছে এমন সব ঘৃণ্য জিনিস যেগুলোর নাম এই মুহূর্তে হ্যারি জানতেও চায় না । ঘর উষ্ণ রাখার ফায়ারপ্রেস্টা অঙ্ককার এবং শূন্য । স্লেইপ দৱজাটা বন্ধ করে ওদের মুখেমুখি হলেন ।

‘তাহলে’, নরম সুরে বললেন স্লেইপ, ‘বিখ্যাত হ্যারি পটোর এবং তার বিশ্বস্ত অনুচর উইসলি’র জন্য ট্রেনিং স্টেইটেট ভাল ছিল না । দশনীয়ভাবে আসতে চেয়েছিলে তাই কি ?

‘না, স্যার, মানে কিংস ক্রসের রেলওয়ে স্টেশনের দেয়ালটা, ওটা—’

‘চুপ !’ ঠাণ্ডা গলায় বললেন স্লেইপ । ‘গাড়িটার কি করেছ তোমরা ?’

রন ঢোক গিলল। স্রেইপ মানুষের মন পড়তে পারেন, এই ধারণাটা হ্যারির এই প্রথম হলো না। কিন্তু মুহূর্ত পর স্রেইপ যখন আজকের ইভিনিং প্রফেটটা মেলে ধরলেন, তখন হ্যারির কাছে সব কিছুই পরিষ্কার হলো।

‘তোমাদেরকে দেখেছে,’ হেড লাইন্টা ওদের দেখিয়ে হিসহিসিয়ে বললেন স্রেইপ : উড়ন্ত ফোর্ড অ্যাংলিয়া মাগলদেরকে ধীর্ঘা লাগিয়ে দিয়েছে।

জোরে জোরে পড়তে লাগলেন তিনি :

“লন্ডনের দু’জন মাগল নিশ্চিত করেছেন যে, ওরা দেখেছেন পোস্ট অফিস টা ওয়ারের উপর দিয়ে ওরা একটি পুরনো গাড়িকে উড়তে দেখেছেন... দু’পুরে নরফক-এ, মিসেস হেটি বেলিস, যখন বাইরে তার ধোয়া কাপড় নাড়ছিলেন... পিবলস-এর মিস্টার অ্যাঙ্গাস ফিল্ট পুলিশের কাছে রিপোর্ট করেছেন... ছয় থেকে সাতজন মাগল সব মিলিয়ে।

আমার বিশ্বাস তোমার বাবা মাগল দ্রব্য অপব্যবহার সংক্রান্ত অফিসে কাজ করেন? রনের দিকে তাকিয়ে আরো নোংরাভাবে হেসে বললেন তিনি। ‘আহা আহা... তার নিজের ছেলে...’

হ্যারির মনে হলো পাগল গাছগুলোর একটি সজোরে তার পেটে আঘাত করল। যদি কেউ জানতে পারে মিস্টার উইসলি গাড়িটাকে জাদু করেছে... সে এই সম্ভাবনার কথা একবারও ভাবেনি...

‘পার্কে তল্লাশি করবার সময় দেখেছি একটি অত্যন্ত মূল্যবান হোমপিং উইলো গাছের প্রাচুর ক্ষতি করা হয়েছে,’ বলে চলেছেন স্রেইপ।

‘ওই গাড়িটা আমাদের অনেক বেশি ক্ষতি করেছে আমরা—’ রনের মুখ ফক্ষে বের হয়ে গেলো।

‘চুপ করো!’ আবার ধমক দিল স্রেইপ। ‘আফসোসের ক্ষেত্রে হলো তোমরা আমার হাউজে নেই, তোমাদের বহিকার করার সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা আমার নেই। আমি এখন ওদের ধরে নিয়ে আসছি যাদের এই আনন্দের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা রয়েছে। তোমরা এখানেই অপেক্ষা করো।’

মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো হ্যারি আর রিচার্ড, দু’জনে দু’জনের দিকে তাকিয়ে রইল। হ্যারির ক্ষিদে গায়ের হয়ে দেছে। খুব অসুস্থ বোধ করছে সে। স্রেইপ যেখানে বসেন তার পেছনে একটি শেলকে সবুজ তরলের মধ্যে বিরাট একটি সরু জিনিস ঝোলানো রয়েছে। হ্যারি চেষ্টা করছে যেন ওটার উপর চোখ না পড়ে। স্রেইপ যদি গ্রিফিন্ডো হাউজের প্রধান প্রফেসর ম্যাকগোনাগলকে আনতে গিয়ে থাকেন, তবে তাদের অবস্থা এর চেয়ে ভাল কিছু হওয়া মুশকিল। তিনি হয়তো স্রেইপ-এর চেয়ে ভাল, কিন্তু তিনি সাংঘাতিক রকমের কড়া।

দশ মিনিট পর স্রেইপ ফিরে এলেন এবং নিশ্চিতভাবেই প্রফেসর

ম্যাকগোনাগল রয়েছেন তার সঙ্গে। হ্যারি এর আগেও প্রফেসর ম্যাকগোনাগলকে রাগতে দেখেছে, কিন্তু হয় সে মনে করতে পারছে না রেগে গেলে প্রফেসরের মুখ এত সরু হতে পারে অথবা সে এর আগে তাকে এমন রাগ হতে দেখেনি। ঘরে ঢোকা মাঝি তিনি তার জানুদণ্ড তুললেন। হ্যারি আর বন দু'জনই ভয়ে কুচকে গেল। কিন্তু তিনি ওটা শুধু শূন্য ফায়ারপ্লেসটার দিকে নিশানা করলেন, হঠাতে ওটায় আগুন জুলে উঠল।

‘বসো,’ বললেন তিনি। দু'জনেই আগুনের পাশে চেয়ারে বসল।

‘ব্যাখ্যা করো,’ তিনি বললেন, অশুভ লক্ষণের মতো তার চশমা জোড়া চকচক করছে।

বন বলতে শুরু করল, স্টেশনে দেয়ালটা যে তাদের ভেতরে যেতে দেয়নি সেখান থেকে শুরু করল।

‘...সে কারণেই আমাদের আর কোনো উপায় ছিল না প্রফেসর, আমরা ট্রেনে উঠতে পারিনি।’

‘পেঁচাকে দিয়ে আমাদের কাছে চিঠি পাঠালে না কেন? আমার বিশ্বাস তোমার একটা পেঁচা রয়েছে’ বললেন তিনি হ্যারিকে উদ্দেশ্য করে ঠাণ্ডা স্বরে।

হ্যারি ঢোক গিলল। এখন যে তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, মনে হচ্ছে সেটাই করা উচিত ছিল।

‘আমি-আমি ভাবিনি-’

‘সেটা,’ বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল, ‘বোঝাই যাচ্ছে।’

দরজায় ঢোকা পড়ল এবং প্রফেসর স্লেইপ, যাকে আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে এই মুহূর্তে বেশি খুশি দেখাচ্ছিল, দরজাটি খুললেন। দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন প্রধান শিক্ষক প্রফেসর ডাম্বলডোর।

হ্যারির শরীর যেন বোধশক্তি হারিয়ে ফেলল। ডাম্বলডোরকে অস্বাভাবিক রকমের গভীর দেখাচ্ছে। ডাম্বলডোর তার লম্বা বাঁকা নাক বরাবর তাকিয়ে আছেন ওদের দিকে। হ্যারির ইচ্ছে হলো এখনও ঘটি সে আর বন উইলো গাছটার মার খেতো তাহলেই বরং ভাল ছিল।

দীর্ঘ একটা নীরবতা। তারপর ডাম্বলডোর বললেন, ‘প্রিজ, ব্যাখ্যা করো, তোমরা এমন করলে কেন?’

ভাল হতো তিনি যদি চিংকার করতেন, বকতেন। কিন্তু তার স্বরে হতাশার সুরটা হ্যারিকে বেশি কষ্ট দিল। কোনো কারণে সে প্রফেসর ডাম্বলডোরের চোখের দিকে তাকাতে পারছে না, নিজের হাঁটুর দিকে তাকিয়ে কথা বলছে সে। সে ডাম্বলডোরকে সবই বলল, শুধু মিস্টার উইসলি যে গাড়িটার মালিক সে কথাটা বাদ দিয়ে। যে চিত্রটা সে দিল তাতে মনে হতে পারে যেন আর বন

স্টেশনের বাইরে একটা উড়ত গাড়ি পার্ক করা অবস্থায় পেয়ে গিয়েছিল। সে জনত ডাষ্টলডোর ওটা ঠিকই ধরতে পারবেন, কিন্তু তিনি গাড়ির ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করলেন না। হ্যারি তার বক্তব্য শেষ করার পর তিনি শুধু তার চশমার ফাঁক দিয়ে চেয়ে রইলেন।

‘যাই আমাদের জিনিসগুলো নিয়ে আসি,’ হতাশার সুরে বলল রন।

‘কি বলছ তুমি, উইসলি?’ ধরকে উঠলেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল।

‘আপনারা তো আমাদের বহিক্ষার করছেন, করছেন না?’ জিজ্ঞাসা করল রন।

হ্যারি দ্রুত প্রফেসর ডাষ্টলডোরের দিকে তাকাল।

‘আজকে নয়, মাস্টার উইসলি,’ বললেন ডাষ্টলডোর। ‘কিন্তু তোমাদের দু’জনহে, আজকে তোমরা যা করেছ তার গুরুত্ব বুঝিয়ে দিতে চাই। তোমাদের পার্টিয়ানদের আজ রাতে চিঠি লেখা হবে। তোমাদেরও আমি সাবধান করে দিচ্ছি এরপর যদি এ ধরনের কিছু তোমরা করো, তোমাদের বহিক্ষার করা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় থাকবে না।’

সেভেরাসের মনে হলো যেন ক্রিস্টমাস উৎসব বাতিল করা হয়েছে। একটু কেশে তিনি বললেন, ‘প্রফেসর ডাষ্টলডোর, এই ছেলে দু’টো অপ্রাপ্তবয়স্কদের জাদুপ্রয়োগের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত আইন ভঙ্গ করেছে, একটি প্রাচীন এবং মূল্যবান গাছের ব্যাপক ক্ষতি করেছে...এই ধরনে আচরণ নিশ্চয়ই আ...’

‘এই ছেলেগুলির শাস্তির ব্যাপারে প্রফেসর ম্যাকগোনাগল স্থির করবেন, সেভেরাস,’ শান্তভাবে বললেন প্রফেসর ডাষ্টলডোর। ‘ওরা তার হাউজের ছাত্র, এবং সে কারণে তার দায়িত্ব।’ তিনি প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের দিকে ফিরলেন। ‘আমাকে ডোজসভায় ফিরতে হচ্ছে মিনারভা, বৈষ্ণবীটো নোটিস জারি করতে হবে। আসুন সেভেরাস, সু-স্বাদু এবং দেখতে চমৎকার একটি কাস্টার্ড চাটনি রয়েছে ওটা চেখে দেখতে হবে।’

বিষের দৃষ্টিতে হ্যারি আর রনের দিকে তাকালেন স্লেইপ, তারপর নিজের অফিস থেকে বের হয়ে গেলেন। ওরা প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের মুখোমুখি। তখনও তিনি চেয়ে আছেন ওমের দিকে দৃষ্টিটা কিন্তু ঝিল্লি দিলের।

‘তোমার বক্তব্য হচ্ছে, উইসলি, ভাস্টপাতাল উইং-এ যাওয়াই ভাল।’

‘কুব বেশি না,’ বলল রন দৃশ্যমানের ওপরে কাটাটা জামার হাত দিয়ে ঘূঢ়তে ঘূঢ়তে। ‘প্রফেসর, আব্দুল আমার বোনের হল বাছাইটা দেখতে চেয়েছিলাম—’

‘হল বাছাই অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে,’ বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল। ‘তোমার বোনও প্রিফিউরেই।’

‘ওহ, খুব ভাল হলো।’ বল বলল।

‘আর ফিফিভরের কথা বলতে গেলে-’ তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন প্রফেসর কিস্ত হ্যারি মাঝখানে বাধা দিল, ‘প্রফেসর, আমরা যখন গাড়িটা নিয়েছিলাম তখন কুলের টার্ম তখনও শুরু হয়নি, তাহলে এর জন্যে ফিফিভরের পয়েন্ট কাটা উচিত হবে না, কাটা উচিত?’ শেষ করে সে আগ্রহভরে প্রফেসর ম্যাকগোনাগল-এর দিকে তাকাল।

প্রফেসর তার দিকে একটি অন্তর্ভুদি দৃষ্টি দিলেন, কিস্ত হ্যারি নিশ্চিত যে তিনি প্রায় হাসলেন। তবে ওর মুখটা আর আগের মতো সরু নেই।

‘ফিফিভর থেকে কোনো পয়েন্ট নিতে আমি দেব না,’ বললেন প্রফেসর, হ্যারির বুকটা একটু হালকা হলো। ‘তবে তোমাদের দু’জনকেই আটক থাকার শান্তি পেতে হবে।’

হ্যারি যত ভয় পেয়েছিল ততখানি হয়নি। ডার্সলিদের কাছে ডার্সলডের চিঠি লিখলেই বাকি, কিছুই হবে না। হ্যারি ভাল করেই জানে ওরা বরং যারপরনাই হতাশ হবে এই ভেবে যে কেন্দুইলো গাছটা ওকে পিটিয়ে কেন তঙ্গ বানায়নি।

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল আবার তা জাদুদণ্ডটা তুললেন ওটাকে স্রেইপ-এর ডেঙ্কের দিকে তাক করলেন। বিরটি এক প্রেট স্যান্ডউইচ, দুটো রূপালি পানপাত্র আর এক জগ ভর্তি বরফ মেশানো কদুর রস এসে গেলো টেবিলে।

‘তোমরা এখানেই থাবে, তারপর সোজা হোস্টেলে থাবে, আমাকেও ভোজসভায় ফিরতে হবে।’

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল-এর পেছনে দৱজাটা বন্ধ হতেই বন নিচু স্বরে একটা দীর্ঘ শিষ বাজালো।

একটা স্যান্ডউইচ তুলে নিয়ে ও বলল, ‘আমি মনে করেছিলাম আমাদের এখানেই শেষ হয়ে গেলো।’

‘আমিও তাই ভেবেছিলাম,’ বলল হ্যারি একটা স্যান্ডউইচ উঠিয়ে নিতে নিতে।

‘আমাদের মন্দ ভাগ্যকে কি বিশ্বাস করে? মুখ ভর্তি চিকেন আর হ্যাম এর মধ্যে দিয়ে বলল বন। ‘ফ্রেড আর জ্ঞ কমপক্ষে ছয় সাত বার গাড়িটা চালিয়েছে কিস্ত কোনো মাগল ওভেরেন্সে থেকে পারনি।’ মুখের ঝাবারটা পেটে চালান করে দিয়ে আর এক কাশ মুখে পুরল সে। ‘আমরা কেন স্টেশনের বাধা পেরোতে পারলাম না?’

কাঁধ ঝাকাল হ্যারি। ‘এখন থেকে আমাদেরকে দেখেওনে সাবধানে চলতে হবে,’ বলল ও কদুর জুসের একটা চুম্বক নিয়ে। ‘যদি আমরা ভোজে যেতে

পারতাম...’

‘তিনি চাননি যে আমরা জাহির করি,’ রন বলল দার্শনিকের মতো। ‘চাননি যে লোকে ভাবুক উড়ন্ত গাড়িতে করে আসাটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ।’

পেটপুরে স্যান্ডউইচ খেয়ে (প্লেটটা খালি হলে নিজেই আবার পূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল) ওরা অফিস ত্যাগ করল, পরিচিত পথ ধরে ফ্রিফিল্ড হাউজের দিকে এগিয়ে গেলো। পুরো মহলটাই চুপচাপ; মনে যেন তোজ শেষ হয়ে গেছে। ওরা বিড়বিড় করা ছবি, ক্যাচম্যাচ করা ধাতব বর্মের পাশ দিয়ে এগিয়ে চলল। পাথরের সিঁড়ির সরু ধাপ বেয়ে উঠল। এক সময় ফ্রিফিল্ড হাউজের গোপন পথটা যেখানে গোলাপী সিঙ্কের পোষাক পরিহিত স্কুল মহিলার অয়েল পেইন্টিং-এর পেছনে লুকিয়ে রয়েছে সেখানে পৌছল।

‘পাসওয়ার্ড,’ বলল স্কুল মহিলা, ওরা ওখানে পৌছতেই।

‘ইয়ে মানে—’ বলল হ্যারি।

ওরা নতুন বছরের পাসওয়ার্ড জানে না। কোনো ফ্রিফিল্ড প্রিফেস্ট এর সঙ্গে ওদের তখনও দেখা হয়নি; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যও হাজির হলো। ওরা দ্রুত পায়ের শব্দ শুনতে পেলো ওদের পেছনে। ঘুরে দেখল ওদের দিকে দৌড়ে আসছে হারমিওন।

‘এই যে তোমরা! কোথায় ছিলে? অবিশ্বাস্য সব গুজব— একজন বলল উড়ন্ত একটি গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট করার জন্যে তোমাদেরকে স্কুল থেকে বহিকার করা হয়েছে।’

‘আমাদেরকে স্কুল থেকে বহিকার করা হয়নি,’ হ্যারি ওকে নিশ্চিত করল।

‘তুমি নিশ্চয়ই বলতে চাচ্ছ না যে তোমরা এখানে উড়ে এসেছ?’ জিজ্ঞাসা করল হারমিওন, একেবারে প্রফেসর ম্যাকগোনাগল-এর মতো ~~বিস্ট্রিয়াস~~।

‘বক্তৃতা বাদ দাও এখন আমাদের নতুন পাসওয়ার্ডটা ~~বিস্টো~~ দেখি,’ বলল রন অধৈর্য হয়ে।

‘ওয়াটলবার্ড,’ হারমিওনও বলল অধৈর্য হয়ে, ~~কিন্তু~~ সেটা কোনো কথা নয়—’

ওরা কথাটা কেটে গেল। স্কুল মহিলার দ্বিতীয়েল পেইন্টিংটা সড়াৎ করে সরে গেলো এবং হাততালির একটা ঝড় ওয়ের কানে এলো। মনে হচ্ছে যেন পুরো ফ্রিফিল্ড হাউজটাই এখনও জেপে আছে, বৃত্তাকার কমন রুমে, তারসাম্যহীন টেবিলে, গাদাগাদি করে আরম্ভ কেদারায়, অপেক্ষা করছে ওদের আগমনের জন্যে। পেইন্টিং-এর গর্তার মধ্য দিয়ে হাত বের হয়ে হ্যারি আর রনকে ভেতরে টেনে নিল। হারমিওনকে অবশ্য ওদের পেছনে নিজে নিজেই হামাগড়ি দিয়ে যেতে হলো।

‘ব্রিলিয়ান্ট,’ চিৎকার করে উঠল লি জর্জন। ‘দারুণ ব্যাপার! কি একটা আসা! উওমপিং উইলোর একেবারে ওপরে গাড়ি চালিয়ে অবতরণ, মানুষ বহু দিন এ ঘটনা আলোচনা করবে!'

‘তোমার ভালো হোক,’ বলল পঞ্চম বর্ষের একজন, যার সঙ্গে হ্যারি কোনদিন কথাই বলেনি। কেউ একজন ওর পিঠ চাপড়ে দিল যেন সে এই মুহূর্তে ম্যারাথন জয় করে এসেছে। ফ্রেড আর জর্জ ভিড় ঠিলে একেবারে সামনে এসে একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, ‘এই, তোমরা আমাদের ফোন করনি কেন?’ লাল টকটকে হয়ে গেলো রনের চেহারা, বিব্রত। কিন্তু হ্যারি দেখতে পারছে একজনকে যে মোটেই খুশি নয়। পার্সিকে দেখা যাচ্ছে উওেজিত কয়েকজন প্রথম বৰ্ষীয়র মাথার ওপর দিয়ে, ওদের কাছাকাছি আসার চেষ্টা করছে, এখন বলবে ওদের কুম্হে যেতে। হ্যারি রনের পাঁজরে গুতো মারল, পার্সিকে দেখিয়ে মাথা নাড়ুল। ইশারা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল রন।

‘আমরা ক্লান্ত উপরে যেতে হবে-কুম্হে,’ বলল ও, দুজনে কুম্হের অপর দিকে দারজাটার দিকে অগ্রসর হলো ভিড় ঠিলে। দরজার বাইরে ঘোরানো সিঁড়ি রয়েছে কুম্হে যাওয়ার জন্য।

‘শুভ রাত্রি,’ হ্যারি হারমিওনের উদ্দেশে বলল, পার্সির মতো ওর চোখেও কুম্হ চাহনি।

কোনরকমে ওরা কমনকুম্হের আরেক প্রান্তে যেতে পারল। যেত যেতে পিঠে উৎসাহের চাপড়ও পড়েছে। সিঁড়ির ধাপটাও পেরে গেলো। দ্রুত উপরে উঠল ওরা, একেবারে উপরে, অবশেষে পৌছল ওদের সেই পুরনো কুম্হে, এখন ওটার দরজায় ‘দ্বিতীয় বর্ষ’। সেই পরিচিত বৃক্ষাকার কুম্হটায় ঢুকল ওরা, পাঁচটি চার স্ট্যান্ড-ওয়ালা খাটে মখমল খোলানো, উচু সরু জনোল্য। তাদের ট্রাঙ্কগুলো আগেই নিয়ে আসা হয়েছে এবং বিছানার কিনারায়েই রাখা।

হ্যারির দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসল রন অপরাধীর হাসি।

‘আমি জানি ওসব বা অন্য কিছু আমার এনজয় কুরা অনুচিত হয়েছে, কিন্তু’ কুম্হের দরজাটা সজোরে খুলে গেলো এবং ত্রুল আরো তিনজন ড্রিফিশর ছাত্র সিমাস ফিনিগান, ডিন থমাস এবং মেভিলি লংবটম।

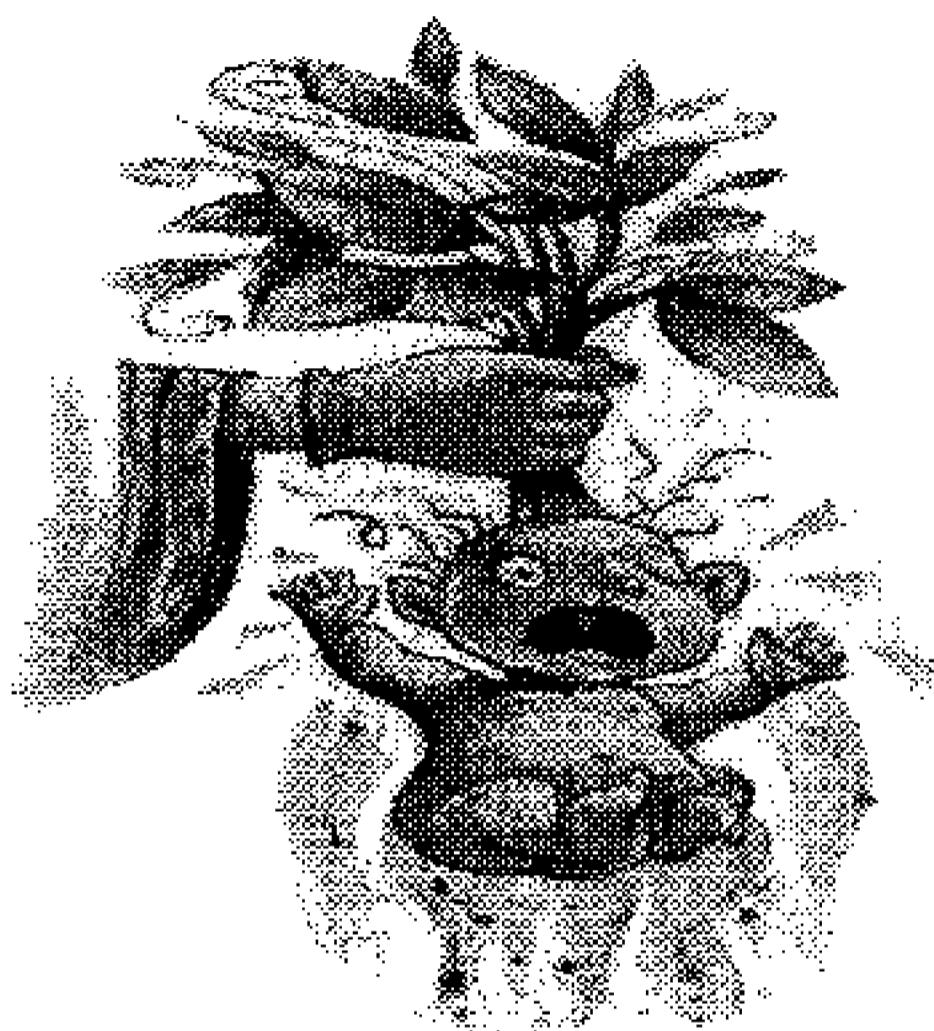
‘অবিশ্বাস্য’ খুশিতে জুল জুল করুচ্ছে সিমাস।

‘শান্ত হও,’ সিমাসের উওেজেটা সেখে বলল ডিন।

‘বিস্ময়কর,’ বলল মেভিলি অভভূত হয়ে।

হ্যারিও আর নিজেকে চেপে রাখতে পারল না। দাঁত বের করে হাসল।

ষষ্ঠ অধ্যায়



গিন্ডরয় লকহাট

পুরদিন অবশ্য হ্যারি একবারও হাসে নাই। প্রেট হলে নাস্তার স্মরণ থেকেই কেমন যেন সব গোলমাল পাকাতে শুরু করে। জাদু-করা সিঙ্গুটার (আজ, অবশ্য অনুজ্ঞাল, মেঘ ধূসর) নিচে পাতা চারটে লম্বা হাউজ টেবিল সাজানো, ওতে রয়েছে পরিজ ভর্তি ভাও, নোনা শটকির প্লেট, মেল্টের্স পাহাড় এবং ডিম আর বেকন। হ্যারি আর রন যেয়ে বসল প্রিফিড টেবিলে হারমিওনের পাশে, ওর ভয়েজেস উইথ ভ্যাস্পায়ার বইটি খোলা অবস্থায় একটা দুধের জগের গায়ে হেলান দিয়ে রাখা। ও যেমন শুকনো গভীর খালী ওদের ‘মর্ণি’ বলেছে, তাতে মনে হয় ও এখনো ওদের ওইভাবে প্রার্তি উড়ে আসাটা মেনে নিতে পারছে না। অন্যদিকে নেভিল লংবটাম ওদের ক্ষেত্রে আনন্দের সঙ্গেই শুভেচ্ছা জানালো। নেভিল হলো গোলমুখো দুঃখ প্রবণ এবং হ্যারির দেখা সবচেয়ে কম স্মরণ-শক্তির ছেলে।

নেভিল বলল, ‘যে কোন মুহূর্তে ডাক চলে আসবে— মনে হয় যে কয়েকটা

জিনিস ভুলে বাড়িতে ফেলে এসেছি সেগুলো দাদী পাঠিয়ে দেবে।'

সবেমাত্র হ্যারি তার পরিজটা মুখে দিয়েছে ঠিক সেই সময় মাথার ওপরে দ্রুত কিছু ওড়ার শব্দ শোনা গেল এবং প্রায় একশ'র মতো পেঁচা সাঁ করে উড়ে এলো এবং ঘরটা চক্র দিতে দিতে নিচের খোশগল্লরতদের মাঝে চিঠি আর প্যাকেট ফেলতে শুরু করল। একটা বড়সড় প্যাকেট নেভিলের মাথায় পড়ে বাউস করল, এক মুহূর্ত পরেই বড় এবং ধূসর একটা কিছু পড়ল হারমিওনের জগের মধ্যে, ওদের গায়ে দুধ আর পাখা ছড়িয়ে সারা।

'এরল!' বলল রন, পা ধরে মোক্রা হয়ে ঘাওয়া পেঁচটাকে টেনে তুলল ও। জান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল এরল টেবিলের ওপর। ওর পা আকাশের দিকে, ঠোঁটে একটা ভেজা লাল খাম।

'ওহ না—' দম বন্ধ হয়ে এলো রনের।

'সব ঠিক আছে, ও এখনো বেঁচে আছে,' আঙুলের মাথা দিয়ে আস্তে করে এরলকে খোঁচা দিয়ে বলল হারমিওন।

'ওই কথা না— ওটার কথা বলছি।'

রনের আঙুল তাক করে দেখাল লাল খামটার দিকে। হ্যারির কাছে ওটা আর দশটা সাধারণ খামের মতোই লাগছে কিন্তু রন আর নেভিল এমনভাবে তাকিয়ে রয়েছে যেন এক্ষুণি ওটা বিস্ফোরিত হবে বা এমন সাংঘাতিক কিছু।

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞাসা করল হ্যারি।

'আমাকে— আমাকে একটা হাউলার পাঠিয়েছে মা,' অস্ফুটস্বরে বলল রন।

'তোমার ওটা খোলাই ভাল,' বলল ফিস ফিস করে ভীত নেভিল। 'তুমি যদি না খোল তবে আরো খারাপ হবে। আমার দাদু একবার আমাকে পাঠিয়েছিলেন, আমি ওটা পাও দিইনি আর তারপর—' চোক ছিঁকে নেভিল, 'ভয়াবহ।'

ওদের ভীত চেহারা থেকে লাল খামটার দিকে চোখ ঝুঁকিল হ্যারি।

'হাউলারটা কি?' জানতে চাইল ও।

কিন্তু রনের সমস্ত ঘনোযোগ চিঠিটার ওপর দৃষ্টির এক কোণ থেকে এরই মধ্যে ধোঁয়া উঠতে শুরু করেছে।

'খোল ওটা,' নেভিলের আর্জি। 'ক্ষয়ক মিনিটেই ব্যাপারটা চুকে বুকে যাবে...'।

কাঁপা হাত বাড়িয়ে রন এবং স্লেজ টোট থেকে আস্তে করে খামটা বের করল, এরপর ভয়ে ভয়ে খুলল। নেভিল কানে আঙুল দিল। মুহূর্ত পরই, হ্যারি জানতে পারল কেন। প্রথমে সে ভাবল একটা বিস্ফোরণ হয়েছে; একটা বিকট গর্জন পুরো হল ঘরটা কাঁপিয়ে দিল, সিলিং থেকে ধুলা পর্যন্ত পড়ল।

‘... গাড়ি চুরি করা, ওরা যদি তোমাকে স্কুল থেকে বহিকার করত
আমি অন্তত অবাক হতাম না, দাঁড়াও তোমাকে পেয়েনি, যখন দেখা গেল
গাড়িটা নেই তখন তোমার বাবা আর আমার যে কি অবস্থা হয়েছিল
নিশ্চয়ই সেটা একবারও ভাবোনি ...’

মিসেস উইসলির চিংকার শাভাবিকের চেয়ে একশ শুণ বেশি জোরে
হচ্ছে, টেবিলের ওপর প্রেট আর চামচ কাঁপছে, দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে কানে
তালা লাগিয়ে দিচ্ছে। হলের মধ্যে সবাই চেয়ার ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করছে
হাউলারটা পেয়েছে কে। আর রন চেয়ারের ডেতের এতটাই সেধিয়ে গেলো যে
শুধু ওর কপালের টকটকে লাল চুলই শুধু দেখতে পাওয়া গেল।

‘... গতরাতে ডাষ্পলডোরের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি, মনে হচ্ছিল
নজায় তোমার বাবা মারাই যাবেন, এ রকম ব্যবহার পাওয়ার আশায়
নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে বড় করিনি, তুমি আর হ্যারি দু'জনেই মারাও
যেতেও পারতে ...’

হ্যারি ভাবছিল কখন যে তার নামটা আসে, শেষ পর্যন্ত এলো। সে ভান
করল যেন কানের পর্দা ফাটানো শব্দাবলী ও শুনতেই পাচ্ছে না।

‘... একেবারেই বিরক্তিকর, অফিসে তোমার বাবাকে ইনকোয়ারির
যুক্তিমূল্য হতে হচ্ছে, পুরোটাই তোমার দোষ, এরপর যদি কখনও
বেলাইনে এক পাও দাও তবে নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে বাড়ি ফিরিয়ে
আনব।’

স্তুক্তা নেমে এলো হল ঘরে। রনের হাত থেকে পড়ে লাল খামটায় আগুন
ধরে গেলো, দেখতে দেখতে ওটা ছাই হয়ে গেলো। পাথরের মূর্তির মতো বসে
রইল হ্যারি আর রন যেন এইমাত্র ওদের ওপর দিয়ে একটী প্রচণ্ড সমুদ্র-
জোয়ারের চেউ ধাক্কা দিয়ে ওদের বিধ্বনি করে গেছে। দু'একজন হাসল এবং
ক্রমশ আবার শুরু হলো বকবকানি।

হারমিওন ভয়েজেস উইথ ভ্যাম্পায়ার বক কঁজে ঝনের দিকে অবজ্ঞাতরে
তাকাল।

‘বেশ, আমি ঠিক জানি না তুমি ঠিক বিশ্বাশা করেছিলে, রন, কিন্তু তুমি’

‘এখন বলো না আমার এটা পাত্রন ছিল,’ চট করে বলল রন।

পরিজটা ঠেলে দূরে সরিয়ে দিল হ্যারি। ডেতরটা তার অপরাধবোধে পুড়ে
যাচ্ছে। মিস্টার উইসলির বিশ্বাসে অফিসে তদন্ত হচ্ছে। শীম্মে তার জন্যে
মিস্টার অ্যান্ড মিসেস উইসলি কত কিছু না করেছেন...

কিন্তু এটা নিয়ে ভাববার সময় পেলো না সে, প্রফেসর ম্যাকগোনাগল

গ্রিফিন্ডোৰ টেবিল ধৰে এগিৱে আসছেন, কুটিল বিলি কৰছেন। হ্যারি ওৱটা নিল, দেখল ওদেৱ রয়েছে হাফলপাফস প্ৰথমেৰ সঙ্গে ডাবল হাৰবলজি।

হ্যারি, বন আৱ হাৱমিওন এক সঙ্গে ক্যাসল থেকে বেৱিয়ে এলো, শজিৰ ক্ষেত্ৰটা পেৱিয়ে গ্ৰীন হাউজেৰ দিকে অগ্ৰসৱ হলো, যেখানে ম্যাজিক্যাল চাৱাণ্ডলোৱা রাখা রয়েছে। হাউলারটা অন্তত একটি ভাল কাজ কৰেছে : হাৱমিওন মনে হচ্ছে ভাবছে যে তাদেৱ যথেষ্ট শান্তি হয়েছে এবং আবাৱ ঝাঁটি বন্ধুত্বে পৱিণ্ঠ হয়েছে।

গ্ৰিন হাউজেৰ কাছে গিয়ে দেখল ক্লাসেৰ অন্যৱা সব বাইৱে দাঁড়িয়ে, প্ৰফেসৱ স্প্ৰাউট-এৱে জন্মে অপেক্ষা কৰছে। হ্যারি, বন আৱ হাৱমিওন সবেমাত্ৰ অন্যদেৱ সঙ্গে যোগ দিবেছে, দেখা গেল উনি আসছেন লন্টাৰ ওপৱ দিয়ে হেঁটে সঙ্গে গিন্ডৱয় লকহার্ট। প্ৰফেসৱ স্প্ৰাউটেৰ হাত পুৱোপুৱি ব্যাঙ্কেজ কৱা, আৱেকটি অপৱাধবোধে আহত হলো হ্যারি, উইলো গাছটা দেখতে পেলো একটু দূৱে, ওটাৰ কয়েকটা শাখা এখন শ্ৰি-এ বুলছে।

প্ৰফেসৱ স্প্ৰাউট ছেটিখাট স্কুলকায়া ডাইনী, উড়ন্ত চুলেৰ ওপৱ একটো তালি দেয়া টুপি পৱনে; ওঁৰ কাপড়ে প্ৰচুৱ কাদা লেগে রয়েছে, এবং ওঁৰ আঙুলেৰ নখ দেখলে আন্ট পেতুনিয়াকে অজ্ঞান কৱে দেয়াৰ জন্মে যথেষ্ট। গিন্ডৱয় লকহার্ট অবশ্য অনবদ্য ওৱ ফিৰোজাৰ পোষাকে, একবাৱে যাপমত বসানো সোনা সুবিন্যস্ত ফিৰোজাৰ হ্যাটেৰ নিচে ওৱ সোনালি চুল চকচক কৰছে।

‘হ্যালো, এই যে সব!’, বললেন লকহার্ট সমবেত ছাত্ৰদেৱ দিকে উৎফুল্লভাবে তাকিয়ে। ‘এই মাত্ৰ প্ৰফেসৱ স্প্ৰাউটকে সঠিকভাৱে উওমপিৎ উইলোৰ চিকিৎসা কৱা দেৰচিলাম! কিন্তু আমি চাই না যে ত্ৰুমৰা ভাবো হাৱবলজিতে আমাৰ জ্ঞান ওঁৰ চেয়ে ভালো! আমাৰ শুধু শ্ৰমণৰ ক্ষমতা এৱকম কিছু উন্নত গাছেৰ সঙ্গে দেখা হয়েছিল...

‘আজ গ্ৰিনহাউজ তিনি,’ বললেন প্ৰফেসৱ স্প্ৰাউট, ওকে আজ একেবাৱেই বিৱৰণ আৱ হতাশ দেখাচ্ছিল মোটেই তাৰ ব্ৰহ্মাবিক আনন্দময়ীৰ মতো দেখাচ্ছিল না।

মৃদু শুণেন শোনা গেলো। এৱ আগে ওৱা শুধু গ্ৰিনহাউজ এক এ কাজ কৰেছে— গ্ৰিনহাউজ তিনি রয়েছে আজো অনেক বেশি আকৰ্ষণীয় এবং বিপদজনক গাছ। বেল্ট থেকে একটো বড় চাবি বেৱ কৱে প্ৰফেসৱ স্প্ৰাউট দৱজা খুললেন। হাওয়ায় তেসে এলো সেঁদা মাটি আৱ সাৱেৱ এক বালক গৰু, সঙ্গে মেশানো ছাতাৰ মতো দেখতে দৈত্যাকাৰ ফুলেৱ ঘন গৰু, ফুলটা বুলছে সিলিং থেকে। বন আৱ হাৱমিওনকে অনুসৱণ কৱে সেও ভেতৱে ঢুকতে

যাচ্ছিল এমন সময় লকহার্টের হাত ওকে ধরে ফেলল।

‘হ্যারি! তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল – ওর যদি কয়েক মিনিট দেরি হয় তাহলে আপনি নিশ্চয়ই কিছু মনে করবেন না, প্রফেসর স্প্রাউট, করবেন কি?’

প্রফেসরের ঝুকুটি দেখে সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে অবশ্যই তিনি মনে অনেক কিছু করবেন, কিন্তু লকহার্ট, ‘ওই টিকেট সম্পর্কে’ বলেই প্রফেসরের মুখের ওপর দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

‘হ্যারি,’ বললেন লকহার্ট, ওর বড় বড় দাঁতগুলো সূর্যালোকে চকচক করল ওর মাথা নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। ‘হ্যারি, হ্যারি, হ্যারি।’

সম্পূর্ণ কিংকর্তব্যবিমৃত হ্যারি কিছুই বলল না।

‘যখন শুনলাম— মানে, নিশ্চয়ই ওটা আমারই দোষ ছিল। নিজেকে চড় মারা উচিত ছিল।’

হ্যারির কোনো ধারণাই নেই কি যে বলছেন লকহার্ট। সে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল যখন আবার লকহার্ট বলে উঠলেন, জানি না এর চেয়ে বেশি মর্মাহত আর কখনও হয়েছিলাম কি না। উড়ন্ত গাড়ি চালিয়ে হোগার্টস-এ আসা! আমি অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারছিলাম তুমি কেন এটা করেছ। সবার চেয়ে একেবারে এক মাইল এগিয়ে গেছ। হ্যারি, হ্যারি, হ্যারি।’

লক্ষ্যণীয় যে যখন কথা বলেন না তখনও তিনি তার অপূর্ব দাঁতগুলো সবাইকে দেখাতে পারেন।

‘আমি তোমাকে প্রচারের একটা স্বাদ পাইবে দিয়েছিলাম, তাই না?’ বললেন লকহার্ট। পোকাটা তুকিয়ে দিয়েছিলাম মাথায়। আমার সঙ্গে পত্রিকার প্রথম পাতায় ছবি, আবার ওটার লোভ ছাড়তে পারনি।’

‘ওহ— না, প্রফেসর, দেখুন—’

‘হ্যারি, হ্যারি, হ্যারি,’ বললেন লকহার্ট, হাত বাড়িয়ে ওর ক্ষয়ক্ষতি ধরলেন। ‘আমি বুঝতে পারি। প্রথম স্বাদের পর আরো একটু পাওয়াটু স্বাভাবিক— এবং আমি নিজেকেই দোষ দিচ্ছি তোমাকে প্রথম স্বাদটা লেক্সার জন্যে, কারণ ওটা তোমার মাথা বিগড়ে দেবেই— কিন্তু দেখো, ঈয়ে ম্যান, নজরে পড়ার জন্যে তুমি উড়ন্ত গাড়ি চালাতে পারো না। শান্ত হুক্স, বুঝতে পারছ? বড় হলে ওসব করার জন্যে অনেক সময় পাবে। হ্যা, হ্যা, আমি জানি তুমি কি ভাবছ! “ওঁর জন্যে এসব কিছু ঠিকই আছে, এরই মুখেই তিনিতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জাদুকর!” কিন্তু যখন আমার বক্স খোলে ছিল তখন আমি তোমারই মতো তুচ্ছ ব্যক্তি ছিলাম, এখনকার তোমার মতো। বন্ধুত আমার বলা উচিত আরও বেশি তুচ্ছ ছিলাম! আমি বলতে চাচ্ছি কিছু লোক তোমার কথা শুনেছে, শোনেনি? ওই যে যার নাম নেয়া যাবে না সেই তার সাথে সব ঘটেনা! হ্যারির কপালের

দাগটার ওপর চোখ বোলালেন তিনি। ‘আমি জানি, আমি জানি, পৱ পৱ
পাঁচবার উইচ উইকলি’র সবচেয়ে-মনোহর-হাসি’র পদক জেতার মতো নয়,
যেমন আমি জিতেছিলাম-কিন্তু এটাতো শুরু, হ্যারি, এটা শুরু।’

তিনি হ্যারির উদ্দেশে একটা উষ্ণ দৃষ্টি ছুড়ে দীর্ঘ পদক্ষেপে স্থান ত্যাগ
করলেন। হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকল হ্যারি কয়েক মুহূর্ত, মনে পড়ল তার
তো প্রিনহাউজে থাকা উচিত, দরজাটা খুলে চুপিসারে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

প্রিনহাউজের মাঝখানে কাঠের পায়ার ওপর তঙ্গা বসিয়ে বানানো একটা
বেঞ্চের ওপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন প্রফেসর স্প্রাউট। বিভিন্ন রঙের প্রায় কুড়ি
জোড়া ‘ইয়ারমাফ’ বেঞ্চের ওপর ছড়ানো। রন এবং হারমিওনের মাঝখানে
বসলে, তিনি বললেন, ‘আমরা আজ ম্যান্ডেক পুনঃ পটিং করবো, এখন কে
আমাকে ম্যান্ডেকের গুণাবলী সম্পর্কে বলতে পারে?’

হারমিওনের হাত প্রথমেই উঠল, কেউ অবাক হলো না।

‘ম্যান্ডেক অথবা ম্যান্ডাপোরা একটি শক্তিশালী সংজ্ঞিবনী,’ বলল হারমিওন,
এমনভাবে যেন সে বইটাই গিলে খেয়েছে। ‘এটা ব্যবহার করা হয়
আত্মিকভাবে পরিবর্তিত বা অভিশপ্ত মানুষকে তাদের আদি অবস্থায় ফিরিয়ে
আনতে।’

‘চমৎকার। ফিফিডেরের জন্য দশ পয়েন্ট,’ বললেন প্রফেসর স্প্রাউট। ‘প্রায়
সব প্রতিষেধকেরই অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে ম্যান্ডেক। এটা আবার
বিপদজনকও বটে। কে বলতে পারে কেন?’

হারমিওনের হাত আবার দ্রুত ওপরে উঠার সময় অল্লের জন্যে হ্যারির
চশমাটায় লাগেনি। অল্লের জন্য বেঁচে গেল ওর চশমাটা।

‘যে কেউ শুনবে তার জন্যেই ম্যান্ডেকের কান্না মৃত্যুর কারণ হবে,’ দ্রুত
বলল সে।

‘একেবারে সঠিক। আরো দশ পয়েন্ট পেলে।’ বললেন প্রফেসর স্প্রাউট।
‘এখন, যে ম্যান্ডেকগুলো আমরা পেয়েছি সেগুলো এখনে খুব কঢ়ি।’

এক সারি গভীর ট্রের দিকে দেখালেন তিনি। তাল করে দেখবার জন্যে
সকলেই এগিয়ে এলো। প্রায় একশর মতো গুচ্ছের ছোট ছোট চারা, সবুজভ
রক্তবর্ণ, সারিবদ্ধভাবে জিয়ে উঠছে। হ্যারির কাছে গুচ্ছগুলোকে তেমন কোনো
উল্লেখযোগ্য বলে মনে হলো না, ম্যান্ডেকের ‘কান্না’ বলতে হারমিওন কি
বোঝাতে চেয়েছে এ বিষয়ে তার বিস্মিত ধারণা নেই।

‘কান বন্ধ করার জন্য প্রত্যেক এক জোড়া করে ইয়ারমাফ নাও,’ বললেন
প্রফেসর স্প্রাউট।

টানাটানির শব্দ শোনা গেল, প্রত্যেকেই একটা করে জোড়া নেয়ার চেষ্টা

করছে, অবশ্য গোলাপী এবং তুলতুলে জোড়াটা বাদ দিয়ে।

‘যখন বলব তখন ওগুলো কানে লাগাবে এবং কান যেন সম্পূর্ণ ঢাকা থাকে সেটা নিশ্চিত করতে হবে,’ বললেন প্রফেসর স্প্রাউট। ‘যখন ওগুলো কান থেকে সরানো নিরাপদ হবে তখন আমি বুড়ো আঙুল ওপর দিকে করবো, ঠিক আছে— ইয়ারমাফ লাগাও।’

হ্যারি ওর কানের ওপর ইয়ারমাফগুলো লাগালো। প্রফেসর স্প্রাউট তার নিজের কানে এক জোড়া গোলাপী তুলতুলে ইয়ারমাফ লাগালেন। জামার হাতা গুটিয়ে নিলেন। একটা গুছো চারা ধরলেন দৃঢ়ভাবে আর টানলেন।

বিস্মিত শ্বাস ছাড়ল একটা হ্যারি, আশ্চর্য কেউই শুনতে পারছে না।

মাটির ভেতর থেকে শেকড়ের পরিবর্তে একটা ছোট, কাঁদা মাথা খুবই কুঁৎসিং দেখতে শিশু বেরিয়ে এলো। ওটার একেবারে মাথা থেকে পাতা বেরোচ্ছে। ফ্যাকাসে সবুজ, বিচিত্রবর্ণের চামড়া চিংকার করছে গলা ফাটিয়ে।

প্রফেসর স্প্রাউট টেবিলের নিচে থেকে একটা বড় ফুলের টব নিলেন, ম্যান্ডেকটাকে ওটার ভেতরে ছুঁড়ে মারলেন, কালো স্যাতস্যাতে জৈবসারের নিচে প্রোথিত করে দিলে, শুধু গোছাবন্ধ পাতাগুলি শুধু দৃশ্যমান থাকল। হাত ঝেড়ে নিলেন প্রফেসর, বুড়ো আঙুল ওপরের দিকে ইশারা করলেন এবং তার নিজের ইয়ার-মাফটা কান থেকে সরালেন।

‘যেহেতু আমাদের ম্যান্ডেকগুলো এখনও বাচ্চা, ওদের কান্না তোমাদের মেরে ফেলবে না,’ বললেন তিনি শান্তভাবে, যেন এই মহৃত্তে বেগোনিয়ার শেকড়ে পানি দেয়ার চেয়ে বেশি কিছু করেননি। ‘অবশ্য কয়েক ঘণ্টার জন্যে তোমাদেরকে অঙ্গান করে রাখতে পারে ওরা, এবং আমি নিশ্চিত যে প্রথম দিনটাকে তোমরা কেউই মিস করতে চাও না, সে কারণে কাজ করার সময় তোমাদের ইয়ার-মাফ সঠিক জায়গায় থাকে এটা নিশ্চিত করেনি।’ শেষ হলে আমিই তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো।’

‘এক ট্রেতে চারজন— ওখানে অনেক টব রয়েছে— আর ওইদিকে ছালাতে জৈব সার রয়েছে— আর বিষাঙ্গ টেন্টাকুলার হাতেক সাবধান, ওটার দাঁত বেরোচ্ছে।

কথা বলতে বলতে চুপি চুপি কাঁধ করে উঠে আসা ঘন লাল চাড়াটাকে একটা চড় লাগিয়ে দিলেন প্রফেসর স্প্রাউট ওর লম্বা শঙ্গগুলো সঙ্গে সঙ্গে গুটিয়ে নিল।

হ্যারি, রন আর হারমি ওমের সঙ্গে ট্রেতে যোগ দিল কোকড়ানো চুলের একটি হাফলপাফ ছেলে, যার সঙ্গে হ্যারি কোনদিনই কথা বলেনি।

‘জাস্টিন ফিঞ্চ-ফ্রেচলি,’ বলল সে সপ্তিভুবাবে হ্যারির হাত ঝাঁকিয়ে।

‘জানি তুমি কে, অবশ্যই বিখ্যাত হ্যারি পটার... আর তুমি হচ্ছে হারমিওন
গ্রেঞ্জার – সব কিছুতেই প্রথম... (উজ্জল হাসিতে ভরে গেলো হারমিওনের
মুখখানা, যখন তার সাথেও হ্যান্ডশেক করা হলো) আর বল উইসলি। ওটা তো
তোমারই উড়ন্ট গাড়ি ছিল?’

‘রন হাসল না। মাঝের পাঠানো হাউলারটা তখনও ওর মনকে আচ্ছন্ন করে
রেখেছিল।

‘উনি লকহার্ট কিছু একটা, তাই না? বলল জাস্টিন আনন্দের সঙ্গে, ওরা
তাদের চারাগাছের টবগুলো ড্রাগনের গোবরের সার দিয়ে ভরছে। ‘অসাধরণ
সাহসী ব্যক্তি। তোমরা ওর বই পড়েছ? ভয়েই আমি মরে যেতাম যদি আমাকে
টেলিফোন বল্লে কোনঠাসা করে রাখত একটা নেকড়ে মানুষ (নেকড়েতে ক্লপান্ত
রিত মানব সন্তান)। কিন্তু উনি ছিলেন একেবারে অকম্পিত – জাপ –
একেবারেই দাকুণ তাই না।’

‘জানো ইটনেও আমার নাম পাঠানো হয়েছিল, ইটনের বদলে এখানে এসে
আমি যে কত খুশি তোমাদের বলে বোঝাতে পারব না। অবশ্য যা সামান্য
হতাশ হয়েছিলেন, কিন্তু যখন থেকে তাকে লকহার্টের বই পড়িয়েছি তখন
থেকে যা বুঝতে পেরেছে পরিবারে একজন পুরোদস্ত্র প্রশিক্ষণ নেয়া জাদুকর
থাকা দরকার...’

এরপর কথা বলার তাদের আর সুযোগ হয়নি। আবার পড়তে হয়েছে
ইয়ার-মাফ আর মনোযোগ দিতে হয়েছে ম্যান্ডেক্স এর দিকে। প্রফেসর স্প্রাউট
ব্যাপারটাকে একেবারে সহজ করে বুঝিয়ে ছিলেন কিন্তু আসলে ততটা সোজা
ছিল না। ম্যান্ডেক্সগুলো যেমন মাটি থেকে বেরোতে চাচ্ছিল না তেমনি আবার
মাটির ভেতর যেতেও চাচ্ছিল না। ওরা শরীর ঘোঁঢ়ালো, লাগ্নি মারল, ছেট
ছেট মুষ্টিগুলো ছুঁড়ল, দাঁত বিচালো: একটা বেশ মোটা ম্যান্ডেক্সকে টবে
দেকাতে হ্যারির পাক্কা দশ মিনিট লাগল।

ক্লাসের শেষ দিকে আর সবার মতো হ্যারি পেন্সে নেয়ে একাকার, সারা
গায়ে ব্যথা আর মাটিতে মাথা। ক্যাসেলে ফিরে গেলো ওরা ক্লাস্ট পায়ে শুধু দ্রুত
গা ধোয়ার জন্য, তারপর প্রিফিন্ডররা দৌড় ক্লাসে ট্রান্সফিগিউরেশনে।

প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের ক্লাসে প্রচুর ব্যক্তিতে হয়, কিন্তু আজ একেবারেই
অনেক বেশি। গত বছর যা কিছু হ্যারি শিখেছিল মনে হচ্ছে প্রীলে সব যেন
বেরিয়ে গেছে মাথার ফুটো দিয়ে একটা গুবড়ে পোকাকে বেতাম বানাবার
কথা তার, কিন্তু সে শুধু পোকাকে ব্যায়ামই করাতে পারল, কারণ ওটা বার
বারই ওর জাদুদণ্টা এড়িয়ে টেবিলের ওপর দিয়ে দ্রুত এদিক ওদিক সটকে
পড়তে লাগল।

রনের সমস্যা আরো খারাপ। সে ওর জাদুদণ্টাকে ধার করা টেপ দিয়ে জোড়া লাগিয়েছে ঠিকই কিন্তু মনে হলো ওটা আর সারাবার ঘোগ্য নেই। বেঞ্চাঙ্গা মুহূর্তে ওটা পট পট শব্দ আর স্ফুলিঙ্গ ছড়ায় এবং যতবারই রন ওর গুবরেপোকাকে অন্য কিছু বানাতে চেয়েছে ততবারই ওটা ডিম পচা গঙ্গে ভরা ঘন ধোয়া টেকে দিয়েছে। না দেখে রন একবারতো কনুই দিয়ে ওর গুবরেপোকাটা পিষেই ফেলল। আরেকটি চাইতে হলো তাকে। অফেসর ম্যাকগোনাগল খুব খুশি হলেন না।

লাঞ্ছের ঘণ্টা বাজল। হ্যারি হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। মনে হচ্ছে ওর মাথাটা মুচড়ে দেয়া স্পন্দনের মতো হয়ে গেছে। সে আর রন ছাড়া আর সকলেই ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। তখনও রন ওর জাদুদণ্টা পাগলের মতো ওর ডেক্সের দিকে বার বার তাক করছে।

‘স্টুপিড...ফালতু...জিনিস...’

‘বাড়িতে আরেকটার জন্যে লেখো,’ হ্যারি বুদ্ধি দিল, জাদুদণ্টা আতশবাজির মতো অনেকগুলো বাজি ছুড়ল।

‘হ্যা ঠিকই বলেছ, চেয়ে পাঠাই আর একটা হাউলার পাই আর কি,’ বলল রন, হিস হিস করা জাদুদণ্টা নিজের ব্যাগে ঠেসে ধরতে ধরতে। ‘তোমার জাদুদণ্ড ভেঙ্গেছে তোমার নিজের দোষে।’

ওরা দুপুরের খাবার খেতে গেল। ওখানে হারমিওনের দেখানো ট্রান্সফিগিউশনে ওর তৈরি কোট বোতাম দেখেও রনের মেজাজ ঠিক হলো না।

‘আজ দুপুরে কি ক্লাস হচ্ছে? বলল হ্যারি দ্রুত বিষয় পরিবর্তন করে।

‘কালো জাদুর বিরুদ্ধে আভ্যরণ্শা,’ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল হারমিওন।

‘কেন,’ জানতে চাইল রন, ওর কুটিনটা হাত থেকে স্কেজারে নিয়ে, ‘তুমি কি লকহাটের সব পড়া মনে গেঁথে নিয়েছ?’

ওর থেকে কুটিনটা আবার ছিনিয়ে নিল হারমিওন। রাগে লাল হয়ে গেছে ও।

দুপুরের খাবার শেষ করে ওরা বাইরে ছায়ায় ঢাকা উঠানে গেল। হারমিওন একটা পাথরের ধাপে বসল, নাক ডুবিয়ে দিল আবার ওর ভয়েজেস ডাইথ ভ্যাস্পয়ার-এ। হ্যারি আর কেন কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে কিডিচ খেলা সম্পর্কে কথা বলল, এক সময় ওয়ে মনে হলো ওর দিকে কে যেন খুব কাছে থেকে নজর রাখছে। মুখ তুলে ও দেখতে পেলো গতরাতের সর্টিং হ্যাট পরবার সময়কার ইঁদুর-চুলো ছোট ছেলেটা চেয়ে আছে ওর দিকে একেবারে পাথরের মতো। ওর হাতে ধরা মাগল ক্যামেরার মতো দেখতে কি একটা, এবং যেই

হ্যারি সরাসরি ওর দিকে তাকাল ছেলেটা একেবারে লাল হয়ে গেলো।

‘বেশ হ্যারি? আমি— আমি কলিন ক্রিভি,’ সে বলল একদমে, সামনের দিকে দ্বিঘণ্ট এক পা অগ্রসর হলো। ‘আমিও প্রিফিউরে। আমি কি তোমার একটা ছবি তুলতে পারি— কি বলো— কোনো অসুবিধা হবে না তো?’ বলল সে ক্যামেরাটা তুলল আশা করে।

‘একটা ছবি?’ হ্যারি পুনরাবৃত্তি করল অনিশ্চিতভাবে।

‘যেন আমি প্রমাণ করতে পারি তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল,’ আগ্রহভরে বলল কলিন ক্রিভি, আরো একটু অগ্রসর হয়ে। ‘তোমার সম্পর্কে আমি সব কিছু জানি। সবাই আমাকে বলেছে। যখন ইউ নো হু তোমাকে মারবার চেষ্টা করেছিল তখন কিভাবে বাঁচলে এবং কিভাবে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল আর সব কিছু এবং কিভাবে তোমার কপালে বিদ্যুতের মতো দাগ হলো’ ওর চোখ যেন হ্যারির চুল আঁচড়ে দিল, এবং আমার হোস্টেলের একটি ছেলে বলেছে আমি যদি ফিল্মটা সঠিকভাবে ডেভেলপ করতে পারি তবে ছবিগুলো নড়াচড়া করবে।’ উজ্জেব্জ্ঞায় কলিন একটি গা কাঁপানো শ্বাস নিল, বলল, ‘এ জায়গাটা চমৎকার, তাই না? হোগার্টস থেকে চিঠি না পেলে আমি জানতামই না যে বেখোঝা জিনিসগুলো আমি করছি ওগুলো ম্যাজিক। আমার বাবা একজন গোয়ালা, উনি নিজেও সেরকম কিছু বিশ্বাস করেনি। সে কারণে আমি অনেক ছবি তুলছি বাড়িতে ওঁকে পাঠাবার জন্যে। এবং খুব ভাল হবে যদি তোমার একটি ছবি আমি পাঠাতে পারি—’ সে অনুনয়ের ভঙ্গিতে হ্যারির দিকে তাকাল, ‘হয়তো তোমার বন্ধুই ছবিটা তুলতে পারবে আর আমি দাঁড়াব তোমার পাশে? এরপর তুমি ছবিটায় স্বাক্ষর দিতে পারবে?’

‘স্বাক্ষর করা ছবি? তুমি স্বাক্ষর করা ছবি বিলিয়ে বেড়াচ্ছো পারো?’

উচ্চস্থরে এবং কঠোর উপহাসে, ড্র্যাকো ম্যালফয়ের কথা উঠোনজুড়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। সে থামল একেবারে কলিনের পেছনে, দুই পাশে, যেমন হোগার্টস-এ বরাবর সে চলে তেমনি তার দুই বিশালকায় বদমায়েশের মতো দেখতে অনুগত অনুচর-ক্র্যাব আর গোয়েল।

‘এই সবাই লাইন ধরে দাঁড়াও!’ ম্যালফয়ের ভিড়ের উদ্দেশে চিংকার করে জানালো। ‘হ্যারি পটার স্বাক্ষর করা ছবি বিলিয়ে বেড়াচ্ছে!’

‘না, আমি বিলি করছি না,’ হ্যারি রেগে বলল, ওর হাত মুষ্টিবন্ধ হচ্ছে। ‘চুপ করো, ম্যালফয়ে।’

‘তুমি বড় হিংসুটে,’ চিংকন স্থরে বলল কলিন, যার গোটা শরীরটা ক্র্যাব-এর গলার সমান মেটা।

‘হিংসা?’ বলল ম্যালফয়ে, ওর আর চিংকার করবার দরকার নেই, উঠোনের

অর্ধেকটা ওর কথা এমনিতেই শুনতে পাচ্ছে। 'কিসের? আমি আমার কপাল
জুড়ে একটা খারাপ দাগ চাই না, অন্যবাদ। আমি মনে করি না মাথাটা অর্ধেক
কাটা গেলে বিশেষ কেউ হওয়া যায়।'

ক্যাব আর গোয়েল দুজনেই বোকার মতো বিদ্রূপের চাপা হাসছিল।

'পোকা খাও, ম্যালফয়,' রনের কুকু প্রতি উত্তর। হাসি বন্ধ হয়ে গেলো
ক্যাবের, ও এখন গাছের গাটের মতো ওর গাটগুলোর ওপর ভীতিজনিতভাবে
হাত বুলাচ্ছে।

'সাবধান উইসলি,' দাঁত খিচালো ম্যালফয়। 'তুমি নিশ্চরই এখন কোনো
কামেলা বাঁধাতে চাও না, বাঁধালেই তোমার মা এসে তোমাকে স্কুল থেকে নিয়ে
যাবে।' তীক্ষ্ণ কণ্ঠবিদারী স্বরে আরো ঘোগ করল। 'যদি তুমি আর এক পা
তোমার গাঁওর বাইরে দাও—'

স্নিথারিন পঞ্চম-বর্ষীয়দের একটা দল হেসে উঠল কাছে থেকে।

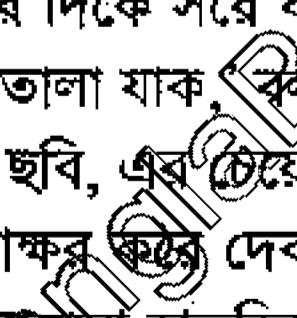
'উইসলি একটা স্বাক্ষর করা ছবি চাচ্ছে পটার,' আত্মত্ত্বির হাসি হাসল
ম্যালফয়। 'ওর পুরো পারিবারিক বাড়িটার চেয়েও ওটার দাম বেশি হবে।'

রন ওর সেলোটেপ দিয়ে জোড়া লাগানো জাদুদণ্টা একটানে বের করে
আনল, কিন্তু হারমিওন চট করে তার ভয়েজেস উইথ ভ্যামপায়ার বন্ধ করে
ফিসফিস করে বলল, 'কে আসছে দেখো!'

'কি হচ্ছে, কি হচ্ছে এ সব?' গিন্দরয় লকহাট এগিয়ে আসছেন ওদের
দিকে দীর্ঘ পদক্ষেপে, ওর ফিরোজা বঙ্গের পোষাকটা উড়ছে ওর পেছনে। 'কে
হৃবিতে স্বাক্ষর করছে?'

কথা বলতে শুরু করেছিল হ্যারি কিন্তু পারল না, ওর কাঁধের ওপর দিয়ে
একটা ঘূরিয়ে এনে হাসিখুশি লকহাট বললেন, 'জিজ্ঞাসা করাই উচিত ছিল না!
আবার হ্যারির সঙ্গে আমাদের দেখা হলো!' 

হ্যারি দেখল লকহাটের কথায় বিন্দু হয়ে অপমানে পুরুত্বে পুরুত্বে ম্যালফয়
বিদ্রূপের হাসি মুখে নিয়ে অন্যদের দিকে সরে যাচ্ছে। 

তাহলে, মিস্টার ক্রিডি ছবি তোলা যাক, কলিন লকহাট, কলিনের দিকে
উজ্জ্বল হাসি দিয়ে। 'একটা ডাবল ছবি, এবং তেয়ে ভাল কিছু বলা গেল না, আর
আমরা দুজনেই ওটা তোমাকে স্বাক্ষর করে দেব।' 

কলিন আনাড়ির মতো ওর ক্লাসের হাতড়িয়ে ঠিক-ঠাক করে ছবিটা যখন
তুলল তখন ক্লাসের বেল বাজাই শুরু করেছে। দুপুরের পরের ক্লাসগুলি শুরু
হবে।

'তোমরা এখন যাও, ওখান থেকে সরে যাও,' লকহাট জটলটার উদ্দেশে
বললেন এবং তিনি নিজেও হ্যারিকে নিয়ে রওয়ানা হলেন, তখনও ও লকহাটের

পাশেই ধরা, আর আশা করছে যদি অদৃশ্য হওয়ার একটা ভাল বিদ্যা জানা থাকত ।

‘জ্ঞানীর উদ্দেশে একটা কথা, হ্যারি,’ বললেন লকহার্ট পিতৃসুলভ স্বরে পার্শ্ব দরজা দিয়ে বিস্টিৎ-এ ঢুকতে ঢুকতে । ‘ওখানে ক্রিডির সামনে আমি তোমাকে আড়াল করলাম বটে— ও যদি আমার ছবিও তোলে, তাহলে তোমার স্কুলের বন্ধুরা ভাববে না যে তুমি নিজেই নিজেকে এত উপরে ওঠাচ্ছো...’

হ্যারি তোতলাতে তোতলাতে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কে দেয় কান তার কথায়, একদল ছাত্রের চোখের সামনে দিয়ে করিডোর দিয়ে নিয়ে সিঙ্গি বেয়ে ওঠালো ওকে লকহার্ট ।

‘আমাকে একটা কথা খোলাখুলি বলতে দাও হ্যারি, তোমার ক্যারিয়ারের এই সময় ছবি স্বাক্ষর করে দেয়ার কোনো মানে হয় না— মানে ইঁচড়ে পাকা । একটা সময় আসবে, আমার মতো, তুমি যেখানেই যাবে, সেখানেই এক বোর্ড স্বাক্ষর করা ছবি তোমাকে বইতে হবে, কিন্তু—’ ছেট করে খল খল হাসলেন তিনি, ‘আমার মনে হয় না তুমি ওখানে পৌছে গেছো ।’

ওরা লকহার্টের ক্লাসের সামনে পৌছল । তিনি এবার ওকে মুক্ত করে দিলেন । হ্যারি ওর পোষাক সমান করে ক্লাসের একেবারে পেছনের একটা বেঞ্চের দিকে রওয়ানা হলো । লকহার্টের সাতটা বইই স্কুল করে নিজের সামনে রাখল হ্যারি, যেন আসল লোকটাকে দেখতে না হয় ।

ক্লাসের অন্যরা ঢুকল বকবক করতে করতে এবং রন আর হারমিওন দু'জনে হ্যারির দু'পাশে বসল ।

‘তোমার মুখের ওপর এখন একটা ডিম ভাজা যাবে,’ বলল রন । ‘দোয়া কর যেন ত্রিভিউ সঙ্গে জিনির দেখা না হয়ে যায়, তাহলে ওর একটা হ্যারি পটার ফ্যান ক্লাব খুলে বসবে ।’

‘শাট আপ,’ ধমকে উঠল হ্যারি । সে যেটা একেবারেই পেছন্দ করেন সেটাই হচ্ছে ‘হ্যারি পটার ফ্যান ক্লাব’— কথাটা লকহার্টের কাছে ঘাক আর কি ।

পুরো ক্লাস আসন গ্রহণ করলে লকহার্টের জোরে গলা খাকারি দিলেন, নিরবতা নেমে এলো ক্লাসে । হাত বাজিরে তিনি নেভিল লংবটমের সামনে থেকে ট্র্যাভেল উইথ ট্রেলস বইটা তুলে নিজেন এবং ওর নিজের চোখ পিট পিট করা ছবিটা দেখানোর জন্যে সামনে ঝলে ধরলেন ।

‘আমি.’ ওটার দিকে আঙুল ডাক করে বললেন তিনি, সঙ্গে সঙ্গে চোখেরও ইশারা করলেন, গিল্ডরয় লকহার্ট, অর্ডার অফ মারলিন, তৃতীয় শ্রেণী, ডার্ক ফোর্স ডিফেন্স লীগের অবৈতনিক সদস্য এবং পাঁচবার উইচ উইকলি’র সবচেয়ে-মনোহর-হাসি পদক বিজয়ী— কিন্তু আমি ও নিয়ে কথা বলি না । কিন্তু

হাসি দিয়ে আমি ব্যান্ডন বানশিকে এড়াতে পারিনি!'

অপেক্ষা করলেন লকহার্ট ওরা যেন হাসে; দু'একজন দুর্বলভাবে হাসল।

'দেখা যাচ্ছে তোমরা সবাই আমার বইয়ের পুরো সেট কিনেছ— ভাল করেছ। একটা ছোট্ট কুইজ দিয়ে আজকের ক্লাস শুরু করব। ঘাবড়াবার কিছু নেই— তোমরা বইগুলো কত ভালোভাবে পড়েছ, কতটা বুঝতে পেরেছ, শুধু সেটাই একটু পরৰ করে নেয়া আৱ কি...'

সবার হাতে প্রশ্নপত্র দিয়ে তিনি ক্লাসের সামনে এসে বললে তোমাদের সময় তিরিশ মিনিট, শুরু করো— এখন!'

হ্যারি ওর প্রশ্নপত্রটা দেখল :

- ১। গিল্ডরয় লকহার্টের প্রিয় রং কি?
- ২। গিল্ডরয় লকহার্টের গোপন আকাঙ্ক্ষা কি?
- ৩। তোমার মতে এ পর্যন্ত গিল্ডরয় লকহার্টের সবচেয়ে বড় অর্জন কি?

প্রশ্নের পর প্রশ্ন, কাগজের তিন দিকে একেবারে শেষ প্রশ্নটা :

- ৫৪। গিল্ডরয় লকহার্টের জন্মদিন কবে এবং তার জন্য উপযুক্ত উপহার কি হবে?

আধ ঘণ্টা পর, লকহার্ট উত্তরপত্রগুলো সংগ্রহ করলেন এবং ক্লাসের সামনেই গুলো নিরীক্ষা করলেন।

টাট, টাট— তোমাদের একজনও যে মনে রাখতে পেরেছেন্টেম্প্রুস প্রিয় রং হচ্ছে লাইলাক (বেগুনি গোলাপী) এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। এটা আমি লিখেছি ইয়ার উইথ আ ইয়েটি বইয়ে। এবং তোমাদের কয়েকজনের ওয়ান্ডারিংস উইথ ওয়েরউফ বইটা আরো যথেন্ত্র সাথে পড়তে হবে—আমি পরিষ্কারভাবে ওখানে লিখেছি যে আমার জন্মদিনের আদর্শ উপহার হবে ম্যাজিক এবং নন-ম্যাজিক মানুষের মধ্যে ভিত্তি— যদিও আমি ওগড়েন-এর পুরনো ফায়ারভিট্রির একটা বড় বোতলে না বলবো না!'

আবার একটা বদমায়েশি চোক করলেন তিনি। রান এখন তাকিয়ে আছে লকহার্টের দিকে ওর চোখে অবিস্মিত; সামনে বসা সিমাস ফিলিপান আৱ ডিন থমাস নীরব হাসিতে মাথা ঝাঁকাচ্ছে। অন্যদিকে অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে লকহার্টের প্রতিটি কথা শুনছে হারমিওন, তার নাম কানে যেতেই চমকে উঠল।

'... কিন্তু মিস হারমিওন গ্রেঙ্গুর জানে যে আমার গোপন আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে

দুনিয়া থেকে সব খারাপ দূর করা এবং আমার নিজের মাপের হেয়ার-কেয়ার পোশন (এন্ডোজালিক উপাচারের মাত্রা) তৈরি করা – ভাল যেয়ে! বস্তুত-’ ওর উত্তরপত্রের পাতাগুলো ওল্টাচেন লকহার্ট, ‘পুরো নম্বর! মিস হারমিওন প্রেঙ্গার কোথায়?’

একটা কাঁপা হাত তুলল হারমিওন।

‘চমৎকার!’ উজ্জ্বল হাসি লকহার্টের। ‘অতি চমৎকার! প্রিফিন্ডের জন্য দশ পয়েন্ট! তাহলে এবার কাজে কথায় আসা যাক...’

ডেস্কের পেছনে উরু হয়ে একটা বড় খাঁচা তুললেন, খাঁচাটা আবরণ দিয়ে ঢাকা।

‘এখন – সাবধান হও! আমার কাজ হচ্ছে জাদুর জগতের সবচেয়ে খারাপ জীবের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত করা! তোমরা এ রূমে সবচেয়ে খারাপ ধরনের ভয়ের মুখ্যমূলি হতে পারো। শুধু এটুকু জেনে রাখো আমি যতক্ষণ রয়েছি ততক্ষণ তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না। আমি শুধু তোমাদেরকে শান্ত থাকার জন্যে অনুরোধ করব।’

হ্যারি আর নিজেকে সামলাতে পারল না, বইয়ের স্তুপের পাশ দিয়ে উঁকি দিল খাঁচাটাকে আরো ভালো করে দেখাবার জন্যে। লকহার্ট খাঁচাটার আবরণে হাত রাখল। ডিন এবং সিমাসের হাসি ততক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে। নেভিল ওর সামনের সীটে কুঁকড়ে গেছে।

‘আমি তোমাদের বলব চিৎকার না করার জন্যে,’ বললেন লকহার্ট নিচ করে। ‘চিৎকার ওদের উক্ষে দিতে পারে।’

সমস্ত ক্লাস দম বন্ধ করে আছে, লকহার্ট এক ঝটকায় খাঁচার আবরণটা সরিয়ে নিলেন।

‘হ্যা,’ নাটকীয়ভাবে বললেন তিনি। ‘সদ্য ধরা কর্ণিশ পিস্টুল (স্কুদে পরী)।’

সিমাস ফিনিগান নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলো না। একটা নাঁকি হাসি দিল সে, লকহার্টও ভুলে একে ভয়ের চিৎকার ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারলেন না।

‘হ্যা?’ সিমাসের দিকে তাকালেন পিস্টুল।

‘মানে, ওগুলো – ওগুলো তো আমার স্কুলটা-বিপদজনক নয়, তাই না?’
শ্বাসরুদ্ধ সিমাস বলল।

‘অত নিশ্চিত হয়ো না!’ বিরুদ্ধে ভয়ে সিমাস এর দিকে আঙুল সঞ্চালন করে বললেন লকহার্ট। শয়তানের মতো চালাক সব স্কুলে সর্বনাশীও হতে পারে ওগুলো।’

পিস্টুলগুলো বৈদ্যুতিক নীল, অট ইঞ্জিন লস্বা, সরু মুখ থেকে নির্গত শব্দ এত

কর্কশ আৱ গগণবিদাৱী যে মনে হবে অসংখ্য টিয়া এক সঙ্গে কথা বলছে। খাঁচাৰ আবৱণ সৱানো হতেই পিঞ্জিুলো হড়বড়াতে শুক কৱল, এদিক-ওদিক ছুটতে শুক কৱল, খাঁচাৰ শিকগুলো ধৰে ঝাঁকাতে লাগল আৱ কাছে যাবা বসে আছে ওদেৱ দিকে তাকিয়ে উত্তৃত মুখভঙ্গি কৱতে লাগল।

‘ঠিক আছে তাহলে,’ উচ্চপৰে বললেন লকহার্ট। ‘দেখা যাক তোমৱা ওদেৱ কি কৱতে পাৱো।’ খাঁচটা খুলে দিলেন লকহার্ট।

এৱপৰ শুধু বিশৃঙ্খলা। রকেটেৱ মতো ছুটছে পিঞ্জিুলো এদিক-ওদিক সবদিক। দু'জন আবাৱ কান ধৰে নেভিলকে একেবাৱে শূন্যে তুলে ফেলল। কেউ কেউ আবাৱ সোজা জানালা দিয়ে বেৱিয়ে গেলো, পেছনেৰ সাবিৱ বেঞ্চগুলোতে ভাসা কঁচৰ টুকৰো ছড়িয়ে। বাদবাকি যে ক'জন ছিল তাৱা লেগে গেলো ক্লাস রুমটাকে ভাঙচুৱ কৱাৱ কাজে, এমনভাৱে যে একটা তেড়ে আসা গণ্ডারও কৱতে পাৱবে না। কালিৱ বোতল তুলে পুৱো ক্লাসে ছড়িয়ে দিল। বই আৱ কাগজ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিল ক্লাস জুড়ে। দেয়াল থেকে ছবি ছিড়ে, বৰ্জ্য ফেলাৱ পাইটাকে উল্টিয়ে, খপ কৱে বই আৱ ব্যাগ নিৱে কাচ ভাসা জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলতে লাগল। কয়েক মিনিটেৱ মধ্যেই ক্লাসেৱ অৰ্ধেক ডেক্সেৱ নিচে গিয়ে আশুয়া নিল আৱ নেভিলকে দেখা গেল ঝুলছে সিলিং থেকে ঘোমেৱ ঝাড়টায়।

‘ওগুলোকে ধৰো, ধৰো, ওগুলো তো শুধু পিঞ্জি...’ চিৎকাৱ কৱে উঠলেন লকহার্ট।

জামাৱ হাতা গুটিৱে, জাদুদণ্ড নেড়ে তিনি চিৎকাৱ কৱে আওড়ালেন, ‘পেসকিপিকসি পেস্টেৱনমি!’

কিন্তু ওতে কিসসুই হলো না; একটা পিঞ্জি লকহার্টেৱ জন্মজগতাই ছিনিয়ে নিয়ে জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল। লকহার্ট তোক গীলৰ এক ডাইভ দিল সোজা একেবাৱে নিজেৱ ডেক্সেৱ নিচে, অল্পেৱ জন্মজগতালৈ ওজনে চ্যাপ্টা হওয়া থেকে বেঁচে যান, এক সেকেন্ড পৱেই নেভিল পড়ে, মোমবাতিৱ ঝাড়টা ছিড়ে যাওয়ায়।

ঘণ্টা বাজল। দৱজাৱ দিকে পাগলেৱ মচ্চতা ছুটল সবাই। কৰ্মে একটু শান্তি ফিৱে এলৈ, লকহার্ট উঠে দাঁড়ালেন দিলেন হ্যাবি, রন আৱ হারমিওন দৱজা দিয়ে প্ৰায় বেৱিয়ে যাচ্ছে। ওমেকে বললেন, ‘বাকি পিঞ্জিুলোকে খাঁচায় পোৱাৱ জন্মে আমি তোমাদেৱ তিনজনকে বলছি।’ ওদেৱ বেৱিয়ে যাওয়াৱ দৱজাটা বন্ধ কৱে দিলেন লকহার্ট।

‘অবিশ্বাস্য! কি বলে গেলেন লকহার্ট?’ গৰ্জন কৱে উঠল রন, একটা পিঞ্জি ওৱ কান কাষড়ে দিয়েছে, ব্যথা কৱছে প্ৰচণ্ড।

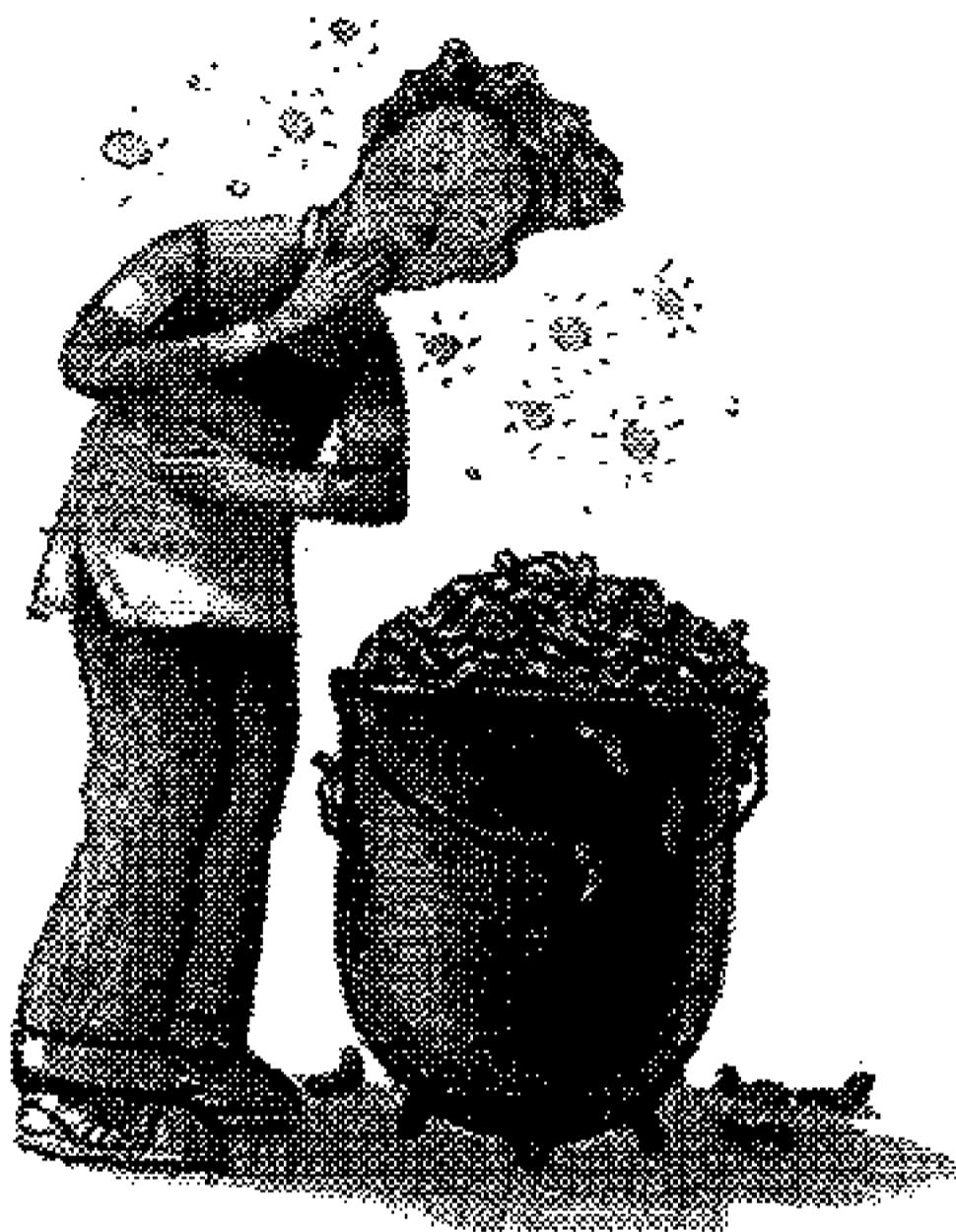
‘উনি আমাদের কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করার সুযোগ দিয়েছেন,’
বলতে বলতে হারমিউন চতুর একটা ‘ফ্রিজিং’ মায়া প্রয়োগ করে দুটো পিঙ্কিকে
নিশ্চল করে খাঁচায় পুরে ফেলল।

‘হাত লাগাও?’ বলল হ্যারি, হাতের নাগালের বাইরে জীব বের করা
নৃত্যরত একটা পিঙ্কিকে ধরবার চেষ্টা করছিল ও। ‘হারমিউন ও কি করছে সে
সম্পর্কে ওর কোনো ইঙ্গিত ছিল না।’

‘রাবিশ,’ বলল হারমিউন। ‘তুমি ওর বই সব পড়েছ-চিত্তাকর উনি যে কত
আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটিয়েছেন...’

‘উনি বলেন উনি করেছেন,’ বিড় বিড় করে বলল রন।

সপ্তম অধ্যায়



মাড়বাড় এবং মর্মর

পৰের কয়েকটা দিন হ্যারি কাটালো গিল্ডরয় লকহার্টকে এন্ড্রিজে^{যখনই} সে দেখেছে গিল্ডরয় লকহার্টকে করিডোর দিয়ে আসছে তখনই সে তার দৃষ্টির আড়ালে যাওয়ার জন্যে সচেষ্ট থেকেছে। তবে কলিন ছিল কলিন ত্রিভিকে এড়ানো। ও যেন হ্যারির সময়গুলো মুখস্থ রয়ে^{রেখেছে}। ওকে দিনে কয়েকবার, ‘ঠিক আছে, হ্যারি?’ বলা আর জবাবে, ‘হ্যালো, কলিন,’ শোনা কলিনের কাছে যেন বিরাট একটা রোমাঞ্চক্ষেত্র ব্যাপার। হ্যারির গলার স্বরে যতই ধৈর্যচূড়ি বোঝাক না কেন।

হেডউইগ তখনও রেগে আছে^{হ্যারির} ওপর। কারণ সেই গাড়িতে করে বিপর্যয়কর ঘাণ্টা। রনের জামুদগুটা এখনও ঠিকমত কাজ করছে না। শুক্রবার সকালে রনের হাত থেকে ছুটে বেরিয়ে গিরে সোজা গিয়ে বেঁটেখাটো প্রফেসর ফিটউইকের দুই চোখের মাঝখানে আঘাত করল। ফুলে গেল জায়গাটা সবুজ

হয়ে যাওয়া। এই ভাবে একটা না আরেকটা ঘটনার মধ্য দিয়ে যখন উইকএল এলো তখন হ্যারি খুশি হলো। সে, বন আর হারমিওন প্ল্যান করল শনিবার সকালে হ্যারিডের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। হ্যারিকে অবশ্য তার ওঠার কয়েক ঘণ্টা আগেই ফিফিল কিডিচ টিমের ক্যাপ্টেন অলিভার উড বাঁকিয়ে স্বুম থেকে জাগাল।

‘কি হয়েছে এএ?’ আলসে গলায় বলল হ্যারি।

‘কিডিচ প্র্যাকটিস!’ বলল উড। ‘এসো।’

চোখ কুচকে হ্যারি জানালার দিকে তাকাল। গোলাপী এবং সোনালি আকাশ থেকে ক্ষীণ একটা কুয়াশা ঝুলে রয়েছে। এখন সে সম্পূর্ণ জেগে আছে, সে বুঝতে পারছে না কি করে সে পাথীর কলকাকলির মধ্যে সে যুমাতে পেরেছে।

‘অলিভার, মাত্র তো তোর হয়েছে,’ হ্যারির গলা থেকে কেলা ব্যাঞ্জের স্বর বের হলো।

‘একেবারে ঠিক, বলল উড। লম্বা এবং স্তুলকায় ও, উন্নাদ উৎসাহে চোখ জোড়া জুলছে। ‘এটা আমাদের নতুন ট্রেনিং কর্মসূচির অংশ। জলদি ওঠো, বাড়ু নাও, চলো যাওয়া যাক,’ বলল উড উৎসাহের সঙ্গে। ‘অন্য কোন টিমই প্র্যাকটিস শুরু করেনি, আমরাই এ বছর সবার আগে শুরু করবো...’

হাই তুলতে তুলতে আর একটু কেঁপে উঠতে উঠতে হ্যারি বিছানা ছেড়ে উঠল এবং ওর কিডিচ পোশাক খোজার চেষ্টা করল।

‘এই তো লম্বী ছেলে,’ বলল উড। ‘পনরো মিনিটের মধ্যে পিচে তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে।’

টকটকে লাল টিম পোশাকটা পেয়ে আলখাল্টাও গায়ে ছাপিয়ে নিল হ্যারি। সে কোথায় কোথায় যাচ্ছে সে ব্যাপারে রনের উদ্দেশ্যে একটা ছেউ চিরকুট লিখল। নিষাস দু’হাজারটা কাঁধে ফেলে ঘোরান্না সিডি বেয়ে লেয়ে একেবারে কমন রুমে। ছবির গত্তির কাছে যেই পৌঁছেছে পেছনে ঠনঠন শব্দ ওনতে পেলো হ্যারি। দৌড়ে আসছে কলিন ক্রিডি পাগলের মতো। ওর ক্যামেরাটা ঝুলছে গলায়। হাতে যেন কি ধূম।

‘সিডিতে কে যেন তোমার সম্পর্কে কথা বলছে হ্যারি! এটা দেখো ডেভেলপ করিয়েছি, তোমাকে দেওয়ার জন্য এনেছি—’

ওর নাকের নিচে ছবিটা দেখাচ্ছে কলিন, হ্যারিকে হতবুদ্ধি দেখাচ্ছে।

সাদা কালো ছবিতে নড়ছেন স্লিকহার্ট, একটা হাতকে সবলে টানছেন তিনি, চিনতে পারল হ্যারি, হাতটা ওর নিজের। ছবিতে দেখা যাচ্ছে ও আসতে চাচ্ছে না, ক্যামেরার সামনে টানার বিরুদ্ধে বেশ বাধাই দিচ্ছে, খুশি হলো হ্যারি।

হ্যারি দেখছে, লকহার্ট শেষ পর্যন্ত নিরস্ত হলেন এবং ছবির সাদা কোণটায় গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ধপ করে বসে পড়লেন।

‘তুমি কি এটা সই করবে?’ আগ্রহের সঙ্গে বলল কলিন।

‘না।’ সোজাসাপটা বলল হ্যারি। ঘাড় ঘুরিয়ে চারদিকটা একবার দেখে নিল, সত্যিই কেউ নেইতো। ‘সরি কলিন, আমাকে যেতে হবে— কিভিচ প্র্যাকটিস আছে।’

ছবির গর্তের ভেতর উঠে গেল হ্যারি।

‘ওহ ওও! আমার জন্যে অপেক্ষা করো! আমি কখনো আগে কিভিচ খেলা দেখিনি!'

কলিনও ওর পেছন পেছন গর্তে উঠল।

‘সত্য ওটা একেবারেই বিরক্তিকর হবে,’ বলল হ্যারি, কিন্তু কলিন ওর কথায় কান দিল না, ওর চোখমুখ উভেজনায় জুল জুল করছে।

‘একশ বছরের মধ্যে তুমিই তো সর্বকনিষ্ঠ প্রেয়ার, তাই না হ্যারি? তাই না? বলল কলিন তার পাশে হাঁটতে হাঁটতে। তুমি নিশ্চয়ই অসাধারণ। আমি কখনও উড়িলি। ব্যাপারটা কি সহজ? ওটা কি তোমার নিজের ঝাড়ু? এখানে যতগুলো আছে ওর মধ্যে ওটাই কি সবচেয়ে ভাল?’

ওর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় হ্যারির জানা ছিল না। যেন একটা সাংঘাতিক রকমের বাচাল ছায়া।

‘আমি সত্যিই কিভিচ খেলাটা বুঝি না,’ বলল কলিন এক নিঃশ্বাসে। ‘এটা কি সত্য যে এই খেলায় চারটি বল ব্যবহার হয়? এবং এর মধ্যে দুটো আকাশে উড়তে থাকে প্রেয়ারদেরকে তাদের ঝাড়ু থেকে ফেলে দেয়ার জন্যে?’

‘হ্যা,’ ভারি গলায় বলল হ্যারি, হাল ছেড়ে দিয়ে কিভিচ খেলার জটিল নিয়মগুলো ব্যাখ্যা করতে উদ্যোগী হলো। ‘ওগুলোকে ব্লাজার্স বলে। অত্যেক টিমে দু’জন করে বিটার থাকে, ওদের কাজই হলো ওদের দ্বিক থেকে ব্লাজার্স দু’টোকে পিটিয়ে দূরে রাখা। শিফিল্ডের দু’জন বিটার হচ্ছে ফ্রেড এবং জর্জ উইসলি।’

‘অন্য বল দু’টো কি জন্যে?’ কলিন জিজ্ঞাসা করল। হেঁচট খেল সে, হা করে হ্যারির দিকে চেয়ে হাঁটছিল বলে

‘বেশ, কোয়াফল মানে— ওই বড় লক্স বলটা— ওটাই গোল করে। এক এক টিমের তিনজন করে চেস্ট পিজেদের মধ্যে কোয়াফলটা ছুড়ে পিচের শেষ প্রান্তের পোস্টে গোল করার চেষ্টা করে— গোল পোস্টে তিনটি লম্বা খুঁটি মাথায় ধাতব বলয় অঁটিকানো থাকে।’

‘আর চতুর্থ বলটা—’

‘—এটা হচ্ছে গোল্ডেন নিচ,’ বলল হ্যারি, ‘এটা খুবই ছেট, খুবই দ্রুত এবং ধরা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু ওই কাজটিই সিকারদের করতে হয়, কারণ কিডিচ খেলা কখনই শেষ হয় না ফতক্ষণ না নিচটা ধরা হচ্ছে। যখনই একজন সিকার নিচটাকে ধরবে, তখনই সে তার দলের জন্যে অতিরিক্ত দেড়শত পয়েন্ট অর্জন করবে।’

‘এবং তুমিই হচ্ছে প্রিফিন্ডের সিকার, তাই না? বলল কলিন বিস্ময়ে।

‘হ্যা,’ বলল হ্যারি, আসাদ থেকে বেরিয়ে ওরা শিশির ভেজা মাঠ পেরোতে শুরু করল। ‘একজন কীপারও রয়েছে, সে গোলপোস্ট বক্ষা করে। ব্যস এটাই কিডিচ খেলা।’

কিন্তু লন পেরিয়ে একেবারে কিডিচ পিচ পর্যন্ত যেতে যেতে কলিনের থ্রুথ থামল না কিছুতেই, শুধু মাত্র ড্রেসিং রুমে যাওয়ার সময় হ্যারি ওকে পিছু ছাড়া করতে পারল। তবুও ওকে পেছন থেকে চিকল গলায় ডেকে বলল কলিন, ‘যাই আমি একটা ভাল বসার জায়গায় যাই, হ্যারি! দ্রুত চলে গেলো ও স্ট্যান্ডের দিকে।

প্রিফিন্ডের চিমের অন্যরা আগেই ড্রেসিং রুমে চলে এসেছে। এর মধ্যে উড়ই একমাত্র ব্যক্তি যাকে দেখা ঘাস্তিল সম্পূর্ণ জাগ্রত। ফ্রেড আর জর্জ উইসলি বসে আছে, চোখ ফোলা আর উক্কোখুক্কো চুল, পাশেই ফোর্থ ইয়ারের অ্যালিসিয়া স্পিনেট, মনে হচ্ছে ও ঘুমেও ঢলেই পড়ে যাবে। ওর সাথের চেসার ক্যাটি বেল আর অ্যাঞ্জেলিনা জনসন পাশাপাশি বসে হাই তুলছে।

‘এই যে হ্যারি, এত দেরি হলো যে?’ উড় বলল দ্রুত। ‘পিচে যাওয়ার আগে তোমাদের সকলে সঙ্গে আমি জরুরি কিছু কথা বলে নিতে চাই, কারণ এই গ্রীষ্মে আমি ট্রেনিং-এর একটা সম্পূর্ণ নতুন কর্মসূচি বের করেছি, আমার মনে হয় এটাই একেবারে অন্য তরে নিয়ে যাবে...’

কিডিচ পিচের একটা বড়সড় ডায়গ্রাম বোর্ড উঠে ছিল, বিভিন্ন রঙের কালিতে লাইন টেনে, তীর আর ক্রস আঁকা হয়েছে। জাদুদণ্ডটা বের করে বোর্ডের ওপর টোকা দিতেই তীরগুলো ডায়গ্রামের ওপর শুয়োপোকার মতো চলতে শুরু করল। এবার উড় তার নতুন ফৌশল সম্পর্কে ছোটখাট একটা বক্তৃতা দিতে শুরু করতেই অ্যালিসিয়া কাঁধের ওপর ঝুকে পড়ল প্যেড উইসলির মাথা এবং নাক ডাকতে শুরু করল তার।

প্রথম বোর্ডটা বোঝাতে কুড়ি মিনিট লেগে গেল, এর নিচে আরো একটি বোর্ড ছিল এবং তারও নিচে তৃতীয় আরো একটা বোর্ডও ছিল। উড় একঘেয়ে স্বরে বলে ঘেতেই লাগল এদিকে হ্যারিকে মনে হচ্ছে প্রায় অচেতন।

‘তাহলে,’ বলল উড় অবশ্যে, হ্যারিকে একটা স্বপ্ন থেকে জাগিয়ে, বেচারা

হ্যারি এইমাত্র স্বপ্ন দেখছিল ক্যাসল-এ বসে সে কি নাস্তা খাবে, ‘সব পরিষ্কার তো, কোন প্রশ্ন আছে?’

‘আমার একটি প্রশ্ন আছে, অলিভার,’ বলল জর্জ, চমকে উঠে। ‘কাল যখন আমরা জেগে ছিলাম তখন এসব আমাদের কেন বললে না?’

যুব শুশি হলো না উড়।

‘এখন, আমার কথা শোন সবাই,’ ক্রুদ্ধভাবে সকলের দিকে তাকিয়ে বলল সে, ‘গত বছরই আমাদের কিডিচ কাপ জেতা উচ্চিত ছিল। আমরাই ছিলাম সবার সেরা টিম। কিন্তু আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরের সব অবস্থার জন্যে...’

হ্যারি অপরাধীর মতো নিজের সিটে নড়ে বসল। সে অচেতন অবস্থায় হাসপাতালে ছিল, তার মানে থিফিন্স হাউজকে একজন প্লেয়ার কম নিয়ে খেলতে হয়েছে। এবং গত তিনশ বছরের ইতিহাসে তাদেরকে সবচেয়ে বিপর্যক্রমভাবে হারতে হয়েছিল।

এক মুহূর্ত ব্যয় করল উড় নিজেকে সামলে নিতে। সর্বশেষ পরাজয়টা ওকে এখনও পীড়া দিচ্ছে।

‘তাহলে, এ বছর আমরা আগের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি প্র্যাকটিস করবো...ও.কে. এখন চলো আমাদের নতুন থিওরিগুলো প্র্যাকটিস করে দেখি!’ উড় চিৎকার করে উঠল, নিজের ঝাড়ুদণ্ডটা সবেগে তুলে নিয়ে নেতৃত্ব দিয়ে সকলকে ড্রেসিং রুমের বাইরে নিয়ে গেল। পা তখনও জমে আছে হাই তুলতে তুলতে তার টিম অনুসরণ করল।

এত দীর্ঘ সময়ের জন্য ওরা ড্রেসিং রুমে ছিল যে ততক্ষণে সূর্য উঠে গেছে। যদিও স্টেডিয়ামের মাঠের ঘাসে এখনও কুয়াশার পাতলা আবরণ লেগে আছে। পিচে গিয়ে হ্যারি দেখল রন আর হারমিওন ওদের ~~জন্ম~~ অপেক্ষা করছে।

‘তোমাদের এখনও শেষ হয়নি?’ জানতে চাইল ~~বুর্জু~~ অবিশ্বাসের সঙ্গে।

‘শুরুই হয়নি এখনও,’ বলল হ্যারি, প্রেট ~~বুর্জু~~ থেকে আনা রন আর হারমিওনের টোস্ট আর মোরব্বার দিকে ~~বুর্জু~~ দৃষ্টিতে তাকিয়ে। ‘উড় আমাদের নতুন কিছু কৌশল শেখাচ্ছিল।’

ঝাড়ুদণ্ডে চড়ে মাটিতে লাথি মারল ~~হ্যারি~~, সা করে অনেক উঁচুতে উঠে গেলো। সকালের ঠাণ্ডা বাতাস ওকে অকেবারে পুরোপুরি জাগিয়ে দিল, উডের দীর্ঘ আলোচনার চেয়ে অন্তত ~~বুর্জু~~ কার্যকরভাবে। কিডিচ পিচে ফিরে এসে চমৎকার লাগছে। ফ্রেড আর জর্জের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সে ডান দিকে ঘুরে পূর্ণ গতিতে স্টেডিয়াম চক্কর দিল।

‘ওই অন্তু শব্দটা কি ক্রিক করছে?’ জিজ্ঞাসা করল ফ্রেড কোনাটো সবেগে

ঘুরে আসতে আসতে।

হ্যারি স্ট্যান্ডের দিকে তাকাল। সবচেয়ে উচু সিটগুলোর একটাতে কলিন
বসে আছে। ছবির পর ছবি তুলছে। ক্যামেরার ক্লিক ক্লিক শব্দটা প্রায় জনশূন্য
স্টেডিয়ামে অঙ্গুতভাবে বহুগুণে বর্ধিত হয়ে যাচ্ছে।

‘এদিকে তাকাও, হ্যারি! এদিকে!’ চিকন গলায় চিঙ্কার করছে ও।

‘কে ওটা?’ বলল ফ্রেড।

‘কোন ধারণা নেই,’ মিথ্যা বলল হ্যারি, গতি বাড়িয়ে দিল যে কলিনের কাছ
থেকে যতটা সম্ভব দূরে যাওয়া যায়।

‘কি হচ্ছে এখানে?’ উড জিজাসা করল, ত্রুটকে, বাতাস কেটে ওদের
দিকে যেতে যেতে। ‘ওই ফাস্ট-ইয়ারটা ছবি তুলছে কেন? আমার এটা পছন্দ
হচ্ছে না। ও স্থিথারিনদের চরও হতে পারে, আমাদের নতুন ট্রেনিং প্রোগ্রাম
সম্পর্কে জেনে নিচ্ছে।’

‘ফ্রিফিল্ডেই আছে ও,’ তাড়াতাড়ি বলল হ্যারি।

‘এবং ফ্রিফিল্ডের কোন চরেরও দরকার হবে না, অলিভার,’ বলল জর্জ।

‘কি দেখে ওরকম বলছ,’ বলল উড।

‘কারণ, ইতোমধ্যে ওরা সশরীরেই এখানে চলে এসেছে,’ বলল জর্জ
ওদেরকে দেখিয়ে।

সবুজ পোশাক পরা কয়েকজন পিচে চলে আসছে হেটে, কাঁধে ঝাড়ুদও।

‘আমি বিশ্বাস করতে পারছি না!’ রাগে হিসহিস করে উঠল উড। ‘আমি
সারা দিনের জন্য পিচটা বুক করেছি! ঠিক আছে দেখা যাবে।’

উড মাটির দিকে সবেগে নামল, রাগের কারণে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি
জোরে। একটু টলমল করে ঝাড়ু থেকে নামল ও। হ্যারি, ফ্রেড এবং জর্জ ওকে
অনুসরণ করল।

‘ফ্লিন্ট!’ স্থিথারিনের ক্যাপ্টেনের উদ্দেশে গর্জন করে উঠল উড। ‘এটা
আমাদের প্র্যাকটিসের সময়! এর জন্যে আমরা মাটে এসেছি! তোমরা এখন
যেতে পারো।’

মার্কাস ফ্লিন্ট উডের চেয়েও বিশাল। জবাব দেয়ার সময় দুর্বলসুলভ ধূর্ততা
ওর মুখে, ‘আমাদের সকলের জন্যে ইতো অনেক জায়গা রয়েছে, উড।’

অ্যাঞ্জেলিনা, আলিসিয়া এবং কেটি প্রশংসিয়ে এসেছে। স্থিথারিন টিমে এমন
কোন মেয়ে নেই— যারা পাশাপাশি দাঢ়িয়ে, ফ্রিফিল্ডের মুখোমুখি দাঢ়িয়ে
অপাসে তাকাতে পারে।

‘কিন্তু আমিই তো পিচটা বুক করেছি!’ বলল উড, রাগের সঙ্গে খুতু ফেলে।
‘আমি বুক করেছি!!’

‘আহ,’ বলল ফিল্ট, ‘কিন্তু আমার কাছে তো রয়েছে প্রফেসর স্লেইপ-এর বিশেষতাবে স্বাক্ষর করা একটি চিরকুট। আমি প্রফেসর এস.স্লেইপ, স্থিথারিন টিমকে, ওদের নতুন সিকারকে ট্রেনিং দেয়ার প্রয়োজনে কিভিচ পিচে আজ প্র্যাকটিস করবার জন্যে অনুমতি দিচ্ছি।’

‘তোমরা একজন নতুন সিকার নিয়েছ?’ বলল উড মূল বিষয় থেকে সরে গিয়ে। ‘কোথায়?’

এবং দশাসই মানুষের পেছন থেকে বেরিয়ে এলো সপ্তম জন, ছেউ একজন বালক, পান্তির সূচালো মুখে আত্মত্ত্বাত্মক হাসি। বালকটি ড্র্যাকো ম্যালফয়ে।

‘তুমি কি লুসিয়াস ম্যালফয়-এর পুত্র নও?’ বলল ফ্রেড, ম্যালফয়ের দিকে তাকিয়ে, দৃষ্টিতে পরিষ্কার অপছন্দের ছাপ।

‘মজার ব্যাপার তুমি ড্র্যাকো’র বাবার নামটাই বললে,’ বলল ফিল্ট, পুরো স্থিথারিন টিমটারই মুখের হাসি আরো চওড়া হলো। ‘তিনি স্থিথারিন টিমকে যে সহদয় উপহারটা দিয়েছেন দাঁড়াও সেটা তোমাকে দেখাই।’

সাতজন্মই তাদের ঝাড়ুলাঠি বাড়িয়ে ধরল। সাতটি অভ্যন্তর উজ্জ্বলভাবে চকচক করা, একেবারে নতুন হ্যান্ডল এবং সাত সেট চমৎকার সোনালি অঙ্করে লেখা ‘নিষাস দুই হাজার এক’ সকালের রোদুরে বালসে উঠল শ্রিফিল্ডের নাকের সামনে।

‘একেবারে লেটেস্ট মডেলের। মাত্র বেরিয়েছে গত মাসে,’ বলল ফিল্ট নিস্পৃহভাবে, ওর নিজের ঝাড়ুলাঠির প্রান্ত থেকে এক কণা ধূলো ঝাড়তে ঝাড়তে। ‘আমার বিশ্বাস এটা বেশ উল্লেখযোগ্যভাবেই পুরনো নিষাস দুই হাজার’কে ছাড়িয়ে যাবে। আর পুরনো ক্লিনসুইপগুলো,’ সে বেরিয়ে ফ্রেড আর জর্জের দিকে তাকিয়ে হসল, ওরা দুজনেই ওদের ক্লিনসুইপ পাঁচ আঁকড়ে ধরল, ‘নিশ্চয়ই ওদের সঙ্গে ক্লাসের বোর্ডও মুছে।’

এক মুহূর্তের জন্যে শ্রিফিল্ডের কেউই বলার মতো কথা খুঁজে পেলো না। ম্যালফয়ের আত্মত্ত্বাত্মক হাসিটা বড় হতে হতে ওয়ের চোখ জোড়া একেবারে সরু হয়ে গেছে।

‘ওহ! দেখো,’ বলল ফিল্ট। ‘পিছনোর হামলা।’

রুন আর হারমিওন ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে আসছে, কি ঘটছে তা পরখ করার জন্যে।

‘কি হচ্ছে?’ রুন জিজ্ঞাসা করল হ্যারিকে। ‘তোমরা খেলছ না কেন? আর ও এখানে কি করছে?’

ম্যালফয়ের দিকে তাকিয়ে আছে ও, চোখটা স্থিথারিন কিভিচ জার্সির

দিকে।

‘আমি নতুন স্থিতারিন সিকার, উইসলি,’ বলল ম্যালফয় তৃপ্ত স্বরে। ‘আমার বাবা আমাদের টিমের জন্য যে ঝাড়ুগুলো কিনে দিয়েছেন সকলেই সেগুলোর প্রশংসা করছে।’

রন ঢোক গিলল, হা করে তাকিয়ে থাকল তার সামনের সাতটি অপূর্ব ঝাড়ুগুঠির দিকে।

‘ভাল, তাই না? আস্তে করে বলল ম্যালফয়। ‘হয়তো ফ্রিফিল্ডের টিমও হয়তো কিছু স্বর্ণমুদ্রা জোগাড় করে নতুন কিনে নিতে পারবে। ওই ক্লিনসুইপ পাঁচ গুলোকে এবার ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারবে। আমার মনে হয় হয়তো কোন জাদুঘর গুগুলোর নেয়ার জন্যে আগ্রহী হবে।’

স্থিতারিন টিম এবার অউহাসিতে ফেটে পড়ল।

‘ফ্রিফিল্ডের টিমে অন্তত কাউকে পয়সা দিয়ে নিজের জায়গা কিনতে হয় না।’ তীক্ষ্ণ কষ্টে বলল হারমিওন। ‘তারা জায়গা পায় শুধু প্রতিভার জোরে।’

ম্যালফয়ের চেহারা থেকে আত্মত্পূর্ণ হাসিটা নিতে গেল।

‘তোমার মতামত কেউ চায়নি, নোংরা মাড়ব্রাড,’ শু শু ফেলল ম্যালফয়।

সঙ্গে সঙ্গে হ্যারি বুঝতে পারল, ম্যালফয় সাংঘাতিক খারাপ কিছু বলেছে। কারণ ওর কথা শেষ না হতেই তুম্বুল হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। ফ্লিন্টকে ম্যালফয়ের সামনে ঝাপিয়ে পড়ে ওকে ফ্রেড আর জর্জের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হলো। অ্যালিসিয়া চিংকার করে উঠল, ‘তোমার এত বড় সাহস! রন পোশাকের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল, বের করে আনল ওর জাদুদণ্ডা, চিংকার করে উঠল, ‘তোমাকে এর জন্যে মূল্য দিতে হবে, ম্যালফয়!’ ফ্লিন্টে হাতের নিচ দিয়েই ওটা সে ম্যালফয়ের মুখের দিকে তাক করল ক্ষিণ রুম।

আকস্মিক প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠল গোটা স্টেডিয়াম জাদুদণ্ডের উল্টো দিক থেকে সবুজ আলোর একটা তীব্র বালক বেরিয়ে রনেরই ক্ষেত্রে আঘাত করে ওকে একেবারে ঘাসের ওপর আছড়ে ফেলল।

‘রন! রন! তুমি ঠিক আছো তো?’ আর্ট চিংকারি করে উঠল হারমিওন।

কথা বলার জন্যে মুখ শুল্লল রন, কিন্তু কোন কথা বের হলো না। পরিবর্তে সর্বশক্তি দিয়ে চেকুর দিল রন আর তার মুখ দিয়ে কয়েকটা অসম আকৃতির বুলেট বেরিয়ে কোলের উপর পড়ল।

হাসিতে যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেলো স্থিতারিন টিম। হাসির দমকে বেঁকে একেবারে দ্বিতীয় হয়ে গেলো ফ্লিন্ট, তব করে আছে নতুন ঝাড়ুগুঠির ওপর। চার হাতপায়ে ভর করে মাটিতে সজোরে ঘুঁষি মারছে ম্যালফয়। ফ্রিফিল্ডের রনকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে, আরো বড় বড় চকচকে বুলেট মুখ দিয়ে

উদগিরণ করছে সে। তবুও কেউ যেন ওকে ধরতে চাইছে না।

‘ওকে হ্যাণ্ডিডের কাছেই নিয়ে যাওয়া ভাল, কারণ ওর বাসটাই কাছে,’
বলল হ্যারি হারমিওনকে, সাহসের সঙ্গে মাথা নাড়ুল সে, ওরা দু’জন মিলে
রনকে হাত ধরে টেনে তুলল।

‘কি হয়েছে, হ্যারি? কি হয়েছে? ও কি অসুস্থ কিন্তু তুমি তো ওকে সুস্থ করে
তুলতে পারবে, পারবে না?’ আসন ছেড়ে দৌড়ে এসে ওরা যখন পিচ ত্যাগ
করছে তখন ওদের পাশে যেতে যেতে বলছে কলিন। রন একটা শ্বাস ছাড়ুল
আরো কয়েটা বুলেট ওর মুখ গলে সামনে পড়ুল।

‘উহহহ,’ বলল চমৎকৃত কলিন ক্যামেরা তুলে, ‘ওকে একটু স্থির করে
ধরতে পারো?’

‘সামনে যেকে সরো কলিন!’ ক্ষেপে গেছে হ্যারি। সে আর হারমিওন
রনকে ধরে স্টেডিয়াম থেকে বের করে বনের কিনারার দিকে নিয়ে এলা।

‘ওই তো ওর কাছেই, রন,’ বলল হারমিওন, যখন খেলার শিক্ষকের
কেবিনটা নজরে পড়ুল। ‘এক মিনিটের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে...প্রায় পৌছে
গেছি...’

ওরা যখন হ্যাণ্ডিডের বাসার কুড়ি গজের মধ্যে এসে পড়েছে, তখন
সামনের দরজাটা খুলে গেলো, কিন্তু ধিনি বেরিয়ে এলে তিনি হ্যাণ্ডিড নন।
গিন্ডরয় লকহার্ট উজ্জ্বল বেগুনি রঙের সবচেয়ে ফ্যাকাসে পোশাকটা পড়ে
বেরিয়ে এলেন।

‘জলদি করো, এই যে এখানে,’ চাপা স্বরে বলল হ্যারি, রনকে টেনে
কাছের একটা বোপের আড়ালে নিয়ে যেতে যেতে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও হারমিওন
ওকে অনুসরণ করল।

‘তুমি যদি জানো ঠিক কি করছ, তবে ব্যাপারটা অত্যন্ত সহজ!’ লকহার্ট
উচ্চস্বরে হ্যাণ্ডিডের উদ্দেশে বলছেন। ‘যদি সাহায্যের সুরক্ষার হয়, তুমি জানো
আমি কোথায় থাকব! আমার বইয়ের একটা কপি আমাকে দেবো— আশ্চর্য
তুমি এখনও পাওনি। আজ রাতে স্বাক্ষর করে পাইয়ে দেবো। আচ্ছা, বিদায়?’
হেঁটে প্রাসাদের দিকে চলে গেলেন লকহার্ট।

লকহার্ট দৃষ্টির বাইরে না যাওয়া প্রস্তুত অপেক্ষা করল, রনকে বোপ থেকে
তুলে বের করে হ্যাণ্ডিডের দরজা ক্লিপ নিয়ে এলো। দ্রুত নক করল।

হ্যাণ্ডিড এলো সঙ্গে সঙ্গে ক্লিপ নেজাজ খারাপ। কিন্তু দরজা খুলে আগন্তুককে
দেখে চেহারা উজ্জ্বল হয়ে গেল।

‘ভাবছিলাম তোমরা কখন আমাকে দেখতে আসবে— ভেতরে এসো,
ভেতরে এসো, ভেতরে এসো— ভেবেছিলাম প্রফেসর লকহার্টই আবার

এসেছেন।

হ্যারি আর হারমিওন দরজা দিয়ে রুক্মির কেবিনের ভেতরে। এক কোণায় একটি মাত্র বিশাল একটা খাট আরেক কোণায় চুল্লীতে আগুন জুলছে শব্দ করে। রুক্মির সমস্যায় হ্যাণ্ডিকে খুব একটা বিচলিত দেখালো না। এর আগে হ্যারি রুক্মির একটা চেয়ারে বসিয়ে সমস্যাটা সংক্ষেপে হ্যাণ্ডিকের কাছে ব্যাখ্যা করেছে।

‘ভেতরে থাকার চেয়ে বেরিয়ে যাওয়াই ভাল,’ খোশ মেজাজে বললেন হ্যাণ্ডিকে, রুক্মির সামনে বড় একটা তামার গামলা বসাতে বসাতে। ‘সবগুলো বের করে দাও।’

‘আমার মনে হয় না ওগুলো নিজে থেকে সব বেরিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের আর কিছু করার নেই,’ উদ্বেগের সাথে বলল হারমিওন। রুক্মি আবার উবু হলো গামলার ওপর। ‘ভাল সময়ই অম্বন একটা শাপ কার্যকর করা খুবই কঠিন আর একটা ভাঙ্গা জাদুদণ্ড দিয়ে...’

এদিক ওদিক ব্যন্ত হ্যাণ্ডিকে। ওর কুকুর ফ্যাং হ্যারির দিকে তাকিয়ে লালা বরাচ্ছে।

‘ফ্যাংের কান চুলকে দিয়ে হ্যারি জিজ্ঞাসা করল, ‘প্রফেসর লকহার্ট আপনার কাছে কি চেয়েছিল, হ্যাণ্ডিকে?’

‘আমাকে উপদেশ দিচ্ছিলেন, কি করে কুয়া থেকে সামুদ্রিক গুল্ম তুলতে হয়,’ ক্ষিণ হ্যাণ্ডিকে বললেন। টেবিলের ওপর থেকে অর্ধেক পাখা তোলা মুরগীটা সরিয়ে টি-পটটা রাখলেন। ‘যেন আমি জানি না আরকি। যেন কোন অশরিয়ী আত্মা যাকে সে নির্বাসিত করেছে তার ওপর আমি ঝাপিয়ে পড়ছি। এর এক বর্ণও ঘনি সত্য হয় তাহলে আমি আমার কেটেলি খাব।’

হোগার্টস-এর কোন শিক্ষকের সমালোচনা করা, হ্যাণ্ডিকের জন্য অস্বাভাবিক বটে, অবাক হয়ে হ্যারি তাকিয়ে রইল হারমিওনও কথা বলল, তবে তার চেয়ে যা স্বাভাবিক তার চেয়ে উচ্চস্তরে আমার মনে হচ্ছে আপনিও ঠিক করছেন না। প্রফেসর ডাম্বলডোর স্মার্তিকভাবেই ভেবেছেন তিনিই কাজটির জন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত—’

সেই কাজটির জন্যে একমাত্র বললেন হ্যাণ্ডিকে ওদের দিকে এক প্লেট গুড়ের সন্দেশ এগিয়ে দিতে দিতে, রুক্মি তখনও গামলার ভেতর উগড়ে চলেছে। ‘এবং আমি বোঝাতে পছন্দ একমাত্রই। কালো জাদু প্রতিরোধ বিষয়ে কাউকে খুঁজে পাওয়াও কঠিন। দেখো এই বিষয়টা পড়ার ব্যাপারে কেউ খুব বেশি আগ্রহীও নয়। সবাই ভাবতে শুরু করেছে বিষয়টা দুর্লক্ষণযুক্ত, দুর্ভাগ্য বয়ে আনে। এখন আর কেউ এ বিষয়ে বেশিদিন টেকে না। এখন আমাকে

বলো তো,’ বলল হ্যান্ডি, রনের দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে, ‘ও কাকে শাপগ্রস্ত করতে যাচ্ছিল?’

‘ম্যালফয় হারমিওনকে গালি দিয়েছে, গালিটা নিশ্চয়ই খুব খারাপ হবে, কারণ ওটা শোনার পর সবাই ক্ষিণ্ঠ হয়ে উঠেছিল।’

‘সত্ত্বাই খারাপ ছিল বলল,’ টেবিলের ওপর মাথা তুলে ভাঙ্গা গলায় বলল রন, ফ্যাকাশে হয়ে গেছে চেহারা ঘাম বরছে। “ম্যালফয় ওকে ‘মাড়ুড়’ বলে গালি দিয়েছে, হ্যান্ডি—”

রন আবার উবু হয়ে ভেতর থেকে উঠে আসা ধাতব গুলি ওগলাতে শুরু করল। হ্যান্ডিকে ক্ষিণ্ঠ দেখাচ্ছে।

‘দিয়েছে!’ হারমিওনের দিকে চেয়ে গর্জে উঠল হ্যান্ডি।

‘হ্যা দিয়েছে,’ বলল সে, ‘কিন্তু আমি এর মানে জানি না। আমি শুধু বলতে পারি সত্ত্ব অভদ্র ছিল ওর আচরণ, অবশ্য—’

‘ওটা ছিল সবচেয়ে অপমানকর ব্যাপার,’ দম নিয়ে বলল রন, আবার সোজা হয়ে বসেছে সে। ‘মাড়ুড় হচ্ছে মাগল পরিবারে মানে যার বাবা-মা জাদুকর নয়, তেমন এক বাবা-মায়ের সন্তানের জন্য সবচেয়ে জন্ম্য খারাপ গালি। কোন কোন জাদুকর রয়েছে— যেমন ম্যালফয়ের ফ্যামিলি-যারা ভাবে যে তারা হচ্ছে ওই যে কি বলে না বিশুদ্ধ রক্ত— সে জন্যেই অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।’ একটা চেকুর দিল রন, ওর বাড়ানো হাতে একটা গুলি পড়ল। ওটা গামলায় ফেলে ও বলতে লাগল, ‘অবশ্য অবশিষ্ট আমরা জানি এর কোন মানে নেই এবং এর ফলে কোন পার্থক্যও হয় না। নেভিল লংবটমকে দেখো— ও তো বিশুদ্ধ রক্ত তবুও তো একটা বড় কড়াই পর্যন্ত সঠিকভাবে খাড়া করে রাখতে পারে না।’

‘এবং এখনও এমন কোন মাঝা আবিস্কৃত হয়নি যা কি ন্যাহারমিওন করতে পারে না,’ হ্যান্ডি বলল গর্বভরে, সঙ্গে সঙ্গে হারমিওনের চেহারাটা একেবারে টকটকে লাল।

‘খুবই বিরক্তিকর ব্যাপার কাউকে,’ কাঁপ করতে ঘামে ভেজা ও দুটো মুছে বলল রন। ‘বদ রক্ত, মানে সাধারণ রক্ত নয় পাগলামি। আজকাল বেশিরভাগ জাদুকর যেতাবেই হোক মিশ্রিত রক্তের। আমরা যদি মাগলদের বিয়ে না করতাম, তাহলে কবে মরে ভৃত রক্তে যেতাম।’

আবার উবু হয়ে মাথা নেমেচ্ছো সে।

‘বেশ, ওকে শাপ দেয়ার চেষ্টা করবার জন্যে আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছি না রন,’ বলল হ্যান্ডি উচ্চস্বরে, গামলায় ধাতব গুলি পড়ার শব্দকে ছাপিয়ে। ‘ভালই বোধহয় হয়েছে যে তোমার জাদুদণ্ড উল্টো তোমাকেই শাপগ্রস্ত

কৰেছে। না হলে, লুসিয়াস ম্যালফয় দৌড়ে স্কুলে চলে আসত, তুমি ওৱা ছেলেকে শাপথান্ত কৰলে। আৱ যাই হোক তুমি মুশকিলে তো পড়নি।'

হ্যারি বলতে চেয়েছিল সমস্যা যা হৰেছে তা শুধু মুখ দিয়ে ধাতব গুলি ওগলানো এৱে বেশি কিছু নয়, কিন্তু বলতে পাৱল না, হ্যারিডের মিষ্টি টফি ওৱা চোয়ালঙ্গলো যেন আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিয়েছে।

'হ্যারি,' বলল হ্যারিড হঠাৎ, যেন কোন আকস্মিক চিন্তা ওৱা মনে খেলে গিয়েছে, 'তোমার কাছে কি খোঁচা দেয়াৱ মতো কঁটা রয়েছে। শুনেছি তুমি আজকাল ছবিতে সই দিতে শুরু কৰেছো। আমি একটাও পেলাম না এটা কেমন কথা?'

এতই রাগ হলো হ্যারিৰ যে, যেন চোয়াল টেনে দাঁত আলাদা কৰল সে।

'আমি কোন ছবিতে সই দিইনি,' উভণ্ঠ স্বৰে বলল সে। 'যদি এখনও লকহার্ট ওসৰ বলে বেড়াতে থাকে—'

এতক্ষণে খেয়াল কৰল সে, হ্যারিড হাসছে।

'আমি জোক কৰছিলাম,' বলল সে, আদৰ কৰে হ্যারিৰ পিঠে চাপড় দিয়ে। ওকে টেবিলের দিক মুখ কৰে ঠেলে দিয়ে ঘোগ কৰল, 'আমি জানি তুমি সে রকম কিছু কৰনি। আমি লকহার্টকে বলেছি তোমার ওৱকম কৰাই দৰকাৰ নেই। চেষ্টা না কৰেই তুমি ওৱা চেয়ে বেশি বিখ্যাত হৱে গেছ।'

'বাজি ধৰে বলতে পাৱি তিনি সেটা পছন্দ কৰেননি।' উঠে বসে বলল হ্যারি, এক হাতে থুতনিটা ঘষতে ঘষতে।

'মনে হয় না পছন্দ কৰেছে,' বলল হ্যারিড ওৱা চোখ পিট পিট কৰছে। 'এৱপৰ আমি বললাম ওৱা একটাও বই পড়নি এবং সে চটে গেল। ওড়েৱ টফি?' শেষেৱ কথাটা বলনোৱে উদ্দেশ্যে বলা, উবু হয়ে থাকা বুন্দ অঙ্গীৱ সোজা হয়ে মাথা তুলেছিল।

'না ধন্যবাদ,' বলল বুন্দ, 'বুঁকি না নেয়াই ভাল।'

হ্যারি আৱ হারমিওন ওদেৱ চা শেষ কৰল, হ্যারিড ডাকল ওদেৱ, 'এসে দেখে যাও আমি যে শজিৱ চাৰ কৰছি।'

বাড়িৰ পেছনেৱ শজিৱ ছোট বাগানটোৱাৰ এক ডজন মিষ্টি কুমড়ো, এক একটাৱ সাইজ বিৱাট পাথৱেৱ মাঝেৰ সমান। হ্যারি এত বড় কুমড়ো আগে কোনদিন দেখেনি।

'বেশ বড়সড় হৱেছে তাৰ না?' বলল হ্যারিড খুশি হয়ে। 'ওওলো হালোইন উৎসবেৱ জন্মে... ততদিনে যথেষ্ট বড় হয়ে যাবে সন্দেহ নেই।'

'পাছ গুলোকে কি খাওয়াচ্ছো?' জিজ্ঞাসা কৰল হ্যারি।

ঘাঢ় ঘুৰিয়ে দেখে নিল হ্যারিড ওৱা একা কি না।

‘খাওয়া, মানে আমি ওদেরকে দিচ্ছিলাম— তুমি জানোতো মানে— এই একটু বাড়তি সাহায্য আর কি।’

হ্যারি লক্ষ্য করেছে হ্যান্ডিডের ফুল ছাপানো গোলাপী ছাতটা কেবিনের পেছনের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো। হ্যারির বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে হ্যারির ছাতটা যা দেখায় শুধু তাই নয় অর্থাৎ শুধু ছাতা নয়; বস্তু, ওর দৃঢ় বিশ্বাস যে হ্যান্ডিডের পুরনো স্কুল-জাদুদণ্ডটা ওটার ভেতরেই লুকনো রয়েছে। হ্যান্ডিডের ম্যাজিক ব্যবহার করার কথা নয়। থার্ড ইয়ারে পড়ার সময়ই হোগার্টস থেকে তাকে বের করে দেয়া হয়েছিল। হ্যারি অবশ্য কোন সময়ই কারণটা জানতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে কখনও কথা উঠলেই হ্যান্ডিড জোরে গলা খাকারি দিত এবং প্রসঙ্গ পাল্টানো না পর্যন্ত রহস্যজনকভাবে চুপ হয়ে যেত।

আমার মনে হয় ভেতর থেকে বড় করার জাদুর প্রয়োগ করা হয়েছে? বলল হারমিউন, অর্ধেক অননুমোদন অর্ধেক মজা পাওয়ার স্বরে। ‘বেশ, কাজটা ভালই করেছ।’

‘তোমার ছোট বোনটিও ঠিক তাই বলেছিল,’ রনের দিকে মাথা নেড়ে বলল হ্যান্ডিড। ‘গতকালইয়াত্র শুর সঙ্গে দেখা হয়েছে।’ হ্যান্ডিড বাঁকা চোখে হ্যারির দিকে একটু তাকাল, ওর দাঁড়ি মোচড়াচ্ছে। ‘আমাকে অবশ্য ও বলেছিল ও শুধু জায়গাটা দেখে বেড়াচ্ছে, কিন্তু আমার মনে হয় ও আশা করেছিল আমার বাড়িতে অন্য কারো দেখা পাবে।’ ও হ্যারির দিকে চেয়ে চোখ টিপল। আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর তাহলে, ও স্বাক্ষর করা একটা—’

‘ওহ, চুপ করো তো,’ বলল রন। রন হেসে উঠল, মাটিতে অনেকগুলো বুলেট ছড়িয়ে পড়ল।

‘সাবধান! দেখে,’ হ্যান্ডিড চিংকার করে উঠল, রনকে মুহাম্মদ্যবান কুঘড়ার কাছ থেকে সরিয়ে আনল।

দুপুরের খাওয়ার সময় হয়ে গেছে, সকালে হ্যারি মাত্র শুড়ের পিঠা খেয়েছে, খিদেয় ওর পেট চৌঁ চৌঁ করছে, খাওয়ার জন্যে স্কুলে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারেই এখন ওর আঘাত বেশি। হ্যান্ডিডের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওরা ক্যাসলের ফিরে এলো। মাঝে মাঝে কাশতে থামে। মাত্র দু'টো খুবই ছোট বুলেট বের হলো ওর পেট থেকে।

সবেমাত্র ওরা হলে পা রেশেক অমান শোনা গেলো কর্তৃপক্ষ। ‘এই যে পটার এবং উইসলি,’ প্রফেসর ক্যাকগোনাগল ওদের দিকে হেটে আসছেন, তেহারায় কাঠিন্য ফুটে রয়েছে। ‘আজ সক্ষ্যাতেই তোমাদের শাস্তি শুরু হচ্ছে।’

‘আমাদের কি করতে হবে প্রফেসর?’ রন জিজ্ঞাসা করল, নার্ভাস সে, পেট থেকে উঠে আসা আবেকটা ধাক্কা সামলে নিল কোনরকমে।

‘মিস্টার ফিলচের সঙ্গে ট্রফি রুমের রূপার ট্রফিগুলো পলিশ করবে,’
বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল। ‘কিন্তু কোন ম্যাজিক নয়, উইসলি—’

‘রন টোক গিলল। অরগাস ফিল্চ, কেয়ারটেকার, স্কুলের সব ছাত্রই যাকে
মৃণা করে।

‘আর তুমি পটার, প্রফেসর লকহার্টকে তার চিঠির জবাব দিতে সাহায্য
করবে।’

‘ওহ না—’ আমিও কি ট্রফি রুমে যেতে পারি না? হ্যারি মরিয়া হয়ে বলল।

‘নিশ্চয়ই না,’ বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল ভ্র কুঁচকে। ‘প্রফেসর
লকহার্ট ঠিক তোমার জন্যেই অনুরোধ জানিয়েছেন। ঠিক কাটায় কাটায়
অটিটায়, তোমরা দু’জনেই।’

গভীর হতাশায় শ্রান্ত দু’জন দাঁড়িয়ে রইল, ওদের পেছনে হারমিওন,
তোমরা-সকালের-নিয়ম-ভেঙেছ গোছের ভাব চেহারায়। হ্যারির কাছে খাবার
আর ভাল লাগল না, খাওয়ার ইচ্ছেটাই যেন উবে গেছে। সে আর রন দু’জনেই
ভাবল সবচেয়ে খারাপ শাস্তিটাই ওরা পেয়েছে।

‘ফিল্চ তো আমাকে সারারাতই খাটাবে,’ রন বলল ভারি গলায়। ‘কোনো
ম্যাজিক নয়! ওই রুমে নিশ্চয়ই একশ কাপ রয়েছে। মাগল বস্তু পরিষ্কার করার
ব্যাপারে আমি কোন দক্ষ নই।’

‘আমি যে কোন সময়ই আমাদের কাজ বদল করব,’ বলল হ্যারি ফাঁকা
স্বরে। ‘ডার্সলিদের ওখানে আমার এ ব্যাপারে প্রচুর প্র্যাকটিস হয়েছে। কিন্তু
লকহার্টের হয়ে ভক্তদের চিঠির জবাব দেওয়া... ওটা একটা দুঃস্বপ্ন হবে...’

শনিবারের বিকেলটা যেন দ্রুত চলে গেল চুপিসারে এবং মনে হলো যেন
কোন সময় না দিয়েই রাত আটটা বাজতে পাঁচ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল।
দ্বিতীয় তলার করিডোর দিয়ে হ্যারি পা টেনে রুওয়ানা হলো লকহার্টের অফিসের
উদ্দেশে। দাঁত কামড়ে সে লকহার্টের অফিসের দরজায় নির্বাচন করল।

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। লকহার্ট ওর দিকে আকাশে সহাস্যে।

‘আহ, এই যে এসেছে অপদার্থটা!’ বললেন তিনি। ‘ভেতরে এসো, হ্যারি,
ভেতরে এসো।’

অনেক মোমবাতির আলোয় দেয়ালে অত্যন্ত উজ্জ্বল, ফ্রেমে বাঁধানো
লকহার্টের অসংখ্য ছবি। কয়েকটি আবার স্বাক্ষরও করেছেন তিনি। ডেক্সের
ওপর আরেটি স্তুপ পড়ে রয়েছে।

‘তুমি এনভেলাপগুলিতে টিকানা লিখতে পারো?’ লকহার্ট এমনভাবে
বললেন হ্যারিকে যেন বিরাট একটা মজার ব্যাপার। ‘প্রথমটা যাবে গ্লাডিস
গাজিওনের কাছে, ইশ্বর তার মঙ্গল করুন— আমার বিরাট ভক্ত।

শস্তুকের গতিতে সময় পার হচ্ছে। লকহার্ট বক বক করে যাচ্ছে, হ্যারি শুধু মাঝে মাঝে ‘হ্যাম’ এবং ‘ঠিক’ এবং ‘ইয়েহ’ করছে। কখনও সখনও হ্যারি কানে একটা দু'টো বাক্যাংশ আসছে, যেমন, ‘খ্যাতি হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী, হ্যারি’ অথবা ‘মনে রাখবে খ্যাতিমান হচ্ছে যেমন করবে তেমন।’

মোমবাতি পুড়তে হোট হয়ে এসেছে। আলো নাচছে লকহার্টের ছবিগুলোর ওপর, ওরা তাকিয়ে তাকিয়ে লকহার্টকেই দেখছে। ব্যাথায় জর্জের আঙুল, হ্যারি সম্ভবত হাজারতম এনভেলাপে ভেরোনিকা স্মেথলি’র ঠিকানা লিখেছে। এখন নিশ্চয়ই প্রায় যাবার সময় হয়ে এসেছে। হ্যারি, বিমর্শভাবে ভাবল, এখনই যাওয়ার সময় হোক...

এবং তারপর সে যেন কি শুনতে পেলো— নিভু নিভু মোমবাতির আওয়াজ এবং ভজদের সম্পর্কে লকহার্টের বকবকের চেয়ে আলাদা কিছু।

একটা গলার স্বর, এত শীতল যে হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট, একটা স্বর বরফ-শীতল বিষের চেয়েও ভয়ংকর, শ্বাসরুক্ষকর।

‘এসো... আমার কাছে এসো... তোমাকে একটানে ছিঁড়ে ফেলি... তোমাকে ছিঁড়ে... তোমাকে হত্যা করি...’

লাফিয়ে উঠল হ্যারি এবং ভেরোনিকা স্মেথলি’র স্ট্রীটে বিশাল একটা লাইলাকের ছাপ ভেসে উঠল।

‘কি হলো?’ জোরে বলল সে।

‘আমি জানি!’ বললেন লকহার্ট। ‘ছয় মাস ধরে বেস্ট-সেলার তালিকার শীর্ষে! সব রেকর্ড ভঙ্গ হয়ে গেছে।’

‘না,’ বলল হ্যারি উন্মুক্তের মতো, ‘ওই কষ্টস্বরটা।’

‘সরি?’ বলল লকহার্ট, ওঁকে বিশৃঙ্খল দেখাচ্ছে। ‘কোন কষ্টস্বর?’

‘ওই— ওই যে কষ্টস্বর যে বলল— আপনি শোনেন নি?’

অপার বিস্ময়ে লকহার্ট তাকিয়ে রইল হ্যারির দিকে।

‘তুমি কি বলছ, হ্যারি?’ মানে তোমার বিমুক্তি আসছে? হা ঈশ্বর— সময় দেখো কত হয়ে গেছে! আমরা এখানে প্রায় চারিশটা! আমার কখনই বিশ্বাস হয় না— সময় সত্যিই যেন উড়ে চলে গেছে তাই না?’

হ্যারি কোন জবাব দিল না। ওই অস্বস্তির কষ্টস্বর শোনার জন্যে হ্যারি কান পেতে চেষ্টা করছে, কিন্তু কোন কিন্তু সে শুনতে পেল না। শুধু শুল লকহার্ট বলছেন, পরবর্তীকালে শান্তির প্রক্রম ভাল ব্যবহার সে আশা করতে পারে না। ঘুম পাচ্ছে, হ্যারি চলে এলো লকহার্টের অফিস থেকে।

এত রাত হয়েছে যে ছিফিডুর কমন রুম প্রায় খালি হয়ে গেছে। হ্যারি সোজা হোস্টেলে চলে গেলো। রুন তখনও ফেরেনি। পাজামা পরে হ্যারি

বিছানায় চলে গেলো। অপেক্ষা করছে হ্যারি। আধঘণ্টা পর রন এলো, ডান হাত মালিশ করতে করতে, অঙ্ককার ঘরটায় পলিশের তীব্র গন্ধ নিয়ে।

‘আমার সবগুলো মাসল জাম হয়ে গেছে,’ কঁকিয়ে উঠল বিছানায় শুয়ে। ‘চৌদবার সে আমাকে দিয়ে ওই কিডিচ কাপটা মুছিয়ে তারপর সন্তুষ্ট হয়েছে। তারপর আবার বুলেট-বমি হতে শুরু করল সবগুলো গিয়ে পড়ল, ক্ষুলে সার্ভিস দেয়ার জন্যে বিশেষ পদকটির উপর। এক যুগ লেগে গেল সব পরিষ্কার করতে... লকহার্টের ওখানে কেমন ছিল?’

গলা খাটো করে, যেন নেভিল, ডিন এবং সিমাস জেগে না উঠে, বনকে বলল হ্যারি সে যা শুনেছে।

‘আর লকহার্ট বললেন যে ওই কথাগুলো শুনতেই পাননি?’ রনের জিজ্ঞাসা। চাঁদের আলোয় হ্যারি দেখতে পেলো যে সে ক্ষুব্ধ হচ্ছে। ‘তোমার কি মনে হয় উনি মিথ্যা বলছেন’ কিন্তু আমি এটা বুঝতে পারছি না— এমনকি যিনি অদৃশ্য তাকেও ঘরে ঢুকতে হলে দরজাটা খুলতে হয়।’

‘আমি জানি,’ বলল হ্যারি, ওর মশারী টানানোর চার খুটিওয়ালা খাটে চিৎ হয়ে শুয়ে তার মাথার ওপরের চাদোয়াটির দিকে অপলকে তাকিয়ে থেকে। ‘আমিও ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না।’

অষ্টম অধ্যায়



মৃত্যুদিনের পাঠি

তাঁকে বর এসে গেলো। মাটির ওপর দিয়ে স্যাংস্যাতে ঠাণ্ডা ছড়তে ছড়তে ক্যাসল পর্যন্ত ছড়ালো। ছাত্র এবং কর্মচারীদের মধ্যে হ্রাস করেই ঠাণ্ডা লাগার প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে মেট্রন ম্যাজাম পমফ্রে'র কাজ ছড়ে গেলো। ওঁর পেপারআপ পোশন সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি, যদিও এই মহৌষুক যিনিই পান করছেন কয়েক ঘণ্টা ধরে তার কান দিয়ে সমানে ধোয়া করেতে দেখা গেল। জিনি উইসলির শরীররটা ম্যাজ ম্যাজ করছিল, তার দেখিয়ে পার্সি ওকেও খানিকটা খেতে বাধ্য করল। তার সজীব চুলের নিচ থেকে ধোয়া বেরোলে মনে হলো যেন তার পুরো মাথাটায়ই আগুন লেখে গোছে।

বুলেটের সাইজের বৃষ্টির ক্ষেত্রে ক্যাসল-এর জানালায় পড়ছে দিনের পর দিন; লেকের পানি বাঢ়ছে, মুক্তির কেয়ারিঙ্গলো কাদার স্রোতধারায় পরিষ্কত হলো এবং হ্যাথিডের কুমড়োগুলো এক একটা বাগানের শেড-এর সমান বড় হলো। নিয়মিত ট্রেনিং নেয়ার ব্যাপারে অলিভার উডের উৎসাহ নিতে যায়নি।

এবং এ কারণেই হ্যালোস্টন উৎসবের কয়েকদিন আগে এক ঝাড়ো শনিবারের বিকেলে, হ্যারিকে দেখা গেল ফ্রিফিল্ড হাউজে ফিরছে ভিজে চুবচুবে এবং কাদায় মাখামাখি।

বৃষ্টি আর বাতাসের কথা বাদ দিলেও এই সময়টা প্র্যাকটিসের জন্যে খুব ভাল না। ফ্রেড আর জর্জ স্লিথারিন টিমের ওপর নজরদারি করছে, নিজের তোখে দেখেছে ওই নিষাস দুই হাজার এক ঝাড়ুগুলোর যে কী দুর্দান্ত গতি। ওরা জানালো স্লিথারিন টিমটা সাতটি অস্পষ্ট বিন্দু ছাড়া যেন আর কিছুই নয়, বাতাস কেটে জাস্প-জেটের মতো সাঁই সাঁই করে বেরিয়ে যাচ্ছে।

হ্যারি করিডোর দিয়ে পেচ পেচ শব্দ করে হেঁটে যেতে যেতে ঘার সামনে পড়ল সেও তারই মতো কোন একটা বিষয়ে চিন্তামগ্ন হয়েই ছিল। প্রায় মন্তক বিহীন নিক, ফ্রিফিল্ড টাওয়ারের ভূত, জানালা দিয়ে গোমড়া মুখে বাইরে তাকিয়ে ছিল, ফিস ফিস করে বলছে, ‘...ওদের প্রয়োজন পূরণ করো না...অর্ধেক ইঞ্জিন, যদি সেটা...’

‘হ্যালো, নিক,’ বলল হ্যারি।

‘হ্যালো, হ্যালো,’ বলল প্রায়-মন্তকবিহীন নিক, চারদিক তাকিয়ে। লম্বা কোকড়ানো চুলের ওপর ও একটা চোখ ধাঁধানো পালক লাগানো হ্যাট পরেছে, জ্যাকেট পরেছে একটা যার মধ্যে রয়েছে পালকের মোড়ক, ওর গলাটা যে প্রায় বিচ্ছিন্ন তা ঢেকে রেখেছে এই মোড়কটা। ধোঁয়ার মতোই ফ্যাকাশে ও, একেবারে ওর দেহের ভেতর দিয়েই হ্যারি বাইরের অঙ্ককার আকাশ এবং মুষলধারার বৃষ্টি দেখতে পাচ্ছে।

‘তোমাকে দুশ্চিন্তাপ্রস্ত মনে হচ্ছে, পটার,’ বলতে বলতে নিক, একটি স্বচ্ছ চিঠি ভাজ করে ভেতরের বুক পকেটে রাখল।

‘তোমাকেও তো,’ বলল হ্যারি।

‘আহ,’ প্রায়-মন্তকবিহীন নিক ওর অভিজাত হাতটা নড়েছে, ‘কোন জরুরি ব্যাপার নয়...এমন নয় যে সত্যি সত্যি আমি যোগাদিতে চেয়েছিলাম... ভেবেছিলাম দরখান্ত করব, কিন্তু আসলে আমি যোগাতার শর্তগুলো পূরণ করি না।’

তার কথায় হাঙ্কা ভাব থাকলেও, তার চেহারায় ফুটে উঠেছে তিক্ততা।

‘কিন্তু তুমি চিন্তা করবে, করবে কোন ক্ষেপেই উঠল সে হঠাৎ, পকেট থেকে আবার চিঠিটা বের করল, ‘যে ঘটনা ভোতা কুড়ালের পয়তালিশটি আঘাত তোমাকে মুগ্ধহীন শিকারে যোগাদেয়ার উপযুক্তা দেবে?’

‘হ্যা—নিশ্চয়ই,’ বলল হ্যারি যে একমত হওয়ার জন্য তৈরি হয়েই ছিল।

‘আমি বোঝাতে আমার চেয়ে বেশি তো আর কেউ চায় না যে ব্যাপার দ্রুত

এবং একেবারে পরিষ্কারভাবে শেষ হওয়াই উচ্চিঃ ছিল, এবং আমার মাথাটা সঠিকভাবেই দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত, মানে এরকম হলে আমি অনেক ব্যথা আর উপহাস থেকে বেঁচে যেতাম। সে যেই হোক...’

প্রায়-মন্ত্রকবিহীন নিক হাত ঝেড়ে চিঠিটা খুলে প্রচন্ড ক্রোধে পড়তে শুরু করল:

‘আমরা শুধু সেই ধরনের শিকারীই গ্রহণ করতে পারি যাদের মাথা দেহ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তুমি নিশ্চয়ই অনুধাবন করবে যে এর অন্যথা হলে সদস্যদের পক্ষে অশ্঵ারোহে মাথা দিয়ে খেলা দেখানো এবং মাথা-পোলোর মতো খেলায় অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং, অতীব দুঃখের সঙ্গে তোমাকে আমার জানাতে হবে যে তুমি অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করতে পারোনি। সর্বাঙ্গীন কুশল কামনা করে, স্যার প্যাট্রিক ডিলানে-পড়মোর।’

গজরাতে গজরাতে, প্রায়-মন্ত্রকবিহীন নিক চিঠিটা আবার তেতরে রেখে দিল।

‘মাত্র আধ ইঞ্চি চামড়া এবং পেশি আমার ঘাড়টাকে ধরে রেখেছে, হ্যারি! বেশিরভাগ লোকই ভাববেন বেশ পুরোপুরিইতো মাথাটা কাটা হয়ে গেছে, কিন্তু না, ওহ, স্যার প্রপারলি বিচ্ছিন্ন মাথা-পড়মোরের জন্যে এটা যথেষ্ট নয়।’

গভীর কয়েকটা শ্বাস টানল প্রায়-মন্ত্রকবিহীন নিক, তারপর একটু শান্ত কর্তৃ বলল, ‘কিন্তু-তোমার কি অসুবিধা? আমি কিছু করতে পারি?’

‘না,’ বলল হ্যারি ‘যদি না তুমি জান যে স্থিথারিনদের বিরুদ্ধে আমাদের ম্যাচে খেলবার জন্যে আমরা কোথায় বিনামূল্যে সাতটি নিম্নসুইচ হাজার এক পেতে পা—’

হ্যারির পরবর্তী শব্দগুলো ডুবে গেলো খুবই উচ্চতাক্ষ একটা বেড়ালের ডাকে, তার পায়ের গোড়ালীর কাছে কোথাও ফের শব্দটা এলা। নিচে তাকাল হ্যারি, দেখল প্রদীপের মতো হলুদ একজোড়া চোখ। মিসেস নরিস, কেয়াটেকার অরগাস ফিলচের ব্যবহার করা কক্ষালসার ধূসর বেড়ালটা। ছাত্রদের সঙ্গে কেয়ারটেকারের শেষ হ্যান্ডেল লড়াইয়ে সহকারি বিশেষ।

তোমার এখন থেকে চলে যাওয়াই ভাল, হ্যারি,’ তাড়াতাড়ি বলল নিক। ফিলচের মুড় খুব ভাল না। ওর ফু হয়েছে এবং থার্ড ইয়ারের কোন ছাত্র ভুল করে মাটির নিচের পাঁচ নম্বর ভূ-গর্ভস্থ কক্ষের সিলিং-এ ব্যাঙের মগজ লেপে

দিয়েছে; সারা সকাল ধরে ওগুলো পরিষ্কার করেছে ও, এরপর ঘদি দেখে তুমি
কাদা মাথাচ্ছে...’

‘ঠিক,’ বলল হ্যারি, মিসেস মরিসের অভিযোগ করা চেষ্টার দৃষ্টি থেকে
সরে গেলো, কিন্তু খুব ভাড়াতাড়ি সরতে পারল না। কোন রহস্যজনক শক্তি
যেন আকর্ষণ করে ওকে এই জঘন্য বেড়ালটার সঙ্গে যুক্ত করছে, হঠাতে করেই
সজোরে হাজির হলো অর্গাস ফিলচ একটা পর্দা ভেতর থেকে, ইঁচি দিচ্ছে আর
খুঁজছে আইন ভাঙছে কে। মোটা একটা স্কটল্যান্ডিয়ান পশমী কাপড়ের স্কার্ফ
মাথায় বাধা এবং নাক অস্বাভাবিক রকমের রক্তবর্ণ।

‘নোংরা!’ চিৎকার করে উঠল সে, চোয়াল কাঁপছে, চোখজোড়া
বিপজ্জনকভাবে বেরিয়ে আসতে চাইছে আড়ুল দিয়ে হ্যারির কিডিচ পোশাক
থেকে ঝারে পরা কাদাপানির ছেটখাট পুকুরটাকে ধোবার সময়। ‘সব
জায়গায়ই নোংরা, গোবর, ময়লা! তোমাকে বলছি! যথেষ্ট হয়েছে, আমার সঙ্গে
এসো পটার!’

প্রায়-মন্ত্রকহীন নিককে বিষন্নভাবে বিদায় জানাল হ্যারি, তারপর চলল
ফিলচের পেছন পেছন নিচের তলায়, যেতে যেতে মেঝেতে তার কাদামাঝা
পায়ের ছাপের সংখ্যা দ্বিগুণ করে গেলো।

হ্যারি আগে কখনো ফিলচের অফিসে আসেনি, এই একটি জায়গা যেটা
হ্যাত্র সব সময়ই এড়িয়ে চলে। কুমটা নোংরা মলিন এবং জানালাও নেই
কমে। একটামাত্র তেলের বাতি নিচু সিলিং থেকে ঝুলছে। ভাজা মাছের একটা
ক্ষীণ গন্ধ জায়গাটায় ছড়িয়ে রয়েছে। দেয়ালের কাছে কাঠের ফাইলিং
ক্যাবিনেট, লাগানো লেবেল থেকে বোঝা যায় ওগুলোতে ফিলচের শাস্তি দেয়া
সব ছাত্র সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। ফ্রেড এবং জর্জ স্টুসলির নামে
একটা পুরো ড্রয়ার রয়েছে। ফিলচের চেয়ারের পেছনে ঝুলচ্ছে চকচকে পলিশ
করা চেইন এবং হাতকড়া। সকলেরই জানা যে সে সরসময়েই ডাবলডোরের
কাছে ছাত্রদের গোড়ালীতে বেধে সিলিং থেকে ঝোলচ্ছে অনুমতি চাইছে।

ডেক্সের ওপরের একটা পট থেকে একটা মেঝার পালক তুলে নিয়ে ফিলচ
এদিক ওদিক ঘাটছে পার্চমেন্টের খৌজে।

‘গোবর,’ ক্ষিণ হয়ে বিড়বিড় করল ফিলচ সিজলিং ড্রাগন ভূত... ব্যাঙের
মগজ... ইদুরের পাকস্থলী... যথেষ্ট হয়েছে... একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে
হবে... ফরমটা কোথায় গেল... আগুন যে...’

ডেক্সের ড্রয়ার থেকে পার্চমেন্টের একটা বড় রোল সে বের করল, সামনে
ছড়ালো, লম্বা কালো পালকের কলমটা কালির দোয়াতে ডুবালো।

‘নাম... হ্যারি পটার। আপরাধ...’

‘একটু খানি তো মাত্র কাদা!’ বলল হ্যারি।

‘তোমার কাছে ওটা একটুখানি কাদা হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে এক ষষ্ঠা অতিরিক্ত ধোয়া মোছা করা! ধমকে উঠল ফিল্চ, নাকের ডগায় অস্থি
কর একটা ফোটা কাঁপছে। ‘অপরাধ...ক্যাসল নোংরা করা...প্রস্তাবিত শাস্তি...’

কিন্তু যেই না ফিল্চ তার পাখার কলম ডেঙ্কে রেখেছে, বিকট একটা ব্যাং!
অফিসের সিলিং-এ, তেলের প্রদীপটা একেবারে কেঁপে উঠল।

‘পিভস!’ গর্জন করে উঠল ফিল্চ, পাখার কলমটা রাগে ছুড়ে ফেলে
দিল। ‘এবার আমি তোমাকে দেখে নেব, দেখে নেব তোমাকে! ’

এবং পেছনে হ্যারির দিকে একবারও না তাকিয়ে ফিল্চ পুরোদস্তর দৌড়ে
বেরিয়ে গেল অফিস থেকে, মিসেস নরিস [বেড়ালটা] দৌড়ে গেল পায়ে পায়ে।

পিভস হচ্ছে স্কুল পোল্টারজিস্ট, দাঁত বের করা, আকাশে ওড়া
বিপদবিশেষ যে বেঁচেই রয়েছে ধ্বংস আৱ বিপদ সৃষ্টির জন্য। হ্যারি পিভসকে
সুব পছন্দ করে না কিন্তু মোক্ষম সময় অ্যাকশনে যাওয়ার জন্যে কৃতজ্ঞ না হয়ে
পারছে না। আশা করা যায় পিভস যা করেছে (মনে হচ্ছে এবার বেশ বড় কিছুই
ভেঙ্গেছে) সেটা হ্যারির দিক থেকে ফিল্চের মনোযোগ সরিয়ে নেবে।

ফিল্চের জন্যে অপেক্ষাই করবে মনে করে হ্যারি ডেঙ্কের কাছে একটা
পোকা খাওয়া চেয়ারে বসে পড়ল। ডেঙ্কের ওপর ওর অর্ধ-সমাপ্ত ফরমটা ছাড়া
আরেকটি বড়, রক্তবর্ণ গ্লসি খাম শুধু রয়েছে। খামের ওপর রূপালি অঙ্গে
লেখা। দরজার দিকে চট করে একবার দেখে নিল হ্যারি যে ফিল্চ আসচে কি
না, খামটা তুলে নিয়ে পড়ল :

কুইকস্পেল

চিঠির মাধ্যমে নবিশদের জন্য ম্যাজিক কেস

কৌতুহলী হ্যারি খামটা খুলে তেতর থেকে পার্চমেন্টের পাতাগুলো বের
করল। প্রথম পাতার আরো বাঁকা রূপালি বর্ণের লেখাগুলো হচ্ছে :

আধুনিক ম্যাজিক দুনিয়ায় নিজেকে যেন্ত্র মনে করছ না? একেবারে
সাধারণ জাদুগুলো প্রয়োগ না করার জন্য তেজুহাত খুঁজে বেড়াচ্ছ? তোমার
সাদামাটা যাদুর জন্যে উপহাসের পাত্র হচ্ছে?

এসবেরই জবাব রয়েছে!

কুইকস্পেল হচ্ছে সব-নতুন, অব্যর্থ, দ্রুত-ফল, সহজে-শিক্ষা কোর্স। শত
শত পুরুষ ও মহিলা জাদুকর কুইকস্পেল পদ্ধতিতে উপকৃত হয়েছে।

টপসহ্যাম-এর মার্ভাম.জেড. নেটলস লিখছেন :

‘মন্ত্রোচ্চারণ আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, আর আমার পোশন ছিল পরিবারের উপহাসের ব্যাপার! এখন, এক কোর্স কুইকস্পেলের পর, আমি এখন পার্টির শদ্যমণি, বক্সুরা আমার সিন্টিলেশন সল্যুশনের রেসিপির জন্য পায়ে ধরছে!’

ডিউসবারি-র ওয়ারলক ডি. জে. প্রড লিখছেন :

‘আমার দুর্বল জাদুতে আমার স্তী নাঁক সিটিকাতেন কিন্তু আপনাদের চমৎকার কুইকস্পেল কোর্সের এক মাস পর আমি ওকে গৃহপালিত ষাড়ে পরিণত করতে সফল হয়েছি! ধন্যবাদ, কুইকস্পেল!’

চমৎকার, হ্যারি খামের ভেতরের বাকি পাতাগুলো ওল্টালো। ফিল্চ এই কুইকস্পেল কোর্স চাচ্ছে কেন? তার মানে কি ও পুরোপুরি জাদুকর নয়? হ্যারি সবে মাত্র পড়তে শুরু করেছে, ‘পাঠ এক : জাদুদণ্ড সঠিকভাবে ধরা (কয়েকটি প্রয়োজনীয় টিপস), শুনতে পেলো পায়ের আওয়াজ, ফিল্চ ফিরে আসছে। তাড়াতাড়ি পার্চমেন্টো শিটগুলো খামের ভেতর গুজে দিল, দরজা খোলার মুহূর্তে ডেঙ্কের ওপর ছুঁড়ে মারল।

বিজয়ীর মতো লাগছে ফিল্চকে।

‘ওই অদৃশ্যমান কেবিনেটটা খুবই দামী!’ আনন্দের সঙ্গে মিসেস নরিসকে বলছিল সে। ‘এবার পিভসকে আমরা বের করেই দেবো, কি বলো সুইটি।’

হ্যারির ওপর ওর চোখ পড়ল তারপর কুকইকস্পেল খামটার ওপর, যেটা, হ্যারি এখন দেরিতে বুঝতে পারছে আগের জায়গার চেয়ে দুই ফিট দূরে পড়ে আছে।

ফিল্চের সাদা মুখটা সুড়কির মতো লাল হয়ে গেলো। ক্লোরেক চেউ ক্রোধের টাগেটি হওয়ার জন্য হ্যারি নিজেকে প্রস্তুত করল। সুড়িয়ে ডেঙ্কের কাছে গেলো হ্যারি, খামটা ছিনিয়ে নিয়ে একটা ড্রয়ারের অধ্যে ছুঁড়ে মারল।

‘তুমি কি— তুমি কি পড়েছ ওটা-? দ্রুত অস্ট্রোভাবে বলল সে।

‘না,’ তাড়াতাড়ি মিথ্যা বলল হ্যারি।

গাঁটওয়ালা হাত দুটো মলচে ফিল্চে

‘যদি আমি জানতাম তুমি আমার ব্যাস্তগত চিঠি পড়বে...না এটা আমার নয়...আমার এক বন্ধুর জন্য... যাক জ্ঞানেই হোক...সে যাই হোক...’

হ্যারি ওর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে, সতর্ক বটে; এতটা ক্ষিপ্ত ফিল্চকে কখনই দেখা যায়নি। তার চোখ জোড়া কেটির ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে, এক গালের গর্তের পেশিতে খিচুনি হচ্ছে এবং মাথার স্কার্ফটাও কোন

কাজে আসছে না।

‘বেশ... যাও... এবং কারো কাছে একটি শব্দও নয়... ওটা নয়... যদি তুমি
পড়ে না থাকো... এখন যাও, আমাকে পিভস সম্পর্কে রিপোর্ট লিখতে
হবে... যাও...’

নিজের সৌভাগ্যে বিস্মিত হ্যারি দৌড়ে অফিস থেকে বেরিয়ে গেল,
করিডোর ধরে উপরের তলায়। ফিল্চের অফিস থেকে শান্তি না পেয়ে বের হয়ে
আসা সম্ভবত একটা স্কুল রেকর্ড।

‘হ্যারি! হ্যারি! কাজ হয়েছে তো?’

প্রায়-মন্ত্রকহীন নিক উড়ে এলো একটা ক্লাসরুমের ভেতর থেকে। ওর
পেছনেই হ্যারি দেখতে পেল একটা বিরাট কালো-সোনালি ক্যাবিনেট-এর
ক্ষণস স্মৃতি, সম্ভবত ওটা অনেক উঁচু থেকে ফেলা হয়েছিল।

‘আমি পিভসকে ওটা ঠিক ফিল্চের অফিসের ওপর ফেলার জন্যে প্ররোচিত
করেছি,’ আগ্রহের সঙ্গে বলল নিক। ‘ভেবেছিলাম ফিল্চের দৃষ্টি অন্য দিকে
ফেরানো যাবে—’

‘তাহলে তুমিই?’ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলল হ্যারি। ‘হ্যা, কাজ হয়েছে বৈকি,
আমার কোন শান্তিই হয়নি, ধন্যবাদ, নিক!’

ওরা একসঙ্গে করিডোর ধরে এগোল। হ্যারি খেয়াল করল প্রায়-মন্ত্রকহীন
নিক তখনও স্যার প্যাট্রিকের প্রত্যাখ্যানপ্রত্ব হাতে ধরে রয়েছে।

‘আমি যদি ওই মুভবিহীন-শিকারে তোমার জন্য কিছু করতে পারতাম।’
বলল হ্যারি।

জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল প্রায়-মন্ত্রকহীন নিক এবং হ্যারি ওর ভেতর দিয়ে
হেঁটে চলে গেলো। না গেলেই মনে ভাল হতো; ব্যাপারটা বড়-পুরুনির মধ্যে
দিয়ে হেঁটে যাওয়ার মতো।

‘কিন্তু একটা ব্যাপার রয়েছে যা তুমি আমার জন্যে করতে পার,’ উদ্বেজিত
হয়ে বলল নিক। ‘হ্যারি— আমার কি বেশি চাওয়া চাবে— কিন্তু না, তুমিই
হয়তো চাইবে না—’

‘কি ব্যাপার? জিজ্ঞাসা করল হ্যারি।

‘বেশ, মানে, এই হ্যালোস্টেলে আমার প্রাচীত মৃত্যুদিবস,’ বলল প্রায়-মন্ত্র
কহীন নিক, নিজেকে সোজা করে মৃত্যুদিবস সঙ্গে দাগাল।

‘ওহ,’ বলল হ্যারি, তবে নিষিদ্ধ নয় যে তার দুঃখিত না খুশি হওয়া উচিত।
‘আচ্ছা।’

‘আমি একটা পার্টি করছি, নিচে বড় সড় একটা ভূ-গর্ভস্থ কক্ষে। সারাদেশ

থেকে বন্ধুরা আসছে। তুমি যদি পার্টিতে আস তবে সেটা আমার জন্যে খুব সম্মানের ব্যাপার হবে। মিস্টার উইসলি এবং মিস প্রেঞ্জারও স্বাগত, অবশ্য-কিন্তু তার চেয়ে আমি বলি কি তুমি স্কুলের ফিস্টেই যাও?' হ্যারি দ্বিতীয় মধ্যে পড়ে গেছে লক্ষ্য করল নিক।

'না,' তাড়াতাড়ি বলল হ্যারি, 'আমি আসব...'

'ডিয়ার হ্যারি পটার! আমার ডেখডে পার্টিতে! এবং' ইত্তত করছে নিক, উভেজিত হয়ে গেছে সে, 'তোমার কি মনে হয় যে স্যার প্যাট্রিককে বলতে পারবে আমাকে কত বেশি ভীতিকর এবং চিন্তাকর্ষক লাগে তোমার কাছে?'

'নি-নিশ্চয়ই,' বলল হ্যারি।

ওর দিকে তাকিয়ে হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে গেল প্রায়-মন্ত্রকর্তীন নিক।

'ডেখডে পার্টি?' হারমিওন আগ্রহ নিয়ে বলল, 'কাপড় বদলে হ্যারি ওর আর রনের সঙ্গে কমন রুমে মিলিত হওয়ার পর। খুব কম জীবিত মানুষ আছেন যারা বাজি ধরে বলতে পারবেন, অমন একটা পার্টিতে গিয়েছেন— দারুণ আকর্ষণীয় ব্যাপার হবে!'

'মানুষ কেন সেই দিনটা পালন করবে, যেদিন সে মারা গেছে?' বলল রন, যে তার পোশন হোমওয়ার্ক-এর মাঝ পর্যন্ত এসেছে। মেজাজটা ওর খারাপ। 'আমার কাছে মৃত্যুর মতই বিষাদ মনে হচ্ছে ধারণাটা...'

জানালায় তখনও কালির মতো কালো বৃষ্টির ছাট আসছে, কিন্তু সবই উজ্জ্বল এবং আনন্দময়। আগুনের আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে অসংখ্য আরাম কেদারার ওপর, যেগুলিতে বসে লোকে পড়াশোনা করে, আলোচনা করে, বাড়ির কাজ করে অথবা ফ্রেড ও জর্জ উইসলির মতো যারা এই মুহূর্তে আলোচনা করে বের করবার চেষ্টা করছে স্যালাম্যান্ডারের ফিলিবাস্টার আতশবাজি খাওয়ালে কি হতে পারে। ম্যাজিক্যাল জীবের মৌল নেয়ার ক্লাস থেকে ফ্রেড এই উজ্জ্বল কমলা রঙের আগুনে বাসকারী টিকটিকিকে উদ্ধার করেছে। এখন ওটা এক দল কৌতুহলী মানুষের মাঝে টেবিলের ওপর আস্তে ধিকি ধিকি জুলছে।

রন আর হারমিওনকে কেবলমাত্র ফিল্ম এবং কুইকস্পেল-এর কথাটা বলতে যাচ্ছিল হ্যারি এমন সময় হঠাতে স্লিম্যান্ডারটা হসস করে শূন্যে লাফিয়ে উঠল, রুমের চারদিকে পাগলের মতো ঘূরতে ঘূরতে উচ্চশব্দে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছুড়ছে আর প্রচল ব্যাং ব্যাং আস্বয়জি বের করছে। ফ্রেড আর জর্জের উদ্দেশে পার্সি চিৎকার করে গলা ফাটাচ্ছে, স্যালাম্যান্ডারের মুখ থেকে নিঃসৃত স্কুদে স্কুদে তারার দশনীয় প্রদর্শনী এবং বিস্ফোরণের সঙ্গে ওটা আগুনের মধ্যে

পালিয়ে যাওয়া সব কিছু মিলে হ্যারির ঘাথা থেকে ফিল্চ আর কুইকস্প্লেনের খামের কথাটা একেবারেই উবে গেল।

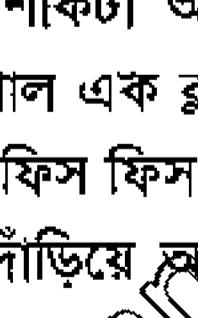
* * *

যে সময়ের মধ্যে হ্যালেইন এলো, হঠাৎ করে দেয়া ডেথডে পার্টিতে যাওয়ার প্রতিশ্রূতি সম্পর্কে হ্যারির আফসোস হতে লাগল। স্কুলের বাকি সবাই তাদের গ্যালোজিন ফিস্ট নিয়ে জল্লনা কল্লনা করছে; জীবন্ত বাদুড় দিয়ে প্রেট হল্টাকে সাজানো হয়েছে, হ্যারিভের বিরাটকাষ কুমড়োগুলোকে ল্যান্টার্নের মতো করে কাটা হয়েছে, এত বড় যে তিনজন অনায়াসে বসতে পারে এর ভেতরে এবং গুজব ছড়িয়ে পড়েছে যে ভাষ্টলভোর কংকালের একটা নাচের ট্রুপকে বুক করেছেন।

‘প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞাই,’ বসের মতো হ্যারিকে মনে করিয়ে দিল হারমিওন। ‘তুমি বলেছ ডেথডে পার্টিতে যাবে।’

সাতটার সময় হ্যারি, রন আর হারমিওন একেবারে পরিপূর্ণ প্রেট হল্টার দরজা পেরিয়ে ভূগর্ভস্থ কারাগারগুলোর দিকে পা চালালো। অবশ্য এর জন্যে হলের চকচকে সোনালি প্রেট আর মোমবাতির নরম আলোর আমন্ত্রণ তাদেরকে এড়াতে হয়েছে।

প্রায়-মন্ত্রকহীন নিকের পার্টির দিকে যেতে করিডোরটাও মোমবাতি দিয়ে আলোকিত করা হয়েছে। কিন্তু অন্যরকম দেখাচ্ছে। আনন্দের লেশ মাত্র নেই: এগুলো লম্বা, পাতলা, ঘন-কালো মোম, সবগুলো নীল আলো জুলছে, ওদের চোখে মুখেও একটা ভৌতিক স্বল্প আলো-আঁধারি ছড়িয়ে দিচ্ছে। এক একটা ধাপ ওরা নামছে সিঁড়ি দিয়ে আর তাপমাত্রা নামছে। ঠাণ্ডার কাঁপছে হ্যারি, নিজের চারদিকে পোশাকটা আরো ভালো জড়িয়ে নিল। এমন সময় শুনতে পেলো যেন বিশাল এক ব্ল্যাকবেন্ড হাজারটা নখ আঁচড়াচ্ছে।

‘ওটা কি মিউজিক?’ রন ফিস ফিস করে। একটা কোনা ঘুরে দেখতে পেলো প্রায়-মন্ত্রকহীন নিক দাঁড়িয়ে অঙ্গুষ্ঠালো ভেলভেটের পর্দা ঝোলানো একটা দরজার সামনে।

‘আমার প্রিয় বন্ধুরা,’ বল~~বল~~সে শোকে, ‘স্বাগতম, স্বাগতম...তোমরা যে আসতে পেরেছ সে জন্যে আমি যারপরনাই আনন্দিত...’

পালক লাগানো হ্যাটটা সরিয়ে; বো করে ওদেরকে ভেতরে আমন্ত্রণ জানাল সে।

অবিশ্বাস্য একটি দৃশ্য। মাটির নিচের অঙ্ককার কারাকক্ষটি ভর্তি মুক্তার মতো সাদা, আলো প্রবাহী কিন্তু অস্বচ্ছ লোকে, প্রায় সকলেই ডাঙ ফ্লোরের ভিড়ের দিকে সরছে, নাচছে ওয়ালজ তিরিশাটি মিউজিক্যাল করাতের কাঁপা এবং ভয়াবহ শব্দের তালে, কালো চাদরে ঢাকা প্রাটফরম থেকে বাজাচ্ছে একটি অর্কেস্ট্রা। মাথার ওপর থেকে একটি ঝাড়বাতি হাজার কালো মোমবাতি থেকে মধ্যরাতের-নীল আলোকচ্ছটা ছড়াচ্ছে। ওদের নিঃশ্বাস মুখের সামনেই কুয়াশা তৈরি করছে। যেন ফ্রিজারে ঢুকেছে ওরা।

‘আমরা কি চারদিকটা একটু ঘুরে দেখব,’ প্রস্তাব দিল হ্যারি, আসলে পা গরম করতে চাচ্ছে ও।

‘সাবধান থেকো কারো ভেতর দিয়ে যেন হেঁটে যেও না,’ বলল বন, একটু নার্ভাস বোধ করছে সে, রো নাচের ফ্লোরের ধার ধরে হাঁটতে শুরু করল। এক গুপ্ত মন ভার নানের পাশ দিয়ে গেল, এক হতচ্ছাড়া চেন পরা, মোটাসোটা জ্বায়ার, উৎফুল্ল হাফলপাফ ভূত, কথা বলছে একজন নাইটের সঙ্গে যার কপালে লেগে আছে একটা তীর। ব্রাডি বেরন, রোগা স্থিথারিন ভূত সারা শরীরে ঝপালি রঙের দাগ, অন্যান্য ভর্তি সকলেই তাকে এড়িয়ে চলছে দেখল হ্যারি, কিন্তু অবাক হলো না।

‘ওহ না!’ বলল হারমিওন হঠাতে করে থেমে,। ‘পেছন ফেরো, পেছন ফেরো, আমি মোনিং মার্ট্যু-এর সঙ্গে কথা বলতে চাই না-’

‘কে?’ জিজ্ঞাসা করল হ্যারি, পেছন দিকে যেতে যেতে।

‘সে প্রথম তলায় ঘেয়েদের টয়লেটে ঘুরে বেড়ায়,’ বলল হারমিওন।

‘সে টয়লেটে ঘুরে বেড়ায়?’

‘হ্যাঁ। সারা বছর ধরেই টয়লেটটা নষ্ট কারণ থায়ই ওয়াগ হয় আর সে টয়লেটটাতে পানির বন্যা বইয়ে দেয়। এড়াতে পারলে আমি কখনো ওখানে যাইনি। তুমি টয়লেটে গেছ আর ও বিলাপ করছে স্থানে কি একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার না-’

‘দেখো, খাবার!’ বলল বন।

অঙ্ককার কারাকক্ষটির আরেক প্রায়ে একটা লম্বা টেবিল, ওটাও কালো ভেলভেট ঢাকা। ওরা টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলো আগ্রহ নিয়ে, কিন্তু পর মুহূর্তে জায়গায়ই দাঁড়িয়ে পড়ল, ভয়ে। গন্ধটা একেবারেই জব্বন্যরকমের বিরক্তিকর। বড় বড় পঁচা মাছ সুন্দর ঝপালি প্লেটে করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে, কেক, পোড়া কাঠকয়লার মতো কালো, ধাতুর ট্রের ওপর স্তপ করা রয়েছে,

পনিরের একটা ঠাই পশমী সবুজ ছাঁতের দিয়ে ঢাকা এবং সম্মানের জাগুগাটিতে, সমাধি-ফলকের আকৃতির বিশাল এক ধূসর কেক তার ওপর আলকাতরার মতো আইসিং দিয়ে লেখা :

স্যার নিকোলাস দ্য মিমসি-পরপিংটন
মৃত্যু ৩১ অক্টোবর, ১৯৪২

হ্যারি অবাক হয়ে দেখছে। একজন হষ্টপুষ্ট ভূত টেবিলের কাছে এসে একটু ঝুঁকে টেবিলটার মধ্যে দিয়ে চলে গেলো। মুখ হা করা ছিল ভূতটার ঘেন সে দুর্গন্ধযুক্ত স্যামন মাছের ভেতর দিয়ে ঘেতে পারে।

‘ওটার মধ্য দিয়ে গেলে কি স্বাদ পাওয়া যায়?’ হ্যারি জিজ্ঞাসা করল ভূতটাকে।

‘প্রায়.’ বলল ভূতটা মলিন মুখে তারপর চলে গেল অন্যদিকে।

‘আমার মনে হয় গোটাকে তীব্রতা দেয়ার জন্যে ওরা ওটাকে আরো পঁচিয়েছে,’ নাক ধরে দুর্গন্ধযুক্ত ডেড়ার মাংসের ক্ষটিশ ডিশটার আরো কাছে গিয়ে অভিজ্ঞের মত বলল হারমিওন।

‘চলো এখান এখন থেকে সরা যাক, আমি অসুস্থ বোধ করছি,’ বলল রন।

ওরা ঘুরতে পেরেছে কি পারেনি, হঠাতে করেই টেবিলের নিচে থেকে বেরিয়ে এসে একটি বেটেখাটো মানুষ ওদের সামনে শুন্যে থমকে দাঁড়ালো।

‘হ্যালো, পিভস,’ বলল হ্যারি সতর্কতার সঙ্গে।

চারদিকের ভূতগুলোর তুলনায় পল্টারজিস্ট পিভস একেবারে উল্টো, ফ্যাকাসেও নয় স্বচ্ছও নয়। ওর পরনে একটা উজ্জ্বল কমলা প্লাট-হ্যাট, একটা ঘূর্ণায়মান বো টাই এবং ওর বড় শয়তানী মুখটায় চওড়া হাসি।

‘খাবে?’ সুন্দরভাবে ফাঁৎগাসে ভরা এক গামলা ছেলে ওদের দিকে বাড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা কলল পিভস।

‘না, ধন্যবাদ,’ বলল হারমিওন।

‘তোমাকে মার্টল সম্পর্কে কথা বলতে পারেছি, বেচারা,’ বলল পিভস, ওর চোখ জোড়া নাচছে। ‘মার্টল-এর উপর আবিচারই করেছো, বেচারা।’ লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে হাঁফ ছাড়ল, ‘ওয়াশিমার্টল।’

‘ওহ, না, পিভস, ওকে বলেনো আমি কি বলেছি, ও মন খারাপ করবে, দ্রুত পাগলের মতো ফিস ফিস করে বলল হারমিওন। ‘আমি ঠিক ওটা বিশ্বাস করে বলিনি, আমি কিছু মনে করি না ওর মানে-এই যে, হ্যালো মার্টল।’

বসে থাকা একটা মেয়ে ভূত উড়ে এলো। দীর্ঘ, কৃশ এবং টাঁদিতে লেপ্টে থাকা চুল এবং চওড়া চশমার আড়ালে অর্ধ লুকনো হ্যারির দেখা সবচেয়ে বিষণ্ণ চেহারা মার্টলের।

‘কি?’ জিজ্ঞাসা করল গাল ফুলিয়ে।

‘কেমন আছো, মার্টল? জিজ্ঞাসা করল হারমিওন, মেরি আন্তরিকতায়। টয়লেটের বাইরে তোমাকে দেখে ভালই লাগছে।’

হাঁচি দিল মার্টল।

‘মিস গ্রেঞ্জার এই মাত্র তোমার সম্পর্কেই আলাপ করছিল-’ বলল পিভস ধূর্ততার সঙ্গে মার্টলের কানে কানে।

‘এই বলছিলাম— বলছিলাম কি— তোমাকে আজ রাতে কত সুন্দর দেখাচ্ছে,’ পিভস এর দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে বলল হারমিওন।

চোখে সন্দেহ নিয়ে হারমিওনের দিকে তাকাল মার্টল।

‘তোমরা আমাকে নিয়ে তামাশা করছ,’ বলল সে, ওর স্বচ্ছ সি-থু চোখে ঝুপালি অশ্রু টল টল করছে।

‘না-সত্যি-অনেস্টেলি- এইমাত্র না আমি বললাম মার্টলকে আজ কত সুন্দর লাগছে?’ হ্যারি আর রনের পাঁজরে জোরে খোঁচা দিয়ে বলল হারমিওন।

‘ওহ, হ্যা...’

‘সে বলেছে...’

‘আমার কাছে মিথ্যা কথা বলবে না,’ ঘন ঘন শ্বাস টানল মার্টল, ওর চোখের পানিতে বাঁধ ভাঙ্গা বান, ওর ঘাড়ের ওপর দিয়ে খুশিতে চাকুম করে উঠল পিভস। ‘তোমরা কি যনে করো লোকে আড়ালে আমার সম্পর্কে কি বলে সেটা আমি জানি না? মেটা মার্টল! কুৎসিং মার্টল! যাচ্ছে-তাঁকে কেঁকানো, মনমরা মার্টল!’

‘তুমি “দাগওয়ালী” বলতে ভুলে গেছ,’ ওর কানে ফিস ফিস করে বলল পিভস।

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল কেঁকানো মার্টল, ছুটিয়ে রিয়ে গেলো ওখান থেকে। পিভসও দৌড়াল ওর পেছন পেছন, ছোট ছেট মাটির ওর দিকে ছুড়তে ছুড়তে জোরে জোরে বলছে, ‘দাগওয়ালী! দাগওয়ালী!’

‘আহা বেচারা!’ বলল হারমিওন দুঃখের সঙ্গে।

প্রায়-মন্ত্রকহীন নিক ভিজে কেলে ওদের দিকে এগিয়ে এলো।

‘এনজয় করছো তো?’

‘ওহ! নিশ্চয়ই.’ মিথ্যা বলল ওরা।

‘এসেছে অনেকেই,’ বেশ গর্বের সঙ্গে বলল নিক। ‘বিলাপী বিধবারা সেই

কেন্ট থেকে এসেছে... এখন আমার বক্তৃতা দেয়ার সময় প্রায় হয়ে গেছে, আমি যাই বাজনাদারদের একটু বলি..."

ঠিক সেই সময়ই বাজনাদাররা বাজনা থামিয়ে দিল। ওরা এবং ওই কারা অকোষ্ঠে যারাই ছিল সবাই একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেলো মৃত্যুর মধ্যে, চারদিকে তাকাচ্ছে উন্ডেজনায়, শিকারির হর্ণের আওয়াজ শোনা গেল।

'ওহ! এই যে এসে গেছে,' তিঙ্গতার সঙ্গে বলল নিক।

ভূ-গর্ভস্থ কক্ষে দেয়ালের মধ্যে দিয়ে সজোরে বেরিয়ে এলো এক ডজন অশ্রীরী ঘোড়া, প্রত্যেকটির উপর সওয়ার হয়ে আছে একজন করে মাথাহীন অশ্বারোহী। ওরা জোরে জোরে তালি বাজাল: হ্যারিও তালি বাজাতে শুরু করল, কিন্তু নিকের চেহারার দিকে তাকিয়ে তালি বাজানো বন্ধ করে দিল।

ঘোড়াগুলো নাচের ফ্লেরের ঠিক মাঝখানে দৌড়ে গেলো, থামল, পেছনে এলো, সামনে এগোলো; সামনে বিশাল এক ভূত যার কাটা মাথা ওর নিজের বগলে, হর্ষ বজালে ও, লাফ দিয়ে নিচে নামল, মাথাটাকে লোকজনের মাথার উপরে তুলল যেন সবার মাথার উপর দিয়ে ও দেখতে পায় (সবাই হাসল)। হেঁটে নিকের কাছে গেলো, মাথাটা ঘাড়ের উপর বসালো।

'নিক,' গর্জন শোনা গেল একটা। 'কেমন আছো? মাথাটা এখনও ওখানেই বুলছে?'

প্রাণবুলে একটা অউহাসি দিল সে, প্রায়-মাথাহীন নিকের কাঁধের চাপড় দিল।

'শ্বাগতম, প্যাট্রিক,' বলল নিক আড়ষ্টভাবে।

'জীবিতরা!' বললেন স্যার প্যাট্রিক হ্যারি, রন আর হারমিওনের দিকে চোখ পড়তেই এবং যেন আচর্য হয়েছেন এমন একটা ভাব করে দিলেন এক ভূয়া লাফ, ওর মাথাটা আবার পড়ে গেলো। উপস্থিত সকলেই হাস্তিত কেটে পড়ল।

'বেশ মজার,' মুখ গোমড়া করে বলল নিক।

'কিছু মনে করো না নিক,' মেঝে থেকে দিল করে উঠলেন স্যার প্যাট্রিকের মাথাটা। 'তাকে যে শিকারে যোগাদিত দেয়া হয়েনি সে ব্যাপারে এখনো মন খারাপ করে আছে! কিন্তু আমি দেখাতে চাইছি-ওর দিকে তাকাও-

'আমার মনে হয়,' তাড়াতাঢ়ি বলল হ্যারি, নিকের অর্থবোধ চাহনির জবাবে, 'নিক খুবই-ভয় পেয়েছে এবং মানে-'

'হা!' চিৎকার করে উঠল স্যার প্যাট্রিকের লুঠিত মাথা। 'বাজি ধরে বলতে পারি ও তোমাকে ওটা বলতে বলেছে!'

'আমি কি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি, আমার মনে হয় এখন আমার

বক্তৃতা দেয়ার সময় হয়েছে।' বলল প্রায়-মাথাহীন নিক জোরে, হেঁটে মঞ্চের দিকে গেল এবং একটা বরফ-শীতল স্পটলাইটের ভেতরে প্রবেশ করল।

'আমার মৃত লর্ড, অদ্রমাহিলা এবং অদ্রলোকেরা, এটা আমার অতি বড় দুঃখ...'

এরপর কেউই আর কিছু শোনেনি। স্যার প্যাট্রিক আর হেডলেস হান্টের অন্যরা মিলে হেড-হকি খেলা শুরু করে দিল, উপস্থিত সকলে খেলা দেখায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বৃথাই চেষ্টা করল নিক দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করার। কিন্তু হাল হেঁচে দিতে বাধ্য হলো, ওর পাশ দিয়ে স্যার প্যাট্রিকের মাথাটা উড়ে যাওয়ার সময় দর্শকদের সোচার উল্লাস দেখে।

ঠাণ্ডায় হ্যারির একেবারে জমে যাওয়ার দশা, ক্ষিধেও পেয়েছে।

'আমি আর সহ্য করতে পারছি না,' বিড় বিড় করে বলল রন, ঠাণ্ডায় দাঁতে দাঁত লাগছে, বাজনাদাররা আবার বাজাতে শুরু করল, ভূতগুলো সব আবার ড্যাস-ফ্লোরে।

'চলো ঘাই,' হ্যারিও বলল।

ওরা আন্তে আন্তে দরজার দিকে সরে যেতে লাগল, কারো দিকে মাথা নেড়ে, কাউকে ঢাপা হাসি দিয়ে এক মিনিটের মধ্যেই কালো ঘোমবাতি জ্বালানো প্যাসেজে চলে এলো ওরা।

'এখনও হয়তো পুড়িং শেষ হয়ে যাবনি,' রনের আশাবিত কষ্টস্বর, সবার আগে হলঘরের ধাপগুলোর দিকে এগিয় যাচ্ছে ও।

এর ঠিক পরেই হ্যারি শুনতে পেলো।

'...ছেড়ো...ফাড়ো...মারো...'

সেই একই কষ্টস্বর, একই রূকম শীতল, খুনে কষ্টস্বর মিট্টিসে শুনতে পেয়েছিল লকহার্টের অফিসে।

হোচট খেয়ে পাথরের দেয়ালটা আঁকড়ে ধরে থেমে পেলো সে। সর্বশক্তি দিয়ে শোনার চেষ্টা করছে, চারদিকে দেখবার মেট্টি করছে, চোখ কুঁচকে প্রায়ককার প্যাসেজটা দেখবার চেষ্টা করছে।

'হ্যারি, তোমার কি—?'

'ওই কষ্টস্বরটা আবার-চুপ কর এবং মিষ্টি—'

'...এতো ক্ষুধার্ত...এত দিন ধুক্কে...'

'শোন!' বলল হ্যারি, কষে জুরুরিভাব, এবং রন আর হারমিউন ওকে দেখে একেবারে জমে গেলো।

'...হত্যা করো...হত্যা করার সময়...'

শ্বরটা ক্ষীণ হয়ে আসছে। হ্যারি নিশ্চিত যে ওটা ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে-

উপরের দিকে ; অঙ্ককার সিলিংটার দিকে চেয়ে রইল সে, ভয় আর উভেজনা ছাপ করেছে ওকে ; ওটা উপরে যাচ্ছে কি তাবে ? তবে কি ওটা ফ্যান্টম, যার কাছে পাথরের সিলিং কোন ব্যাপারই নয় ?

‘এই পথে,’ চিংকার করে ও সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করল এবং প্রথম হলঘরে প্রবেশ করল। ওখানে কিছু শোনার আশা করা বৃথা, প্রেট হলের ডেতের থেকে হ্যালোগ্রাফ ফিস্টের কলরব ভেসে আসছে। হ্যারি সিঁড়ির মার্বল ধাপ বেয়ে দৌড়ে দ্বিতীয় তলায় উঠল, রন আর হারমিওন ওর পেছন পেছন।

‘হ্যারি, আমরা কি-’

‘সশশ !’

কান পাতল হ্যারি। খুব ক্ষীণভাবে উপরের তলা থেকে, এবং ক্রমেই ক্ষীণতর শুনতে পেলো সে কষ্টস্বর : ‘...আমি রক্তের গন্ধ পাচ্ছি...আমি রক্তের গন্ধ পাচ্ছি !

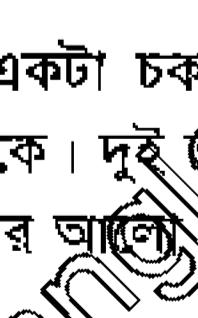
ওর পাকস্তলী যেন ডেতরে সেঁধিয়ে গেল। ‘কাউকে ও মেরে ফেলবে !’ ও চিংকার করে উঠল। রন আর হারমিওনের ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া চেহারা উপেক্ষা করে ও এর পরের তলায় উঠতে শুরু করল দৌড়ে এক একবারে তিন তিনটি করে সিঁড়ির ধাপ ডেঙ্গে। ওর নিজের পায়ের শব্দের বাইরে শুনতে চেষ্টা করছে ও।

প্রচণ্ড বেগে পুরো তৃতীয় তলাটা চমে বেড়াল হ্যারি, রন আর হারমিওন ওর হাঁপাচ্ছে ওর পেছন পেছন। শেষ একটা কোনায় এসে মোড় ঘুরেই পেল খালি প্যাসেজ।

‘হ্যারি, পুরো ব্যাপারটা কি হচ্ছে ? বলল রন মুখ থেকে ঘাম মুছতে মুছতে। ‘আমি কিছু শুনতে পাইনি...’

কিন্তু হঠাৎ ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলল হারমিওন,  করিডোরটা দেখিয়ে।

‘দেখো !’

সামনের দেয়ালে কি যেন একটা চকচক করছে। সামনে গেলো ওরা, ধীরে, অঙ্ককারের মধ্যে চোখ কুঁচকে। দুই  জুম্লার মাঝাখানের দেয়ালে একফুট উঁচু উঁচু অক্ষর, জুলন্ত মশালের আলো বিলম্বিল করছে।

গোপনীয়তা কোষ্টটি খোলা হয়েছে
উত্তরাধিকারের শক্রো, সাবধান

‘ওটা কি— নিচে ঝুলছে?’ বলল বন,’ ওৱ স্বৰে সামান্য কাঁপন।

কাছাকাছি পৌছে হ্যারি থায় পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল। মেৰোতে পানিৰ
বীতিমত একটা ডোবা তৈরি হয়ে আছে। বন আৱ হারমিওন ওকে ধৰে ফেলল,
এবং ইঞ্জি ইঞ্জি কৰে লেখাটাৰ দিকে এগোচ্ছে, নিচেৰ একটা ঘন ছায়াৰ ওপৰ
চোখ স্থিৰ। একই সঙ্গে ওৱা ভিনজন বুৰুতে পাৱল ওটা কি, সঙ্গে সঙ্গে লাফ
দিয়ে পেছনে সৱে এলো।

মিসেস নৱিস, কেয়াৱটেকাৱেৰ বিড়ালটা টৰ্চ লাগানোৰ ব্ৰ্যাকেট ধৰে লেজে
ঝুলে রয়েছে। শক্ত কাঠেৰ মতো মিসেস নৱিসেৰ চোখ দুটো পুৱো খোলা এবং
এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।

কয়েক মুহূৰ্তেৰ জন্য ওৱা নড়ল না। তাৱপৰ বন বলল, ‘চলো এখান থেকে
চলে যাই।’

‘আমাদেৱ কি একবাৱ সাহায্য কৱাৱ চেষ্টা কৱা উচিত নয়-’ বেঁৰোঢ়াভাবেই
বলল হ্যারি।

‘বিশ্বাস কৱো,’ বলল বন। ‘আমাদেৱকে এখানে কেউ দেখুক এটা চাছি
না।’

কিন্তু অনেক দেৱী হয়ে গেছে। গুড় গুড় আওয়াজ পাওয়া গেলো, যেন
কোন দূৰেৰ বজ্রধনি, ওদেৱ জানিয়ে দিল যে, এইমাত্ৰ ফিস্ট শেৰ হলো। ওৱা
যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তাৱ দুই দিক থেকেই শত শত পায়েৰ আওয়াজ পাওয়া
গেলো সিঁড়ি ভেঙ্গে উপৱে উঠছে। সঙ্গে শোনা যাচ্ছে ভূৱিভোজনেৰ পৰ
মানুষেৰ সুখ-গল্পেৰ আওয়াজ; পৰ মুহূৰ্তেই, দুদিক থেকেই ছাত্ৰৱা যেন
জোয়াৱেৰ মতো প্যাসেজে এসে পড়ল।

বকবক, উভেজিত কথাবাৰ্তা এবং সব শব্দ এক পলকে খেঘোল যখনই
সামনেৰ ছাত্ৰদেৱ চোখ ঝুলত বিড়ালটাৰ ওপৰ পড়ল ~~হ্যারি~~, বন আৱ
হারমিওন দাঁড়িয়ে রয়েছে অন্যদেৱ থেকে বিচ্ছিন্ন, ~~কু~~ভিড়োৱেৰ মাৰ্বাখানে,
নিৱৰতা নেমে এসেছে, ছাত্ৰৱা সবাই ঠেলে সামনে আসতে চাইছে বিভৎস
দৃশ্যটা দেখাৰ জন্যে।

নিৱৰতাৰ মধ্যে কে যেন চিৎকাৱ কৱে ~~টুল~~।

‘উভৱাধিকাৱেৰ শক্ৰৱা, সাবধান! এত্পৰ তোমাদেৱ পালা, মাড়ুৱাডস!’

কথাটা বলেছে ড্র্যাকো ম্যালফোয়া ঠেলে সামনে চলে এসেছে ও, ওৱ
সাপেৰ মতো চোখ জোড়া হয়ে কৱেই যেন জীবন্ত হয়ে গেছে, ওৱ রক্তশূন্য
মুখটা এখন রক্তিম, যখন সে দেখল ঝুলত অনড় বিড়ালটাকে।

ন ব ম অ ধ্য া য



দেয়াল লিখন

‘এখানে কি হচ্ছে? কি হচ্ছে?’ কোন সন্দেহ নেই ম্যাজিস্ট্রে এর চিংকারে
আকৃষ্ট হয়ে, অরগাস ফিলচ কাঁধ দিয়ে ভিড় এগিয়ে প্রলো। এরপর ও
মিসেস নরিসকে দেখতে পেলো, ভয়ে নিজের মুখ আঁকড়ে ধরল।

‘আমার বেড়াল! আমার বেড়াল! মিসেস নরিসের কি হয়েছে?’ তীক্ষ্ণ কঠে
চেচিয়ে উঠল ফিলচ।

ওর ঠিকরে বেরিয়ে আসা চোখ জোজা পড়ল হ্যারির ওপর।

‘তুমি!’ চিংকার করে উঠল ও, ‘তুমি! তুমই আমার বিড়ালকে হত্যা
করেছ! তুমি ওকে মেরে ফেলেছ! আমি তোমাকে খুন করব! আমি তোমাকে-’
‘অরগাস!’

ডাব্লডোর এসে উপস্থিত। সঙ্গে আরো কয়েকজন শিক্ষক। মুভুর্তের মধ্যে
তিনি হ্যারি, বন আর হারমিওনের পাশ কাটিয়ে গিয়ে মশাল আঁটকানোর

ল্যাকেট থেকে মিসেস নরিস কে ছাড়িয়ে নিলেন ।

আমার সঙ্গে এসো অল্পাস, ফিলচ কে বললেন ডাম্বলডোর । তোমরাও এসো মিস্টার পটার, মিস্টার ইউসলি এবং মিস গ্রেগোর ।

সক্রান্ত আগ্রহের সঙ্গে সামনে এসে বললেন আমার অফিস্টা সবচেয়ে কথে, হেড মাস্টার-ঠিক উপরের তলায় - প্রিজ কোন সংকেত করবেন না-,

ধন্যবাদ, প্রিডরয়, বললেন ডাম্বলডোর ।

নিরব ভিড়টা দুই ভাল হয়ে গেলো ওদের কে যাওয়ার পথ করে দেওয়ার জন্য । স্থানট উভেজিত এবং নিজেকে খুম তরুণপুরুষ ভাবছেন । ডাম্বলডোর পেছন পেছন ঝুঁত এগিয়ে পেলেন, আরো গেলেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল এবং স্রেইপ ।

শুরু লক্ষ্যট এর অঙ্ককার অফিসে ঢুকতেই দেয়ালে কিছু নড়াচড়ার সব্দ পেলো হ্যারি, দেখলো ছবিতে যে লক্ষ্যটগুলো রয়েছে তার কয়েকটা ঝুঁত দৃষ্টির বাইরে চলে যাচ্ছে । আসল লক্ষ্যট ঘোমবাতি জ্বালিয়ে পেছনে সরে এলেন । ডেক্সের উপর বিড়ালটাকে রেখে ওকে পরিষ্কা করতে লাগলেন ডাম্বলডোর । স্বায়বিক চাপের মধ্যে চাপা উত্তোজনায় হ্যারি, রন আর হারমিওন নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিয়য় করল, ঘোমবাতির আসোর বাইরে চেয়ারে বসল । তাকিয়ে আছে ওরা দেক্সের দিকে ।

ডাম্বলডোরের বাঁকা লম্বা নাকটা মিসেস নরিসের লোম থেকে বোধহয় এক ইঞ্চি দুরেও নেই । অর্ধ-চন্দ্রাকৃতির চশমার মধ্য দিয়ে তিনি নিবিষ্ট মনে বেড়ালটাকে পরীক্ষা করছিলেন, ওর দীর্ঘ আঙুলগুলো বেড়ালটাকে খুব আস্তে আস্তে পরাখ করছিল । প্রফেসর ম্যাকগোনাগলও ঝুঁকে আছেন একেবারে কাছে, ওর চোখ দুটো সরু হয়ে আছে । ওদের পেছনে ঝুঁকে রয়েছে স্রেইপ, ওর অর্ধেকটা ছায়ার মধ্যে । মুখে এক অত্যুত অভিব্যক্তি । মনে হচ্ছে যেন না হাসার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করছে । এবং ওদের চারদিকে যেন বাতাসে ভিজে আছেন লক্ষ্যট আর নানা প্রায়শ দিছেন ।

‘নিশ্চয়ই একটা শাপই ওকে হত্যা করেছে—সম্ভবত ওটা ছিল ট্রাপমগ্নিফিয়ান টর্চার । আমি এটাকে অনেকবার বান্ধবের হতে দেখেছি, দুর্ভাগ্য যে আমি সেখানে ছিলাম না, আমি সঠিক বিপরীতি পাপটা জানি যেটা ওর জীবন রক্ষা করতে পারত...’

লক্ষ্যটের মন্তব্যের সঙ্গে মিশে ফিলচ-এর শুকনো যন্ত্রণাদায়ক কান্না । ডেক্সের পাশেই একটা স্যুরে ধপ করে বসেছে সে, কিন্তু মিসেস নরিসের দিকে তাকাতে পারছেন না, দুঃহাতের তালুতে ধরা ওর মুখ । যতই অপছন্দ করুক এই মুহূর্তে হ্যারি ফিলচ-এর জন্যে দুঃখবোধ না করে পারল না,

ষদিও নিজের দুরবস্থায় দুঃখবোধের চেয়ে ওটা কিছুই নয়। ডাম্বলডোর ষদি ওর কথা বিশ্বাস কৱেন, তবে এবার হ্যারিকে অবশ্যই স্কুল থেকে বহিকার হতে হবে।

দম আঁটকে ডাম্বলডোর বিচিত্র সব শব্দ আউড়ে ঘাচ্ছেন এবং মিসেস নরিসকে ওর নিজের জাদুদণ্ট দিয়ে বার বার ছুয়ে ঘাচ্ছেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। একভাবেই পড়ে রয়েছে মিসেস নরিস যেন এইমাত্র ভেতরে খড় পুরে তাকে বানানো হয়েছে।

‘...আমার মনে এরকমই একটা কিছু হয়েছিল উয়াগাডওগও-এ,’
বললেন লকহার্ট, ‘সিরিজ আক্রমণ, পুরো ঘটনাটা আমার আত্মজীবনীতে
রয়েছে। শহরবাসীকে বিভিন্ন রকমের মন্ত্রপুত কবচ দিয়েছিলাম ব্যাপারটা সাথে
সাথে শেষ হয়ে গিয়েছিল...’

দেয়ালে ঝোলানো লকহার্টের ছবিগুলো সব একমত হয়ে মাথা নাড়ছে।
একজন ওর নিজের

অবশেষে ডাম্বলডোর সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

‘অগ্রিম, ও মরেনি,’ আস্তে করে বললেন তিনি।

লকহার্ট গুপ্তিস্থিতে কটা হত্যা তিনি ঠেকিয়েছেন, মাঝেপথে থেমে গেলেন।

‘মরেনি?’ কানুন গলা বুঁজে এলো ফিলচ-এর। আঙুলের ফাক দিয়ে মিসেস নরিসকে দেখল। ‘কিন্তু ও জমে শক্ত হয়ে গেছে কেন?’

‘ওর চিন্তা-কাজ-চলৎ শক্তি রহিত করে ওকে জাদু করা হয়েছে,’ বললেন ডাম্বলডোর। আহ! আমিও সে রকমই ভেবেছিলাম! বললেন লকহার্ট। ‘কিন্তু কি
ভাবে, আমি বলতে পারব না...’

‘ওকে জিজ্ঞাসা করুন!’ তীক্ষ্ণ চিংকার করে বলল ফিলচ ওর কানুনেজা
মুখটা হ্যারির দিকে ফিরিয়ে।

‘বিতীয় বর্ষের কেউ এটা করতে পারে না,’ দৃঢ়ভাবে বক্সেন ডাম্বলডোর।
‘এর জন্যে প্রয়োজন সবচেয়ে অগ্রসর কালো ম্যাজিক স্টপকে জ্ঞান—’

‘ওই করেছে, ওই করেছে! বলল ফিলচ ওর ক্ষেত্রে মুখটা লাল টকটকে
হয়ে গেছে। ‘আপনি দেখেছেন দেয়ালে ও কি লিখেছে! আমার অফিসে-ও
পেয়েছে-ও জানে আমি-আমি-’ ফিলচের চেহারায় দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। ‘ও
জানে আমি একজন স্কুইব!’ কথা শেষে ফিলচ।

‘আমি কখনও মিসেস নরিসকে স্পর্শ করিনি!’ বলল হ্যারি জোরে, সবাই
ওর দিকে তাকিয়ে আছে, ব্যাপ্তি ওকে অস্বাভাবিক ফেলে দিয়েছে। এমনকি
দেয়ালের ছবিগুলোর লকহার্টগুলো পর্যন্ত ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ‘এবং আমি
জানিও না স্কুইব কাকে বলে।’

‘রাবিশ!’ দাঁতমুখ খিচিয়ে বলল ফিলচ। ‘ও আমার কুইকস্প্ল-এর চিঠিটা ও দেখে ফেলেছে! ’

‘যদি আমি কথা বলতে পারি হেডমাস্টার মহাশয়,’ ছায়ার মধ্যে থেকে বলে উঠলেন স্নেইপ। এবং বিপদের আশঙ্কা সম্পর্কে হ্যারির বোধ বৃক্ষি পেলো, ও নিশ্চিত যে স্নেইপ যাই বলুক না কেন সেটা কখনই তার পক্ষে যাবে না।

‘পটার এবং বন্ধুরা হয়তো ভুল সময়ে ভুল ঘায়গায় ছিল,’ বলল সে। ওর মুখে সামান্য একটা বিদ্রূপের হাসি, যেন এই ব্যাপারে ওর যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। ‘কিন্তু এখানে বেশ সন্দেহজনক ব্যাপার স্যাপার ঘটেছে। ওরা উপরের করিডোরে কি করছিল? ওরা হ্যালোস্টন ফিস্টে একেবারেই ঘায়নি, কেন?’

হ্যারি, রন আর হারমিওন এক সাথে ডেথ-ডে পার্টি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে শুরু করল, ‘...ওখানে শত শত ভূত ছিল ওরা সাক্ষ্য দেবে যে আমরা ওখানেই ছিলাম—’

‘কিন্তু পরে কেন ফিস্ট-এ এলে না?’ জিজাসা কলল স্নেইপ, মোমের আলোয় ওর কালো চোখ জোড়া চকচক করছে। ‘ওই করিডোরে কি করছিলে?’

রন আর হারমিওন দু’জনেই হ্যারির দিকে তাকালো।

‘কারণ-কারণ-,’ বলল হ্যারি, ওর হৃৎপিণ্ড খুব জোরে জোরে চলছে; ভেতর থেকে কে যেন ওকে বলল যদি ও বলে যে ওকে এখান পর্যন্ত নিরে এসেছে এমন একটা কঠস্পর ঘেটা কেবল সেই শুনতে পারে আর কেউ না, তাহলে সেটা কেউই বিশ্বাস করবে না, ‘আমরা ক্লান্ত ছিলাম এবং বিছানায় শুতে ঘাস্তিলাম,’ বলল হ্যারি।

‘রাতের খাবার না খেয়েই?’ জিজাসা করল স্নেইপ, একক্ষ মুখটায় বিজয়ীর হাসি। ‘আমার মনে হয় না ভূতেরা তাদের পার্টি^{জীবন্ত} মানুষের খাওয়ার উপযুক্ত খাবার দিয়েছে। ’

‘আমরা ক্ষুধার্ত ছিলাম না,’ জোরেই বলল রন, তার পেটও গুড় গুড় করে উঠল জোরে।

স্নেইপ-এর নোংরা হাসিটা আরো বড় ছিলাম

‘আমার মনে হচ্ছে পটার পুরো সত্তিটা বলছে না,’ বললেন স্নেইপ। ‘আমার প্রস্তাব পুরো সত্তিটা না বল স্মিন্ত ওর কিছু কিছু সুবিধা বাতিল করা যেতে পারে। আমি ব্যক্তিগতভাবে ভাবছি ও যতক্ষণ পর্যন্ত না এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সৎ হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত ওকে প্রিফেন্ডের কিডিচ টিম থেকে প্রত্যাহার করা হোক। ’

‘সত্যি, সেভেরাস,’ বললেন প্রফেসর ঘ্যাকগোনাগল ধারালো কঢ়ে, ‘ওর

কিভিচ খেলা বন্ধ করবার মতো কারণ তো আমি দেখতে পাচ্ছি না। এই বিড়ালটার মাথায় ঝাড়ু দিয়ে তো মারা হয়নি। পটার যে অন্যায় করেছে তার কোন প্রমাণ নেই।'

অন্তভৰ্তী দৃষ্টিতে হ্যারির দিকে তাকিয়ে আছে ডাস্বলডোর। ওর বিকমিক করা হাঙ্কা-নীল দৃষ্টির সামনে হ্যারির মনে হলো ওকে যেন এক্স-রে করা হচ্ছে।

'নির্দোষ, যে পর্যন্ত না প্রমাণিত হচ্ছে দোষী, সেভেরাস,' বললেন ডাস্বলডোর দৃঢ়স্বরে।

ক্ষিণ্ঠ দেখালো স্নেইপকে। ফিলচকেও।

'আমার বিড়ালকে জাদু করা হয়েছে!' চিৎকার করে উঠল ফিলচ, ওর চোখ বেরিয়ে পড়েছে। 'আমি শান্তি দেখতে চাই!'

'আমরা ওকে সুস্থ করে তুলতে পারব, অর্গাস,' ধৈর্যের সঙ্গে বললেন ডাস্বলডোর। 'সম্প্রতি ম্যাডাম স্প্রাইট কিছু মেলেন্ড্রেক সংগ্রহ করেছেন। ওগুলো পূর্ণ মাত্রায় বড় হওয়া মাত্র একটা ওসুধ তৈরি করাবো যেটা মিসেস নরিসকে সুস্থ করে তুলবে।'

'আমিই বানাবো ওটা,' নাক গলালেন লকহার্ট। 'আমি ওটা তৈরি করেছি কম সে কম একশ বার, ঘুমের মধ্যেও আমি একটা মেলেন্ড্রেক পুনর্জীবনী তৈরি করতে পারি।'

'মাফ করবেন,' বলল স্নেইপ শিতল কঠে, 'আমার বিশ্বাস এই ক্ষুলে আমিই ওই বিষয়ের শিক্ষক।'

বিব্রতকর নিরবতা নেমে এলো ঘরে।

'তোমরা যেতে পারো,' হ্যারি, রন আর হারমিওনের উদ্দেশে বললেন ডাস্বলডোর।

দৌড় না দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সন্তুষ্ট তত তাড়াতাড়ি দ্রুজ্জে এলো ওরা। লকহার্টের অফিস থেকে বেরিয়ে এক তলা উপরে উঠে। ওরা একটি শূন্য ক্লাস কক্ষে চুক্তে নিঃশব্দে দুরজা বন্ধ করে দিল। বক্সের মুখের দিকে চোখ কুঁচকে তাকাল হ্যারি।

'তোমরা কি মনে করো ওই অশ্রিয় রক্তস্তরের সম্পর্কে আমার সাফ সাফ বলে দেয়া উচিত ছিল?'

'না,' বিন্দু মাত্র দ্বিধা না করে বলল রন। 'অন্যরা শুনতে পায় না যে স্বর সেটা শুনতে পাওয়া কোন ভাল প্রয়োগ নয়, এমন কি জাদুর দুনিয়াতেও।'

রনের স্বরে এমন কিছু ছিল যে হ্যারি বাধ্য হলো জিজ্ঞাসা করতে, 'তুমি আমাকে বিশ্বাস করো, তাই না?'

'নিশ্চয়ই করি,' রন দ্রুত বলল। 'কিন্তু তোমাকে মানতে হবে এটা

স্বাভাবিক নয়...'

'আমি জানি স্বাভাবিক নয়,' বলল হ্যারি। 'পুরো ব্যাপারটাই অস্বাভাবিক ভুতুড়ে। দেয়ালের লেখাটা যেন কি ছিল? ঘরটা খোলা হয়েছে...ওটারই বা মানে কি?'

'জানো, একটা পুরনো স্মৃতির ঘণ্টা যেন বেজে উঠল,' বলল রন ধীরে ধীরে। 'আমার মনে পড়ছে কে যেন একটা গল্প বলেছিল হোগার্টস-এ গোপন প্রকোষ্ঠ থাকার কথা... বোধহয় বিল বলেছিল...'

'আর স্কুইব মানেই বা কি?' জিজ্ঞাসা করল হ্যারি।

রনকে একটা চাপা হাসি দমন করতে দেখে বিস্মিত হলো হ্যারি।

'মানে— এটা হাসির কোন ব্যাপার নয়- কিন্তু ফিলচ যেমন বলেছে...' বলল রন। 'স্কুইব হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার জন্ম জাদু পরিবারে কিন্তু তার কোন জাদুশক্তি নেই। অনেকটা মাগল-জন্মের জাদুকরের ঠিক বিপরীত, কিন্তু স্কুইব হওয়াটা খুবই অস্বাভাবিক। যদি এমন হয় যে ফিলচ কুইকস্প্ল কোন কোর্স থেকে জাদু শিখছে, তাহলে আমার ধারণা ও নিশ্চয়ই স্কুইব। তাহলে অনেক কিছুর ব্যাখ্যাও পাওয়া যাবে। যেমন, কেন সে ছাত্রদের এতো ঘৃণা করে।' রন একটা ত্ত্বপূর্ণ হাসি দিল। 'সে খুবই বিত্ত্বণ।'

কোথাও একটা ঘড়ি বেজে উঠল মধুর স্বরে।

'মধ্যরাত,' বলল হ্যারি। 'চলো স্লেইপ এসে আবার অন্য একটি ব্যাপারে ফাঁসিয়ে দেয়ার আগে শুভে যাই।'

* * *

কয়েকদিন ধরে, স্কুলে মিসেস নরিসের উপর আক্রমণ ছাড়া অন্য কথা হয়েছে কমই। যেখানে বিড়ালটা আক্রমণ হয়েছিল বার বার সেখানে গিয়ে, যেন আক্রমণকারী ফিরে আসতে পারে, ফিলচই ঘটনাটাকে সবার মনে তাজা রেখেছে। হ্যারি ওকে 'মিসেস স্কোয়ার্স-এর স্বরক্ষণ ব্যবহারযোগ্য ম্যাজিক্যাল মেস রিমুভার' দিয়ে দেয়াল লিখনটাকে মুছে ফেলার জন্যে ঘৰতে দেখেছে, কিন্তু কোন ফল হয়নি: অফ্রন্টলো এখনও চকচক করছে যেন পাথরে খোদাই করা। যখন অকুস্তল পাহারা দিচ্ছে বা ফিলচ তখন চোখ লাল মুখ গোমড়া ফিলচ করিডোর ধরে হাঁটছে, তৈরি কোরণ ছাড়াই 'জোরে শ্বাস ফেলার জন্য' বা 'খুশি দেখাচ্ছে'র মতো 'অপরাধের দায়ে কোন ছাত্রের উপর ঝাপিয়ে পড়ে ডিটেনশন দিয়ে দিচ্ছে।

মিসেস নরিসের দুর্ভাগ্যে জিনি উইজলি খুবই বিচলিত। রনের কথা

অনুমানী সে খুব বড় বিড়াল-প্রেমী।

‘কিন্তু মিসেস নরিসকে তোমার সত্যিই জন্মার দরকার নেই,’ রন বলল জিনিকে। ‘সত্য বলতে কি, ওকে ছাড়া আমরা অনেক বেশি ভাল আছি,’ জিনির ঠোট কেঁপে উঠল। ‘এই ধরনের ঘটনা হোগাট-এ অহরহ ঘটে না,’ রন ওকে আশ্চর্ষ করল। ‘কাজটি যে করছে ওই বদমাশটাকে ধরে ক্ষুল থেকে বের করে দিতে ওদের কোন সময়ই লাগবে না। আমি শুধু আশা করি ওকে বের করে দেয়ার আগে ও যেন ফিলচকে জাদু করে যায়। আমি শুধু ঠাট্টা করছিলাম-জিনিকে ফ্যাকাশে হতে দেখে তাড়াতাড়ি বলল রন।

মিসেস নরিসের ওপর আক্রমণটা হারমিওনের ওপরও প্রভাব ফেলেছে। পড়াশোনার পেছনে বেশ সময় ব্যয় করা হারমিওনের জন্য কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না, কিন্তু এখন বলতে গেলে আর কিছুই করছে না পড়াশোনা ছাড়া। সে যে কি করছে সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেও হ্যারি আর রন কোন সদৃশ্বর পাচ্ছে না, এবং পরবর্তী বুধবারের আগে ওরা জানতেও পারল না।

‘পোশন’ ক্লাসে হ্যারিকে অতিরিক্ত সময় থাকতে হচ্ছে, স্লেইপ ওকে অঁটিকে দিয়েছে ডেঙ্ক-এর ওপর থেকে টিউবওয়ার্ম ঘষে তুলবার জন্যে। দ্রুত লাঞ্চ সেরে হ্যারি ওপরে গেল লাইব্রেরিতে রনের সঙ্গে দেখা করতে, পথে জাস্টিন ফিঞ্চ ফ্রেচলি হারবলজির হাফলপাফ ছেলেটিকে ওর দিকে আসতে দেখল। হ্যারি যেই না মুখ খুলেছে হ্যালো বলার জন্যে, অমনি জাস্টিন ওকে দেখল, দেখে হঠাত ঘুরল এবং বিপরীত দিকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

রনকে পেলো লাইব্রেরীর পেছন দিকে, ওর ম্যাজিকের-ইতিহাস হোম ওয়ার্ক মেপে নিচ্ছে। প্রফেসর বিন তিন ফুট লম্বা এক রচনা চেয়েছেন, ‘ইওরোপীয় জাদুকরদের মধ্যযুগীয় সমাবেশ’ সম্পর্কে।

‘বিশ্বাস হচ্ছে না এখনও আট ইঞ্চি ঘাটতি রয়েছে...’ কিন্তু হয়ে বলল রন, ওর লেখার পার্চমেন্ট শিটখানা হাত থেকে ছেড়ে দিয়ে, গুটা আবার নিজেই নিজেই গোল হয়ে গুটিয়ে গেল। ‘আর ক্ষুদ্রে ক্ষুদ্রে অঞ্চল দিয়ে হারমিওন কি না চার ফুট সাত ইঞ্চি লিখে ফেলেছে।’

‘ও কোথায়?’ জিজ্ঞাসা করল হ্যারি, ম্যাপের ফিতাটা হাতে নিয়ে নিজের হোম ওয়ার্কখানা মেলে ধরল।

‘ওইদিকে কোথাও রয়েছে,’ ক্লাসের তাকগুলোকে দেখিয়ে বলল রন। ‘আরেকটি বই খুঁজছে। অধ্যাপক মনে হয় ক্রিস্টমাসের আগেই ও পুরো লাইব্রেরীটা পড়ে ফেলবে।’

রনকে বলল হ্যারি, ওকে জাস্টিন ফিঞ্চ ফ্রেচারের পালিয়ে যাওয়ার কথা। ‘জানি না তুমি এগুলোকে পাত্তা দাও কেন, আমার তো মনে হয় ও একটা

ইডিয়ট,’ বলল রন লিখতে লিখতে, ওর লেখা যতটা সম্ভব বড় করতে করতে। ‘লকহার্টের বিরাট কিছু বা মহৎ হওয়ার রাবিশ গল্পগুলো—’

বুকশেল্ফের মধ্যে থেকে হারমিওন উদয় হলো। তাকে খুব বিরক্ত দেখাচ্ছিল এবং অবশেষে মনে হচ্ছিল সে ওদের সঙ্গে কথা বলতে প্রস্তুত।

‘হোগার্টস : একটি ইতিহাস বইয়ের সব কপি লাইব্রেরী থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমার কপিটা বাড়িতে রেখে না এলেই হতো, কিন্তু লকহার্টের সব বইয়ের জন্যে ওটা ট্রাঙ্কে ভরতেই পারলাম না।’

‘ওটা চাচ্ছ কেন?’ জিজ্ঞাসা করল হ্যারি।

‘যে কারণে আর সবাই চাচ্ছে,’ বলল হারমিওন, ‘চেস্বার অফ সিক্রেটস-এর কাহিনীটা পড়তে।’

‘ওটা কি?’ হ্যারির দ্রুত জিজ্ঞাসা।

‘এ পর্যন্তই। আমি মনে করতে পারছি না,’ বলল হারমিওন ঠোঁট কামড়ে, ‘এবং আমি আর কোথাও এ কাহিনীটা পাচ্ছি না—’

‘হারমিওন, তোমার রচনাটা আমায় পড়তে দাও,’ মরিয়া হয়ে বলেই ফেলল রন সময় দেখতে দেখতে।

‘না, আমি দেব না,’ বলল হারমিওন, হঠাৎ যেন ও নির্মম হয়ে গেলো। ‘তুমি দশ দিন সময় পেয়েছ ওটা শেষ করতে।’

‘আমার মাত্র আর দুই ইঞ্জিন দরকার, দাও না...’

ঘণ্টা বেজে গেল। রন আর হারমিওন তর্ক করতে করতে ম্যাজিকের ইতিহাস ক্লাসে চলে গেলো।

ওদের রুটিনে ম্যাজিকের ইতিহাস হচ্ছে সবচেয়ে নিরস বিষয়। প্রফেসর বিনস, বিষয়টা যিনি পড়ান, তাদের একমাত্র ভূত-শিক্ষক, এবং তার ক্লাসের একমাত্র উভেজনা হচ্ছে ব্ল্যাকবোর্ডের মধ্য দিয়ে তার ক্লাস ক্লাসে প্রবেশ করা। বয়সের কারণে কৃশ হয়ে যাওয়া তার সম্পর্কে অনেকেই বলেন তিনি নিজেই খেয়াল করেননি যে তিনি মারা গেছেন। একদিন স্টোর্জ-গুম্ম আগনের সামনে আরামকেদারার নিজের শরীরটা পেছনে ফেলে তিনি চলে গিয়েছিলেন ক্লাস নিতে; এরপর থেকে তার রুটিন একদিনের জ্ঞাস্য ও পাল্টায়নি।

আজ ছিল সবচেয়ে একধেয়ে। প্রফেসর বিনস তার নোট খুলে পুরনো ভ্যাকুয়ম ক্লিনারের মতো একধেয়ে টানা সুরে পড়ে যেতে লাগলেন যে পর্যন্ত না ক্লাসের প্রায় সকলেই গভীর স্বপ্নে আচ্ছতন হয়ে গেল, যাবে মাঝে উঠে হয়তো কোন নাম বা তারিখ লিখে নিয়েছে তারপর আবার ঘুমে ঢুলে পড়েছে। আধঘণ্টা ধরে প্রফেসর একটানা বলে গেলেন, তারপর এমন একটা ঘটনা ঘটল যা আগে কখনই ঘটেনি। হারমিওন তার হাত উপরে তুলল।

আন্তর্জাতিক যুদ্ধ কনভেনশন ১২৮৯-এর মতো একটা একবিংশেয়ে সাদামাটা লেকচারের মাঝপথে মুখ তুলে প্রফেসর বিন বিস্মিত হলেন।

‘মিস-ইয়ে-?’

‘গ্রেঞ্জার, প্রফেসর। আমি ভাবছি আপনি যদি আমাদের চেষ্টার অফ সিক্রেটস সম্পর্কে কিছু বলতে পারতেন,’ পরিষ্কার স্বরে বলল হারমিওন।

ডিন থমাস, খোলা মুখ বুলিয়ে বসে যে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল, যেন ধাক্কা খেয়ে সোজা হয়ে বসল; ল্যাভেন্ডার ব্রাউনের মাথা ওর হাতের ওপর থেকে সরে গেল, এবং নেভিলের কনুই ডেক থেকে পিছনে সরে গেলো।

প্রফেসর বিন চোখ পিট পিট করলেন।

‘আমার বিষয় হচ্ছে ম্যাজিকের ইতিহাস,’ শুকনো শনশনে স্বরে বললেন প্রফেসর। ‘আমি সত্য ঘটনা নিয়ে কারবার করি, মিস গ্রেঞ্জার, উপকথা বা কল্পকাহিনী নিয়ে নয়।’ খুট করে চক ভাসার মতো শব্দ করে গলা পরিষ্কার করে আবার বললেন, ‘ওই বছরের সেপ্টেম্বরে সার্ডিনিয়ান জাদুকরদের একটি সাবকমিটি-’

তোতলাতে তোতলাতে তিনি থেমে গেলেন। হারমিওনের হাত আবার শুন্যে উঠে গেছে।

‘মিস গ্রেঞ্জার?’

‘প্রিজ, স্যার, উপকথার কি বাস্তবে কোন ভিত্তি থাকে না?’

প্রফেসর বিন এমন অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন যে হ্যারি নিশ্চিত কোন ছাত্রই, জীবিত অথবা মৃত, কোন সময় তাকে এমন ভাবে বাধা দেয়নি লেকচারের সময়।

‘বেশ,’ বললেন প্রফেসর বিন ধীরে, ‘হ্যা, আমার মনে হয়, সেটা নিয়ে তর্ক করা যেতে পারে।’ এমনভাবে হারমিওনের দিকে স্বীকৃতিমণ্ডিত চোখে তাকালেন যেন এর আগে কোন ছাত্রকে ভালভাবে দেখেননি। যাই হোক, তুমি যে উপকথা সম্পর্কে বলছে সেটা এত চাঞ্চল্যে যে, নুডিক্রোস-এর কাহিনীও...’

এখন কিন্তু পুরো ক্লাসই প্রফেসর বিন প্রতিটি শব্দ ভাল করে লক্ষ্য করছে। ওদের সকলের দিকে ঝাপসা দাঢ়িত তাকালেন তিনি, সব কয়টা মুখই তার দিকে ফেরানো। আগ্রহের এমন্তরালে হ্যারি একেবারে হতচকিত হয়ে গেছে।

‘ওহ, ঠিক আছে,’ বললেন প্রফেসর ধীরে, ‘দেখা যাক...চেষ্টার অফ সিক্রেটস...’

‘তোমরা সবাই নিশ্চয়ই জান যে প্রায় এক হাজার বছর আগে হোগার্টস

স্থাপন করা হয়েছিল-সঠিক তারিখটা বলা যাচ্ছে না— সেই যুগের চার শ্রেষ্ঠ জাদুকর এবং ডাইনীর দ্বারা। তাদের নামানুসারেই স্কুলের চারটি হাউজের নামকরণ করা হয়েছে : গভীর শিফিল, হেলগা হাপলপাফ, রোয়েন র্যাভেনক্স এবং সালাজার স্ট্রিথারিন। মাগলদের অনুসন্ধিৎসু চোখের অনেক দূরে তারা এই ক্যাস্লটি তৈরি করেছিলেন। কারণ তখন সময়টাই ছিল এমন যে সাধারণ মানুষ জাদুকর ভিষণ ভয় পেত। এবং সে সময় জাদুকর ও ডাইনীদেরকে প্রচুর নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে।

তিনি থামলেন, বাপসা চোখ জোড়া রুমের চারদিকে বুলিয়ে নিলেন, এবং আবার বলতে শুরু করলেন, 'কয়েক বছর, প্রতিষ্ঠাতারা একসঙ্গে সমন্বিতভাবে শান্তিতে কাজ করলেন, শিশু কিশোর যাদের মধ্যে জাদুর প্রতিভা রয়েছে তাদের খুঁজে খুঁজে স্কুলে এনে শিক্ষিত করে তুলতেন। এরপর তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। স্ট্রিথারিন এবং অন্যদের মধ্যে বিভেদ শুরু হয়ে গেল। স্ট্রিথারিন চেয়েছিলেন স্কুলের ভর্তির প্রশ্নে ছাত্রদের বাছাই করতে হবে। তিনি বিশ্বাস করতেন জাদুবিদ্যা শুধু মাত্র জাদুকর-পরিবারগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। মাগল বাবা-মা'র সন্তানদের স্কুলে ভর্তি করাটা তার পছন্দ ছিল না। তিনি মনে করতেন তারা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিছুদিন পর এ বিষয়ে স্ট্রিথারিন এবং শিফিলের মধ্যে প্রবল বিতর্ক হয় এবং স্ট্রিথারিন স্কুল ত্যাগ করেন।

প্রফেসর বিন আবার থামলেন, ঠোঁট চেপে ধরলেন ঠোঁট দিয়ে, ওঁকে দেখাচ্ছিল চামড়ায় ভাজ পরা বুড়ো কচ্ছপের মতো।

'বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক সূত্র আমাদের এটুকু তথ্যই দিয়েছে,' তিনি বললেন, 'কিন্তু এই তথ্যগুলো ঢাকা পড়ে গেছে চেস্বার অফ সিক্রেটস এর কল্প-কাহিনীর আড়ালে। গল্লাটা এমন যে, ক্যাস্ল-এর মধ্যে স্ট্রিথারিন একটি লুকনো প্রকোষ্ঠ তৈরি করেছিলেন, এটাই দ্য চেস্বার অফ সিক্রেটস প্রিবেইটে স্কুলের অন্য স্তুপতিরা কিছুই জানতেন না।'

'কাহিনী অনুসারে, স্ট্রিথারিন চেস্বার অফ সিক্রেটস বন্ধ করে দিয়েছিলেন, যেন তার প্রকৃত কোন উত্তরাধিকার স্কুলে আসব। আগে কেউ ওটা খুলতে না পারে। উত্তরাধিকারই কেবলমাত্র চেস্বার অফ সিক্রেটস খুলতে সক্ষম হবে, তেওঁরে যে ভয়ঙ্কর রয়েছে ওটাকে মুক্ত করতে সক্ষম হবে এবং ওকে ব্যবহার করে স্কুল থেকে সেই সব ছাত্রদের বিতাড়িত করতে সক্ষম হবে যারা জাদুবিদ্যা পড়ার যোগ্য নয়।'

প্রফেসরের কথা শেষ হওয়ার পর ক্লাসরুমে নিরবতা নেমে এলো, কিন্তু প্রফেসর বিনদের ক্লাসরুমে ঘুমের কারণে যে স্বাভাবিক নিরবতা থাকে সেটা তেমন কিছু ছিল না। একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ, সবাই তার দিকে তাকিয়ে

রয়েছে, আরো কিছু শোনার আশায়। প্রফেসর বিনকে সামান্য বিচলিত মনে হলো।

পুরো বিষয়টাই ডাহা অর্থহীন নিশ্চয়ই, তিনি বললে। ‘স্বাভাবিকভাবে, ওরকম একটা চেষ্টারের অঙ্গত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য পুরো ক্ষুল খোঁজা হয়েছে, অনেকবার, সবচেয়ে শিক্ষিত জাদুকর এবং ডাইনীদের দ্বারা। এ রকম কোন চেষ্টারের অঙ্গত্ব নেই। ধোকা দিয়ে ভয় দেখানোর জন্যেই এ গল্পটির প্রচলন হয়েছিল।’

হারমিওনের হাত আবর উপরে উঠল।

‘স্যার-“চেষ্টারের ভেতরের ভয়ংকর” বলতে আপনি ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছেন?’

‘বিশ্বাস করা হয় যে ওখানে কোন একটা রাক্ষস বা পিশাচ রয়েছে, যেটাকে একমাত্র স্থিথারিনের প্রকৃত উত্তরাধিকারীই নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে,’ প্রফেসর বিনস তার শুকনো তীক্ষ্ণ শব্দে।

ক্লাসের মধ্যে নার্তাস দৃষ্টির বিনিময় হলো।

‘আমি তোমাদের বলছি, ওটার কোন অঙ্গত্বই নেই,’ বললেন প্রফেসর বিনস, ওঁর নেটিঞ্চেলো গোছাতে গোছাতে। ‘কোন চেষ্টার নেই পিশাচও নেই।’

‘কিন্তু স্যার,’ বলল সিমাস ফিনিগান, ‘যদি চেষ্টারটা শুধুমাত্র স্থিথারিনের আসল উত্তরাধিকারীই ক্ষুলতে সক্ষম হয়, তাহলে অন্যরা সেটা খুঁজে পাবে কি?’

‘ননসেস, ও ক্লাহেরটি,’ বললেন প্রফেসর বিনস শুরুতর কঢ়ে। ‘যদি হোগার্টস-এর হেডমাস্টার এবং হেডমিস্ট্রেসগণ দীর্ঘদিন ওটা না পেয়ে থাকে-

‘কিন্তু প্রফেসর,’ মাঝখানে বলল পার্বতী পাতিল, ‘ওটা ক্ষুলতে হয়তো আপনাকে কালো জাদু প্রয়োগ করতে হতো—’

‘একজন জাদুকর কালো জাদু প্রয়োগ করে না, আমি মানে এই নয় যে সে কালো জাদু জানে না, ব্যাপারটা এমন নয় মিস পেনিফেদার,’ বাট করে বললেন প্রফেসর। ‘আমি আবার বলছি, যদি ডাম্বলডোরের মতো—’

‘কিন্তু স্থিথারিনের সঙ্গে তো সম্পর্ক থাকতে হবে, সেই কারণে ডাম্বলডোর হয়তো—’ শুরু করেছিল ডিন থমাস, কিন্তু প্রফেসর বিনস অনেক সহ্য করেছেন।

‘ওতেই হবে,’ বললেন ডিমি থারালো কঢ়ে। ‘এটা একটা উপ-কথা! এর কোন অঙ্গত্ব নেই! স্থিথারিন যে এমন একটি গোপন ঝাড়ু-কাবার্ড বানিয়ে ছিলেন এর বিন্দুমাত্র প্রয়াণ কোথাও নেই! এরকম একটি অর্থহীন গল্প বলবার জন্যে এখন আমার আফসোস হচ্ছে! আমরা এখন ফিরে যাবো, যদি তোমরা

একমত হও, ইতিহাসে, একবারে নিরেট, বিশ্বাসযোগ্য এবং প্রমাণযোগ্য সত্ত্বে।

এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যে, ক্লাস আবার গতানুগতিক মিন্দায় ঢলে পড়ল।

* * *

‘আমি সব সময়ই জানতাম সালাজাৰ স্থিথারিন একজন বিকৃত বুড়ো উন্মাদ,’ রন বলল হ্যারি আৰ হারমিওনকে। ওৱা ঠেলে ঠুলে যাচ্ছে কৱিডোৱেৱ
ভিড়েৱ মধ্যে দিয়ে, লাক্ষেৱ আগে ব্যাগ-কমে ব্যাগ রাখতে। ‘কিন্তু আমি
কখনো শুনিনি তিনিই এই বিশুদ্ধ-ৱজ্ঞ ইসুটো শুক কৱেছেন। আমাকে পয়সা
দিলেও আমি তাঁৰ হাউজে কখনো ঘাৰো না। সত্যি কথা বলতে কি, বাছাই হ্যাট
ষদি আমাৰ জন্যে স্থিথারিন হাউজ নিৰ্ধাৰণ কৱত তাহলে সোজা ফিৰতি ট্ৰেন
ধৰে বাড়ি ঢলে যেতাম...’

হারমিওন মাথা নাড়ছে দ্রুত, কিন্তু হ্যারি কিছু বলল না। ওৱা পাকঙ্গলী যেন
ভেতৱে সেঁধিয়ে গেল, ব্যাপারটা অস্বত্তিকৰ।

ৱন এবং হারমিওনকে হ্যারি কোনদিনই বলেনি যে বাছাই হ্যাটটা ওকে
সিৱিয়াসলি স্থিথারিন হাউজেই পাঠাবাৰ চেষ্টা কৱেছিল। এখনও সে মনে কৱতে
পাৱে, যেন এই সেদিনৰ কথা, সেই নিচু স্বৰ, মাথায় হ্যাট পড়ৰাৰ পৰি তাৰ
কানে কানে কথা বলছিল।

তুমি বড় একটা কিছু হতে পাৱবে, তুমি জান, তোমাৰ মাথায় তাৰ সব
উপাদান রয়েছে, এবং বড় হওয়াৰ পথে স্থিথারিন তোমাকে সাহায্য কৱবে, সে
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই...’

কিন্তু, হ্যারি, আগেই জেনেছে কালো জাদুকৰ বানাবাৰ স্থিথারিন
হাউজেৱ খ্যাতি সম্পর্কে, মৱিয়া হয়ে ভেবেছে, ‘স্থিথারিন হ্যাউজ নয়!’ এবং
হ্যাটটা বলেছে, ‘ওহ, বেশ, ষদি তুমি এত নিশ্চিত হও... তাহলে তিফিন্ডুরই
ভাল...’

ভিড় তাদেৱকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, কলিন কিভি তাদেৱ পাশ দিয়ে ঢলে
গেল।

‘হায়, হ্যারি!’

‘হ্যালো, কলিন,’ বলল হ্যারি মন্তে সঙ্গে।

‘হ্যারি— হ্যারি— আমাদেৱ ঝুঁসেৱ একটি ছেলে বলছিল তুমি-’

ভিড় কলিনকে ঠেলে ঘেট হলৈৱ দিকে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু ও এত ছেট যে
এই চাপেৱ বিৰুক্কে কিছু কৱতে পাৱছে না; ওৱা শুল ও যেন চিকল স্বৰে

বলছে, 'দেখা হবে, হ্যারি!' এবং হারিয়ে গেল সে।

'ওর মতো একটা ছেলে তোমার সম্পর্কে কি বলছিল?' হারমিওন অবাক হলো।

'মনে হয়, যে, আমিই স্থিথারিনের উত্তরাধিকারী,' বলল হ্যারি, ওর পাকঙ্গলী আরো ইঞ্চি থানেক ভেতরে সেঁধিয়ে গেল, যখন তার মনে হলো তাকে দেখে কেমন করে জাস্টিন ফিঞ্চ ফ্রেচলি দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

'এখানে মানুষ যে কোন কিছুই বিশ্বাস করে,' বলল রন বিরতিগুরে।

করিডোরের ভিড় কমে এসছে, উপরের তলায় সহজেই পৌছে গেল ওরা।

'তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস করো যে চেবার অফ সিক্রেটস-টা আসলেই রয়েছে?' হারমিওনকে জিজ্ঞাসা করল রন।

'আমি জানি না,' জবাব দিল সে ত্রু কুঁচকে। 'ডাব্লিডোর মিসেস নরিসকে সুস্থ করে তুলতে পারেননি, এবং এ ঘটনাটাই আমাকে চিন্তিত করে তুলেছে যে যেই মিসেস নরিসকে আক্রমণ করে থাকুক না কেন সে হয়তো, মানে— মানুষ নয়।'

যেই না কথা শেষ করেছে হারমিওন মোড় ঘুরে সেই কোনটায় এলো যেখানে মিসেস নরিসের উপর আক্রমণ হয়েছিল। ওরা থামল, যায়গাটা দেখল। দৃশ্যটা সে রাতের মতোই এক রকম, শুধু মাত্র মশালের ব্র্যাকেট থেকে কোন শক্ত হয়ে উঠা বিড়াল ঝুলছে না। দেয়ালের গায়ে লাগানো একটি শূন্য চেয়ারে রয়েছে একটি নোটিশ : 'চেবার খোলা হয়েছে।'

'ওখানেই প্রাণ দিচ্ছে ফিল্চ,' বিড় বিড় করে বলল রন।

ওরা পরস্পরের দিকে চাইল। ওরা ছাড়া করিডোরটা একেবারে শূন্য।

'আশপাশটা একবার দেখে নিলে নিশ্চয়ই সমস্যা হবে না,' বলল হ্যারি। হাত থেকে ব্যাগটা ছেড়ে দিয়ে, চার হাত পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঝুঁজছে ও, যদি কোন সূত্র পাওয়া যায়। 'আঁচড়ানোর দাগ!' বলল ও। 'এখানে-আর এখানে-'

'এসে এখানে দেখে যাও!' বলল হারমিওন। 'এটি অদ্ভুত...'

হ্যারি উঠে দেয়াল লিখনের পাশের জুনানুর কাছে গেল। হারমিওন সবচেয়ে উপরের কাচটার দিকে দেখাল, ওঁজাবে আয় বিশটি মাকড়শা কাচের একটি ছোট্ট ফাটলের মধ্য দিয়ে যাওয়ার জন্য দৃশ্যত লড়াই করছে। একটা লম্বা ঝুপালি সূতা রশির মতো ঝুরে রয়েছে, যেন ওরা সকলেই তাড়াতাড়ি বাইরে যাওয়ার জন্যে ওটা বেঁচেই উপরে উঠেছে।

'তোমরা কি কখনও মাকড়শাকে এমন আচরণ করতে দেখেছ?' জিজ্ঞাসা করল হারমিওন অবাক হয়ে।

'না,' বলল হ্যারি, 'তুমি দেখেছ রন? রন?'

সে ওর কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে তাকাল। অনেক পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে রন, এবং মনে হচ্ছে যেন দৌড় দেয়ার ইচ্ছাটা অনেক কষ্টে দমন করছে।

‘কি হয়েছে?’ বলল হ্যারি।

‘আমি-মাকড়শা-পছন্দ-করি-না,’ বলল রন কাঠ হয়ে।

‘আমি তো কখনও জানতে পারিনি,’ বলল হারমিওন রনের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে। ‘অনেক সময়ই “পোশন” বানাবার জন্যে তুমি মাকড়শা ব্যবহার করেছ।’

‘মৃত হলে আমার কোন সমস্যা হয় না,’ বলল রন, সাবধানতার সঙ্গে ও তাকাচ্ছে, তবে জানালা ছাড়া অন্য সব দিকে। ‘ওরা যেভাবে নড়েচড়ে আমার ভাল লাগে না...’

ফিক ফিক করে হাসল হারমিওন।

‘এটা কোন তামাশা না,’ প্রচণ্ড রেগে গেছে রন। ‘তোমার যদি জানতে ইচ্ছে করে তো বলি, আমার যখন তিনি বছর, ক্ষেত্র আমার— আমার টেডি বিয়ারটাকে নোংরা একটা বিরাট মাকড়শা বানিয়েছিল, আমি ওর ক্রমস্টিকটা ভেঙেছিলাম বলে। তুমিও ওদের পছন্দ করবে না যদি দেখো তোমার হাতে ধুরা টেডি বিয়ারটার হঠাতে অনেকগুলো পা গজিয়ে ঘায় এবং...’

থেমে গেল রন, গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। হারমিওন অবশ্য এখনও চেষ্টা করছে না হাসার জন্যে। বিষয় পরিবর্তন করাটাই ভাল মনে করে হ্যারি বলল, ‘মেঝের ওপর পানির কথা মনে আছে? ওমা পানি কোথাকে এসেছিল? কেউ মুছে ফেলেছে।’

‘ওখানে ছিল.’ নিজেকে সামলে নিয়ে বলল রন, ফিল্চ-এর চেম্বার পেরিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেছে সে, আঙুল দিয়ে দেখলে, ‘এই দরজার মুখ্য সমান।’

সে দরজার পিতলের নবের দিকে হাত বাঢ়াল কিন্তু মেঝে আঙুলের ছাঁকা লেগেছে এমনি করে হাতটা ফিরিয়েও আনল সঙ্গে সঙ্গে।

‘কি হলো?’ প্রশ্ন করলো হ্যারি।

‘ওখানে যেতে পারব না,’ বলল রন মেঝাজ খারাপ করে, ‘ওটা মেয়েদের ট্যালেট।’

‘ওহ, রন, এখন ওখানে নিচয়ই কেড়ে নেই,’ বলল হারমিওন, কাছে এসে দাঁড়িয়ে। ‘ওটাই মোনিং মার্টলের যার্গে, অসো দেখা যাক।’

এবং একটা বিরাট “কাজ করে না” লেখাটাকে অঙ্গাহ্য করে সে দরজাটা খুলে ফেলল।

ওটা ছিল হ্যারির দেখা সবচাইতে খারাপ নোংরা যাচ্ছেতাই বাথরুম। বিশাল একটা ফাটা এবং দাগভর্তি আয়নার নিচে এক সারি পাথরের ভাঙা

সিংক। মেঝেটা স্যাঁৎস্যাতে এবং কয়েকটা ঘোমের মলিন আলোর প্রতিফলন করছে। হোল্ডারের মধ্যে ঘোমগুলো জুলে প্রায় শেষ হয়ে আসছে। কিউবিকলগুলোর কাঠের দরজার চলটে উঠে গেছে এবং একটা দরজা বুলে আছে কজা থেকে।

হারমিওন ঠোটে আঙুল রেখে ইশারা করল চুপ থাকতে এবং নিজে এগিয়ে গেলো সবচেয়ে কোনার কিউবিকলটার দিকে। এখানে পৌছে জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যালো, মার্টল, কেমন আছো তুমি?'

হ্যারি আর বুনও এগিয়ে গেল দেখা জন্যে। মেনিং মার্টল টয়লেটের সিস্টার্ন-এর উপর ভাসছে, খুতনিতে দাগ একটা।

'এটা মেয়েদের বাথরুম,' রন এবং হ্যারির দিকে সন্দেহজনক দৃষ্টি দিয়ে বলল সে। 'ওরা তো মেয়ে নয়।'

'না, একমত হলো হারমিওন। আমি শুধু ওদের দেখাতে চেয়েছিলাম এখানে ভেতরটা কত সুন্দর।'

হাত দিয়ে অনিদিষ্টভাবে পুরনো নোংরা আয়না আর স্যাতস্যাতে মেঝে দেখাল।

'ওকে জিজ্ঞাসা করো কিছু দেখেছে কি না,' হারমিওনের কানে কানে বলল হ্যারি।

ওদের দিকে নিস্পলক দৃষ্টিতে ভাকিয়ে মার্টল বলল, 'ওর কানে কি ফিসফিস করছ?'

'কিছু না,' দ্রুত বলল হ্যারি। 'আমরা জানতে চেয়েছিলাম-'

'যদি লোকজন আমার পেছনে কথা বলা বন্ধ করত শুধু!' কান্নাভেজা গলায় বলল মার্টল। 'আমি মৃত হলেও, জেনো আমারও আবেগ অনুভূতি রয়েছে।' মার্টল কেউ তোমাকে বিব্রত করতে চায় না,' বলল ~~হারমিওন~~। 'হ্যারি শুধু-'

আমাকে কেউ বিব্রত করতে চায় না! ভাল ~~হারমিওন~~ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল মার্টল। 'এ যায়গায় আমার জীবন কষ্টের ছাড়া আর কিছুই ছিল না, আর এখন মানুষ আসছে আমার মৃত্যুটাকেও ~~কষ্ট~~ করতে!'

'আমরা তোমার কাছে জানতে চেয়েছিলাম সম্প্রতি তুমি এখানে অড়ত কিছু দেখেছ কি না,' তাড়াতাড়ি ~~কর্মসূচি~~ হারমিওন, 'কারণ হ্যালোইন দিবসে তোমার দরজার ঠিক বাইরে ~~কর্মসূচি~~ বড় আক্রান্ত হয়েছিল।'

'তুমি কি সে রাতে কাছাকাছি কাউকে দেখেছ?' জানতে চাইল হ্যারি।

'আমি খেয়াল করিনি,' নাটকীয়ভাবে বলল মার্টল। 'পিভ্স আমার মেজাজটা এতই খিচড়ে দিয়েছিল যে এখানে এসে আমি আতঙ্গত্যা করতে

চেয়েছিলাম। তারপর, অবশ্য আমার মনে পড়ে গেলো যে আমি-আমি-'
‘আগেই মরে গেছি,’ সাহায্য করল রন।

হৃদয়বিদারক কান্নায় ভেসে পড়ল মার্ট্টল, বাতাসে ভেসে উঠল, অন্যদিকে
ফিরল এবং মাথা নিচু করে টয়লেটের মধ্যে দিল ঝাপ, ওদের সকলের গায়ে
পানি ছিটিয়ে চোখের আড়ালে ঢলে গেলো; ওর চাপা কান্নার আওয়াজ থেকে
বোৰা যাচ্ছে টয়লেটের পাইপটা যেখানে বেঁকেছে ওখানে কোথাও ও গিয়ে
আশ্রয় নিয়েছে।

হ্যারি আর রন দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু হারমিওন ক্লান্তিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে
বলল, ‘সত্য, ওটা ছিল মার্ট্টলের প্রায় আনন্দের... চলো যাওয়া যাক।’

মার্ট্টলের ঘড়বড়ে কান্নার মধ্যে হ্যারি যেই না ওদের পেছনে দরজাটা বন্ধ
করেছে ওমনি একটা উচ্চস্বরে ওরা চমকে প্রায় লাফিয়ে উঠল।

‘রন!

সিঙ্ডির মাথায় পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে পার্সি উইসলি, চক চক
করছে প্রিফেন্ট ব্যাজটা, যেন বড় ধরনের কোন শক পেয়েছে চেহারাটা এমন
হয়েছে ওর।

‘ওটা যেয়েদের বাথরুম!’ ঘন ঘন শ্বাস ছাড়ছে। ‘ওখানে তোমরা কি-?’

‘একটু ঘুরে ফিরে দেখছি,’ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল রন। ‘সূত্র, বুঝেছ সূত্র...’

রাগে পার্সি এমন ফুলছে, এমনভাবে যে হ্যারির মনে পড়ল মিসেস
উইসলির কথা।

‘ওখান-থেকে-সবে-দাঁড়াও-’ সে বলল, বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে
ওদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ করল সে হাত ঝাপটা মেরে।
‘ব্যাপারটা কি বুকম হচ্ছে সে বিষয়ে কি তোমাদের হ্শ নেই? সুবাই যখন
ডিনারে তখন আবার এখানে আসো...’

‘আমরা কেন এখানে আসব না?’ রাগ হয়ে বলল রন, থেমে দাঁড়িয়ে জুলত
চোখে পার্সির দিকে তাকালো। ‘শোন আমরা ওই বেঙ্গলটার গায়ে আঙুলের
টোকাও দিইনি!'

‘ওটাই আমি জিনিকে বলেছি,’ তীব্রভাবে বলল পার্সি, ‘তবুও সে মনে করে
তোমাদেরকে স্কুল থেকে বহিকার করব হবে; ওকে আমি কখনো এমন
বিচলিত দেখিনি, কেন্দে কেন্দে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে। তোমরা হয়তো ওর
কথাই ভাবছ, আসলে ফাস্ট ইয়ারের সব ছাত্রই এ ব্যাপারটা নিয়ে অতি-
উৎসুকিত-’

‘জিনির জন্য তোমার কোন মাথা ব্যথা নেই,’ বলল রন, ওর কান দুটো
লাল হয়ে গেছে। ‘তুমি শুধু চিন্তিত আমি তোমার হেড বয় হওয়ার সুযোগটা

ভঙ্গুল করে দেব।'

'গ্রিফিন্ডরের কাছ থেকে পাঁচ পয়েন্ট!' সংক্ষেপে বলল পার্সি, ওর প্রিফেস্ট ব্যাজটায় আঙুল বুলাতে বুলাতে। 'আশা করব এটা তোমাকে শিক্ষা দেবে! আর কোনো গোয়েন্দাগিরি নয়, হলে আমি মাকে লিখে দেবো।'

পা চালিয়ে চলে গেলো পার্সি, ওর ঘাড়ের পেছন দিকটা রনের মতোই লাল হয়ে রয়েছে।

* * *

সে রাতে হ্যারি, রন আর হারমিউন কমন রুমে পার্সির কাছ থেকে যথা সভ্ব দূরে বসল। তখনও মেজাজ খীরাপ রনের এবং সে তার 'চার্মস' হোমওয়ার্কটা কালি দিয়ে নষ্ট করছে। যখন ও অন্যমনক্ষত্রাবে ওর ম্যাজিক ওয়াল্ট দিয়ে কালি মুছবার চেষ্টা করল পার্টমেন্টটাতে আগুন ধরে গেল। ওর হোমওয়ার্কটাকেই ধোঁয়ায় উড়িয়ে দিল, দড়াম করে দ্য স্ট্যাভার্ড বুক অফ স্পেল্স, প্রেড ২ বন্ধ করল রন। হ্যারিকে বিস্মিত করে হারমিউনও একই কাজ করল।

'কে হতে পারে,' শান্ত স্বরে বলল হারমিউন, যেন তাদের মধ্যে যে কথা হচ্ছিল সেটাই চালিয়ে যাচ্ছে সে। 'কে চাচ্ছে সব ক্ষুইব এবং মাগল-জাতদের হোগার্টস ছাড়া করতে?'

'ভাবতে দাও,' কৃত্রিম বিভ্রান্তির ভাব করে বলল। 'আমরা কাকে জানি যে মনে করে মাগল-জাতরা জঞ্চাল?'

সে তাকাল হারমিউনের দিকে। হারমিউন তাকাল ওর দিক, বিশ্বাস করছে না।

'তুমি যদি ম্যালফয়ের কথা বলো-'

'নিশ্চয়ই আমি ম্যালফয়ের কথা বলছি!' বলল রন। 'তুমি শুনেছ ওর কথা : "এরপর তোমাদের পালা মাড়ব্লাড্স!" বিশ্বাস করো ওই যে সেই সেটা বৌঝার জন্য তোমাকে শুধু ওর ইন্দুরের মতো জেংরা চেহারাটার দিকে তাকাতে হবে-'

'ম্যালফয়, স্নিথারিনের উত্তরাধিকার?' সন্দেহের স্বরে বলল হারমিউন।

'ওর পরিবারের কথাই খুঁজে বেঁচে গোছাতে গোছাতে বলল হ্যারি। 'ওরা সকলেই স্নিথারিন হাউজে থেকেছে, সে সব সময় এ নিয়ে গর্ব করে। ওরা খুব সহজে স্নিথারিনের উত্তরাধিকার হতে পারে। ওর বাবা সে রকমই বেশ শয়তান।'

‘ওদের কাছে চেস্বার অফ সিক্রেটস এর চাবিও থাকতে পারে যুগ যুগ ধরে!’ বলল রন। ‘এবং পিতা থেকে পুত্রের হাতে ক্রমাবয়ে সেটা দিয়েও যেতে পারে...’

‘বেশ,’ বলল হারমিউন সতর্কতার সঙ্গে, ‘আমার মনে হয় এটা সম্ভব হতে পারে...’

‘কিন্তু আমরা সেটা প্রমাণ করব কিভাবে?’ চিন্তিত স্বরে বলল হ্যারি।

‘নিশ্চয়ই একটা উপায় থাকতে পারে,’ ধীরে ধীরে বলল হারমিউন, রুমের অন্যদিকে পার্সির দিকে দ্রুত দৃষ্টি বুলিয়ে ওর স্বর আরো নামিয়ে। ‘অবশ্য এটা খুবই কঠিন হবে। এবং বিপদজনক, খুব বিপদজনক। আশা করছি এর জন্যে আমাদেরকে স্কুলের গোটা পক্ষাশেক নিয়ম ভাঙ্তে হবে।’

‘মাস খানেকের মধ্যে, যদি তোমার মনে চায়, তুমি আমাদের ব্যাখ্যা করে বলতে পারো, পারো না?’ বিরক্ত হয়ে বলল রন।

‘বেশ,’ শীতল কঠে বলল হারমিউন। ‘আমাদের যা করতে হবে, সেটা হচ্ছে স্থিথারিন কমন রুমে ঢুকে ম্যালফয়ের কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে, কিন্তু ও যেন টের না পায় আমরাই প্রশ্নগুলো করছি।’

‘কিন্তু সেটা অসম্ভব,’ বলে হ্যারি এবং রন হেসে উঠল।

‘না, একেবারেই না,’ বলল হারমিউন। ‘আমাদের শুধু দরকার হবে কিছু পরিমাণে পলিজুস পোশন।’

‘সেটা আবার কি?’ এক সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল হ্যারি আর রন।

‘কয়েক সপ্তাহ আগে স্লেইপ ওটার কথা ক্লাসে বলেছিল—’

‘তোমার কি মনে হয় পোশন সম্পর্কে স্লেইপের লেকচার শোনা ছাড়া আমাদের ভাল আর কিছু করার নেই? বিড় বিড় করে বলল রন।

‘এটা তোমাকে অন্য ব্যক্তিতে রূপান্তরিত করে। ভেবে দেখো! আমরা তিনি জন স্থিথারিনে রূপান্তরিত হতে পারি। কেউই জানবে না যে আমরা ছিলাম। ম্যালফয় হয়তো আমাদের কাছে যে কোনো কথাই বলবেন না। হয়তো ঠিক এখনই সে এ নিয়ে স্থিথারিন কমন রুমে বড়াইও করবেন, যদি শুধু আমরা ওর কথা শুনতে পারতাম।’

‘এই পলিজুস-এর ব্যাপারটা আমরা কাছে একটু ঝুঁকিপূর্ণ মনে হচ্ছে,’ বলল রন ও কুঁচকে। ‘যদি আমরা ক্রমজগৎ চিরদিনের জন্যে “স্থিথারিনের ঘৰতা দেখতে” রয়ে যাই, তাহলে কি হবে?’

‘কিছুক্ষণ পরই পোশনটার কার্যকারিতার আয়ু শেষ হয়ে যায়,’ অস্ত্রিভাবে হাত নেড়ে বলল হারমিউন, ‘কিন্তু ওটা পাওয়াই খুব কঠিন। স্লেইপ বলেছিলেন ওটা “মোস্তে পোতে পোশনস” বইয়ে রয়েছে এবং অবশ্যই এটা লাইব্রেরীর

সংরক্ষিত অংশে রয়েছে।'

লাইব্রেরীর সংরক্ষিত অংশ থেকে বই বের করবার একটাই উপায় রয়েছে : একজন শিক্ষকের স্বাক্ষর করা লিখিত অনুমতি পত্র থাকতে হবে।

'বইটা আমরা কেন চাচ্ছ,' বলল রন, 'যদি না আমরা এর থেকে কোন পোশন বানানোর চেষ্টা না করি।'

'আমার মনে হয়,' বলল হারমিওন, 'যদি আমরা এমন বোঝাতে পারি যে আমরা শুধু থিওরিতেই আগ্রহী তাহলে হয়তো আমাদের একটা সন্তানা রয়েছে...'

'ওহ, কি যে বলো, কোনো টিচারই এতে কনভিন্সড হবে না,' বলল রন। 'যুক্তিটা সত্যিই জোরালো হতে হবে...'

দশম অধ্যায়



দ্য রোগ ব্রাজার

পিংকিলোর সর্বনাশী ঘটনার পর প্রফেসর লকহার্ট ক্লাসে
জীবন্ত প্রাণী আনেনন্দি। নিজের বই থেকে পড়ে শোনাতেন ক্লাসে,
নাটকীয় ঘটনাগুলো মগ্নিস্ত্র করে দেখাতেন। এই ধরনের কাজের ক্ষেত্রে তিনি
সাধারণত হ্যারিকে ডেকে নিতেন তাকে সাহায্য করার জন্য। এখন পর্যন্ত হ্যারি
বাধ্য হয়েছে একজন সরল ট্র্যাপসিলভ্যানিয়ান প্রায় মানুষের ভূমিকায় অভিনয়
করতে যাকে লকহার্ট একটি শাপ থেকে পরিচয়েছে, তাকে অভিনয় করতে,
হয়েছে মাথায় সর্দি লাগা একজন ক্ষয়তির ভূমিকায় এবং একজন
ভ্যাম্পায়ারের ভূমিকায় যে লকহার্টের অবস্থার আগে লেটুস ছাড়া আর কিছুই
থেতে পারত না।

হ্যারিকে সবলে টেনে নিয়ে ওদের ডিফেন্স এগেন্স্ট দ্য ডার্ক আর্ট্স ক্লাসে
সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো, এবার সে অভিনয় করছে একটা পুরাণে বর্ণিত

নেকড়ের রূপান্তরিত মানব সন্তান বা ওয়ের-উল্ফ এর ভূমিকায়। লকহার্টকে খুশি রাখার খুব জোরালো কারণ না থাকলে এবার হ্যারি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করত।

‘জোরে ডাক ছাড়তে হবে হ্যারি— ঠিক এরকম— এবং তোমরা যদি বিশ্বাস করো, আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওটার ওপর— এই ভাবে— সজোরে ছুড়ে মারলাম যেবেতে— এইভাবে একহাতে ওকে ঠেসে ধরলাম— অন্য হাতে আমার জাদুদণ্টা ওর গলায় ঢুকিয়ে দিলাম— এর পর আমার সর্বশক্তি নিয়োগ করে সাংঘাতিক রকমের জটিল হোমরফাস চার্ম বিদ্যুটী প্রয়োগ করলাম— বেচারা একটা মর্মান্তিক গোঙানী ছাড়ল— হ্যাঁ, হ্যারি এর চেয়েও জোরে— বেশ নেকড়েটার গায়ের লোমগুলো অদৃশ্য হয়ে গেলো— বড় বড় দাঁতগুলো সংকুচিত হয়ে গেলো— সে আবার মানুষ হয়ে গেলো। সহজ, কিন্তু কার্যকর এবং আরেকটি ধার্ম আমাকে মনে রাখবে তাদের হিসেবে, যে ওদেরকে ওয়ের-উলফের মাসিক ভীতি থেকে বাঁচিয়েছে।’

ঘন্টা বাজল, লকহার্ট উঠে দাঁড়ালেন।

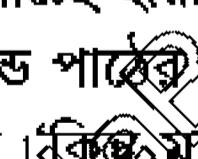
‘বাড়ির কাজ: ওয়াগগা ওয়ের-উল্ফকে আমি যে পরাজিত করেছি তার ওপর একটা কবিতা লিখে আনবে! যার সবচেয়ে ভাল হবে তাকে ফ্যাজিক্যাল মি’র সাইন করা একটি কপি দেয়া হবে!

ক্লাস থেকে সবাই বের হয়ে যেতে লাগল। হ্যারি আবার ফিরে গেল রুমের পেছনে, যেখানে রন আর হারমিওন ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল।

‘রেডি?’ আন্তে করে বলল হ্যারি।

‘সবাই যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো,’ বলল হারমিওন, নার্ভাস দেখাচ্ছে ওকে, ‘বেশ...’

সে প্রফেসর লকহার্টের ডেক্সের কাছে গেল, হাতের মুঠো শক্ত করে ধরা এক টুকরো কাগজ, হ্যারি আবার রন ঠিক তার পেছনে ।

‘ইয়ে— প্রফেসর লকহার্ট?’ তোতলাচ্ছে হারমিওন  আমি লাইব্রেরী থেকে এই বইটা নিতে চাইছি। এই ব্যাকগ্রাউন্ড পাঠের জন্য। হাতের কাগজটা মেলে এগিয়ে ধরল সে, হাত সামান্য কঁপছে। বিস্তৃত মুশকিল হলো বইটা লাইব্রেরীর সংরক্ষিত অংশে রাখেছে, এর জন্যে একজন শিক্ষকের স্বাক্ষর দরকার— আমি নিশ্চিত যে এ বইটা আপনার গ্যাডিং অ্যান্ড দ্য পোলস বইয়ে ধীরে-কাজ করে বিষ সম্পর্কে যা লিখেছেন সেটা কুরআতে সাহায্য করবে...’

‘আহ, গ্যাডিং অ্যান্ড দ্য পোলস!’ বললেন লকহার্ট, হারমিওনের হাত থেকে কাগজের টুকরাটা নিয়ে ওর দিকে প্রশস্ত একটা দিয়ে। ‘সন্তুষ্ট আমার সবচেয়ে প্রিয় বই। ‘তোমার ভাল লেগেছে?’

‘হ্যা, নিশ্চয়ই,’ বলল হারমিওন আগ্রহের সঙ্গে। ‘কত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে, আপনি শেষেরটাকে যেভাবে ঢা-ছাকনি দিয়ে ফাঁদে ফেলেছেন...’

‘বেশ, আমি নিশ্চিত যে বছরের সেরা ছাত্রীটিকে একটু বাড়তি সাহায্য করবার জন্যে কেউ কিছু মনে করবে না,’ উক্তার সঙ্গে বললেন লকহার্ট। ময়ুরের পাথার একটা বিরাট পালক বের করলেন প্রফেসর। ‘হ্যা, সুন্দর তাই না? রনের মুখের বিত্তুওয়ার অভিব্যক্তিকে ভুল বুঝে। ‘সাধারণত এটাকে আমি বাঁচিয়ে রাখি বই স্বাক্ষর করার জন্যে।’

কাগজের টুকরোটার মধ্যে ইয়া বড় একটা স্বাক্ষর করে ওটা ফিরিয়ে দিলেন তিনি হারমিওনের হাতে।

‘তাহলে হ্যারি,’ বললেন লকহার্ট, হারমিওন কাগজের টুকরোটা ভাজ করে কম্পিত হাতে ব্যাগে ঢুকিয়ে দিল, ‘আমার মনে হয় আগামীকাল ঘণ্টামের প্রথম কিডিচ ম্যাচ? স্থিথারিনের বিরুক্তে প্রিফিন্ড, তাই না? শুনেছি তুমি একজন ভাল প্রেয়ার। আমি নিজেও একজন সিকার ছিলাম। আমাকে জাতীয় ক্ষয়াড়ের জন্য চেষ্টা করার কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু আমি আমার কালো শক্তিশালিকে নির্মূল করার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করা ভাল মনে করলাম। তারপরও যদি তুমি কখনও কোন ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন বোধ কর, আমাকে বলতে দ্বিধা করো না। আমার চেয়ে কম সক্ষম প্রেয়ারদের কাছে আমার দক্ষতা পৌছে দেয়াই আমার কাছে আনন্দের।’

গলায় একটা অস্পষ্ট শব্দ করে হ্যারি দ্রুত রন আর হারমিওনের পেছন পেছন বেরিয়ে গেল।

‘আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না,’ ও বলল, ওরা তিনজন যখন কাগজে দেয়া প্রফেসরের স্বাক্ষরটা দেখছে, ‘আমরা কি বই চাইছি ~~প্রেট্রো~~ একবার দেখলেন না!'

‘এর কারণ তিনি একটা মন্তিক্ষবিহীন জীব,’ বলল ~~কিন্তু~~ আমাদের অত কিছুতে দরকার কি আমাদের যা দরকার পেয়ে পেছি।

‘প্রফেসর কোন মন্তিক্ষবিহীন জীব নন,’ ~~প্রেট্রো~~ লাইব্রেরীর দিকে যেতে যেতে হারমিওন বলল তীক্ষ্ণ কঠে।

‘তোমাকে বছরের সেরা ছাত্রী বলে~~তে~~ বলে...’

লাইব্রেরীর দর্শন আটকানো নীলবর্ণীর মধ্যে ওরা স্বর নামালো নিজেদের। মাদাম পিস, লাইব্রেরীয়ান, ~~একস্থানে~~, বিরক্তিকর একজন মহিলা যাকে দেখলেই পুষ্টিহীন কোন শকুনীর কথা মনে হয়।

‘মোতে পোতে পোশন্স? সক্রিয়তাবে উচ্চারণ করল সে, হারমিওনের হাত থেকে কাগজের টুকরোটা নেয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু হারমিওন ছাড়ল না।

‘ভাবছিলাম নিজের কাছে রাখতে পারি কি না,’ এক নিশ্চাসে বলে ফেলল সে।

‘ওহ, দিয়ে দাও না,’ হারমিওনের হাত থেকে ওটা নিয়ে মাদাম পিসের হাতে গুজে দিল। ‘আমরা তোমাকে আরেকটা অটোচাফ নিয়ে দেব। দীর্ঘস্থায়ী যদি হয় তবে লকহার্ট যে কোন কিছুতে স্বাক্ষর করবেন।

মাদাম পিস কাগজটা আলোর সামনে ধরল, যেন নকল কি না সে পরীক্ষা করছেন, কিন্তু পরীক্ষায় পাশ করে গেল কাগজটা। দৃঢ় ও সদস্ত পদক্ষেপে উঁচু শেল্ফগুলোর মাঝ দিয়ে হেটে গেলেন। কয়েক মিনিট পর ফিরে এলেন বিরাট একটা ঝুরঝুরে বই হাতে নিয়ে। হারমিওন ঘড়ের সঙ্গে ওটা ব্যাগে রাখল, এরপর লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। খেয়াল রাখল হাঁটাটা যেন জোরে না হয়ে যায় এবং কোন অপরাধবোধ যেন না ধরা পড়ে ওদের মধ্যে।

পাঁচ মিনিট পর, আবার তারা মোনিং মার্টল-এর কাজ-করে-না বাথরুমে ঘন হয়ে বসল। রনের আপস্তি ছিল কিন্তু হারমিওন এই বলে সেটা নাকচ করে দেয় যে, ওদেরকে কেউ যদি খৌজ করে তবে এটাই হবে সবচেয়ে শেষ যায়গা। সুতারাং এখানে তাদের গোপনীয়তা নিশ্চিত। মোনিং মার্টল ওর কিউবিকল-এ শব্দ করে কাঁদছিল, কিন্তু তাকে উপেক্ষা করল, এবং সেও ওদেরকে।

হারমিওন সতর্কতার সঙ্গে বইটা খুলল, তিনজন ঝুকল বইটার দাগওয়ালা পাতার ওপর। এক নজর দেখেই বোৰা গেল কেন এটা সংরক্ষিত অংশে রাখা হয়। কোন কোন পোশনের প্রভাব এমন ভীতিকর যে ভাবা যায় না, এবং কিছু কুঠিহীন ছবি রয়েছে বইটাতে, যার মধ্যে রয়েছে এজন মানুষের নাড়িভুড়ি সব বেরিয়ে আছে এবং এক ডাইলী তার মাথা থেকে কয়েকটা অফিচিয়েল হাত বের করে নিয়েছে।

‘এই যে,’ পলিজুস পোশনের পাতাটা পেয়ে উঠেজিত হয়ে বলল হারমিওন। মানুষ অন্য মানুষে রূপান্তরিত হওয়ার মুহূর্ষত্বে রয়েছে এ ধরনের ছবি দিয়ে পাতাগুলো সাজানো। হ্যারি আন্তরিক্ষজাবেই আশা করছিল এই সব মানুষের চেহারায় যে তীব্র যন্ত্রণার ছাপ রয়েছে সেটা শিল্পীর কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

পোশনের রেসিপিটা পড়তে প্রস্তুত হারমিওন বলল আমি যতগুলি পোশন সম্পর্কে জানি এটাই সবচেয়ে জটিল। ফিতার মতো পাখাওয়ালা মাছি, জঁক, বহমান আগাছা এবং গিটি ওয়ালা ঘাস,’ উপাদানের তালিকা পড়তে পড়তে বিড় বিড় করে বলল সে। ‘অবশ্য, ওগুলো সহজেই পাওয়া সম্ভব, ছাত্রদের স্টোর-কার্বার্ডে ওগুলো রয়েছে, আমরা শুধু নিয়ে নিলেই হলো। উটুটু, দেখো,

বাইকর্নের শিং-এর পাউডার— জানি না এটা আবার কোথায় পাবো... বুম্বল্যাং-
এর টুকরো টুকরো করা চামড়া— ওটা পাওয়াও মুশকিল হবে— এবং আমরা
যে মানুষে রূপান্তরিত হতে চাই তার একটু ছোট্ট অংশ।'

'কি বলতে চাও?' বলল রন তীক্ষ্ণ স্বরে। 'কি বোঝাতে চাচ্ছ, যে মানুষে
রূপান্তরিত আমরা তাদের একটু টুকরা বলতে? আমি এমন কিছুই পান করবো
না যেটাতে ক্রেবস-এর পায়ের আঙুলের নখ রয়েছে...'

হারমিওন বলে যেতে লাগল যেন কিছুই শুনতে পায়নি।

'আমাদেরকে এখনও সেটা নিয়ে চিন্তা না করলেও চলবে, কারণ, ওই
জিনিষগুলো আমরা সবার শেষে যোগ করব...'

রন, বাক্যহারা, হারির দিকে ফিরল, ওর আবার আরেক সমস্যা।

'তুমি কি বুঝতে পারছ হারমিওন, যে আমাদেরকে কতটা চুরি করতে হবে?
বুম্বল্যাংগের চামড়ার টুকরো, ওটা নিশ্চয়ই ছাত্রদের কাবার্ডে পাওয়া যায় না।
আমরা কি করব, স্লেইপের ব্যক্তিগত স্টোর ভাঙব? আমি জানি না এটা কোন
ভাল পরিকল্পনা কি না...'

শব্দ করে বইটা বন্ধ করল হারমিওন।

'বেশ, তোমরা দু'জন যদি তয় পেয়ে পিছিয়ে যেতে চাও, ঠিক আছে,'
বলল সে। ওর গালে উজ্জ্বল গোলাপী ছাপ পড়ল, চোখ স্বাভাবিকের চেয়ে
উজ্জ্বল। 'আমি নিয়ম ভাঙতে চাই না, সেটা তোমরা জান। আমার মনে একটী
জটিল পোশন তৈরি করার চেয়ে মাগল-জাতদের ছুটি দেয়া অনেক বেশি
খারাপ। কিন্তু তোমরা যদি বের করতে না চাও, ব্যক্তিটি ম্যালফয় কি না, আমি
সোজা মাদাম পিসের কাছে গিয়ে বইটা ফেরত দিয়ে আসব...'

'আমার কখনও মনে হয়নি যে সে দিনটিও দেখতে হবে।' বেশ, আমরা
করবো, কিন্তু পায়ের আঙুলের নখ নয়, আচ্ছা?'

হারমিওনকে খুশি হলো, আবার বইটা খুলল।

'ওটা বানাতে কতদিন লাগতে পারে?' বলল হ্যারি।

'বেশ, বহুমান আগাছাগুলো পূর্ণচন্দের সময় তুলতে হবে এবং ফিতার
মতো পাথাগুলো একুশ দিন ধরে জ্বাল দিতে হবে... সব মিলিয়ে, ছাড় আমি
বলব, তা মাস খানেক তো লাগবেই যদি আমরা সবগুলো উপাদান পাই,
তবে।'

'এক মাস?' বলল রন। 'এক মধ্যে ম্যালফয়, স্কুলের অর্দেক মাগল-জাতকে
আক্রমণ করতে সক্ষম হবে!' আবার বিপদজনকভাবে হারমিওনের চোখ সরু
হয়ে এলো, তাই দ্রুত যোগ করল সে, 'কিন্তু আমাদের কাছে এটাই সবচেয়ে

দ্য রোগ ব্লাজার

ভাল প্লান, সুতারাং আমি বলছি পরো দমে এগিয়ে চলো ।
যাই হোক ,হারমিউন যখন বাথরুম থেকে ওদের বেরিয়ে যাওয়াটা
নিরাপদ কিনা সেটা দেখছিল ,তখন রন ফিস ফিস করে হ্যারিকে বল, যদি
কাল তুমি ম্যালফয় কে ওর ঝাড়ু থেকে ফেলে দিতে পারো তবে অনেক
কম ঝামেলার ব্যাপার হবে ।

শনিবার সকালে হ্যারি খুব তারাতারি ঘুম থেকে উঠে শুয়ে শুয়ে কিডিচ
ম্যাট্টার কথা ভাবছিল । সে নান্দাস হচ্ছে,বিশেষত এটা ভেবে যে যদি
গ্রিফিন্ডার হেরে যায় তবে উড কি বলবে,তার উপর সোনার দরে কেনা সবচেয়ে
দ্রুতগামী ঝাড়ুতে চরা টিমকে মোকাবেলা করার চিন্তাও তাকে নান্দাস করছে ।
এর আগে মিথারিন টিম কে হারাবার জন্যে এমন মরিয়া ভাব তার কখনও ছিলনা ।
পেটে মোচর দিচ্ছে , প্রায় আধ ঘন্টা ওভাবে শুয়ে থাকার পর বিছানা ছাড়ল ,
কাপড়,সকাল সকাল নাস্তা খেতে গেল,ওখালে গ্রিফিন্ডর টিমের অন্যদের পেলো ,
লম্বা শূন্য টেবিলটায় কাছাকাছি সব বসে,সবাই বেশ বিচলিত এবং বেশি কথা
বলছে না কেও ।

এগারোটার দিকে পুরো ইঙ্গুলটাই কিডিচ স্টেডিয়ামের দিকে যেতে শুরু করল ।
দিনটা শুমোড, বাতাসে আবার বজ্রপাতের আভাসও রয়েছে । হ্যারি ড্রেসিং রুমে
তোকার সময় রন আর হারমিউন দ্রুত গিয়ে ওকে শুভেচ্ছা জানালো ।
টকটকে লাল গ্রিফিন্ডর জাম্বিস পরে নিল টিমটা ,তার উডের প্রাক স্ট্যাচ
প্রস্তুতিমূলক আলচনা শোনার জন্য বসল ।

আমাদের চেয়ে মিথারিন টিমের কাছে ভাল ঝাড়ু রয়েছে, শুরু করলো উড, এটা
অস্বীকার করার কোন উপায় নেই । কিন্তু আমাদের রয়েছে ঝাড়ুতে ওদের চেয়ে ভাল প্লেয়ার । আমরা
ওদের চেয়ে অনেক বেশি প্রশিখন নিয়েছি, আমরা সব মওওমেই ঝাড়ু নিয়ে উঠেছি-, খুব বেশি ঠিক
,বিড় বিড় করল জন্মজ উইস্টি । আগাস্ট থেকে আমি ঠিক মত শুকোতেই পারিনি । এবং আমরা
ওদের কে সেই দিনটার জন্যে আফসোস করতে বাধ্য করবো যেদিন ওই নোংরা হতচ্ছাড়া ম্যালফয়
ঝাড়ু কিনে দেয়ার বিনিময়ে তিনি ওর জায়গা কিনে নিয়েছে ।

আবেগে উডের বুক উঠা নামা করছে,এবার সে হ্যারির দিকে ফিরল । হ্যারি, এখন এটা তোমাকেই
দেখাতে হবে যে একজন শিকারিকে ধনী বাপ থাকার চেয়েও বেশি আরো কিছু থাকতে হবে ।
ম্যালফয়ের আগে ওই

‘স্নিচটা তোমাকে পেতে হবে, নাহলে পাওয়ার চেষ্টায় মরতে হবে, হ্যারি আজ আমাদের জিততেই হবে, আমাদের হবেই।’

‘তাহলে, কোন মানসিক চাপ নহু, হ্যারি,’ বলল ফ্রেড ওর দিকে চোখ টিপে।

পিছে পৌছাতেই বিরাট একটা গর্জন ওদের স্বাগত জানাল; বেশির ভাগই উল্লাসধৰনি, কারণ র্যান্ডেনক্ল এবং হাফ্লপাফ হাউজ দুটো স্থিথারিনকে পরাজিত হতে দেখতে আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে, অবশ্য স্থিথারিন হাউজের সমর্থকদের বুউডউ আৱ হিসুস্ ধৰনিও শোনা গেল সমানে। কিডিচ টিচার মাদাম ছচ, ফ্লিন্ট এবং উডকে কৰমৰ্দন কৰতে বললেন, ওৱা সেটা কৰল, তবে একে অন্যের দিকে বিষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে এবং হাতে প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত বল প্রয়োগ করে।

‘আমার হাইস্ল-এর সঙ্গে সঙ্গে,’ বললেন মাদাম ছচ, ‘তিন... দুই... এক...’ দর্শকদের বিরাট গর্জন ওদেরকে আকাশে ওঠার জন্যে, চৌক্ষিক প্রেয়ার সাঁই করে উঠে গেলো বিষন্ন আকাশটার দিকে। অন্য যে কারো চেয়ে হ্যারি আরো ওপরে উঠে গেলো, চোখ কুঁচকে স্নিচটাকে ঝুঁজছে।

‘ঠিক আছে, এই যে দাগমাথা?’ চিখকার করে উঠল ম্যালফয়ে, হ্যারির নিচে থেকে খাড়া উপরে আসছে তীরবেগে, যেন ওর নতুন ঝাড়ুটার স্পীড দেখাচ্ছে।

ওর জবাব দেয়। সময় হ্যারির ছিল না। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ভারী কালো ব্লাজার ওর দিকে ধেয়ে আসছে; লাগতে লাগতে ওটাকে এড়াতে পারল হ্যারি শেষ মুহূর্তে, এমনভাবে যে ওটা ওর চুল ঘেষে গেছে।

‘প্রায় লেগেছিল আৱ কি, হ্যারি!’ বলল জর্জ, ওর পাশ দিয়ে গদা হাতে ঘেতে ঘেতে, ব্লাজারটাকে একজন স্থিথারিনের দিকে পাঠিয়ে দেয়ার জন্য। হ্যারি দেখল জর্জ ভীষণ জোরে মেরে ব্লাজারটাকে অ্যাঞ্জিয়ান প্রাসির দিকে পাঠিয়ে দিয়েছে, কিন্তু মধ্য বাতাসে ব্লাজারটা গতি পরিবর্তন কৰল এবং আবার তেড়ে গেল হ্যারির দিকেই।

থচও বেগ তৈরি করে হ্যারি পিচের আরেক ঝাড়ে ছুটে গেলো। ও শুনতে পাচ্ছে ব্লাজারটা ওর পেছন পেছন ধেয়ে আসছে। কি হচ্ছে এ সব? এৱকম তো কখনও হয় না, ব্লাজারটা শুধুমাত্র একজন প্রেয়ারকেই টার্গেট করে, ওটার কাজই হচ্ছে যত বেশি সম্ভব প্রেয়ারকে কেন্দ্র যায় সে চেষ্টা কৱা...

অন্য প্রান্তে ফ্রেড উইসলি ব্লাজারের জন্যে অপেক্ষা কৰছে। ফ্রেড গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে ব্লাজারটাকে আঘাত কৰতে উদ্যত হলে হ্যারি মাথা ঝৌকালো; ব্লাজারটা ওর গতিপথ থেকে সজোরে সরে গেল।

‘এবাব হয়েছে,’ খুশিতে চিখকার করে উঠল ফ্রেড, কিন্তু না, ভুল হলো ওর;

ব্লাজারটা আবার হ্যারির দিকে তেড়ে এলে বাধ্য হলো সে ফুল স্পীডে আকাশের দিকে উড়ে যেতে।

শুন্খ হলো বৃষ্টি; বড় বড় ফোটা হ্যারির মুখে পড়ছে, ওর চশমার কাচের উপর ছড়িয়ে পড়ছে। এরপর খেলায় কি হচ্ছে সে কিছুই টের পেলো না, এক সময় ওর কানে এলো লী জর্ডানের শ্বর, খেলার ধারা বিবরণীতে বলছে, 'স্থিথারিন এগিয়ে আছে ষাট শূন্যতে।'

স্থিথারিনদের উন্নততর ঝাড়ু সন্দেহাতীতভাবে ওদের কাজ করছে, এর মধ্যে পাগলা ব্লাজারটা যারপরনাই চেষ্টা করছে হ্যারিকে উপর থেকে ফেলে দিতে। ফ্রেড এবং জর্জ ওর দুই দিকে এতো কাছে থেকে উড়ে বেড়াচ্ছে যে সে ওদের হাত ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না এবং স্থিচটা ধরা দূরে থাকুক ওটা দেখতেই পাচ্ছে না।

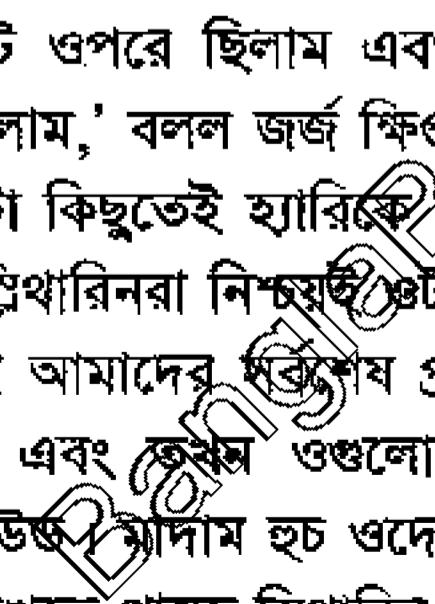
'কেউ একজন ব্লাজারটাকে ট্যাম্পার করেছে,' ঘোত ঘোত করল ফ্রেড, ওটা আবার হ্যারিকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলে সর্বশক্তি দিয়ে ওটাকে মারল সে।

'আমাদের এখন সময় দরকার,' বলল জর্জ, বলে একই সঙ্গে উডকে সিগনালও দিল হ্যারির নাকটা ব্লাজারের হাত থেকে রক্ষাও করল।

সিগনালটা বুঝতে পারল উড। মাদাম হ্চ-এর হ্টস্ল বেজে উঠল এবং হ্যারি, ফ্রেড এবং জর্জ মাটির দিকে ডাইভ দিল, তখনও ওদের চেষ্টা করতে হলো পাগলা ব্লাজারটাকে এড়ানোর জন্য।

'কি হচ্ছে, বিষয়টি কি? বলল উড, যখন গ্রিফিন্ডর টিম এক সাথে হওয়ার পর। অন্য দিকে দর্শকদের মধ্যে থেকে স্থিথারিনের সমর্থকরা বিদ্রূপ করছে। 'আমাদেরকে একেবারে শুইয়ে দিয়েছে। ফ্রেড, জর্জ, ওই ব্লাজারটা যখন অ্যাঞ্জেলিনাকে ক্ষোর করার সময় রুংথে দিল কোথায় ছিলেন তোমরা দুজন?' 

'আমরা ওর কুড়ি ফিট ওপরে ছিলাম এবং হ্যারিক হত্যা করা থেকে আরেকটি ব্লাজারকে কুখছিলাম,' বলল জর্জ ক্ষিণ হয়ে। 'কেউ একজন ওটার কিছু একটা করেছে যে ওটা কিছুতেই হ্যারিকে ছাড়ছে না, সারা খেলায় ওটা আর কারো পিছু নেয়নি। স্থিথারিনরা নিশ্চয়ই ওটার কিছু করেছে।'

'কিন্তু ব্লাজারগুলো তো আমাদের প্রতিশোধ প্র্যাকটিসের পর মাদাস হচের অফিসে তালা মারা ছিল এবং ক্ষয়ে ওগুলোর মধ্যে কোন সমস্যা ছিল না... উদ্বেগের সাথে বলল উড। মাদাম হ্চ ওদের দিকে হেঁটে আসছেন। ওর কাঁধের ওপর দিয়ে হ্যারি দেখতে পাচ্ছে স্থিথারিন টিম টিটকিরি মারছে আর ওর দিকে আঙুল তুলে দেখাচ্ছে।' 

‘শোন,’ বলল হ্যারি, মাদাম হচ্ছ কাছে চলে আসছেন, ‘তোমরা দু’জন যদি সারাক্ষণ আমার চারপাশে উড়তে থাকো তাহলে একমাত্র আমার আন্তিনের ভেতর ঢুকলে তবেই আমি স্লিচটাকে ধরতে পারবো, তার আগে নয়। তোমরা টীমের অন্যদের কাছে চলে যাবে বদমাশ ব্লাজারটাকে শায়েস্তা করার দায়িত্বটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।’

‘পাগল হয়ো না, ওটা তোমার মাথা উড়িয়ে দেবে,’ বলল ফ্রেড।

হ্যারি আর উইসলিন্দের দেখছিল উড়।

‘অলিভার, এটা পাগলামি, রাগ হয়ে বলল অ্যারকে স্পিনেট। তুমি একা হ্যারিকে ওই জিনিসটার ব্যবস্থা করতে দিতে পারো না। আমরা ইনকোয়ারী চাইব-’

‘এখন যদি আমরা খেলা ছেড়ে দিই তাহলে আমাদের পয়েন্ট বাজেয়াও হবে,’ বলল হ্যারি। ‘এবং একটা পাগলা স্লিচের কারণে আমরা কিছুতেই স্লিথারিন্দের কাছে হারবো না! চলো অলিভার ওদেরকে বলো আমাকে একা ছেড়ে দিতে!’

‘এর সবটাই তোমার দোষ,’ রাগ করে জর্জ বলল উড়কে। “স্লিচটা ধরবে না হলে ধরার চেষ্টা করে মরবে”-কি একটা স্টুপিড কথা!

মাদাম হচ্ছ ওদের সঙ্গে যোগ দিলেন।

‘খেলা শুরু করার জন্যে তৈরি?’ উডের কাছে জানতে চাইলেন।

হ্যারির মুখে দৃঢ়সংকল্প দেখল উড়।

‘বেশ,’ সে বলল। ‘ফ্রেড, জর্জ তোমরা হ্যারির কথা শুনেছ- ওকে একা ছেড়ে দেবে এবং ব্লাজারটা ওকে ওর মতো করেই সামাজ দিতে দাও।’

এখন আরো জোরে পড়ছে বৃষ্টি। মাদাম হচ্ছের হাতে রেজে উঠতেই হ্যারি জোরে বাতাসে লাথি পেছন পেছন পেছন ব্লাজারটার শব্দও শুনতে পেলো ওকে ধাওয়া করছে। উপরে উঠতেই থাকল হ্যারি। ও বৃত্ত তৈরি করল, পেঁচিয়ে উঠল, ডান-বাঁ জিগ-জ্যাগ করল এবং গোত্র খেলো। স্লিচটা আবছা, তারপরও ওর চোখ পুরো খোলা রাখল। বৃষ্টি ওর চশমার ওপর ঝোঁচ মারছে এবং যখন ও উল্টো করে ঝুলে ছিল তখন নাকে পানি ঝুকে গেল। ব্লাজারটার আরেকটা ভয়াবহ আক্রমণ এড়িয়ে গেল হ্যারি। ও দশক্ষণের মধ্য থেকে অটুহাসি শুনতে পেলো; ও জানে নিজেকে ওর বোকা দেখাবে হবে, কিন্তু বদমাশ ব্লাজারটা ভারি এবং এই কারণে ওর মতো দ্রুত দিক বদলাতে পারে না। স্টেডিয়ামের প্রাতি ধরে রোলার-কোস্টার চড়ার মতো করে যাচ্ছে হ্যারি, থিফিন্টর গোল পোস্টের দিকে বৃষ্টির ঝুপালি চাদরের মধ্য দিয়ে চোখ কুঁচকে দেখছে, যখন অ্যান্ড্রিয়ান পাসি উড়কে কাটিয়ে যেতে উদ্যত হলো...

কানের কাছে একটা শিষ্ঠির শব্দ শনে হ্যারি বুরতে পারলো ব্লাজারটা ওকে আবার মিস করেছে; ডান দিকে ঘূরে উল্টোদিকে যেতে শুরু করল।

‘ব্যালে’র জন্য ট্রেনিং নিছু, পটার?’ চিৎকার করল ম্যালফয়, ব্লাজারটাকে থেকা দেয়ার জন্য মধ্য আকাশে হ্যারিকে বোকা ধরলের একটা শোচড় খেতে দেখে। পালিয়ে গেলো হ্যারি, ব্লাজারটা ওর কয়েক ফিট পেছনে: এবং তারপর ম্যালফয়ের দিকে পেছন ফিরে দেখল ঘৃণায়, সে ওটাকে দেখতে পেলো, দ্য গোল্ডেন স্নিচ। ওটা ম্যালফয়ের বাঁ কানের মাত্র কয়েক ইঞ্চিং ওপরে ঝুলছে এবং ম্যালফয়, হ্যারিকে উপহাস করতে ব্যস্ত ওটা দেখতে পায়নি।

একটি যন্ত্রণাদায়ক মুহূর্তের জন্যে হ্যারি, মধ্য আকাশে ঝুলে থাকল, ম্যালফয়ের দিকে থেয়ে যেতে সাহস করছে না, যদি ও মাথা তুলে স্নিচটা দেখে ফেলে।

ওয়াম!

সে মুহূর্তখানেক বেশি স্থির হয়ে ছিল। ব্লাজারটা শেষ পর্যন্ত ওকে আঘাত করল, ওর কনুইতে, হ্যারি বুরতে পারছে ওর হাতটা ভেঙে গেছে। হাতের তীব্র ব্যথায় সামান্য বিমৃঢ় অবস্থা হ্যারির, ওর বৃষ্টিতে ভেজা ঝাড়ুর মধ্যে একদিকে সরে গেল ও, একটা হাঁটু ওটাকে তখনও পেঁচিয়ে রেখেছে, ওর ডান হাতটা ঝুলছে পাশে সম্পূর্ণ অকেজো। ব্লাজারটা আবার থেয়ে আসছে দ্বিতীয় আক্রমণের উদ্দেশে, এবার টাগেটি হ্যারির মুখ। বেঁকে পথ থেকে সরে গেল হ্যারি, তার অনুভূতিহীন মস্তিষ্কে তখন একটাই চিন্তা : ম্যালফয়কে ধরো।

বৃষ্টি এবং ব্যথার আচ্ছন্নতার মধ্যে সে তার নিচের চকচকে, বিদ্রূপ ভরা মুখটার উদ্দেশে ডাইভ দিল, ওর চোখ জোড়াকে ভয়ে বিস্ফোরিত হতে দেখল হ্যারি : ম্যালফয় ভাবল হ্যারি ওকে আক্রমণ করছে।

‘কি যে-’ ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে ম্যালফয়, হ্যারির পথ থেকে স্বত্ত্ব যাওয়ার চেষ্টা।

ঝাড়ু থেকে অবশিষ্ট হাতটা সরিয়ে অঙ্গের মতো কিছু ধরার চেষ্টা করল হ্যারি; ও টের পেলো স্নিচটা ঠিকই ধরেছে ও মুঠোর মধ্যে, কিন্তু ঝাড়ুটা শুধু পা দিয়ে ধরে রেখেছে, এবং সে সোজা মাটিতে পড়ছে দেখে নিচের দর্শকদের মধ্যে থেকে একটা চিৎকার উঠল, প্রোগপণে চেষ্টা করছে হ্যারি যেন অজ্ঞান না হয়।

দড়াম করে মাটিতে পড়ল ব্লাজারটা ঝাড়ু থেকে গড়িয়ে সরে গেলো। ওর হাতটা অন্তর্ভুক্ত আছে ব্যথায় বিমৃঢ় সে শনতে পাছে দূরে কারা যেন, বেশ চিৎকার করছে, শিষ্য দিচ্ছে। ওর ডাল হাতটার মুঠোর মধ্যে ধরা স্নিচটার দিকে নজর দিল সে।

‘আহা,’ সে বলল আবছাভাবে, ‘আমরা জিতেছি।’

এবং অজ্ঞান হয়ে গেল সে।

জ্বাল ফিরল যখন, তখনও মুখের ওপর বৃষ্টি পড়ছে, পিছের উপরই পড়ে আছে সে, কেউ একজন ওর উপর উপুড় হয়ে আছে। ও দেখল দাঁত চকচক করছে।

‘ওহ না, আপনি না,’ শুণিয়ে উঠল সে।

‘জানে না ও কি বলছে,’ বললেন লকহার্ট উচ্চস্বরে তাদের চারপাশে জড়ো হওয়া উদ্বিগ্ন ছিফিউরদের উদ্দেশে। ‘ঘাবড়াবে না হ্যারি, আমি তোমার হাত এঙ্কুণি ঠিক করে দিচ্ছি।’

‘না।’ বলল হ্যারি। ‘আমি এটা এভাবেই রাখব, ধন্যবাদ...’

ও চেষ্টা করল উঠে বসার জন্যে, কিন্তু ব্যথাটা অসহ্য। পরিচিত একটা ক্লিক শব্দ শুনতে পেল ও কাছেই।

‘আমি, এর কোন ছবি চাই না কলিন,’ জোরে বলল হ্যারি।

‘ওয়ে থাক হ্যারি,’ বললেন লকহার্ট সান্তোষ দিয়ে। ‘এটা একটা সহজ জাদু, আমি অসংব্যবার ব্যবহার করেছি।’

‘আমি কেন সোজাসুজি হাসপাতালে যেতে পারি না?’ দাঁত কাষড়ে বলল হ্যারি।

‘ওর ওখানেই যাওয়া উচিত অফেসর,’ বলল সারা গায়ে কাদা মাঝা উড়, দলের সিকার আহত হওয়া সন্ত্বেও ওর দাঁত বের করা হাসিটা বৰু হয়নি। ‘খুব ভাল ধরেছ হ্যারি, সত্যি দর্শনীয়, এ পর্যন্ত এটাই তোমার সেরা।’

চারদিকের জড়ো হওয়া পা গুলির মধ্য দিয়ে হ্যারি ক্রেড এবং জর্জকে দেখতে পেলো ওই বদমাশ ব্লাজারটাকে বাস্তে ভরবার চেষ্টা করছে। ওদের বিরুদ্ধে ভাল লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে ওটা।

‘সরে দাঁড়াও,’ বললেন লকহার্ট নিজের সবুজ আভিন শ্যেটাতে গোটাতে।

‘না-করেন না—’ বলল হ্যারি দূর্বলভাবে, কিন্তু লকহার্ট ওর জাদুদণ্ড ঘোরাচ্ছে, এক মুহূর্ত পর ওটা সোজাসুজি হ্যারিকে হাতের দিকে তাক করা হলো।

একটা অস্তুত এবং অগ্রীতিকর অনুভূতি হ্যারির কাঁধ থেকে শুরু হয়ে ছড়িয়ে পড়ল একেবারে আঙুলের মাঝা স্মৃতি। মনে হচ্ছিল যেন ওর হাতটা ছেট হয়ে আসছে। ও সাহস করে দেখতে পারলো না, যে কি হচ্ছে। ও চোখ বৰু করে রাখলো। হাতের দিক থেকে মুখ ফেরানো। কিন্তু ওর সবচেয়ে খারাপ ভয়টা তখনই সত্য বলে প্রমাণিত হলো যখন ওকে ঘিরে জড়ো হওয়া লোকগুলোর নাভিশ্বাস ওঠার অবস্থা হলো আর পাগলের মতো ছবি তুলতে

লাগল কলিন ক্রিভি । ওর হাতের আৱ ব্যথা নেই-কিন্তু হাত বলে যে কিছু আছে তাৱ তো বোৰা যাচ্ছে না ।

‘আহ,’ বললেন লকহার্ট । ‘হ্যা । বেশ, এমনও কোন কোন সময় হতে পাৰে । কিন্তু বিবেচনাৰ বিষয় হচ্ছে এখন আৱ হাড়গুলো ভাঙা নয় । সেটাই মনে রাখতে হবে । তাহলে, হ্যারি, টুলমুল কৱে হেঁটে হাসপাতাল পৰ্যন্ত যাওয়া, মিস্টাৱ উইসলি, মিস ফ্ৰেঞ্চাৱ, তোমৰা কি ওকে নিয়ে যাবে?— এবং মাদাম পমফ্ৰে তোমাকে— ইয়ে মানে একটু ঠিক ঠাক কৱে দিতে সক্ষম হবেন ।’

হ্যারি উঠে দাঢ়াল, অঙ্গুতভাবে ভাৱসাম্যহীন বোধ হলো ওৱ । দীৰ্ঘ একটা শাস টেনে সে তাৱ ডান দিকে তাকাল । ও যা দেখল তাতে আবাৱ জ্ঞান হারাবাৱ দশা হলো ওৱ ।

ওৱ পোশাকেৰ ভেতৰ থেকে যেটা বেৱিয়ে রায়েছে সেটা মাংসেৰ রঙেৰ রাবাৱেৰ মোটা একটা প্লোড । আঙুল নাড়াতে চেষ্টা কৱল ও, নড়ল না কিছুই ।

লকহার্ট হ্যারিৰ হাড় জোড়া লাগাননি । তিনি হাড়ই বাদ দিয়ে দিয়েছেন । মাদাম পমফ্ৰে মোটেও খুশি হলেন না ।

‘তোমাৱ সোজাসুজি আৰুৱ কাছে আসা উচিং ছিল! ক্ষেপে গেছেন তিনি, মাত্ৰ আধৰণ্টা আগেৱ কৰ্মক্ষম হাতটিৰ নিস্তেজ দুৰ্বল অৰশিষ্টটা তুলে ধৱলেন । ‘আমি হাড় ঠিক কৱতে বা জোড়া লাগাতে পাৱি— কিন্তু আবাৱ নতুন কৱে গজানো—’

‘আপনি পাৱবেন, পাৱবেন না?’ মৱিয়া হয়ে বলল হ্যারি ।

‘পাৱব আমি, নিশ্চয়ই, কিন্তু খুবই যন্ত্ৰণাদাৱক হবে ব্যাপারটা,’ বললেন মাদাম পমফ্ৰে নিৰ্মিতভাবে । হ্যারিৰ দিকে একটা পাজামা ছুড়ে দিলেন । ‘তোমাকে রাতটা থাকতে হবে...’

হ্যারিৰ বেড়-এৱ চারপাশে ঘেৱ দেয়া পৰ্দাৰ বাইৱে হারমিউন্ড অপেক্ষা কৱল, রন ওকে পাজামা পৱতে সাহায্য কৱল । হাড়হীন রাবাৱেৰ মতো হাতটাকে জামাৱ হাতার ঢোকাতে বেশ সময় লাগল ।

‘এৱপৱ আৱ কিভাবে লকহার্টেৰ সমৰ্থনে থক্ক যায়, বলো হারমিউন?’ পৰ্দাৰ ওপাশ থেকে হ্যারিৰ নিস্তেজ আঙুল জায়াৱ হাতার মধ্য দিয়ে টানতে টানতে বলল রন । ‘হ্যারি যদি হাড়-বাতিল ছাইত তাহলে ও তো বলত ।’

‘যে কেউই তুল কৱতে পাৱে,’ বলল হ্যারি । ‘এবং ওখানে আৱ ব্যথা কৱছে না, কৱছে, হ্যারি?’

‘না,’ বলল হ্যারি, ‘কিন্তু তোমাৱ কিছুও কৱছে না ।’

বিছানায় হ্যারি পাশ ফিৱতেই ওৱ ডান ‘হাতটা উদ্দেশ্যহীনভাবে বাপটালো ।

মাদাম পমফ্রে এবং হারমিওন পর্দাঘেরা ঘায়গাটায় এলো। মাদাম পমফ্রের হাতে বড় একটা বোতল তাতে লেবেল লাগানো : ‘ক্লে-থো’।

‘তোমাকে একটা কষ্টকর রাত পার করতে হবে,’ বললেন তিনি, একটা কাচের পাত্রে ধোয়া ওঠা তরল টেলে ওর হাতে ধরিয়ে দিলেন তিনি। ‘হড় গজানো সত্যি একটা অপ্রীতিকর কাজ।’

ক্লে-থো পান করাও তাই। হ্যারির মুখ আর গলা জ্বালাতে ওটা নিচে নেমে গেলো, কাশল, থু! থু! করল ও। বিজ্ঞনক খেলা এবং অদক্ষ শিক্ষকদের সম্পর্কে গজরাতে গজরাতে মাদাম পমফ্রে চলে গেলেন, রন আর হারমিওন হ্যারিকে একটু পানি খাওয়াতে চেষ্টা করল।

‘তারপরও আমরা জিতেছি,’ বলল রন, দাঁত বের করে হাসল ও। ‘ওটা একটা ক্যাচ ছিল বটে। ম্যালফয়ের চেহারা... মনে হচ্ছি খুন করতে হলেও ও তখন খুন করত।’

‘আমি জানতে চাই ওই ভ্রাজারটাকে কিভাবে জাদু করল ও,’ বলল হারমিওন গভীর মুখে।

‘পলিজুস পোশন খাওয়ার পর আমরা ওকে যে প্রশ্ন করবো, এই আরেকটা তার সঙ্গে যোগ করে নিতে হবে’ বলল হ্যারি, আবার বালিশে লুটিয়ে পড়ল ও। ‘আশা করি ওটা অন্তত এটার চেয়ে ভাল স্বাদের হবে, যেটা আমি এইমাত্র খেলাম...’

‘যদি স্লিথারিনের কোন টুকরা থাকে তাহলে এর চেয়ে ভাল হবে? তুমি নিশ্চয়ই জোক করছ,’ বলল রন।

হাসপাতালের দরজাটা সেই মুহূর্তেই সজোরে খুলে গেলো। সারা গা ভেজা, মোংরা, ফ্রিফ্রি টীমের বাকি সবাই হ্যারিকে দেখতে এসেছে।

‘অবিশ্বাস্য ওড়া, হ্যারি,’ বলল জর্জ। ‘এই মাত্র দেখে এবিমাইকাস ফ্রিন্ট ম্যালফয়ের উদ্দেশে চিংকার করছে। ওর মাথার ঠিক উপরে স্নিচটা ছিল কিন্তু দেখতে পায়নি বলে। ম্যালফয়কে খুব খুশি বলে সনে ছালো না।’

ওরা কে, মিষ্টি আর লাউয়ের জুস নিয়ে এসেছেন হ্যারির বিছানার চারপাশে জড়ো হয়ে সবেম্বাত্র ওরা একটা ভাল পার্টির উদ্যোগ নিতে শুরু করেছে, এমন সময় ঝড়ের গতিতে ছুটে এলেন মাসাম্পমফ্রে, চিংকার করছেন, ‘এই ছেলেটাকে তেগ্রিশটা হাড় আবার গজান্তে হবে! বের হও! বের হও!

এবং হ্যারি একাকী হয়ে গেলে ওর হাতের ছুরিকাঘাতের মতো যন্ত্রণা, এখান থেকে ঘনোষোগ অন্য কিছো সরানোর মতো আর কিছুই রইল না।

অনেক সময় পৰে পিচ কালো আঁধাৰে হঠাৎ কৱেই ঘুম ভাঙলো হ্যারিৰ, ব্যথায় চিৎকাৱ কৱে উঠল : এখন তাৰ হাত পুৱোটাই স্প্রিন্টাবে বাঁধা। এক মুহূৰ্তেৰ জন্য হ্যারি ভাবল ওই ব্যথাই ওকে ঘুম থেকে জাগিয়েছে। তাৰপৰ, ভয়েৰ শিহৰণ খেলে গেল ওৱ মধ্যে, যখন বুৰাতে পাৱল কেউ একজন ওৱ কপাল স্পষ্ট কৱচে।

‘সৱে যাও!’ জোৱে বলল ও, এবং তাৰপৰ, ‘ডব্বি!'

গৃহ-ডাইনীটাৰ টেনিস বলেৰ মতো বেৱিয়ে আসা চোখ দু'টো হ্যারিৰ দিকে তাকিয়ে রয়েছে অঙ্ককাৱে। ওৱ খাড়া লম্বা নাকটা বেয়ে একটা অশ্রু ফোটা পড়ছে।

‘হ্যারি পটাৰ কুলে ফিৱে এসেছে,’ ও দুঃখেৰ সঙ্গে বলল। ‘ডব্বি হ্যারি পটাৰকে সাবধান এবং সাবধান কৱে দিয়েছিল। আহ, স্যার আপনি কেন ডব্বিৰ কথা শুনলেন না স্যার? যখন ট্ৰেন মিস কৱল তখন হ্যারি পটাৰ বাড়ি ফিৱে গেল না কেন?’

হ্যারি বালিশে হেলান দিয়ে উঠে বসল, কপাল থেকে ডব্বিৰ স্পষ্ট কৱা হাতটা সরিয়ে দিল।

‘তুমি এখানে কি কৱছ?’ সে জিজ্ঞাসা কৱল। ‘তুমি কিভাৱে জান যে আমি ট্ৰেন মিস কৱেছি?’

ডব্বিৰ ঠোট কাঁপছে এবং হঠাৎ কৱেই হ্যারিৰ একটা সন্দেহ হলো।

‘তাহলে, তুমি!’ বলল সে ধীৱে ধীৱে। ‘তুমিই গেটটা দিয়ে আমাদেৱকে ভেতৱে যেতে বাধা দিয়েছি।’

‘সত্যিই, তাই স্যার,’ বলল ডব্বি, প্ৰচণ্ড মাথা ঝাঁকিয়ে, কান ঝাপটাচ্ছে। ‘ভুকিয়ে থেকে ডব্বি হ্যারি পটাৱেৰ জন্য অপেক্ষা কৱছিল এবং গেটটা বন্ধ কৱে দিয়েছিল এবং এৱে জন্যে ডব্বিকে নিজেৰ হাত ইন্দ্ৰি কুকুটে হয়েছিল—’ হ্যারিকে ও দশটা ব্যান্ডেজ কৱা লম্বা আঙুল দেখালো, ‘~~নিষ্কৃত~~ ডব্বিৰ পৱোয়া কৱে না স্যার, কাৱণ সে ঘনে কৱেছিল হ্যারি পটাৰ ~~ঞ্জিয়াপুদ্দ~~ হয়ে গেছে এবং ডব্বি স্বপ্নেও ভাবেনি যে অন্য ভাৱে হ্যারি পটাৰ কুলে ঘাবে।’

সামনে পেছনে দুলছিল ও, ওৱ কুৎসিৎ ~~মাথাটা~~ নাড়ছিল।

‘ডব্বি যখন জানতে পাৱল যে হ্যারি পটাৰ হোগার্ট্স-এ ফিৱে গেছে তখন এতো আঘাত পেয়েছে যে, তাৰ মালিকেৰ ডিনারই পুড়িয়ে ফেলেছিল! ডব্বি জীবনে এতো মাৰ খায়নি, স্যার...’

হ্যারি আবাৱ তাৰ বালিশেৰ শৰণে গুৱে পড়ল।

‘আমাকে আৱ রনকে কুল থেকে প্ৰায় বহিক্ষাৱ কৱিয়ে ছেড়েছিলে তুমি, বলল রন ক্ষিণ্ঠ হয়ে। ‘আমাৱ হাড়গুলো ফিৱে আসাৱ আগে এখান থেকে

পালাও, নাহলে আমি তোমাকে গলা টিপে ঘেরে ফেলতে পারি।'

'ডব্লি দুর্বলভাবে হাসল।

'হত্যা করার হৃষ্কিতে ডব্লি অভ্যন্ত, স্যার। দিনের মধ্যে পাঁচবার ডব্লি
বাসায় এ ধরনের হৃষ্কি পায়।'

পরনের নোংরা বালিশের ওয়াড্টাতে নাক মুছল, ওকে এতো বিষর্ণ
দেখাচ্ছিল যে, এত কিছু সত্ত্বেও হ্যারির মনে হলো ওর রাগ উবে যাচ্ছে।

'ওই জিনিসটা পরে থাকো কেন, ডব্লি?' জানতে চাইল হ্যারি।

'এটা, স্যার?' বালিশের ওয়াড্টাতে খামচি দিয়ে বলল ডব্লি। 'এটা হচ্ছে
গৃহ-ডাইনীর দাসত্বের চিহ্ন, স্যার। ডব্লি তখনই মুক্ত হতে পারবে যখন তার
প্রভুরা তাকে পরনের কাপড় দেবে, স্যার। ওই পরিবারটি খুবই সতর্ক, স্যার,
যেন আমাকে কখনও একটি মোজাও দেয়া না হয়, কারণ তখন সে মুক্ত হয়ে
যাবে দাসত্ব থেকে এবং চিরদিনের জন্য তাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে
পারবে।'

ডব্লি ওর ক্ষেত্রে চোখ দুটো মুছল এবং হঠাৎ বলল, 'হ্যারি পটারকে বাড়ি
যেতে হবে! ডব্লি ভেবেছিল ওর ব্লাজারই বাধ্য করতে যথেষ্ট-'

'তোমার ব্লাজার?' বলল হ্যারি, আবার ও রেগে যাচ্ছে। 'কি বলতে চাচ্ছ,
তোমার ব্লাজার? তুমি ওই ব্লাজারটা তৈরি করেছ আমার মারার চেষ্টা করাবার
জন্যে?'

'না, আপনাকে মারার জন্যে নয়, স্যার, কখনই আপনাকে মারার জন্যে
নয়! বলল ডব্লি, যেন আঘাত পেয়েছে। 'ডব্লি হ্যারি পটারের জীবন বাঁচাতে
চায়! এখানে থাকার চেয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে, গুরুতর আহত অবস্থায়,
স্যার, ডব্লি শুধু চেয়েছে হ্যারি পটার এমনভাবে আহত হয় যেন তাকে বাড়ি
পাঠিয়ে দেয়া হয়!'

'ওহ! ব্যস এই?' রাগ হয়ে বলল হ্যারি। 'আমার মনে কুকুর না তুমি কেন
আমাকে টুকরো করে বাড়ি পাঠাতে চাচ্ছ সেটা বলবেঁ?' ॥

'আহ, যদি হ্যারি পটার শুধু জ্ঞানত!' ডব্লি কাতুলাঙ্গো, ওর মলিন বালিশের
ওয়াডের উপর কয়েক ফোটা চোখের পানি পুরু। 'তিনি যদি জানতেন,
আমাদের জন্য তিনি কি, আমাদের মতো ক্ষেত্রে, দাসত্বে আবদ্ধ, আমরা যারা
ম্যাজিকের দুনিয়ার তলানি! ডব্লির মনে আছে যখন 'যার নাম উচ্চারণ করা
যাবে না' তার ক্ষমতার শীর্ষে ছিলেন, স্যার! আমরা যারা গৃহ-ডাইনী
আমাদেরকে পরজীবী বলে গণ্য কোরা হতো, স্যার! অবশ্য, ডব্লি এখনও সে
রকম ব্যবহারই পায়, স্যার,' সে স্বীকার করল, আবার মুখটা মুছল পরনের
বালিশের ওয়াড দিয়ে। 'কিন্তু আমাদের মতো যারা তাদের অধিকাংশেরই

জীবনের সামান্য উন্নতি হয়েছে, আপনি যখন ‘যার নাম উচ্চারণ করা যাবে না’র উপর বিজয় লাভ করেছিলেন। হ্যারি পটার বেঁচে গেলেন এবং অঙ্ককারের প্রভুর ক্ষমতা খর্ব হলো, এবং সেটা ছিল একটা নতুন প্রভাত স্যার, এবং আমরা যারা ভাবতাম অঙ্ককারের দিনগুলির বুঝি আর শেষ নেই সেই আমাদের কাছে হ্যারি পটার মুক্তির আলোকবর্তিকা হিসেবে দেখা দিলেন, স্যার... এবং এখন এই হোগার্টস-এ ভয়ঙ্কর সব ব্যাপার স্যাপার ঘটতে থাকবে, হয়তো এখনই ঘটেছে, এবং ডব্রি হ্যারি পটারকে এখানে থাকতে দিতে পারে না ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির জন্য, এখন যেহেতু আরো একবার চেম্বার অফ সিক্রেটস খুলে দেয়া হয়েছে—’

হঠাতে খেমে গেলো ডব্রি, ভয়ে আক্রান্ত, তারপর বিছানার পাশ থেকে হ্যারির পানির জগটা তুলে নিয়ে হঠাতে নিজের মাথায় ভাঙ্গল, লাফ দিয়ে অদ্রশ্য হয়ে গেলো। এক সেকেন্ড পর আবার ফিরে এলো হামা গুড়ি দিয়ে বিছানায় উঠল, নিজের ওপর নিরজেই রাগ করে আছে, বিড় বিড় করছে, ‘খারাপ ডব্রি, খুব খারাপ ডব্রি...’

‘তাহলে চেম্বার অফ সিক্রেটস রয়েছে একটা? হ্যারি ফিস ফিস করে বলল। ‘এবং-তুমি যেন কি বললে ওটা আগেও খোলা হয়েছিল? আমাকে বলো, ডব্রবি! ’

ও গৃহ-ডাইনীটার হাজিসার কজিটা ধরে ফেলল, ওটা একটু একটু করে হ্যারির পানির জগটার দিকে এগোচ্ছিল। ‘কিন্তু আমি তো আর মাগল-জাত নই আমি কি ভাবে চেম্বারের তরফ থেকে বিপদে পড়বো?’

‘আহ, স্যার, বেচারা ডব্রবির কাছে আর প্রশ্ন করবেন না,’ তোতলাতে তোতলাতে বলল ও, অঙ্ককারে ওর চোখ জোড়া বড় দেখাচ্ছে। ‘এখানেই সব খারাপ কাজের প্র্যান হয়, কিন্তু ওসব অঙ্ককারের কর্মকাণ্ড যখন ঘটবে তখন হ্যারি পটারের এখানে থাকা উচিত নয়। বাড়ি যান, হ্যারি প্রাইভেট বাড়ি যান। এ সবের মধ্যে হ্যারি পটারের নাক গলানো ঠিক নয় ম্যার, এসব খুবই বিপদজনক—’

‘কে সে ডব্রবি? কে সে? বলল হ্যারি, ডব্রবির স্টেইন্টা শক্ত হাতে ধরে আছে যেন সে আবার নিজের মাথায় মারতে না পারে জগ দিয়ে। ‘কে খুলেছে? কে খুলেছিল আগের বাঁর?’

‘ডব্রবি পারবে না, স্যার, ডব্রবি পারবে না, ডব্রবির বলা উচিত নয়!’ তীক্ষ্ণ স্বরে বলল গৃহ-ডাইনীটা। ‘বাড়ি আমি, হ্যারি পটার, বাড়ি যান! ’

‘আমি কোথাও যাচ্ছি না! কড়াভাবে বলল হ্যারি। ‘আমার একজন শ্রেষ্ঠ বন্ধু মাগল-জাত, চেম্বারটা যদি সত্যিই খোলা হয়ে থাকে তবে সেই হবে প্রথম

শিকারদের মধ্যে অন্যতম-'

'হ্যারি পটার বন্ধুর জন্যে নিজের জীবনের বুঁকি নিছে!' কঁকিয়ে উঠল ডবি, এক ধরনের যন্ত্রপাদায়ক অনুভূতিতে। 'এতো মহৎ! এতো সাহসী! কিন্তু তার নিজেকে বাঁচাতে হবে, তাকে করতেই হবে, হ্যারি পটার কিছুতেই-'

থেমে গেলো ডবি, ওর বাদুড়-কান দুটো কাঁপছে। হ্যারিও শুনেছে। করিডোর ধরে কেউ আসছে, পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

'ড্রবিকে যেতে হবে!' শ্বাস ছেড়ে বলল ও, ভয় পেয়েছে; জোরে একট শব্দ হলো, বাতাসে হ্যারির শূন্য মুঠো। সে আবার বিছানায় পড়ে গেলো, অঙ্ককার দরজার দিকে ওর চোখ পায়ের আওয়াজ কছে আসছে।

পর মুহূর্তে ডাষ্টলডোর ভেতরে চুকলেন, উলের লম্বা একটি ড্রেসিং গাউন আর নাইট-ক্যাপ পরিহিত। দেখে মনে হচ্ছে তিনি যা বহন করছেন সেটা একটি মূর্তির এক প্রান্ত। প্রফেসর ম্যাকগোনাগল উপস্থিত হলেন এক সেকেন্ড পর, বহন করছেন মূর্তিটার পা। দুজনে মিলে ওটা রাখলেন বিছানার উপর।

'মাদাম পমফ্রেকে ডাকুন,' ফিস ফিস করে বললেন ডাষ্টলডোর, এবং প্রফেসর ম্যাকগোনাগল ছুটে বেরিয়ে গেলেন দৃষ্টির বাইরে, হ্যারির বিছানা ঘেষে। হ্যারি স্থির হয়ে শয়ে থাকল ঘুমের ভান করে। জরুরী কথাবার্তা শোনা গেল, এরপর প্রফেসর ম্যাকগোনাগলকে আবার দেখা গেলো, অনুসরণ করছেন মাদাম পমফ্রে, নিজের নাইটড্রেস-এর উপর একটা কার্ডিগান জড়িয়ে নিছেন। কেউ একজন দীর্ঘ শ্বাস টানল, শুনতে পেল হ্যারি।

'কি হয়েছে?' মাদাম পমফ্রে জিজ্ঞাসা করলেন ফিস ফিস করে, বিছানায় রাখা মূর্তিটার ওপর বুঁকে বললেন।

'আরেকটি আক্রমণ,' বললেন ডাষ্টলডোর। 'মিনারভা ওকে সিঙ্গিতে পেয়েছে, পড়ে ছিল,।'

'ওর পাশে এক খোকা আঙুর পড়ে ছিল,' বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল। 'আমাদের মনে হয় ও চুপি চুপি প্রাণে আসছিল, হ্যারি পটারকে দেখার জন্যে।'

ভীষণ এক লাফে হ্যারির পাকস্তলী যেন কেঁপে আসার উপক্রম হলো। ধীরে ধীরে খুব সাবধানতার সঙ্গে ও বিজেত্রী কয়েক ইঞ্চি তুলল যেন সে বিছানায় শোয়া মূর্তিটাকে দেখতে পায়। সেপলক তাকিয়ে থাকা ওর চেহারার ওপর এক ফালি চাঁদের অলো এসে পড়েছে।

কলিন ক্রিভি। ওর চোখ বেঁজো বিস্ফোরিত হয়ে রয়েছে এবং হাত আঁটকে রয়েছে সামনে, ক্যামেরা ধরা।

'পেট্রিফায়েড মানে পাথর বালিয়ে দিয়েছে?' ফিস ফিস করে বললেন

মাদাম পমফ্রে ।

‘হ্যা,’ বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল, ‘কিন্তু আমি ভেবে কেঁপে উঠছি...অ্যালবাস যদি গরম চকলেট আনার জন্যে নিচে না যেতেন, কে বলতে পারে কি হতে...’

তিনজন অপলক তাকিয়ে থাকলেন কলিনের দিকে । তা঱পর ডাম্বলডোর ঝুঁকে কলিনের মুঠো থেকে ক্যামেরাটা ছাড়িয়ে নিলেন ।

‘আপনি নিশ্চয়ই মনে করেন না ও তার আক্রমণকারীর ছবি তুলতে পেরেছিল?’ আগ্রহের সাথে জিজ্ঞাসা করলেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল ।

ডাম্বলডোর জবাব দিলেন না । তিনি ক্যামেরার পেছন দিকটা খুললেন ।

‘হা ইশ্বর!’ বললেন মাদাম পমফ্রে ।

ক্যামেরা থেকে স্টীমের একটা তীব্র ধারা হিসস করে বেরিয়ে এলো । তিনি বিছানা দূরে থেকে হ্যারিও পেলো পোড়া প্লাস্টিকের ঝাঁকালো গঙ্ক ।

‘গলে গেছে,’ বললেন মাদাম পমফ্রে ভাবতে ভাবতে, ‘সব গলে গেছে...’

‘এর মানে কি অ্যালবাস?’ উদ্বিগ্ন কষ্টে জিজ্ঞাসা করলেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল ।

‘এর মানে,’ বললেন ডাম্বলডোর, ‘এই যে দ্য চেস্বার অফ সিক্রেট্স সত্যিই আবার খোলা হয়েছে ।’

ঝট করে মুখে হাত দিলেন মাদাম পমফ্রে । প্রফেসর ম্যাকগোনাগল তাকিয়ে রইলেন পলকহীন ।

‘কিন্তু অ্যালবাস...নিশ্চয়ই...কে?’

‘প্রশ্ন এটা না কে,’ বললেন ডাম্বলডোর, ওর চোখ কলিনের ওপর । ‘প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে...’

এবং প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের ছায়াচ্ছন্ন চেহারার দিকে তাকিয়ে হ্যারি বুবাল, ও যতটুকু বুঝেছে প্রফেসর এর চেয়ে বেশি কিছু বের্ণন এসবের ।

এ কা দ শ অ ধ্যা য



দ্য ডুরেলিং ফ্লাব

রোববাব সকালে ঘুম থেকে উঠল হ্যারি, শীতের স্মরণের জুলছে
ডর্মিটরি এবং হাতের হাড় আবার গজিয়েছে তবে বেশ শক্ত হয়ে আছে। সে
তাড়াতাড়ি উঠে বসল। কলিনের বিছানার দিকে তান্ত, কিন্তু, হ্যারি আগের
দিন যে পর্দার মধ্যে কাপড় বদলেছিল সেরকম পর্দা দিয়ে আড়াল করা ওটা।
ওকে জেগে উঠতে দেখে মাদাম পমফ্রে এগিয়ে এলেন ব্যস্ত সমস্তভাবে
ব্রেকফাস্টের ট্রে হাতে। এসে হ্যারির হাত এবং আঙুল ভাজ এবং বাঁকা করতে
শুরু করলেন।

‘সব ঠিকঠাক আছে,’ বললেন তিনি। বাঁ হাত দিয়ে আগোছালোভাবে
পরিজ খাচ্ছে হ্যারি। ‘খাওয়া শেষ হলে তুমি যেতে পারো।’

যথাসম্ভব দ্রুত কাপড় পরে নিল হ্যারি এবং রওয়ানা হয়ে গেল প্রিফিউর

টাওয়ারের উদ্দেশে। রন এবং হারমিওনকে কলিন এবং ড্রবির কথা বলতে হবে। কিন্তু ওরা ওখানে ছিল না। ওদেরকে খোঁজার জন্যে বেরিয়ে পড়ল হ্যারি, ভাবছে ওরা কোথায় থাকতে পারে। একটু মনে কষ্টও পেরেছে সে, ও হাড় ফিরে পেল কि পেল না সে ব্যাপারে ওদের কোন আগ্রহ নেই।

হ্যারি যখন লাইব্রেরীর পাশ দিয়ে যাচ্ছে তখন ওটার ভেতর থেকে পার্সি উইসলি বেরিয়ে এলো, এর আপের সাঙ্কাতের চেয়ে তার মুড অনেক ভাল।

‘ওহ, হ্যালো, হ্যারি,’ সে বলল। ‘সাংঘাতিক রকমের ভাল উড়েছ গতকাল, সত্যি সাংঘাতিক ভালো। হাউজ কাপের জন্য গ্রিফিন্ডর হাউজ এগিয়ে গেছে—তোমরা পঞ্চাশ পয়েন্ট অর্জন করেছে! ’

‘তুমি কি রন আর হারমিওনকে দেখেছ?’ জিজ্ঞাসা করল হ্যারি।

‘না, আমি দেখিনি,’ বলল পার্সি, ওর হাসি মিলিয়ে যাচ্ছে। ‘আশা করি রন এখন অন্য আরেক মেয়ের বাথরুমে... ’

হ্যারি একটা কাষ্ঠ হাসি দিল, পার্সির দৃষ্টির বাইরে চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল, তারপর সোজা মোনিং মার্টলের বাথরুমের উদ্দেশে রওয়ানা হলো। রন আর হারমিওন ওখানে আবার কেন থাকবে এর পেছনে কোন যুক্তি খুঁজে পেল না সে। নিশ্চিত হয়ে নিল ফিল্চ বা কোন প্রিফেক্ট ধারে কাছে নেই, দরজাটা খুলল এবং একটা তালা মারা কিউবিকলের ভেতর থেকে ওদের কঠস্বর ভেসে আসছে শুনতে পেলো হ্যারি।

‘আমি,’ বলল সে, দরজাটা বন্ধ করতে করতে। একটা ধাতব শব্দ, পানি ছিটানো এবং হাঁপানোর শব্দ ভেসে এলো কিউবিক্ল-এর ভেতর থেকে। হারমিওনের চোখ দুটো উকি দিচ্ছে চাবির ফুটো দিয়ে দেখতে পেল হ্যারি।

‘হ্যারি!’ বলল সে। ‘তুমি আমাদের এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে। ভেতরে এসো— তোমার হাতের অবস্থা কেমন?’

‘চমৎকার,’ বলল হ্যারি, কিউবিক্ল-এর ভেতরে চাপ্পাচাপ করে ঢুকে। একটা পুরনো লোহার বড় কড়াই টয়লেটে বসানো একটি রিমের নিচে পট পট আওয়াজ শুনে বোৰা গেল এর নিচে আগুনও জ্বালানো হয়েছে। জাদুর প্রভাবে পোর্টেবল, ওয়াটার-প্রক্র আগুন জ্বালানো হচ্ছে হারমিওনের বৈশিষ্ট্য।

আমরা তোমাকে দেখতে যেতাম, কিন্তু পলিজুস পোশনটা শুরু করে দেয়ারও সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি আমরা।’ ব্যাখ্যা করল রন, হ্যারি তখন অতিকষ্টে কিউবিকলের দরজাটায় জলা মারছে। ‘আমরা ঠিক করেছি এটাই লুকনোর সবচেয়ে নিরাপদ ঘরগুলি।

হ্যারি ওদের কলিন সম্পর্কে বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু হারমিওন ওকে বাধা দিল। ‘আমরা এইই মধ্যে জেনে গেছি, প্রফেসর ম্যাকগোনাগল যখন সকালে

প্রফেসর ফিলিউইককে বলছিলেন। সে জন্যে আমরা ঠিক করেছি আমাদের এখনই শুরু করে দেয়া দরকার-'

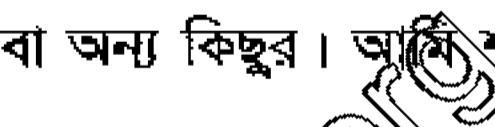
'বত তাড়াতাড়ি আমরা ম্যালফয়ের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারব তত ভাল,' কর্কশ কঠে বলল রন। 'তুমি জান আমি কি ভাবছি? কিভিচ ম্যাচটার ব্যাপারে সে এমন বদ মেজাজে ছিল যে, সে এর শোধ তুলেছে কলিনের ওপর।'

'এ ছাড়া আরো একটা ব্যাপার রয়েছে,' বলল হ্যারি, লক্ষ্য করছে হারমিওন গেড়ো-ঘাসের আঁটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে পোশনে ফেলছে। 'মধ্যরাতে ডবি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।'

বিশ্ময়ে রন আর হারমিওন মুখ তুলে তাকাল। ডবি ওকে যা যা বলেছে অথবা যা বলেনি তার সবটাই হ্যারি ওদেরকে বলল। রন আর হারমিওন সবটাই শুনল বিশ্ময়ে ওদের মুখ হা।

'দ্য চেস্বার অফ সিক্রেটস আগেও খোলা হয়েছে?' জিজ্ঞাসা কলল হারমিওন।

'এবার বোৰা গেল,' বলল রন বিজয়ীর কঠে। 'লুসিয়াস ম্যালফয় নিশ্চয়ই চেস্বার খুলেছিল এখানে যখন ছাত্র ছিল, এখন সে তার প্রিয় পুত্র ড্র্যাকোকে বলে দিয়েছে কি ভাবে ওটা খুলতে হয়। এটাই সম্ভব। ভালো হতো যদি ডবি তোমাকে বলত ওটার ভেতরে কি ধরনের দানব রয়েছে। আমি জানতে চাই ওটা স্কুলের চারদিকে নিঃশব্দে চোরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে আর কেউ কেন খেয়াল করছে না?'

'হয়তো ওটা নিজেকে অদৃশ্য করতে পারে,' বলল হারমিওন, লোহার কড়াইয়ে জোক নাড়তে নাড়তে। 'অথবা হয়তো ওটা ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারে, তান করতে পারে একটা বর্মের অথবা অন্য কিছুর। আমি শ্যামেলিয়ন পিশাচ সম্পর্কে পড়েছি...' 

'তুমি খুব বেশি পড়ো হারমিওন,' বলল রন, জোকগুলির উপর মরা ফিতা-পাখাগুলি ঢালতে ঢালতে। ফিতা-পাখার খালি ব্যাকটা মুচড়ে ও ঘুরে হ্যারির দিকে তাকাল। 

'তাহলে ডবি আমাদেরকে ট্রেন পেতে দেখা দিয়েছিল এবং তোমার হাত ভেঙ্গেছে...' মাথা নাড়ল ও। 'কি জান হ্যারি? ও যদি তোমাকে বাঁচানোর চেষ্টা বন্ধ না করে তবে, একদিন তোমাকে ভেঙ্গেই ফেলবে।'

সোমবার সকালের মধ্যেই স্কুলে রটে গেল, কলিন ক্রিভি আক্রমণ হয়েছে এবং প্রায় মৃত অবস্থায় পড়ে আছে হাসপাতালে। গুজব আর সন্দেহে হঠাতে করেই বাতাস ভারী হয়ে গেল। প্রথম বর্ষীয়রা এখন একগে গ্রুপে গ্রুপে

যোরে, যেন একাকী থাকলে তাদেরকেও আক্রমণ করা হবে।

জিনি উইসলি 'চার্মস' ক্লাসে কলিন ক্রিশির পাশে বসে, তার এখন বিক্ষিপ্ত অবস্থা, কিন্তু হ্যারির ধারণা ফ্রেড আর জর্জ ওকে ভুল পথে চাঙ্গা করার চেষ্টা করছে। নিজের গায়ে পশম বা ওই জাতীয় কিছু চড়িয়ে একজনের পর একজন ওরা হয়তো কোন মূর্তির পেছন থেকে ওর দিকে লাফিয়ে পড়ত। তারা তখনই থামল যখন পার্সি, ভীষণ কুকু হয়ে বলল ও মিসেস উইসলির কাছে লিখে জানাবে যে জিনি দুঃস্বপ্ন দেখছে।

ইতোমধ্যে, শিক্ষকদের চোখের আড়ালে বান এবং অন্যান্য শাপ বা কালো জাদুর প্রভাব থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে এমন জিনিষপত্রের রমরমা ব্যবসা শুরু হয়ে গেছে ক্লাবে। 'কিসের বিপদ তার : কারণ সে তো বিশুদ্ধ রক্ত এবং এই কারণে আক্রান্ত হওয়ারও সম্ভাবনা নেই'-ছাত্রীরা তাকে এ কথা বলার আগেই নেভিল লংবটম কিনে ফেলল ইয়া বড় এক দুর্ঘন্যুক্ত সবুজ পেঁয়াজ, রক্তবর্ণের চোখা এক ক্রিস্টাল আর গোসাপের পঁচা লেজ।

'ওরা প্রথমে ফিল্চকে আক্রমণ করেছে,' বলল নেভিল, ওর গোল মুখে আতঙ্কগ্রস্তের ছাপ, 'এবং সবাই জানে আমি আয় কুইব।'

* * *

ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রথামাফিক প্রফেসর ম্যাকগোনাগল ক্রিস্টমাসে যারা ক্লাবে থাকবে তাদের নাম সংগ্রহ করছেন। হ্যারি, রন এবং হারমিউন তালিকায় স্বাক্ষর করল; ওরা শনেছে যে ম্যালফয়েও থাকছে, এটা ওদের কাছে খুব সন্দেহজনক বলে মনে হলো। ছুটির সময়টা উপযুক্ত হবে পলিজুস পোশন ব্যবহার করে ওর মুখ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্যে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য হলো, পোশন তৈরি মাত্র অর্ধেক হয়েছে। এখনও তাদের বাইকণ শিং এবং ব্লুমস্যাং চামড়া সংগ্রহ করা হয়েছে। এবং একমাত্র যে ঘায়গাটিতে ওরা এসব পেতে পারে সেটা হচ্ছে মেইপের নিজস্ব সংগ্রহ। মনে মনে হ্যারি ভেবেছে চুরি করতে গিয়ে মেইপের হাতে ধরা পড়ার চেয়ে সে বরং স্নিথারিনের উপকথা-দানবের মুখোমুখি হবে।

'আমাদের যেটা দরকার হবে, তা হচ্ছে মেইপের মনোযোগ অন্য দিকে সরিয়ে দিতে হবে,' বলল হারমিউন সংক্ষেপে, বৃহস্পতিবারের ডাবল পোশন ক্লাস নিকটে আসতেই, 'তারপর আমাদের একজন মেইপের অফিসে চুপি চুপি ঢুকে আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো সংগ্রহ করতে পারবে।'

হ্যারি আর রন নার্টস, ওর দিকে তাকাল।

‘আমি তাৰছি আসল চুৱিটা আমি কৱলেই ভাল,’ বলে চলল হারমিওন, যেন-কিছুই-হয়নি কষ্টে। ‘নতুন কোন সমস্যা তৈরি কৱলে তোমাদেৱ দু'জনকে কুল থেকে বেৱ কৱে দেয়া হবে, কিন্তু আমাৰ ৱেকৰ্ড ফ্লিন। তোমাদেৱ শুধু এমন একটা বিশ্বংখলা তৈরি কৱতে হবে যেন স্লেইপ অন্তত মিনিট পাঁচকেৱ মতো ব্যস্ত থাকেন।’

ক্ষীণ হাসল হ্যারি। স্লেইপেৰ ক্লাসে ইচ্ছাকৃতভাৱে বিশ্বংখলা সৃষ্টি কৱা আৱ ঘুমন্ত দ্রাগনেৰ চোখে খৌচা দেয়া সমান নিৱাপদ।

ডুগৰ্ভস্তু একটা বড় কাৰা প্ৰকোষ্ঠে সাধাৱণত পোশন ক্লাস হয়ে থাকে। বৃহস্পতিবাৱেৰ ক্লাসটাও চলতে থাকল ঠিক ঠাক, যেভাৱে চলে। কাঠেৱ ডেকগুলোৱ মাঝে মাঝে কুড়িটা লোহাৰ বড় কড়াইয়ে জুল দেয়া হচ্ছে, ডেকগুলোৱ ওপৰ পিতলেৰ নিকি এবং বিভিন্ন উপাদানেৰ পাত্ৰ। ধোয়াৰ মধ্যে দিয়ে ঘুৱ ঘুৱ কৱছে স্লেইপ, যেন শিকাৱ ধৰাৰ ইচ্ছা, খিটখিটে বদমেজাজী মন্তব্য কৱছেন গ্ৰিফিন্ডোৰ কাজ সম্পর্কে, আৱ সেই সব সমৰ্থন কৱে বিন্দুপ কৱছে স্লিথারিনৰা। স্লেইপেৰ গ্ৰিয় হাত্ৰ ম্যালফয়েৱ মাহেৱ মতো কোলা চপ্পল চোখ দু'টি ঘুৱছে রন আৱ হ্যারিৰ ওপৰ। হ্যারি জানে এৱ প্ৰতিজবাৰ দিতে যদি যায় তবে ‘অন্যায়’ শব্দটা উচ্চাৱণেৰ চেয়ে দ্রুততাৰ পতিতে ওদেৱকে শান্তি দেয় হবে।

হ্যারিৰ সোয়েলিং সল্যুশন অনেক বেশি পাতলা হয়ে গেছে, কিন্তু তাৱ মনোযোগ তো রয়েছে আৱো বেশি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ে। সে হারমিওনেৰ ইঙ্গিতেৰ জন্য অপেক্ষা কৱছিল, ওৱ পানি পানি পোশনেৰ দিকে চেয়ে স্লেইপ বিন্দুপ কৱল বলা যায় সেটাও শুনল না হ্যারি। স্লেইপ ঘুৱে নেভিলেৰ উদ্দেশে রওধানা হলেন তাকে হেন্ড্টা কৱাৰ জন্মে, হারমিওন যাথা নাড়ুল হ্যারিৰ চোখে চোখ রেখে।

চোখেৰ পলকে হ্যারি ওৱ লোহাৰ কড়াইয়েৰ পেছনে যাথা নিচু কৱে লুকিয়ে পড়ল, পকেট থেকে বেৱ কৱে আন ক্রেতেৰ ফিল্বাস্টাৱ আতশবাজি, ওৱ জাদুদণ্ড দিয়ে দ্রুত ওটাকে খৌচা দিল। আতশবাজিটা হিস হিস ফুত ফুত শুৰু কৱল। জানে, মাত্ৰ কয়েক সেকেন্ড সফল আছে হাতে, হ্যারি সোজা হয়ে বসল, লক্ষ্য স্থিৱ কৱল এবং ওটা বাতাসে দৃঢ়ে দিল; টাৰ্গেটেৰ উপৱহ পড়ল ওটা, একেবাৱে গোয়েলেৰ লোহাৰ কড়াইয়ে।

বিক্ষেপিত হলো গোয়েলেৰ পেশন, পুৱো ক্লাসকে যেন গোসল কৱিয়ে দিল। গায়ে সোয়েলিং পোশন গুড়তেই তীক্ষ্ণ আৰ্তনাদ কৱে উঠল সবাই। ম্যালফয়েৱ পড়েছে পুৱো মুখে এবং ওৱ নাকটা বেলুনেৰ মতো ফুলে উঠেছে এৱই মধ্যে; গোয়েল দিশেহাৱাৰ মতো শুদ্ধিক ওদিক কৱছে, ওৱ হাত চোখেৰ

ওপর, চোখ দুটো ফুলে ডিনার প্লেটের সাইজের হয়ে গেছে। স্লেইপ ক্লাসে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন, আসলে কি ঘটেছে সেটা বোঝার চেষ্টা করছেন। এই হৈ হটগালের মধ্যে হারমিওন চুপিসারে দরজা দিয়ে বেরিষ্যে গেল।

‘চুপ করো! চুপ করো!’ স্লেইপ গর্জন করে উঠলেন। ‘যাদের গায়ে পোশন লেগেছে তারা এখানে এসো বিস্ফীতকরণ প্রতিষেধক দেবো। যখন বের করতে পারব কে এটা করল...’

ম্যালফোকে তরমুজের মতো নাকের ভারে মাথা ঝুকিয়ে দ্রুত এগিয়ে যেতে দেখে হ্যারি হাসি পেলেও ও চেষ্টা করল না হাসার। প্রায় অর্ধেক ক্লাসই স্লেইপের ডেক্সের দিকে এগিয়ে গেল, কেউ ফুণ্ডডের মতো হাতের ভারে ন্যূজ, কেউ কথা বলতে পারছে না ঠোট ফুলে ঢোল হয়ে গেছে বলে। এরই মধ্যে হ্যারি দেখল হারমিওন ফিরে এলো, তার পোশাকের সামনের দিকটা ফুলে রয়েছে।

সবাই এক ঢোক করে প্রতিষেধক খেল এবং যাবতীয় ফোলা করে গেলো, স্লেইপ গেলো গোয়েলের কড়াইয়ের কাছে এবং আতশবাজির কালো বাঁকাচোরা অংশটা তুলে আনল। হঠাতে নেমে এলো নিরবতা।

‘যদি আমি কখনো বের করতে পারি কে এটা করেছে,’ ফিস ফিস করে বলল স্লেইপ, ‘আমি এটা নিশ্চিত করবো যে তাকে যেন ক্লুল থেকে বহিকার করা হয়।’

হ্যারি চেহারায় এমন একটা অভিযন্তা আনল যেন দেখে মনে হয় সে হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। স্লেইপ সরাসরি ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে এবং দশ মিনিট পর যখন ঘণ্টা বাজল, তখন এর চেয়ে আনন্দের আর কিছুই হতে পারত না।

‘ও জানত যে আমিই করেছি,’ হ্যারি বলল রূপ আর হারমিওনকে, ওরা দ্রুত ফিরে যাচ্ছে মেলিং মার্টেল-এর বাথরুমে। ‘আমি বলতে পারি।’

নতুন উপাদানগুলো কড়াইয়ে ছুঁড়ে ফেলল হারমিওন। এবং অতি ব্যাকুলতার সঙ্গে নাড়তে লাগল।

‘পক্ষকালের মধ্যেই পোশনটা তৈরি হয়ে যাবে, আনন্দের সঙ্গে বলল সে।

‘স্লেইপ প্রমাণ করতে পারবে না যে তুমি ওটা করেছ,’ হ্যারিকে আশ্বাস দিয়ে বলল রূপ। ‘তাহলে ও কি করতে পারে?’

‘স্লেইপকে তো জানি, খারাপ খণ্টা কিছু করতেই পারে,’ বলল হ্যারি। ওদের পোশনটা ফুটছে, বুদ্বুদ ফুটছে।

এক সপ্তাহ পর, হ্যারি, রন এবং হারমিওন এন্ট্রেপ হলের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, নোটিশ বোর্ডের সামনে একটা জটলা দেখল ওরা। এইমাত্র পিন দিয়ে লাগানো একটা পার্চমেন্ট পড়ছে ওরা মনোযোগ দিয়ে। সিমাস ফিনিগাণ এবং ডিন থমাস ওদেরকে ডাকল, ওদের উভেজিত দেখাচ্ছে।

‘ওরা একটা ডুয়েলিং ক্লাব’ খুলছে! বলল সিমাস। ‘আজ রাতেই প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হবে! আমার কোন আপত্তি নেই ডুয়েলিং প্রশিক্ষণে, বলা তো যায় না এক সময় হয়তো এটা কাজে লেগেও যেতে পারে...’

‘কি! তুমি কি মনে করো স্নিখারিনের দানব ডুয়েল লড়তে পারে?’ বলল রন, তবে সেও আগ্রহ নিয়ে নোটিসটা পড়ল।

‘কাজে লাগতে পারে,’ বলল ও হ্যারি আর হারমিওনের উদ্দেশে ডিনারে যেতে যেতে। ‘আমরা কি যাব?’

হ্যারি আর হারমিওন দুজনেই এটার পক্ষে ছিল, সুতরাং রাত আটটায় ওরা তাড়াতাড়ি গ্রেট হলে উপস্থিত হলো। লম্বা ডাইনিং টেবিলগুলো অদৃশ্য হয়ে গেছে, একদিকের দেয়ালের সঙ্গে একটা সোনালি মঞ্চ দেখা যাচ্ছে, মাথার ওপর ভাসছে হাজার মৌমবাতি যার আলোয় পুরো ঘৃণ্টা আলোকিত। সিলিংটা আবার ঘৰ্য্যমলি কালো এবং স্কুলের বেশির ভাগটাই মনে হয় ওর নিচে ঠিসে বসে আছে, সকলেই তাদের জাদুদণ্ড নিয়ে বসে আছে, উভেজিত।

‘ভাবছি আমাদের শেখাবে কে?’ বলল হারমিওন, বকবক করা ভীড়ের মধ্যে সেঁধিয়ে। ‘আমাকে একজন বলল ফ্রিটউইক যখন তরুণ ছিলেন তখন ডুয়েলিং চ্যাম্পিয়ন ছিলেন, হয়তো তিনিই হবেন।’

‘যতক্ষণ পর্যন্ত না-’ কেবল শুরু করেছিল হ্যারি কিন্তু কথাটা শেষ না করেই একটা গোঙানি বের হলো ওর মুখ থেকে : গিন্ডরয় লকহার্ট হেঁটে চুকছে স্টেজের ভেতর, চমৎকার উজ্জ্বল দেখাচ্ছে গভীর উৎকৃষ্ট পোশাকে^ব এবং সঙ্গে রয়েছেন, আর কেউ নয় স্বেইপ, যথারীতি কালো পোশাকে^ব

হাত নেড়ে সবাইকে চুপ করিয়ে দিল লকহার্ট, ডার্কল শ্বাইকে, ‘চারদিকে জড়ো হও, চাদিকে জড়ো হও! সবাই কি আমারে দেখতে পাচ্ছো? সবাই কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো? এক্সেলেন্ট!’

‘এখন শোন, প্রফেসর ডার্বলডোর স্মারকে এই ছেউ ডুয়েলিং ক্লাস শুরু করবার জন্যে অনুমতি দিয়েছেন, স্মারকে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্যে, যদি কখনও তোমাদের প্রয়োজন হয় স্মারক করবার, যেমন আমি করেছি অসংখ্যবার— পুরোটা জানতে হলো আমার লেখাগুলো পড়ো।’

‘পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, আমার সহকারি প্রফেসর স্বেইপ,’ বললেন লকহার্ট, মুখে একটা প্রশংসন্ত হাসি। ‘তিনি বলেছেন যে ডুয়েলিং সম্পর্কে তিনিও সামান্য

কিছু জানেন এবং শুন্দর আগে একটা সংক্ষিপ্ত প্রদর্শনীর ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে সম্মত হয়েছেন। এখন, আমি চাই না তোমরা তরুণরা উদ্বিগ্ন হও— আমি তাকে শেষ করে দিলেও তোমরা তোমাদের পোশন শিক্ষককে ঠিকই ফিরে পাবে, অতএব ভয় পাবে না।!'

হ্যারির কানে মৃদু স্বরে বলল রন, 'ওরা যদি পরস্পরকে শেষ করে দেয় তাহলে আরো ভালো হতো না।' মেইপের উপরের ঠোঁট বেঁকে আছে। হ্যারি অবাক হয়ে তাবছে লকহার্ট এখনও হাসছে কেন; মেইপ যদি ওর দিকে এই দৃষ্টিতে দেখে তাহলে সে সমস্ত শক্তি দিয়ে উল্টোদিকে দৌড় লাগাবে।

লকহার্ট এবং মেইপ পরস্পরের মুখোমুখি হলো এবং বো করল; অন্তত লকহার্ট করলেন, হাত অনেকখানি ঘোচড়ানোর মধ্য দিয়ে, অন্যদিকে মেইপ বিরক্তিকরভাবে মাথা ঝাঁকিয়েছে। এরপর তারা তাদের জাদুদণ্ড সামনে তুলে ধরল ঠিক তলোয়ারের মতো।

'এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছো আমরা আমাদের জাদুদণ্ড ধরে আছি, প্রহণযোগ্য অবস্থানে,' নিচুপ দর্শকদের বললেন লকহার্ট। তিনি গোণার সাথে সাথে আমরা আমাদের প্রথম জাদু প্রয়োগ করবো। অবশ্য আমাদের কেউই মেরে ফেলার জন্যে জাদু প্রয়োগ করবেন না।'

'আমি এ ব্যাপারে বাজি ধরবো না,' হ্যারি বিড় বিড় করল, ও দেখছে মেইপের দন্তব্যাদন।

'এক-দুই-তিনি-'

দু'জনেই তাদের দণ্ড উপরে তুলল এবং কাঁধের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে আনল। মেইপ চিংকার করল: 'এক্সপেলিআর্মাস!' টকটকে লাল বর্ণের আলোর একটা ঝলকানি দেখা গেল এবং লকহার্ট উড়ে গিয়ে স্টেজের পেছন দিকে গেলো, দেয়ালে আছাড় খেলো, হাত পা ছুড়িয়ে মঞ্চের মেঝেতে পড়ল।

ম্যালফয় এবং কয়েকজন স্থিতারিন আনন্দে হর্ষধ্বনি করল। হারমিওন দাঁড়িয়ে গেছে, যেন নাচছে। 'আঙুলের ফাক দিয়ে জীবক কঠে চিংকার করে উঠল, কি মনে হচ্ছে উনি ঠিক হয়ে যাবেন?'

'কে পরোয়া করে?' এক সঙ্গে বলল হ্যারি রন।

টলোমলো পায়ে লকহার্ট উঠে দাঁড়াচ্ছেন। তার হাতটা পড়ে গেছে এবং চেউ খেলানো চুল এখন সোজা খাড়া হচ্ছে আছে।

'বেশ,' ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে বিজ্ঞলেন তিনি, 'দেখলে তো এই হচ্ছে ডুয়েলিং!' খুড়িয়ে খুড়িয়ে যাচ্ছেন ফিরে এলেন তিনি। 'ওটা ছিল একটা নিরন্তরিক্রমণ জাদু, যেমন তোমরা দেখলে, আমি আমার জাদুদণ্ডটি হারিয়েছি— আহ, এই যে, [জাদুদণ্ডটা ওর হাত থেকে নিয়ে ধন্যবাদ মিস ব্রাউন। হ্যা,

ওদেরকে এটা দেখানো চমৎকার আইডিয়া ছিল প্রফেসর স্লেইপ, কিন্তু আপনি আমার মন্তব্যে যদি কিছু মনে না করেন, আপনি কি করতে যাচ্ছিলেন এটা খুবই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। অমি যদি আপনাকে থামাতে চাইতাম, সেটা খুবই সহজেই করা যেত। যাই হোক, আমি তেবেছি ওদেরকে দেখতে দেয়াই শিক্ষণীয় হবে...'

স্লেইপকে খুনীর ঘতো দেখাচ্ছিল। সম্ভবত লকহার্টও সেটা লক্ষ্য করেছেন, উনি বললেন, প্রদর্শনী অনেক হয়েছে! আমি এখন তোমাদের মধ্যে এসে তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায় দাঁড় করিয়ে দেব। প্রফেসর স্লেইপ আপনি যদি আমাকে সাহায্য করতে চান...'

ওরা ছাত্রদের মধ্যে চলে এলেন, পার্টনার ঠিক করে দিচ্ছেন। লকহার্ট নেভিলকে জাস্টিন ফিঞ্চ ফ্রেচলির সঙ্গে দিলেন, কিন্তু হ্যারি আর বনের কাছে স্লেইপ প্রথমে পৌছালো।

'আমার মনে হয় ড্রিম টিমকে বিচ্ছিন্ন করার সময় এসে গেছে,' বক্রোক্তি করল স্লেইপ। 'উইসলি, তোমার পার্টনার হবে ফিনিগান। পটার-'

হ্যারি অটোম্যাটিকালি হারমিওনের দিকে এগিয়ে গেল :

'আমার মনে হয় না,' বললেন স্লেইপ, শীতল একটা হাসি দিয়ে। 'মিস্টার ম্যালফয় এদিকে এসো। দেখা যাক বিখ্যাত মিস্টার পটারের সঙ্গে তোমার জমে কেমন। এবং তুমি মিস ফ্রেঞ্জার-তুমি মিস বুলস্ট্রোডকে পার্টনার বানাতে পারো।'

সদর্পে এগিয়ে এলো ম্যালফয়, হাসছে নির্বাধের ঘতো আত্মতৃষ্ণির হাসি। ওর পেছনে একজন স্নিথারিন মেয়ে হাঁটছিল, যাকে দেখে হ্যারির ইলিডেজ উইথ হ্যাগস-এ দেখা একটি ছবির কথা মনে পড়ল। মেয়েটি বিশালদেহী এবং চৌকো এবং তার ভারী চোয়াল আগ্রাসীর ঘতো বাইরে নেরিয়ে রয়েছে। হারমিওন ওকে দেখে দুর্বলভাবে হাসল কিন্তু মেয়েটি প্রতি উত্তর দিল না।

'পার্টনারের মুখোমুখি হও!' বললেন লকহার্ট, আর্সেন্ট মকেও ফিরে গেছেন। 'এবং বো করো!'

হ্যারি আর ম্যালফয় ওদের মাথা নেড়েছেন নাড়েনি, পরস্পরের ওপর থেকে চোখ সরায়নি।

'জাদুদণ্ড প্রস্তুত!' চিৎকার করলেন লকহার্ট। 'যখন আমি তিনি পর্যন্ত গুণব, তখন তোমার পার্টনারকে দণ্ডহীন করিবার জন্যে জাদু প্রয়োগ করবে-ওধূমাত্র দণ্ডহীন করবার জন্যে-আমরা কেবল দুর্ঘটনা চাই না। এক...দুই...তিন...'

হ্যারি ওর জাদুদণ্ড কাঁধের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে আনল, কিন্তু, 'দুই' বলার সঙ্গে সঙ্গে আগেই ম্যালফয় শুরু করে দিয়েছে: ওর জাদুর আঘাত হ্যারিকে এত

জোরে লাগল যে ওর মনে হলো কেউ সস্প্যান দিয়ে মাথায় মেরেছে। হোচ্ট খেলো সে, কিন্তু তারপর যেন সব কিছুই কাজ করছিল, এবং কোন সময় নষ্ট না করে হ্যারি ওর জাদুদণ্ডো ম্যালফয়ের দিকে তাক করে চিন্কার করে উঠল, ‘রিক্টাসেশ্পা!’

রূপালি আলোর একটা ঝলক ম্যালফয়ের পেটে আঘাত হানল এবং বেঁকে গেল সে, হাঁপানী রোগীর মতো শ্বাস নিচ্ছে, বুকে শব্দ হচ্ছে শন শন করে।

‘আমি বলেছি অস্ত্রহীন শধু! সতর্ক হয়ে চিন্কার উঠলেন লকহার্ট যুদ্ধমানদের উদ্দেশে। হাটু ভেঙে বসে পড়েছে ম্যালফয়; হ্যারি ওর উপর টিকলিং জাদু প্রয়োগ করেছে এবং হাসার জন্যে যে সামান্য নড়বে সেটাও সে পারছে না। হ্যারি একটু নিরস হলো, একটা অস্পষ্ট অনুভূতি হলো ওর, যেবেতে পড়ে আছে ম্যালফয় এই সময় ওর উপর জাদুর প্রয়োগ, আনস্প্রার্টিং হবে, কিন্তু ওর এই ধারণা ভুল ছিল। শ্বাস নেয়ার জন্যে চেষ্টা করতেই করতেই ম্যালফয় ওর জাদুদণ্ডো তাক করল হ্যারির ইঁটু লক্ষ্য করে, দম বন্ধ হয়ে এলো, ‘তারানতালেঢ়া!’ এবং পর মুহূর্তে হ্যারির পা কাঁপতে শুরু করল তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে এক ধরনের অতি দ্রুত পদক্ষেপের মতো।

‘থামো! থামো!’ চেঁচিয়ে উঠলেন লকহার্ট, কিন্তু এরই মধ্যে স্লেইপ এগিয়ে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিলেন।

‘ফাইনিট ইনকান্টাটেম!’ জোরে বললেন স্লেইপ: হ্যারির পায়ের নাচ বন্ধ হয়ে গেলো। ম্যালফয়ও হাসি বন্ধ করল। এবং ওরা দু’জনেই মুখ তুলে তাকাতে পারল।

পুরো দৃশ্যটার ওপর সবুজাত ধোঁয়ার অচ্ছতা। নেভিল এবং জাস্টিন দু’জনেই যেবেতে পড়ে রয়েছে, হাঁপাচ্ছে: রন ধরে আছে ফ্যাকাশে-মুখো সিমাসকে, ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে ওর ভাঙা জাদুদণ্ডের কীর্তি^(জন্য), কিন্তু হারমিওন এবং মিলিসেন্ট বুলস্ট্রোড তখনও লড়ছে; ওর^(সুজনে) হেডলকে আঁটকে রয়েছে এবং হারমিওন ব্যথায় কোপাচ্ছে। দু’জনেরই জাদুদণ্ডই যেবেতে পড়ে রয়েছে, যেন পরিত্যক্ত। সামনে^(বাপিয়ে) পড়ে হ্যারি মিলিসেন্টকে টেনে বিচ্ছিন্ন করল। কাজটা কঠিন, তবে হ্যারির চেয়ে দেহে অনেক বড়।

‘ডিয়ার, ডিয়ার,’ বললেন লকহার্ট^(ডিডের) মধ্যে দিয়ে পথ করে যেতে যেতে, ডুয়েলের পরিণাম দেখতে দেখতে। উঠে দাঁড়াও ম্যাকমিলান... সাবধানে, মিস ফসেট... জেরে^(স্মিঞ্চিট) কাট, এক সেকেন্ডে রক্তপাত বন্ধ হয়ে যাবে, বুট...

‘আমার মনে হয় তার চেয়ে তোমাদেরকে বৈরি সম্মোহন রোখার পদ্ধতি

শেখানেই ভাল হবে,’ বললেন লকহার্ট, হলের মাঝখানে বিচলিত হয়ে দাঁড়িয়ে। তিনি একবার স্লেইপের দিকে তাকালেন, ওর কালো চোখ জুল জুল করছে, দ্রুত চোখ ফিরিয়ে নিলেন স্লেইপ। ‘এক জোড়া ভলশ্টিয়ার লাগবে-লংবটম এবং ফিষ্ট ফ্লেচলি, তোমরা দু’জন হলে কেমন হয়?’

‘একটা খারাপ আইডিয়া, প্রফেসর লকহার্ট,’ বললেন স্লেইপ, পরশ্রীকাতর বড় একটা উড়ন্ট বাঁদুড়ের মতো। ‘সবচেয়ে সহজ সম্মোহন দিয়ে লংবটম বিপর্যয় করতে পারে। ফিষ্ট ফ্লেচলি’র যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে সেটা আমাদের ম্যাচ বাঞ্চে করে হাসপ্তালে পাঠাতে হবে।’ নেভিলের গোল গোলাপী মুখটা আরো গোলাপী হয়ে হেলো। ‘ম্যালফয় এবং পটারের জোড়া হলে কেমন হয়?’ বললেন স্লেইপ বাঁকা হেসে।

‘চমৎকার আইডিয়া!’ বললেন লকহার্ট, হ্যারি আর ম্যালফয়কে হলের মাঝখানে আহ্বান করার ভঙ্গি করে। মাঝখান থেকে সরে গিয়ে অন্যরা যায়গা করে দিল।

‘হ্যারি শোন,’ বললেন লকহার্ট, ‘ড্র্যাকো যখন তোমার দিকে ওর জাদুদণ্ড তাক করবে, তুমি এরকম করবে।

তিনি নিজের জাদুদণ্ড তুললেন, এবং জটিল নড়াচড়া করে একটা অ্যাকশন করার চেষ্টা করলেন এবং নিজের জাদুদণ্ডটা ফেলে দিলেন। ‘হউপ্স-আমার জাদুদণ্ডটা একটু বেশি উভেজিত,’ বলে লকহার্টকে দ্রুত ওটা তুলে নিতে দেখে আত্মত্ত্বাত্মক হাসি হাসলেন স্লেইপ।

ম্যালফয়ের কাছে চলে এলেন স্লেইপ, ঝুঁকলেন এবং ওর কানে কানে কিছু বললেন ফিস ফিস করে। ম্যালফয়ও আত্মত্ত্বাত্মক হাসি হাসল। নার্ভাস হ্যারি লকহার্টের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘প্রফেসর, আপনি কি আমাকে বৈরি সম্মোহন রোধার পদ্ধতি আরেকবার দেখাতে পারেন?’

‘তব পেয়েছে?’ বিড় বিড় করে বলল ম্যালফয়, যেন লকহার্ট শুনতে না পায়।

‘তুমি ইচ্ছেমতো ভাবতে পারো,’ বলল হ্যারির মুখের এক কোণ দিয়ে।

লকহার্ট হ্যারির কাঁধ জড়িয়ে ধরল। ‘আমি যা করেছি ঠিক তাই করো, হ্যারি।’

‘কী, আমার জাদুদণ্ডটা ফেলে দিব?’

কিন্তু লকহার্ট শুনছে না ওর কথা।

‘তিন - দুই - এক - শুরু! চমৎকার করলেন লকহার্ট।

ম্যালফয় দ্রুত ওর জাদুদণ্ড তুলে চেঁচিয়ে উঠল, ‘সারপেনসোরশিয়া!’

ওর জাদুদণ্ডের মাথাটা বিস্ফোরিত হলো! হ্যারি দেখছে, ভীতিবিহীন,

একটা লম্বা কালো সাপ ওটা থেকে বেরিয়ে এলা, ওদের মাঝখানে ধপাস করে মেঝেতে পড়ল এবং খাড়া হয়ে ছোবল মারতে উদ্যত। চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল, পেছনে সরে গেলো সবাই, মাঝখানটা ফাকা হয়ে গেল।

‘নড়ো না, পটোর,’ অলসভাবে বলল স্লেইপ, দৃশ্যটা উপভোগ করছেন তিনি, হ্যারি দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে, ক্ষিণ্ঠ সাপটার চোখে চোখ রেখে। ‘আমি ওটাকে দূর করছি...’

‘আমাকে করতে দিন!’ চিৎকার করলেন লকহার্ট। জাদুদণ্ডটা সাপের দিকে তাক করলেন লকহার্ট, খুব জোরে শব্দ হলো; সাপটা অদৃশ্য হওয়া দূরে থাকুক, শুন্মে দশ ফিট লাফিয়ে উঠল এবং আবার মেঝেতে পড়ল ধপাস করে। আরো ক্ষিণ্ঠ, হিস হিস করছে, পিছলে এগিয়ে গেলো সোজা জাস্টিন ফিফ্ট-ফ্লেচলি’র দিকে এবং আবার খাড়া হয়ে ছোবল মারতে উদ্যত হলো, দাঁত বের করে।

হ্যারি নিশ্চিত নয়, কি কারণে সে কাজটি করেছিল। সে যে এটা করবে স্থির করেছিল সে সম্পর্কেও সচেতন নয়। সে শুধু জানত যে তার পা তাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল যেন পায়ের নিচে চাকা লাগানো রয়েছে, এবং সে সাপটার উদ্দেশে জোরে চিৎকার করে উঠেছিল, ‘ওকে ছেড়ে দাও!’ এবং অলৌকিকভাবে-ব্যাখ্যার অতীত-সাপটা মেঝের ওপর পড়ে গেল, বাগানে পানি দেয়ার মোটা কালো পাইপের মতোই নিরীহ। ওটার চোখ এখন হ্যারির ওপর। হ্যারির মনে হলো যেন ওর ভেতর থেকে কে যেন সব ভয় ওষ্যে নিয়েছে। সে জানে এখন সাপটা কাউকে আক্রমণ করবে না, যদিও তার জানার কোন ব্যাখ্যা নেই তার কাছে।

সে জাস্টিনের দিকে তাকাল, মুখে হাসি, আশা করছে জাস্টিনকে দুশ্চিন্তামুক্ত দেখবে, অথবা বিমৃঢ়, অথবা কৃতজ্ঞ— কিন্তু নিশ্চয়ই রেগে গেছে বাড় পেয়েছে জাস্টিন এটা সে আশা করেনি।

‘কি ভেবেছ কি নিয়ে খেলা করছ?’ সে চিৎকার করে উঠল এবং হ্যারি কিছু বলার আগেই, জাস্টিন ঘুরে দাঁড়াল এবং সবেগে হল পৰ্তিকে বেরিয়ে গেল।

স্লেইপ এগিয়ে এলো, জাদুদণ্ড নাড়ল, অদৃশ্য হয়ে গেল সাপটা কালো ধৌঁয়ার ছেউ একটু ঝলক হয়ে। স্লেইপও তাকিয়ে রয়েছেন হ্যারির দিকে অপ্রত্যাশিত দৃষ্টি: চতুর, সতর্ক এবং হিসেবিদৃষ্টি এবং হ্যারি পছন্দ করেনি সে দৃষ্টি। সে ক্ষীণভাবে সচেতন যে চারদিকে অঙ্গ একটা গুঞ্জন উঠছে। এরপর অনুভব করল কে যেন তার কাপড় ধূরে চাঁপছে।

‘চলে এসো,’ শুনতে পেলো রসের স্বর। ‘চলো-এসো...’

বন ওকে হলের বাইরে নিয়ে এলো, হারমিওনও তাড়াতাড়ি চলে এলো পাশে। দরজার মধ্য দিয়ে যখন তারা যাচ্ছে তখন ছাত্র ছাত্রীরা দু’পাশে সরে

দাঁড়াল এমনভাবে যেন কি একটা জিনিস ধরতে পাচ্ছে। যে ঘটনা ঘটেছে তার কোন যোগসূত্র হ্যারির জানা নেই কিন্তু না রন, না হারমিওন ওকে টেনে প্রিফিল্ডের শূন্য কমন রুমে ওকে না নেয়া পর্যন্ত কিছুই ব্যাখ্যা করল না। রন হ্যারিকে একটা আরাম কেদারায় ঠেলে বসালো এবং বলল, 'তুমি একজন পার্সেলমাউথ। এ কথাটা আগে আমাদের বলোনি কেন?

'আমি কি?' বলল হ্যারি।

'পার্সেলমাউথ!' বলল রন। 'তুমি সাপের সঙ্গে কথা বলতে পারো!'

'আমি জানি,' বলল হ্যারি। 'ওটা ছিল মাত্র দ্বিতীয়বার, যে আমি অমন কথা বলেছি। দুর্ঘটনাই বলতে পারো, একবার চিড়িয়াখানায় আমার কাজিন ডাঙলি'র পেছনে আমি একটা বোয়া কন্সট্রিক্টর লেলিয়ে দিয়েছিলাম-সে এক লম্বা কাহিনী-কিন্তু ওটা আমাকে বলছিল যে সে কখনও ব্রাজিল দেখেনি। এবং আমি এক রকম ওটাকে মুক্ত করে দিয়েছি, যদিও আমি ওরকম কিছু করতে চাইনি। আমি যে জাদুকর সেটা জানবার আগের ব্যাপার ছিল সেটা...'

'একটা বোয়া কনসট্রিক্টর তোমাকে বলেছে যে সে ব্রাজিল দেখেনি?' ক্ষীণ কণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করল রন।

'তাতে কি?' বলল হ্যারি। 'বাজি ধরে বলতে পারি এখানে অনেক লোকই এরকম করতে পারে।'

'ওহ না তারা পারে না,' বলল রন। এটা কোন সাধারণ গুণ নয়। হ্যারি এটা খারাপ।'

'কি খারাপ? বলল হ্যারি, রীতিমত রাগ হচ্ছে ওর। 'সকলের হয়েছেটা কি? শোন, যদি আমি ওই সাপটাকে না বলতাম জাস্টিনকে আক্রমণ করবে না-'

'ওহ ঠিক তাই বলেছ তুমি?'

'কি বলতে চাচ্ছ তুমি? তুমি তো সেখানে ছিলে... তুমি শুনেছ আমার কথা।'

'আমি শুনেছি তুমি পারসেলটাঙ্গ বলতে শুনেছি,' ~~বিল্বুর্সন~~, 'সাপের ভাষা। তুমি যে কোন কিছু বলে থাকতে পারো। জাস্টিন ~~বে~~ পেয়ে গিয়েছিল তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, তোমার কথা শনে~~শনে~~ ইচ্ছিল তুমি যেন সাপটাকে কিছু একটা করবার জন্যে বলছ বা এই ~~বক্সে~~মেরই কিছু। সাপটাকে দেখে গা ছম ছম করছিল, সেটা তুমি জান।'

হা করে তার দিকে তাকিয়ে থাকল হ্যারি।

'আমি ভিন্ন ভাষায় কথা বলছি? কিন্তু-আমি বুঝতে পারিনি— আমি একটি ভাষা জানি, এই কথাটা না জেনে, আমি কি করে ওই ভাষায় কথা বলতে পারি?'

রন ওর মাথা দোলাল। ওকে আর হারমিওনকে দেখে মনে হচ্ছে কেউ একজন মারা গেছে। হ্যারি বুঝতে পারছে না ভয়ানক হওয়ার কি আছে।

‘তোমরা কি আমাকে বলতে চাও একটা নোংরা সাপের ছোবল থেকে জাস্টিনের মাথাটা রক্ষা করার মধ্যে অন্যায়টা কোথায়?’ বলল সে। ‘যতক্ষণ পর্যন্ত না জাস্টিনকে মাথাহীনদের দলে ঘোগ না দিতে হলে, আমি কিভাবে ওকে রক্ষা করেছি তাতে কি আসে যায়?’

‘এসে যায়?’ অবশ্যেই বলল হারমিওন চাপা স্বরে, ‘কারণ, সাপের সঙ্গে কথা বলতে পারা হচ্ছে সেই কারণ যার জন্যে সালাজার স্থিতারিন ছিলেন বিখ্যাত। সে কারণেই স্থিতারিন ইউজের প্রতীক হচ্ছে ‘সরিসৃপ’।

হ্যারির মুখ হা হয়ে গেল।

‘ঠিক তাই,’ বলল রন। ‘এবং এখন পুরো ফুলই ভাবতে শুরু করবে তুমি হচ্ছো তার প্র-প্র-প্র-প্রপৌত্র বা এরকম কিছু...’

‘কিন্তু আমি তা নই,’ বলল হ্যারি, এমন একটা ভয়ে যে তার ব্যাখ্যা তার জানা নেই।

‘সেটা প্রমান করা তোমার জন্যে মুশ্কিল হবে,’ বলল হারমিওন। ‘তিনি বাস করতেন প্রায় এক হাজার বছর আগে; আমরা যা জানি তা হচ্ছে তুমি হতে পারো।’

* * *

রাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেগে রইল হ্যারি। ওর বিছানার চারপাশের বোলানো কাপড়ের ফাক দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল তুষারপাত শুরু হয়েছে, দেখল হ্যারি, টাওয়ারের জানালার পাশ দিয়ে পড়ছে তুষার, আর ভাবছে।

আসলেও সে কি সালাজার স্থিতারিনের উত্তর পুরুষ হতে~~শুভ্র~~? সে তার বাবার পরিবার সম্পর্কে আসলেই কিছু জানে না। ডার্সলিঙ্গ~~সে~~ সব সময়ই তার জাদুকর আত্মীয়দের সম্পর্কে সব ধরনের প্রশ্ন নিবিদ~~করে~~ রেখেছিল।

নীরবে, হ্যারি চেষ্টা করল পারসেলটাই-এ কথা~~কর~~লতে। শব্দগুলো আসছে না। মনে হচ্ছে এর জন্যে তাকে হয়তো সামের মুরোমুখি হতে হবে।

‘কিন্তু আমি তো শ্রিফিল্ডের,’ হ্যারি ভাবল~~বল~~। ‘আমি যদি স্থিতারিন হতাম তবে নিশ্চয়ই বাছাই-হ্যাটটা আমাকে এখানে~~পাঠাতো~~ না...’

‘আহ,’ তার মন্তিক্ষের মধ্যে~~ছেঁটি~~ একটি বিপজ্জনক স্বর বলল। কিন্তু বাছাই-হ্যাটটা তো তোমাকে~~স্থিতারিনেই~~ পাঠাতে চেয়েছিল, তোমার কি মনে নেই?’

হ্যারি পাশ ফিরল। কালকে হার্বলজিতে জাস্টিনের সঙ্গে দেখা করে তাকে বুঝিয়ে বলবে যে আসলে সে সাপটাকে নিবৃত্ত করছিল, প্রৱোচিত নয়; যেটা (ক্রুদ্ধ হ্যারি ভাবল বালিশে উপর্যুপরি ঘূষি মারতে মারতে) যে কোন বোকাও বুঝতে পারত।

* * * *

পুরদিন সকাল, রাতে শুরু হওয়া তুষারপাত প্রবল তুষার বাড়ে পরিণত হয়েছে। টার্মের শেষ হার্বলজি ক্লাসটা বাতিল কৰা হলো: প্রফেসর স্প্রাউট এখন ম্যানড্রেকস গুলোকে যোজা এবং ক্ষার্ফ পুরাবেন, কাজটায় বেশ কৌশলের প্রয়োজন হয়, এ জন্যে অন্য কগড়কে দায়িত্ব দেবেন না তিনি, বিশেষ করে এই সময় ম্যানড্রেকসগুলোর দ্রুত বেড়ে ওঠা খুব জরুরী, মিসেস নরিস এবং কলিন ক্রিভিকে সম্মোহন থেকে বাঁচিয়ে তোলার জন্যে।

গ্রিফিন্ডুর কমন রুমের আগন্তনের পাশে বসে এসব ভেবেই ছটফট করছে হ্যারি। অন্যদিকে রুন আৱ হারমিওন ক্লাস বাতিলের সময়টা ব্যবহার করছে জাদু-দাবা খেলে।

‘ইশ্বরের দোহাই, হ্যারি,’ ধৈর্য্যচূড়ি ঘটেছে হারমিওনের, রনের একটা হাতি ওর একটা ঘোড়াকে ফেলে দিয়ে বোর্ডের বাইরে টেনে নিয়ে গেছে। ‘এটা যদি তোমার কাছে এতই শুরুত্বপূর্ণ হয় তবে, যাও জাস্টিনকে গিয়ে খুঁজে বের করো।’

হ্যারি উঠল এবং ছবির গতটা দিয়ে বের হলো, জাস্টিনকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে।

দিনের বেলায় যেরকম অঙ্ককার থাকে, এখন ক্যাস্ল-এর প্রতিটি জানালায় ঘন ধূসের তুষারের আন্তরের জন্যে তার চেয়ে অনেক বেশি সুরক্ষা। কাঁপছে হ্যারি, ক্লাসরুমগুলো পার হলো, ক্লাস চলছে ওখানে, ভেতরে কি হচ্ছে দেখেও নিল এক বালক। প্রফেসর ম্যাকগোনাগল কোন একজন্টের উদ্দেশে চেচেন, যে, তার বন্ধুকে ব্যাজারে পরিণত করেছে। স্নানক্রটা একটু তলিয়ে দেখার প্রলোভন অনেক কষ্টে দমন করলো হ্যারি, এখনয়ে গেল এই ভেবে যে, এই সময়টা জাস্টিনও কিছু একটা কৰার চেষ্টা করছে। সবচেয়ে আগে লাইব্রেরীতে ওকে খোঁজার সিদ্ধান্ত নিল।

যাদের হারবলজি ক্লাসে থাকলুকথা ছিল তেমন একটা হাফ্লপাফ ছুটপ সত্যিই বসে আছে লাইব্রেরীর কেবারে পেছনে। কিন্তু মনে হচ্ছে না ওরা কোন কাজ করছে। বুক শেলফে বইয়ের সারির ফাঁক দিয়ে হ্যারি দেখতে পাচ্ছে

ওদের মাথাগুলো এক সাথে জড়ে হয়ে আছে এবং মনে হচ্ছে গভীর ঘনোয়োগে ওরা কোনো আলোচনায় লিপ্ত। ওদের মধ্যে জাস্টিন রয়েছে কি না, সেটা ও যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। ও হেটে যাচ্ছিল ওদের দিকেই, এমন সময় ওর কানে ওদের একটা কথা এলো, শোনার জন্যে দাঁড়ালো হ্যারি, অদৃশ্য বিভাগে লুকিয়ে রয়েছে সে।

‘সুতরাং যে ভাবেই হোক,’ বলল একটা শক্ত-পোক ছেলে। ‘আমি জাস্টিনকে বলেছি আমাদের ডর্মিটরিতে লুকিয়ে থাকতে। মানে, যদি পটার তাকে পরবর্তী শিকারের জন্য ঠিক করে থাকে, তবে কিছুদিনের জন্য তার অত সামনে আস্য উচিত নয়। অবশ্যই, যেদিন সে পটারকে বলেছে যে, সে মাগল-জাত সেদিন থেকেই এমন একটা কিছু হবে বলে আশঙ্কা করেছে জাস্টিন। জাস্টিন ওকে বলেছে যে সে ইটন-এ চলে যাবে। এই ধরনের বিষয় নিয়ে কেউ স্থিথারিনের উত্তরাধিকারের সঙ্গে আলাপ করে না, করে? বিশেষ করে সে যদি মুক্ত ফুরতে থাকে।’

‘আর্নি, তুমি নিশ্চিতভাবে ভাবছ যে পটারই?’ উদ্বেগের সাথে বলল ব্লড পিগটেল মাথার মেয়েটি।

‘হান্নাহ,’ শক্ত ছেলেটি বলল গান্ধীর্ঘের সাথে, ‘সে একজন পারসেলমাউথ। সবাই জানে কালো-জাদুকর হওয়ার সেটাই চিহ্ন। তুমি কখনও কোন ভাল মানুষের কথা শুনেছ যে সাপের সঙ্গে কথা বলতে পারে? ওরা খোদ স্থিথারিনকে সরিসৃপ-জিহ্বা বলত।’

ভারী রকমের শুঙ্গন শোনা গেল। আর্নি বলেই চলেছে, ‘মনে আছে দেয়ালে কি লেখা ছিল? উত্তরাধিকারের শত্রুরা সাবধান। ফিল্চ-এর সঙ্গে কি একটা ব্যাপার হয়েছিল পটারের। পরের ঘটনাটি আমাদের, ফিল্চের বেড়াল আক্রান্ত হলো। ওই প্রথম বর্ষের ছাত্রটি কিডিং ম্যাচে কিডিচ খেলায় পটারকে বিরক্ত করছিল, ও যখন যাচ্ছিল পড়েছিল তখন ওর ছবি তুলচিঙ্গ পরের ঘটনা আমরা জানি ক্রিভি আক্রমণ হলো।’

‘অথচ ওকে কত ভাল মনে হয়,’ বলল হান্নাহ অস্টিসিস্টভাবে। ‘এবং ভাল কথা, সেই সে ব্যক্তি ইউ নো হ-কে পালিয়ে যেতে প্রাধ্য করেছে। ও তো এতো খারাপ হতে পারে না, পারে?’

আর্নি তার স্বর রহস্যজনকভাবে নামিজে আনল, হাফলপাফরা সব মাথা কাছে নিয়ে গেলো, এবং হ্যারিও নামিজে কাছে গেলো ভাল করে শুনবার আশায়।

আসলে কেউ জানে না ও কিভাবে ইউ নো হ-র আক্রমণ থেকে বেঁচেছে। আমি বলতে চাচ্ছি, ঘটনাটা যখন ঘটেছিল তখন ও ছিল শিশু। ওকে নিশ্চয়ই

ছোট ছোট টুকরায় বিস্ফোরিত করে দেয়া হয়েছিল। শুধু মাত্র একজন ক্ষমতাধর কালো-জাদুকরের পক্ষেই অমন একটা শাপ থেকে বাঁচা সম্ভব ছিল।' ওর স্বর আরো নামিয়ে দিল আর্নি, এমন যে সেটা ফিসফিসের পর্যায়ে চলে এসেছে, এবং বলল, 'প্রথমত ওই জন্যেই হয়তো ইউ নো হ তাকে মারতেও চেয়েছিল। চাইনি যে আরেকজন ডার্ক লর্ড তার প্রতিযোগী হোক। আমি ভাবছি আর কি কি ক্ষমতা পটার লুকিয়ে রেখেছে।'

আর শুনতে পেলো না হ্যারি। জোরে গলা খাকারি দিয়ে ও বুকশেল্ফের পেছন থেকে বেরিয়ে এলো। যদি অত ক্রুদ্ধ না হতো তবে সহজেই বুঝতে পারতো, যে দৃশ্যটা ওকে স্বাগত জানিয়েছে সেটা বড় বিচিত্র। প্রত্যেকটি হাফ-লপাফ ওর দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রয়েছে যে ওকে দেখে সম্মোহিত হয়ে গেছে, এবং আর্নির চেহারা থেকে রং সরে যাচ্ছে।

'হ্যালো,' বলল হ্যারি। 'আমি জাস্টিন ফিঞ্চ-ফ্রেচলিকে খুঁজছি।'

হাফলপাফদের ভয়ানক ভীতিটা কনফার্ম হয়ে পেলো। ভয় পেয়ে সকলেই আর্নির দিকে তাকালো।

'ওর সাথে তোমার কি প্রয়োজন?' কাঁপা কষ্টে জিজ্ঞাসা করল আর্নি।

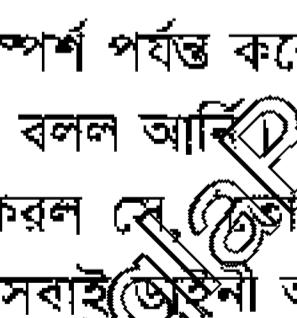
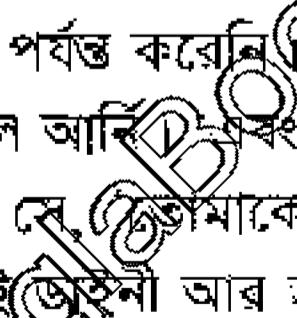
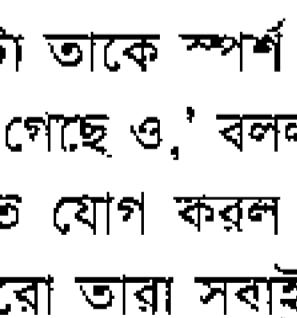
'আমি ওকে বলতে চাই ডুয়েলিং ফ্লাবে সাপটা নিয়ে আসলে কি ঘটেছিল,' বলল হ্যারি।

নিজের সাদা ঠেটি কামড়ে ধরল আর্নি তারপর বলল, 'আমরা সবাই সেখানে ছিলাম। আমরা দেখেছি কি হয়েছে।'

'তাহলে তোমরা দেখেছে যে, ওটাৱ সঙ্গে আমি কথা বলার পৰি সাপটা পিছিয়ে পড়েছিল?' বলল হ্যারি।

'আমি শুধু দেখেছি,' বলল আর্নি একগুঁয়ের মতো, যদিও বলার সময় কাঁপছিল সে, তুমি পারসেলটাং-এ কথা বলছিলে এবং সাপটা জাস্টিনের দিকে লেলিয়ে দিয়েছিলে।'

আমি ওটাকে জাস্টিনের পেছনে লেলিয়ে দিইনি হ্যারি, রাগে ওর গলার স্বর কাঁপছে। 'ওটা তাকে স্পর্শ পর্বত করেনি।'

'খুব অল্লেতে বেঁচে গেছে ও,' বলল আর্নি তোমার যদি আরো কিছু করার চিন্তা থাকে,' দ্রুত যোগ করল মেঘামাকে বলা উচিত, আমার নয় প্রজন্মের খবর নিতে পারো তারা সবাই আৱ জাদুকৰ এবং আমার রক্ত আৱ সকলেৰ মতোই খাঁটি, সুতা

'তোমার কি ধরনেৰ রক্ত রয়েছে সেটা নিয়ে আমাৱ মাথাবাথা নেই!' ক্ৰোধে ক্ষিণ হয়ে বলল হ্যারি। 'আমি কেন যাগল-জাতদেৱ আক্ৰমণ কৰতে যাব?'

আমি শুনেছি তুমি যে মাগলদের সঙ্গে বাস করো তাদের ঘৃণা করো,'
তাড়াতাড়ি বলল আর্নি।

'ডাসলিদের সঙ্গে বাস করলে ওদের ঘৃণা না করা সম্ভব নয়,' বলল
হ্যারি, 'আমি দেখতে চাই তুমি একবার চেষ্টা করে দেখ।'

ঘুরে ঝড়ের মতো লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে গেল হ্যারি, মাদাম পিঙ্ক দেখল
ওকে তিরক্ষারের দৃষ্টিতে, উনি মিনা করা একটি স্পেলবুকের কভার পলিশ
করছিলেন।'

রাগে করিডোর ধরে অঙ্কের মতো অনিশ্চিতভাবে এগিয়ে গেল সে,
কোথায় যাচ্ছে খেয়াল নেই। ফল হলো এই যে, সে সোজা হেটে গিয়ে ধাক্কা
খেল নিরেট এবং বড় কিছুর সঙ্গে, পেছন দিকে মেঝেতে পড়ে গেল হ্যারি।

উপরের দিকে তাকিয়ে বলল হ্যারি, 'ওহ! হ্যালো, হ্যাণ্ডি।'

তুষার ঢাকা উলের বালাক্রান্তায় হ্যাণ্ডিডের মুখটা প্রায় সম্পূর্ণটাই ঢাকা,
কিন্তু সম্ভবত আর কেউই হতেও পারে না সে ছাড়া। কারণ ওভারকোটে ঢাকা
শরীরটা দিয়ে করিডোরের প্রায় সম্পূর্ণটাই জুড়ে রেখেছে। গ্লাভস পরা ওর হাত
থেকে একটা মরা মুরগী বুলছে।

'আচ্ছা, হ্যারি?' বলল সে, কথা বলার সুবিধের জন্যে বালাক্রান্তাটা মুখ
থেকে নামিয়ে, 'তুমি ক্লাসে নেই কেন?'

'বাতিল করা হয়েছে,' উঠতে উঠতে বলল হ্যারি। 'তুমি এখানে কি করছ?'

হাতে ধরা মরা মুরগীটা দেখালো হ্যাণ্ডি।

'দ্বিতীয়টা মারা হলো এই টার্মে,' সে ব্যাখ্যা করল। 'হয় শেয়াল না হয় তো
রক্ত চোষা কোনো জুঞ্জুর কাজ, এবং মুরগীর ঝাঁচার চারদিক মন্ত্র দিয়ে সুরক্ষা
করার জন্যে আমাকে হেডমাস্টারের অনুমতি নিতে হবে।

সে তার তুষারাবৃত মোটা ড্র'র নিচ থেকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে হ্যারিকে
পর্যবেক্ষণ করল।

'তুম নিশ্চিত যে তুমি ভাল আছো। তোমাকে এই পক্ষপন্থ এবং বিরক্ত
দেখাচ্ছে।'

আর্নি এবং অন্যান্য হাফ্লপাফ্রা ওর সদস্যকে বলছিল, হ্যারি সেই সব
হ্যাণ্ডিডের কাছে বলতে পাল না।

'ও কিছু নয়,' বলল সে। 'আমার ফুরোয় উচিৎ, হ্যাণ্ডি, পরের ক্লাস হচ্ছে
ট্রান্সফিগিউরেশন-এর এবং বই নিয়ে আসতে হবে।'

হেটে চলে গেল হ্যারি, তখনও আর্নির কথাগুলো গেথে রায়েছে।

যখন থেকে জাস্টিন হ্যারিকে জানিয়েছে যে সে মাগল-জাত তখন থেকে
সে এ রকমই কিছু একটা ঘটার আশংকা করছিল...'

সিডি ভেঙ্গে উপরে উঠে হ্যারি ঘুরে আরেকটি কারভোরে এলো, জয়গাটা একেবারেই অঙ্ককার; কাচ ভাঙ্গা একটা জানালা দিয়ে আসছে জোর হিমশীতল বাতাস, ওটাই করিডোরের মশালটা নিভিয়ে দিয়েছে। করিডোর ধরে মাত্র অর্ধেক গিয়েছে হ্যারি, হোচ্ট খেয়ে অধোমুখে পড়ে গেল সে, মেঝেতে কি যেন একটা পড়ে রয়েছে।

ঘুরে চোখ সরু করে পড়ে থাকা জিনিসটা দেখার চেষ্টা করল সে। দেখে, মনে হলো ওর পাকঙ্গলীটা গলে গেছে।

জাস্টিন ফিঞ্চ-ফ্রেচলি পড়ে রয়েছে, ঠাণ্ডা এবং শক্ত, চেহারায় শক-এর দৃষ্টির ছাপ যেন জমে আছে, চোখ তাকিয়ে আছে অপলক সিলিং-এর দিকে, হ্যারির দেখা সবচেয়ে অন্তুত দৃশ্য।

প্রায় মাথা-হীন নিক, মুক্তার মতো সাদা এবং স্বচ্ছ নয় আর, বরং কালো এবং ধোয়াটে, স্থির হয়ে ভাসছে আড়াআড়িভাবে, মেঝের ছয় ইঞ্জির উপরে, ওর মাথার অর্ধেকটা নেই, এবং তার চেহারায় ঠিক জাস্টিনের মতোই শক-এর অভিব্যক্তি।

উঠে দাঁড়ালো হ্যারি, দ্রুত শ্বাস পড়ছে ওর, পাঁজরার বাঁচায় হৃৎপিণ্ডটা ড্রামের মতো বাঢ়ি থাচ্ছে। খালি করিডোরটা একি ওদিক তাকাল ও, দেখল এক সারি মাকড়সা দ্রুত বুক হেঁটে দেহগুলোর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। একমাত্র শব্দ আসছে দুইদিকের ক্লাস রুম থেকে শিক্ষকদের ভোতা গলার স্বর।

সে দৌড়ে পালিয়ে যেতে পারত, এবং এবং কেউ জানতেও পারত না যে সে সেখানে ছিল। কিন্তু সে ওদেরকে ওখানে ওভাবে ফেলে রেখে যেতে পারে না...ওর সাহায্য দরকার। কেউ কি বিশ্বাস করবে যে এ সবে তার কোন হাত নেই?

সে ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভীত-সন্ত্রস্ত, ওর ডান পাশের গ্রন্তি দরজা খুলে গেল সশব্দে। পিভ্স দ্য পল্টারজিস্ট ছুটে বেরিয়ে এলো দরজা দিয়ে।

‘আরে এ যে হ্যারি পটার! পট পট করে উঠল পিভ্স, যাওয়ার সময় ধাক্কা লেগে হ্যারির চশমটা বাঁকা হয়ে গেল। কি করছ হ্যারি পটার? হ্যারি পটার অমন উঁত পেতে রয়েছে কেন?’

মধ্য বাতাসে অর্ধেকটা ডিগবাজি যেয়ে ঘূর্ঘন পিভ্স। উল্টো হয়ে, সে দেখল জাস্টিন এবং প্রায় মাথা-হীন নিক। ঘুরে সোজা হলো সে, জোরে নিঃশ্বাস টেনে ফুসফুস ভরে নিল এবং ওকে থামাবার আগেই চিৎকার করে উঠল:

‘আক্রমণ! আক্রমণ! আরেকটি আক্রমণ! কোনো মরণশীল বা ভূত

কেউই নিরাপদ নয়! বাঁচতে হলে দৌড়াও! আক্রমঅঅঅণ!

ক্র্যাশ-ক্র্যাশ-ক্র্যাশ। করিডোরের দু'পাশের একটার পর একটা দরজা খুলে যেতে লাগল এবং বন্যার মতো বেরিয়ে এলো মানুষ করিডোরে। কয়েকটা দীর্ঘ মুহূর্ত ধরে এমন বিশৃঙ্খলা আর গোলমার হলো যে জাস্টিনকে প্রায় পায়ে মাড়ানোর দশা হয়েছিল এবং লোকজন প্রায়-মাথাহীন-নিকের ভূমিকা প্রহণ করতে লাগল। হ্যারি দেখল দেয়ালে তার পিঠ ঠেকে গেছে, শিক্ষকরা চিক্কার করছেন চুপ করার জন্যে। প্রফেসর ম্যাকগোনাগল দৌড়ে এলেন, পিছু পিছু এলো তার গোটা ক্লাস, তার মধ্যে একজনের চুলে তখনও রয়েছে সাদা-কালো স্ট্রাইপ। প্রফেসর তার দণ্ড ব্যবহার করে বিকট এক শব্দ করলেন। নিরবতা ফিরে এলো। সবাইকে ক্লাসে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। সবাই চলে যাওয়ায় যেই না জায়গাটা পরিষ্কার হয়েছে অমনি হাঁপাতে হাঁপাতে উপস্থিত হলো হাফল্পাফের আর্নি।

‘হাতেনাতে ধরা পড়েছে!’ চিক্কার করল আর্নি, ওর চেহারা সম্পূর্ণ সাদা, নাটকীয়ভাবে আঙুল হ্যারির দিকে তাক করা।

‘এতেই হবে, ম্যাকমিলান!’ বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল তীক্ষ্ণ কঢ়ে।

মাথার ওপর ওঠা নামা করছে পিভ্স, এখন দাঁত বের করে দুষ্টামির হাসি হাসছে, দৃশ্যটা পর্যবেক্ষণ করছে; পিভ্স সবসময়ই গভগোল পছন্দ করে। শিক্ষকরা যখন জাস্টিন আর নিকের ওপর ঝুকে দেখছে, তখন ও গান গেয়ে উঠল:

‘ওহপটার, তুমি পঁচা, ওহ কি করলে তুমি’

তুমি মেরে ফেলছ ছাত্রদের, তুমি ভাবছ এটা মজার খেলা-

‘যথেষ্ট হয়েছে পিভ্স!’ ধমকে উঠলেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল, এবং পিভ্স সরে গেল পেছনে, হ্যারিকে জিহ্বা বের করে দেখিয়ে।

জাস্টিনকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন প্রফেসর ফ্রিস্টুইক এবং অ্যাস্ট্রনমি বিভাগের প্রফেসর সিনিয়রা, কিন্তু প্রায়-মাথাহীন-নিককে নিয়ে কি করবে কেউ তেবে পাছিল না। অবশেষে প্রফেসর ম্যাকগোনাগল হালকা বাতাস থেকে একটা পাখা বানিয়ে আর্নিকে দিলেন, এটা দিয়ে বাতাস করে নিককে হালকাভাবে সিঁড়ির ওপর দিয়ে ভাসিয়ে দিয়ে যেতে। আর্নি করল সেটা, নিককে কালো একটা নিরব হোভারক্র্যাফ্টের মতো বাতাস করে উড়িয়ে নিয়ে। এর ফলে সেখানে শুধু রয়ে গেলো হ্যারি আর প্রফেসর ম্যাকগোনাগল।

‘এই পথে, পটার,’ বললেন তিনি।

‘প্রফেসর,’ সঙ্গে সঙ্গে বলল পটার, ‘আমি কসম খেয়ে বলছি আমি করিনি’

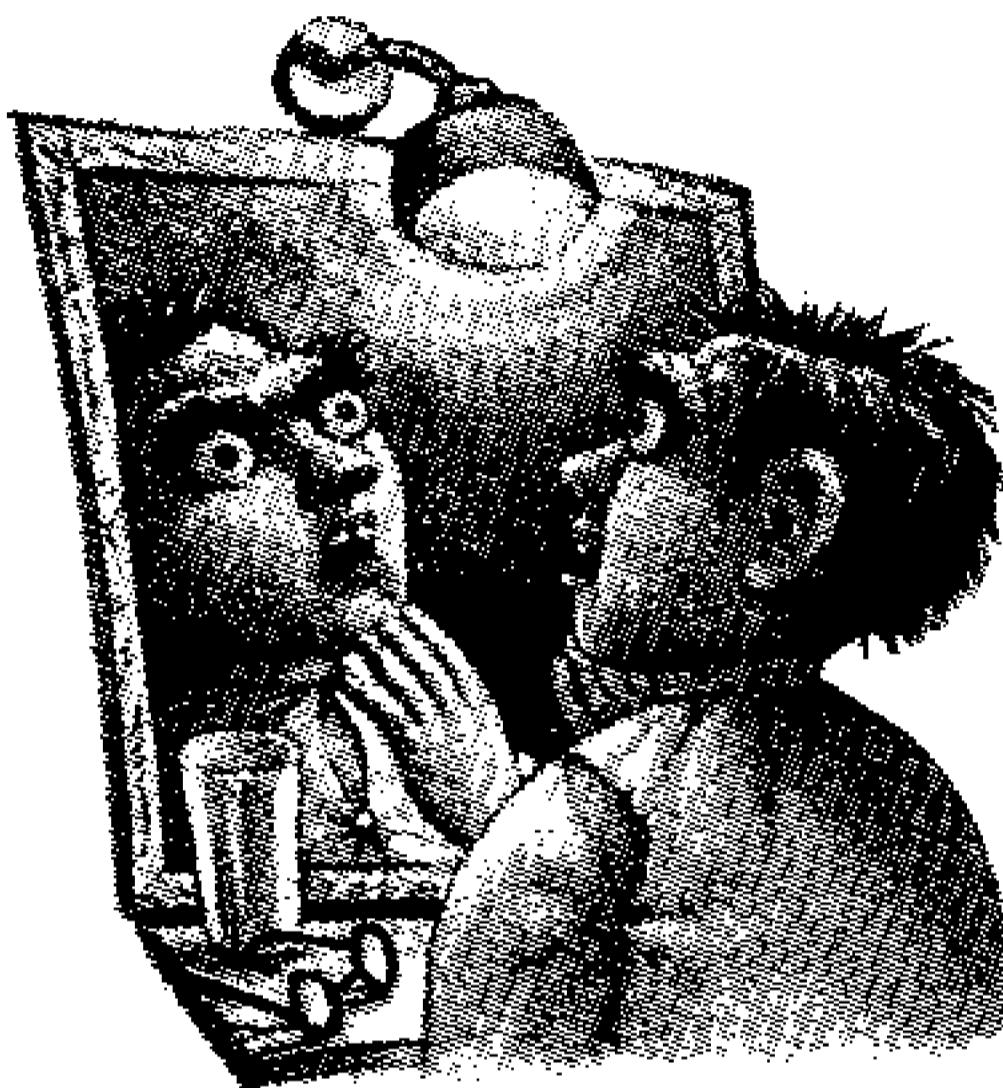
‘এটা এখন আমার হাতের বাইরে, পটার,’ প্রফেসরের কাঠখোটা জবাব।

নিরবে একটা মোড় ঘূরল ওরা এবং প্রফেসর থামলেন কুৎসিং দেখতে বিরাট একটা পাথরের ‘গারগয়ল’-এর সামনে।

‘মারবেট লেমন!’ বললেন তিনি। স্পষ্টত এটা একটা পাসওয়ার্ড, কারণ হঠাত গারগয়লটা যেন জীবন্ত হয়ে উঠল, এবং লাফিয়ে একদিকে সরে গেলো এবং ওটার পেছনের দেয়াল দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেলো। কি হতে যাচ্ছে এ ব্যাপারে তায়ে অস্ত্রির হ্যারিও এসব দেখে অবাক না হয়ে পারল না। দেয়ালের পেছনে একটা ঘোরালো সিঁড়ি যেটা এসকেলেটারের মতো ধীরে ধীরে উপরে উঠছে। সে এবং প্রফেসর ম্যাকগোনাগল ওটার ভেতর পা রাখল, ভোতা শব্দ করে ওদের পেছনে দেয়ালটা বন্ধ হয়ে গেলো। ঘূরে ঘূরে উপরে উঠছে ওরা, উপরে এবং আরো উপরে, মাথা সামান্য ঘূরছে হ্যারির, অবশেষে সামনে একটা ওক কাঠের চকচকে দরজা দেখতে পেলো, প্রাচীন জীব ‘ফিফনে’র আকৃতির নকার লাগানো দরজায়।

সে জানত কোথায় তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই এখানেই ডাম্বলডোর বাস করেন।

দ্বা দ শ অ ধ্যা য



দ্য পলিজুস পোশন

একেবারে উপরে উঠে সিঁড়ি থেকে নামল ওরা, প্রফেসর ম্যাকগোনাগল দরজায় নকার দিয়ে টোকা দিলেন। নিরবে খুলে আসো দরজা এবং ওরা ডেতরে তুকল। প্রফেসর ম্যাকগোনাগল হ্যারিকে ~~দ্য~~ ড্রয়ে থাকতে বলে, ওকে একা ওখানে রেখে চলে গেলেন।

হ্যারি ঘুরে ফিরে চারদিকে দেখছে। একটা বিষয় নিশ্চিত, এ বছর এ পর্যন্ত হ্যারি যত চিঠারের অফিসে গেছে, ক্লিনিচারেরটা অন্যগুলোর চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয়। কুল থেকে বৃহিক্ষেত্রের ভয়ে ও যদি বুদ্ধি না হারাতো তবে এ অফিসটা ঘুরে ফিরে দেখার সুযোগ পেয়ে খুব খুশি হতো।

এটা, মজাদার সব শব্দে পূর্ণ, বিশাল একটি সুন্দর বৃত্তাকার রূম। লম্বা সরু

পা-ওয়ালা একটা টেবিলের ওপর অন্তুত সব রূপার যন্ত্রপাতি রয়েছে, ঘুরছে শোশো শব্দে আর ধৌয়ার ছেট ছেট কুণ্ডলি ছড়াচ্ছে। দেয়ালগুলো প্রাক্তন হেডমাস্টার এবং হেডমিস্ট্রিসদের ছবি দিয়ে ভরা, সবাই নিজ নিজ ফ্রেমে আস্তে করে ভাত-ঘুম দিচ্ছে। এ ছাড়া বিশাল একটা থাবা-পা ডেঙ্গও রয়েছে, এবং এক শেল্ফ পেছনে একটা জীর্ণ শীর্ণ টুটা ফাটা জাদুকরের হ্যাট-স্টিং হ্যাট।

হ্যারি ইতস্তত করল। দেয়ালের ফ্রেমে ঘুমন্ত জাদুকর এবং ডাইনীদের দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। সে যদি আবার হ্যাটটা মাথায় পরে নিশ্চয়ই সেটা দোষের কিছু হবে না? শুধু দেখার জন্য... নিশ্চিত করা যে ওটা তাকে সঠিক হাউজেই পাঠিয়েছে।

ডেঙ্গের পাশ দিয়ে ঘুরে এলো হ্যারি, শেল্ফ থেকে হ্যাট তুলল, এবং ধীরে ধীরে নামাল নিচের মাথার ওপর। খুবই বড় হ্যাটটা, আগেরবার পড়বার পর যেমন হয়েছিল এবারও একেবারে ওর চোখ পর্যন্ত নেমে এলো। অপেক্ষা করছে হ্যারি, হ্যাটটার কালো ভেতরটার দিকে অপলকে তাকিয়ে রয়েছে। তার কানে একটা মৃদু শব্দ বলল, 'টুপির ভেতর মৌমাছি ঢুকেছে, হ্যারি পটার?'

'ইয়ে, মানে হ্যা,' বিড়বিড় করল হ্যারি। 'ইয়ে— তোমাকে বিরক্ত করবার জন্য দুঃখিত— আমি জানতে চেয়েছিলাম—'

'তুমি ভাবছিলে আমি তোমাকে সঠিক হাউজে পাঠিয়েছি কি না,' সপ্তিতভাবে বলল হ্যাটটা। 'হ্যা... তোমাকে কোন হাউজে পাঠানো সতিই বিশেষভাবে মুশকিল ছিল। কিন্তু আগে যা বলেছিলাম আমি এখনও ওই মঙ্গল পোষণ করি—' খাচার ভেতর হ্যারির হ্রৎপিণ্ডটা একটা লাফ দিল '—স্থিতারিনেই তুমি ভাল করতে।'

ভেতরে সেঁধিয়ে গেল যেন হ্যারির পাকস্তলী। হ্যাটটার কেশ ঝামচে ধরে টেনে বের করে নিল মাথার ওপর থেকে। ওটা ঝুলে আছে হাতে অসহায়, মোংরা এবং রংচটা। ওটাকে আবার শেলফে রেখে দিল অসুস্থ বোধ করছে সে।

'তুমি ভুল করেছ,' স্থির নিরব হ্যাটটাকে জন্ম করে বলল ও। ওটা নড়ল না। পেছনে চলে এলো হ্যারি। একটা অন্তর্ছাপা শব্দে ও চট করে পেছন ফিরল।

কুমে সে আর এখন একা নেট সরঞ্জার পাশের সোনালি দাঢ়ের ওপর বসে রয়েছে অর্ধেক পালক ও চার্কির মতো একটা হাড় জিরজিরে পায়। হ্যারি ওটা দিকে তাকালো এবং পাখিটা অন্ত দৃষ্টিতে ফিরে তাকিয়ে থাকল, চাপা শব্দ করে। হ্যারি ভাবল ওকে খুব অসুস্থ দেখাচ্ছে। ওর চোখ দুটো খুবই

নিষ্প্রতি এবং হ্যারির তাকিয়ে থাকতেই আরো কয়েকটা পালক খসে পড়ল ওর লেজ থেকে।

হ্যারি ভাবছিল এরপর শুধু বাকি রয়েছে ওর একার উপস্থিতিতে ডাম্বলডোরের পোষা পাখিটার মৃত্যু, এমন ওটাতে নিজেই আগুন ধরে গেলো।

প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেলো হ্যারি পটার, চিংকার করে উঠল এবং ডেক্সের কাছ থেকে সরে গেলো। ব্যাকুলভাবে চারদিক দেখল যদি পানি ভর্তি কোনো গ্লাস পাওয়া যায় কোথাও, কিন্তু পেলো না ও। পাখিটা, ইতোমধ্যে একটা আগুনের গোলায় পরিণত হয়েছে; উচ্চশ্বরে একটা তীক্ষ্ণ চিংকার দিল, পাখিটা পরম্পরাগতেই মেঝেতে ধিকি ধিকি জুলত একদলা ছাই ছাড়া আর কিছুই থাকল না।

অফিসের দরজাটা খুলে গেলো। প্রফেসর ডাম্বলডোর এলেন, বিষণ্ণ দেখাচ্ছে ওঁকে।

‘প্রফেসর,’ দম আঁটকে বলল হ্যারি, ‘আপনার পাখিটা— আমি কিছুই করতে পারলাম না—নিজেই আগুন ধরে—’

হ্যারির বিশ্মিত দৃষ্টির সামনে মৃদু হাসলেন প্রফেসর।

‘সময়ও হয়ে এসেছিল,’ বললেন প্রফেসর। ‘কয়েকদিন ধরেই ওকে দেখতে ভয়ঙ্কর লাগছিল, আমি ওকে বলছিলাম তাড়াতাড়ি করার জন্যে।’

হ্যারির দৃষ্টির সমনে মুখ টিপে হাসলেন তিনি।

‘ফ্রেন্স হচ্ছে ফিনিক্স, হ্যারি। মরবার সময় এলে ফিনিক্স পাখিরা নিজেই জুলে যায় এবং ছাই থেকে আবার জন্ম নেয়। ওকে দেখো...’

ঠিক সময়ই হ্যারি নিচের দিকে তাকালো, দেখল একটা শুধু, কুণ্ডিত চামড়ার, একটা পাখির ছানা ছাইয়ের মধ্য থেকে ওর মাথা বের কর্যাদেশ। আগের পাখিটার মতোই এটাও কুৎসিং।

‘ওর জুলবার দিনে তোমাকে সেটা দেখতে হলো এটা লজ্জার ব্যাপার,’ বললেন ডাম্বলডোর, ডেক্সের পেছনে বসে। ‘প্রায় দুয়োই পাখিটা খুব সুন্দর দেখতে: চমৎকার লাল এবং সোনালী পালক মুক্তি করার মতো আকর্ষণীয় পাখি, এই ফিনিক্স। ওরা সাংঘাতিক পরিস্থিতিতে বোঝা বহন করতে পারে, ওদের চোখের পানির ওষধি গুণ রয়েছে এবং পোষা পাখি হিসেবে ওরা খুবই বিশ্বস্ত হয়।’

নিজের আগুনে ফ্রেন্স-এর জন্যে যাওয়ার ঘটনার আঘাতে হ্যারি ভুলেই গিয়েছিল ও সেখানে গিয়েছে কেন। কিন্তু সবই ওর মনে পড়ল যখন প্রফেসর ডাম্বলডোর ডেক্সের পেছনের চেয়ারে বসে তার হালকা-নীল দৃষ্টি দিয়ে হ্যারির

দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ডাম্বলডোর একটি শব্দও উচ্চারণ করার আগেই, বিকট শব্দে অফিসের দরজাটা খুলে গেলো এবং বাড়ের বেগে চুকল হ্যাণ্ডি, ওর চোখে উত্তীর্ণ দৃষ্টি, উক্ষে খুক্ষে রুক্ষ চুলবিশিষ্ট মাথার ওপর স্থির হয়ে আছে ওর বাক্সাভাটা এবং মৃত মুরগীটা এখনও ঝুলছে ওর হাতে।

‘হ্যারি করেনি প্রফেসর ডাম্বলডোর!’ বলল হ্যাণ্ডি, ওর কঠো জরুরি ভাব। ‘ছেলে দুটোকে পাওয়ার মুহূর্ত আগেই আমি ওর সঙ্গে কথা বলছিলাম, ও সময়ই পাইনি, স্যার...’

প্রফেসর ডাম্বলডোর কিছু একটা বলার চেষ্টা করলেন, কিন্তু হ্যাণ্ডি নাটকীয় ভঙ্গিতে বলেই চলল, হাতের মুরগীটা দোলাছে উভেজনায়, পালক ছড়িয়ে দিল সর্বত্র।

‘... ও হতেই পারে না, যদি করতে হয় আমি ম্যাজিক মন্ত্রালয়ের সামনেও শপথ করে বলতে পারি...’

‘হ্যাণ্ডি, আমি-’

‘...আপনি ভুল ছেলেটিকে ধরেছেন, স্যার, আমি জানি হ্যারি কখনো-’

‘হ্যাণ্ডি!’ এবার জোরেই বললেন ডাম্বলডোর। আমি মনে করি না হ্যারি ওই ছেলেগুলোকে আক্রমণ করেছে।’

‘ওহ,’ বলল হ্যাণ্ডি, মৃত মুরগীটা আবার নিষ্ঠেজভাবে ঝুলছে ওর হাতে। ‘ঠিক আছে। তাহলে, আমি বাইরে অপেক্ষা করছি, হেডমাস্টার।’

বিব্রত হ্যাণ্ডি জোরে জোরে পা কেলে বাইরে চলে গেল।

‘আপনি মনে করেন না প্রফেসর, যে আমিই ওটা করেছি?’ পুনরাবৃত্তি করল হ্যারি, যদিও তার চেহারা আবার বিষন্ন হয়ে গেছে। ‘কিন্তু তবুও আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাই।’

নার্ভাস হ্যারি অপেক্ষা করছে না, ডাম্বলডোর ওকে সার্পিছেন, তার দীর্ঘ আঙুলের মাথাগুলো একত্র করা।

‘আমি তোমাকে বলতে চাই তুমি কি আমাকে কিছু বলতে চাও,’ ধীরে বললেন তিনি। ‘যে কোন কিছু।’

হ্যারি বুঝতে পারছে না কি বলবে। সে স্ন্যাক্স ম্যালফয়ের চিঠ্কার, ‘এরপর তোমাদের পালা মাড়ান্ডস!’ এবং পলিচক্স পোশনের কথা, মোনিং মার্টলের বাথরুমে পোশন জ্বাল দেয়া। এরপর স্ন্যাক্স দু'বার শোনা সেই অশ্রীরিং'র কঠুন্দের এবং মনে করল বলেন ব্যাপার: ‘অন্যরা শুনতে পায় না যে কথা সেটা শুনতে পাওয়া কোন শুভ লক্ষণ নয়, এমনকি জাদুর দুনিয়াতেও নয়।’ সে আরো তাবল, যেটা সকলেই বলাবলি করছিল এবং তার ত্রুট্যবর্ধমান আশঙ্কার কথা যে

সে কোন না কোনভাবে সালাজার প্রিথারিনের সঙ্গে সম্পর্কিত...

‘না,’ বলল হ্যারি, ‘কোন কিছু বলবার নেই, প্রফেসর।’

* * *

এর আগে সত্ত্ব ছিল স্কুলের সবাই, জাস্টিন আর প্রায়-মাথাহীন-নিকের উপর জোড়া হামলার পর সত্য সত্য এক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। তবে, অন্তুত ব্যাপার হচ্ছে রোকে নিকের অবস্থার জন্য বেশি দুষ্পিত্তাপ্রস্তুত। কি ক্ষতি হতে পারে ভূতটার, একজন আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করে, কোন সে ভয়ানক শক্তি যেটা আগেই মৃত একজনের ক্ষতি করতে পারে? ক্রিস্টমাসে বাড়ি যা ওয়ার জন্য হোপার্টস এক্সপ্রেসের সিট পওয়ার আশায় আতঙ্কপ্রস্তুত ছাত্রদের বীতিমত দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে গেল।

‘এই ভাবে চলতে থাকলে আমরাই শুধু থেকে যাবো,’ বলল হ্যারি আর হারমিওনকে। ‘আমরা, ম্যালফয়, ক্র্যাব এবং গয়ল। কি একটা মজার ছুটি হবে।’

ক্র্যাব এবং গয়ল, সব সময় তাই করে যা ম্যালফয় করে, ছুটিতে থেকে যাওয়ার পক্ষে স্বাক্ষর করেছে। কিন্তু হ্যারি খুশি যে বেশির ভাগ লোকই চলে যাচ্ছে। লোকজন করিডোরে তাকে এড়িয়ে চলে যেন এখনই সে লম্বা তীক্ষ্ণ দাঁত বের করবে, না হয়তো খুব মেরে বিষ ছিটাবে, এটা আর বরদাশত্ করতে পারছে না হ্যারি। ক্লাস্ট হয়ে গেছে সে আসতে যেতে তাকে লক্ষ্য করে ছোড়া মন্তব্য, আঙুল তাক করে দেখিয়ে দেওয়া এবং চাঁপা শব্দ শুনতে শুনতে।

ফ্রেড এবং জর্জ অবশ্য এতে মজা পেয়ে গেছে। ওরা করিডোরে হ্যারির আগে আগে চলে যায় এবং চিংকার করে, ‘জায়গা ছাড়া প্রিথারিনের উপরপুরুষের জন্য, সাংঘাতিক খারাপ জাদুকর আসছে...’

পার্সি অবশ্য এ ধরনের ব্যবহার মোটেই পছন্দ করেননি।

‘এটা কোন হাসির ব্যাপার নয়,’ ঠান্ডা গলায় বলে সে।

‘ওহ, সামনে থেকে সরো, পার্সি,’ বলল ফ্রেড। ‘হ্যারির তাড়া আছে।’

ইয়েহ, সে যাচ্ছে চেখার অক সিক্রেটস ওর বিষদাঁত ওয়ালা ভৃত্যদের সঙ্গে চা পান করতে,’ খলখল করে বলল ফ্রেড।

জিনির কাছেও ব্যাপারটা মজুর কলে মনে হয়নি।

যতবার ফ্রেড হ্যারিকে উচ্ছবে জিজ্ঞাসা করেছে এরপর সে কাকে আক্রমণ করতে যাচ্ছে, অথবা জর্জ বড় একটা রসুনের কোয়া দিয়ে হ্যারিকে তাড়ানোর ভান করেছে, প্রতিবারই জিনি কান্না জড়িত স্বরে বলেছে, ‘আহ, করো

না তো!'

হ্যারি অবশ্য মনে কিছু করে না; বরং ফ্রেড এবং জর্জ যে ভাবে যে, হ্যারি পটার স্লিথারিনের বংশধর এই ধারণাটাই হাস্যকর এটাই তাকে অনেক স্বন্দি দেয়। কিন্তু ওদের আড়ামি মনে হয় ড্র্যাকো ম্যালফয়ার্কে আরো তুল্ব করছে, কারণ যতবার ও তাদেরকে ইয়ার্কি করতে দেখছে ততবারই সে আরো খিটখিটে হচ্ছে।

'এর কারণ যে সে বলবার জন্যে ব্যর্থ হচ্ছে যে আসলে সেই,' বলল রন সবজান্তার মতো। 'তোমরা জানো কেউ তাকে কোন কিছুতে হারিয়ে দেবে এটা সে কি রকম ঘৃণা করে, এবং ওর সব নোংরা কাজের বাহবা তুমি পেয়ে যাচ্ছ।'

'খুব বেশি দিনের জন্যে নয়,' স্বন্দির সঙ্গে বলল হারমিওন। পলিজুস পোশনটা প্রায় তৈরি হয়ে গেছে। যে কোন দিন আমরা ওর কাছ থেকে সত্য উগলে নেব।'

* * *

অবশ্যে টার্ম শেষ হলো, এবং গোটা স্কুল জুড়ে তুষারের মতো গভীর নিরবতা নেমে এলো। মনমরা হওয়ার চেয়ে হ্যারির শান্তিই লাগছে, এবং তার আরো ভালো লাগছে যে, সে, হারমিওন এবং উইসলিরাই প্রিফিন্ডের টাওয়ারে যেমন খুশি তেমন থাকতে পারবে, তার মানে হচ্ছে কাউকে বিরক্ত না করে সশব্দে এক্সপ্রোডিং স্ল্যাপ খেলতে পারবে এবং গোপনে ডুয়েলিং প্র্যাকটিস করতে পারবে। ফ্রেড, জর্জ এবং জিনি মিস্টার অ্যান্ড মিসেস উইসলির সঙ্গে মিশরে বিলকে দেখতে চাওয়ার চেয়ে স্কুলে থেকে যাওয়াই বেছে নিয়েছে। পার্সি, যে ওদের বালসুলভ ব্যবহার পছন্দ করে না, প্রিফিন্ডের ক্ষেত্রে কুমে খুব বেশি সময় অতিবাহিত করত না। সে দলের সাথে ইতোমধ্যেই ওদের বলে ফেলেছে যে সে ক্রিস্টমাসের সময় স্কুলে থাকছে~~ব্রেক~~ এই কঠিন সময় শিক্ষকদের সহযোগিতা করা প্রিফেন্ট হিসেবে তার ক্ষেত্রে বলে।

ক্রিস্টমাসের সকাল হলো, ঠাণ্ডা এবং তুষারের জন্য সাদা। ডরমিটরিতে শুধু হ্যারি আর রন, খুব সকালে ওদের জাপাসো হারমিওন, যে তড়িঘড়ি করে এসেছে রুমে, পুরো সাজগোজ করা, ~~ক্রেতে~~ দুজনের জন্য প্রেজেন্টেশন।

'ওঠো,' জোরে ডাকল হারমিওন জানালার পর্দাগুলো সরিয়ে দিয়ে।

'হারমিওন— তোমার একটি আসার কথা নয়,' আলো থেকে চোখ আড়াল করে বলল রন।

'তোমাকেও মেরি ক্রিস্টমাস,' ওর দিকে প্রেজেন্টেশনটা ছুড়ে দিয়ে বলল

হারমিওন। 'আমি প্রায় এক ঘণ্টা আগে উঠেছি, পোশনটায় আরো কিছু ফিতা-পাখা দিয়েছি। ওটা তৈরি হয়ে গেছে।'

হ্যারি উঠে বসল, হঠাৎ, পূর্ণ সজাগ।

'তুমি শিওর?'

'হ্যাঁ শিওর,' বলল হারমিওন, ইদুর স্ক্যাবাস্টাকে সরিয়ে দিয়ে, যেন ও বিছানায় বসতে পারে। 'আমরা যদি কাজটা করতে চাই, তবে আমি বলি কি আজ রাতেই করা উচিত।'

ঠিক সেই মুহূর্তে, হেডউইগ উড়ে এলো রুমের ভেতরে, ঠোটে খুব ছেট একটা প্যাকেট ধরা রয়েছে।

'হ্যালো,' বলল হ্যারি খুশি হয়ে, ও হ্যারির বিছানায় বসল, 'তুমি আবার আমার সঙ্গে কথা বলবে?

আদর করে হ্যারির কান্টা ঠুকরে দিল পেঁচাটা, এবং হ্যারির কাছে ওটা ছিল বহন করে আনা প্রেজেন্টের ছেয়ে অনেক বেশি ভালো প্রেজেন্ট। বয়ে আনা প্রেজেন্টটা ডার্সলিদের তরফ থেকে এসেছে। ওরা হ্যারির জন্য একটা টুথপিক পাঠিয়েছে আর লিখে পাঠিয়েছে গ্রীষ্মের ছুটিতেও ওর পক্ষে ক্ষুলে থাকা সম্ভব কি না।

হ্যারির অন্যান্য ক্রিস্টমাস প্রেজেন্টগুলো আরে অনেক বেশি সন্তোষজনক। হ্যারিড পাঠিয়েছে গুড়ের সন্দেশের বড় একটা টিন, হ্যারি ঠিক করেছে খাওয়ার আগে আগুনের পাশে রেখে ওটাকে নরম করে নিতে হবে। রন ওকে একটা বই দিয়েছে, নাম ফ্লাইং উইথ দ্য ক্যানন্স, ওর প্রিয় কিডিচ টিম সম্পর্কে আকর্ষণীয় তথ্য রয়েছে; এবং হারমিওন ওকে দিয়েছে একটা দামী সিগল-পালকের কলম। শেষ প্রেজেন্টটা খুলল হ্যারি, মিসেস উইসলির তরফ থেকে একটা নতুন হাতে বোনা জাম্পার, এবং একটা প্রাম কেক। ওর কাউটা তুলে রাখল হ্যারি, মিস্টার উইসলি'র গাড়ি সম্পর্কে নতুন একটা অপরাধবোধও ফিরে ফেলে ওর মনে, উইলো গাছটার সঙ্গে অ্যাকসিডেন্ট করার পর থেকে গাছটাকে আর দেখা যায়নি, এর ওপর সে আর রন আবার নিয়ম ভঙ্গের ডেম্যাগ নিয়েছে।

* * *

হোগার্টস-এর ক্রিস্টমাস ডিনার উপস্থিতি করবে না এমন কেউ নেই, এমন কি যারা পরে পলিজুস পোশন থাবে তারাও না।

গ্রেট হলটা দেখতে খুব স্বর্ণময় লাগছে। ওখানে যে শুধু ডজন খানেক তুষারাবৃত ক্রিস্টমাস গাছ ছিল তাই নয়, হলি আর মিস্লো-এর পুরু স্ট্রিমার সিলিং থেকে নানাদিকে নেমে এসেছে। কিন্তু সিলিং থেকে জাদু করা তুষারও

পড়ছে উষ্ণ এবং শুকনো। মূল গায়ক হিসেবে ওদের নিয়ে ডাম্বলডোর ওঁর প্রিয় কয়েকটি ক্রিস্টমাস গীত গাইলেন। প্রতিটি পাত্র ‘এগনগ’ পানের সাথে সাথে হ্যান্ডি আরো জোরে জোরে গুরুগর্জনে মন্ত হলো। পার্সি খেয়াল করেনি তার প্রিফেন্ট ব্যাজটাকে জাদু করেছে ফ্রেড, ফলে এখন ওটাতে লেখা রয়েছে ‘পিনহেড’, সবাইকে জিজ্ঞাসা করছে ওদের চাপা হাসির কারণ। হ্যারি পাতাও দিচ্ছে না ওর নতুন জাম্পার সম্পর্কে স্থিতারিন টেবিল থেকে উচ্চস্থরে করা ড্র্যাকো ম্যালফয়ের বিদ্রূপ গুলিকে। ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন থাকে তবে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই, ম্যালফয় তার প্রতিফল পেয়ে যাবে।

হ্যারি আর রন তাদের তৃতীয় দফার পুডিংটা শেষও করতে পারল না, তাদের রাতের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করবার জন্যে হারমিওন ওদেরকে বাইরে নিয়ে এলো।

‘আমাদের এখন দরকার হবে যাদের রূপ আমরা ধারণ করবো তাদের একটুখানি...’ বলল হারমিওন যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবে, যেন ও তাদের সুপারমার্কেটে পাঠাচ্ছে ওয়াশিং-পাউডার কিনতে। ‘এবং স্বাভাবিকভাবেই সবচেয়ে ভাল হয় যদি তোমরা ক্র্যাব আর গয়লের একটুখানি সংগ্রহ করতে পারো; ওরা ম্যালফয়ের সবচেয়ে ভাল বন্ধু, সে ওদের কাছে সব কথাই বলবে এবং আমাদেরকে এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে আমরা যখন কথা বলবো তখন সত্যিকারের ক্র্যাব আর গয়ল যেন ওখানে উপস্থিত না হতে পারে।’

‘আমি সব চিন্তা করে রেখেছি,’ স্বাভাবিকভাবে বলে চলল হারমিওন, হ্যারি আর রনের হতভম্ব চেহারা উপেক্ষা করে। সে দুটো বড় বড় চকলেট কেক বের করে দেখালো। ‘এগলোর মধ্যে আমি সাধারণ ঘুমের ঔষধ ভরে দিয়েছি। তোমাদের শুধু নিশ্চিত করতে হবে যে ক্র্যাব আর গয়ল যেন ওদুটো পায়। তোমরা জান ওরা যে রকম লোভী, এগলো খেতে বাধ্য তারা কেবার ওরা দুজন ঘুমিয়ে পড়লে, ওদের কয়েক গাছি চুল ছিড়ে বাড়ুন ক্ষেবার্ডে লুকিয়ে রেখো।’

অবিশ্বাসে হ্যারি আর রন পরস্পরের দিকে তাকালো।

‘হারমিওন, আমার মনে হয় না—’

‘পুরো ব্যাপারটা গুরুতরভাবে ভঙ্গ হলে যেতে পারে—’

কিন্তু হারমিওনের চোখে ইস্পাতের মতো দৃঢ়ি, প্রফেসর ম্যকগোনাগলের চোখে যে রকম দেখা যায় সে রকম—

‘ক্র্যাব আর গয়লের চুল লাইসেন্সে পোশনটা অকেজো হয়ে যাবে,’ সে কঠিন কঠে। ‘তোমরা তো ম্যালফয় সম্পর্কে তদন্ত করতে চাও, চাও না?’

‘ওহ, ঠিক আছে, ঠিক আছে,’ বলল হ্যারি। ‘কিন্তু তোমার ব্যাপার কি?’

তুমি কার চুল ছিড়বে?

‘আমারটা আমি এই মধ্যে যোগাড় করে ফেলেছি!’ বলল হারমিওন আনন্দে, পকেট থেকে একটা ছোট্ট বোতল বের করল এবং ওটার ভেতরের একটিমাত্র চুলটা ওদের দেখালো। ‘মনে আছে মিলিসেন্ট বুস্ট্রোড-এর কথা আমার সঙ্গে কুণ্ঠি করেছিল ডুয়েলিং ক্লাবে? আমার যখন গলা টিপে ধরবার চেষ্টা করছিল তখন এটা আমার পোশাকে আটকে গিয়েছিল! এবং সে বাড়ি গেছে ক্রিস্টমাস উপলক্ষে-আমাকে শুধু স্নিখারিনদের বলতে হবে যে আমি ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

হারমিওন যখন পলিজুস পোশনটাকে আবার দেখতে গেলো, রন হ্যারির দিকে সর্বনাশ-হয়ে-গেছে চেহারা নিয়ে রন হ্যারির দিকে ফিরে বলল, ‘তুমি কি কখনও এমন কোন পরিকল্পনার কথা জ্ঞেছ যেখানে এতো বেশি ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে?’

* * *

কিন্তু হ্যারি আর রনের অপার বিস্ময়ে অপারেশনের প্রথম পর্বটা একেবারে হারমিওন যেমন বলেছিল তেমনই সুচারুভাবে সম্পন্ন হলো। ক্রিস্টমাস চায়ের পর ওরা প্রায় শূন্য এন্ট্রাপ হলটায় আবার গেল। অপেক্ষা করছে ক্র্যাব আর গয়লের জন্য, স্নিখারিন টেবিলে শুধু ওরা দু’জনই রয়েছে, মিষ্টি সম্বুদ্ধ বহারে ব্যস্ত। হ্যারি কেকগুলিকে রেলিং-এ রেখে দিয়েছিল। ক্র্যাব আর গয়লকে বেরিয়ে আসতে দেখে ওরা সামনের দরজার পাশে একটা বর্মের পেছনে লুকিয়ে পড়ল।

‘কত মাথামোটা একজন হতে পারে? রন খুশির চোটে ফিস করে বলল হ্যারিকে, ছোঁ মেরে চকলেট দু’টো তুলে নিল ক্র্যাব অব্রেসায়ল এবং ঠিসে পুরল তাদের মুখের বিশাল গহ্বরে। এক মুহূর্তের জন্য দু’জনই লোভীর ঘতো চিবালো, মুখে বিজয়ীর হাসি। এরপর, তারে চেহারায় সামান্যতম পরিবর্তনও হলো না দু’জনই ইঁটু ভেঙ্গে মেঝেতে পড়ে দেলায়।

এপর কষ্টকর ব্যাপারটা হচ্ছে ওদের মুক্ষসকে কাবার্ডের পেছনে লুকিয়ে রাখা। ওদেরকে বালতি আর ঝাড়নের মাঝে নিরাপদে রাখার পর গয়লের কপাল থেকে কয়েক গাছি চুল ছিঁড়ে নিল হ্যারি, রন তুলল ক্র্যাবের কয়েকটা চুল। ওরা ওদের জুতো জেড়ি ও চুরি করল, কারণ ওদেরগুলো ক্র্যাব আর গয়লের পায়ের জন্য খুবই হোট হবে। তারপর, যদিও জখনও নিজেদের কীর্তিতে তারা হতভন্ন, দৌড়ে ছুটে গেল মোনিং মার্টলের বাথরুমে।

হারমিওন যে কড়াইয়ে পোশন জ্বাল দিচ্ছে ঘন কালো ঝোয়া বেরোচ্ছে সেই কিউবিকল থেকে, ওদের পক্ষে চোখ মেলাই দায়। মুখ কাপড়ে টেকে হ্যারি আর রন আস্তে করে দরজায় টোকা দিল।

‘হারমিওন?’

তালা খোলার শব্দ শোনা গেল, হারমিওন বেরিয়ে এলো, চেহারা চকচক করছে এবং চোখে মুখে উদ্বেগ। ওর পেছনে ওরা শুনতে পাচ্ছে টগবগ টগবগ শব্দ করে ফুটছে, গাদের মতো ঘন পোশন। টয়লেট সীটের ওপর কাচের তিনটি পানপাত্র রয়েছে।

‘পেয়েছ?’ দম বন্ধ করে জিজ্ঞাসা করল হারমিওন।

হ্যারি ওকে গয়লের চুল দেখালো।

‘চমৎকার। এবং আমি এই বাড়তি পোশাকটা লন্ডি থেকে চুরি করে এনেছি,’ একটা ছোট ছালা তুলে ধরে হারমিওন বলল। ‘ত্র্যাব আর গয়ল হওয়ার পর তোমাদেরও বড় সাইজের দরকার হবে।’

তিনজন অপলক তাকিয়ে থাকল কড়াইটার দিকে। কাছে থেকে দেখলে পোশনটাকে মনে হচ্ছে ঘন, কালো মাটির মতো, ফুটছে ধীরে ধীরে।

‘আমি সিওর যে সবকিছুই ঠিকঠাক করেছি,’ বলল হারমিওন, একটু বিচলিত, মোস্তে পেঁতে পোশন্স এর পাতাগুলি আবার পড়তে পড়তে। ‘মনে হচ্ছে বইটাতে লেখা রয়েছে... একবার পোশন পান করবার পর, আমরা ঠিক একঘন্টা সময় পাবো নিজ রূপে ফিরে আসবার।’

‘এখন কি?’ ফিস ফিস করে বলল রন।

‘আমরা পোশনটাকে গ্লাস তিনটাতে ঢালব, এবং চুলগুলো দেবো।’

প্রত্যেকটি গ্লাসে পোশনের বড় বড় দলা ঠাসল। তারপর, ওর হাত কাঁপছে, মিলিসেন্ট বুলস্ট্রেডের চুলটা বোতলটা থেকে বের করে গ্লাসে দিয়ে দিল।

ফুটন্ত কেটলির মতো হিস্স করে উঠল পোশনটা এবং ডন্যাদের মতো ফেনা তুলল। এক সেকেণ্ড পর, ওটা ফ্যাকাশে হলুদ রঞ্জের হয়ে গেলো।

‘আর্ঘ-মিলিসেন্ট বুলস্ট্রেডের নির্যাস,’ বলল রন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওটার দিকে তাকিয়ে। ‘বাজি ধরে বলতে পারি ওটা নিষ্পত্তি বিশ্বাদ হবে।’

‘এখন তোমাদেরটা ঘোগ করো তাহলে বল হারমিওন।

মাঝের গ্লাসটায় হ্যারি গয়লের চুলটা ফেলে দিল, এবং রন ত্র্যাবের চুল ফেলল শ্বেতটায়। দুটো গ্লাসই হিসাবে ফেনা তুলল: গোয়েলেরটা পুলিশের খাকি রং ধারণ করল, ত্র্যাবেরটা হলো ঘন, তমসাচ্ছন্ন বাদামী রঙের।

‘দাঁড়াও’, বলল হ্যারি, রন আর হারমিওনকে ওদের গ্লাসের দিকে হাত বাড়াতে দেখে। ‘আমরা সকলেই এখানে পোশন পান করবো না, একবার

আমরা ক্ষাব আৱগয়লে ৱৰ্পান্তৱিত হলে এখানে আমাদেৱ যাইগা হবে না, আৱ
মিলিসেন্ট বুলস্ট্ৰোডও কো পিচি পিক্কি নয়।'

'ভাল কথা,' বলল বন, দৱজাটা খুলে। 'আমরা তিনি কিউবিকল-এ
হাবো।'

সাৰধানে, পোশনেৱ একটা ফোটাও যেন না পড়ে এমন ভাৱে হ্যারি গেল
মধ্যেৱটায়।

'ৱেডি?' ও বলল।

'ৱেডি,' শোনা গেল বন আৱ হারমিওনেৱ গলা।

'এক...দুই...তিনি...'

নাক চেপে ধৰে, দুই বড় চোকে পোশনটা খেয়ে ফেলল। স্বাদ পেল বেশি
জুল দেয়া বাঁধাকপিৰ মতো।

সঙ্গে সঙ্গে ওৱ ভেতৱটা মৌচড়াতে শুক্র কৱল, যেন ও কোন জ্যান্ত সাপ
গিলে খেয়েছে— ভাজ হয়ে গেছে সে মাঝখানে, ভাবছে অসুস্থ না হয়ে পড়েছে—
তাৰপৰ ওৱ পাকস্থলী থেকে একেবাৱে হাত-পায়েৱ আঙুলেৱ মাথা পৰ্যন্ত যেন
জুলে গেল। এৱপৰ, মাটিতে চাৱ হাত পায়ে সে ঘন ঘন দম ফেলতে লাগল,
এৱপৰ ভয়াবহ একটা অনুভূতি যেন গলে যাচ্ছে, সাৱা শৱীৱেৱ চামড়া উকুণ্ড
মোমেৱ মতো বুদ বুদ উঠছে এবং তাৱ চোখ এবং হাতদুটি বড় হওয়াৱ আগে
ওৱ আঙুলগুলো মোটা হতে শুক্র কৱলো, নখগুলো চওড়া হলো, গাঁটগুলো ফুলে
উঠল বন্টুৱ মতো। কাঁধ চওড়া হলো যন্ত্ৰণাদায়কভাৱে। এবং কপালে চিন চিন
অনুভূতিতে বুৰুল ওৱ ভৰ দিকে নেমে এসেছে চুল; গায়েৱ কাপড়টা ছিড়ে
গেলো বুক চওড়া হওয়ায়, চাৱ সাইজ ছোট জুতোৱ মধ্যে পা জোড়া যন্ত্ৰণায়...

যেমন হঠাৎ শুক্র হয়েছিল, তেমনি সব থেমে গেল। পাথৱেৱ ঠাণ্ডা মেঝেতে
মুখ নিচু কৱে পড়ে আছে হ্যারি, টয়লেটেৱ শেষ প্রান্তে মার্টিন্স গৰ্গল কৱছে
গোমড়া মুখে। অনেক কষ্টে জুতো জোড়া ৰেড়ে ফেলে শুক্রতে দাঁড়ালো।
তাহলে গয়ল হওয়াৱ এটাই অনুভূতি। ওৱ বড় বড় হাতদুটো কাঁপছে, পুৱনো
পোশাকটা গোড়ালীৱ এক ফুট ওপৱে ঝুলছে, যাতে ফেলল ও। বাড়তি
পোশাকটা গায়ে টেনে, গয়লেৱ নৌকাৱ সাইজে জুতো জোড়া পৱে নিল।
চোখেৱ ওপৱ থেকে চুল সৱানোৱ চেষ্টা কৰে দেখল কপালে ছোট ছোট ঝাটাই
মতো খাড়া চুল। এৰাৱ মনে হলো চশমাই ওৱ চোখ ঘোলা কৱে রেখেছে,
কাৱণ গয়লেৱ তো চশমাৱ প্ৰযোজন লাই। চশমাটা চোখ থেকে নামিয়ে
জিঙ্গাসা কৱল, 'তোমৰা দু'জন আছো আছো তো?' গয়লেৱ নিচু ঘ্যাস ঘ্যাস শব্দ
বেৱ হলো মুখ থেকে।

'ইয়েহ,' ডান দিক থেকে শোনা গেল ক্ষাবেৱ গভীৱ ঘোঁত শব্দেৱ জবাব।

দরজা খুলে বেরিয়ে হ্যারি ফাটা আয়নাটার সামনে দাঁড়ালো। মণিকেটরে গভীরভাবে বসানো নিষ্পত্তি দু'টি চোখে গয়ল তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। হ্যারি কান চুলকালো। গয়লও তাই করল।

রনের দরজা খুলল। ওরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল। ওকে স্নান এবং শক্ত দেখাচ্ছে, ক্ষ্যাব থেকে রনকে কিছুতেই আলাদা করা যাচ্ছে না, মাথায় বাটিছাটের চুল থেকে একেবারে গরিলাসদৃশ বাহু পর্যন্ত। ‘এটা অবিশ্বাস্য,’ বলল রন, আয়নাটার সামনে গিয়ে ক্ষ্যাবের থ্যাবড়া নাকটায় থোঁচা দিতে দিতে। ‘অবিশ্বাস্য।’

আমাদের এখন যাওয়া উচিং,’ বলল হ্যারি গয়লের মোটা কজিতে কেটে বসে যাওয়া ঘড়িটা খুলতে খুলতে। ‘আমাদেরকে এখনও স্থিতারিনের কমন রুমটা খুঁজে বের করতে হবে, আশা করি অনুসরণ করার মতো কাউকে পেয়ে যাবো...’

হ্যারির দিকে একদৃষ্টি তাকিয়ে ছিল রন, বলল, ‘তুমি জান না, চিন্তা করছে গয়ল, এটা দেখতে যে কি বুকম উজ্জ্বল লাগে।’ সে হারমিওনের কিউবিকলের দরজায় চাপড় মারল, ‘বের হও আমাদের যেতে হবে...’

উচ্চ স্বরে একটা তীক্ষ্ণ কষ্ট জবাব দিল। ‘আমি-আমার মনে হয় না শেষ পর্যন্ত আমি আসব। আমাকে ছাড়াই যাও তোমরা।’

হারমিওন, আমরা জানি মিলিসেন্ট বুলস্ট্রোড দেখতে খারাপ, কেউ জানতে পারবে না যে এটা তুমি।’

‘না-সত্যিই-আমার মনে হয় না আমি যাব। তোমরা তাড়াতাড়ি যাও, সময় নষ্ট করছো।’

হ্যারি তাকাল রনের দিকে, হতবুদ্ধি সে।

‘হ্যাঁ, এটা গয়লের মতো,’ বলল রন। ‘যতবার টিচার ওকে গুপ্ত জিজেস করে ততবারই তাকে ওরকম দেখায়।’

হারমিওন, তুমি কি ঠিক আছো,’ দরজার ওপাশ থেকে বলল হ্যারি।

‘ফাইন-আমি খুব ভাল আছি...যাও...’

হ্যারি ওর ঘড়ির দিকে তাকালো। ওদের মন্ত্রান ষাট মিনিটের পাঁচ মিনিট ইতোমধ্যেই চলে গেছে।

‘বেশ, তোমার সঙ্গে আমরা এখানেও আবার দেখা করবো, ঠিক আছে?’ বলল সে।

সাবধানে বাথরুমের দরজাটা খুলল ওরা, এদিক ওদিক দেখে নিল, সব ঠিক আছে, তারপর রওয়ানা হলো।

‘তোমার হাত ওভাবে দোলাবে না,’ বিড় বিড় করে রনকে বলল হ্যারি।

‘এহ?’

‘ক্র্যাব হাত শক্ত করে রাখে...’

‘এখন কেমন?’

‘হ্যাঁ, এখন ঠিক আছে।’

মার্বেল সিডি ভেঙ্গে ওরা নিচে গেলো। ওদের এখন শুধু দরকার একজন স্থিথারিন যাকে অনুসরণ করে ওরা কমন রুম পর্যন্ত পৌছতে পারবে, কিন্তু আশে পাশে কাউকে দেখা গেল না।

‘কোন বুদ্ধি?’ হ্যারির প্রশ্ন।

‘স্থিথারিনরা সব সময় ওই পথ দিয়ে নাঞ্চা খেতে আসে,’ মাটির নিচের কাঁচা প্রকোষ্ঠগুলির পথের দিকে ঘাথা হেলিয়ে বলল বন। মুখের কথা শেষ করতে পারেনি বন, এমন সময় কোকড়ানো চুলের একটি মেয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো।

‘মাফ করবেন,’ বলল বন, দ্রুত ওর কাছে গিয়ে, ‘কমন রুমে আওয়ার পথটা ভুলে গেছি।’

‘মাফ করবেন,’ বলল মেয়েটি আড়ষ্ট ভাবে। ‘আমাদের কমন রুম? আমি তো একজন র্যাভেনক্স।’

মেয়েটি হেঁটে চলে গেলো, ওদের দিকে ফিরে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে।

হ্যারি আর বন পাথরের ধাপ বেয়ে দ্রুত নেমে গেল, অঙ্ককারে, ওদের পদক্ষেপের প্রতিধ্বনি হচ্ছে, তেমনই জোরে ক্র্যাব এবং গয়লের পা মেঝেতে পড়লে যেমন আওয়াজ হয়, এতক্ষণে ওরা বুঝতে পারছে, ব্যাপারটা ওরা যত সহজ আশা করেছিল, তত সহজ হবে না।

গোলকধাঁধার পতো প্যাসেজটা একবারে জনশূন্য। ওরা আরো ভেতরে চলে গেলো, একবারে স্কুলের নিচে, সব সময় ঘড়ির দিকে নজির রেখেছে, কতটা সময় আর বাকি আছে। প্রায় পনরো মিনিট পর, যখন ~~জ্বরপ্রায়~~ মরিয়া হয়ে উঠেছে, হঠাৎ তারা সামনে নড়াচড়ার আভাস পেলো।^{১০}

‘হা!’ বলল বন উত্তেজিত ভাবে। ‘ওদের একজন আসছে!'

পাশের একটা রুম থেকে মানুষটি আসছে। তাড়াতাড়ি কাছে পৌছে তারা হতাশ হলো। কোন স্থিথারিন নয়, পান্তি

তুমি এখানে কি করছ? জিজ্ঞাসা করল বন অবাক হয়ে।

পর্সির আত্মসম্মানে লাগল।

‘সেটা,’ বলল সে কঠিনভাবে তোমার কোন বিষয় নয়। ক্র্যাবতো তাই না?’

‘কি-ওহ, হ্যা,’ বলল বন।

‘বেশ, কমে ফিরে যাও,’ বলল পার্সি কঠোরভাবে। ‘এই সময় অঙ্ককার করিডোরে ঘুরে বেড়ানো নিরাপদ নয়।’

‘তুমি তো ঘুরছ,’ বলল রন।

‘আমি,’ বলল পার্সি, বুক ফুলিয়ে বলল, ‘একজন প্রিফেন্ট। আমাকে কেউই আক্রমণ করবে না।’

হঠাতে একটা কষ্ট প্রতিষ্ঠানি করে উঠল হ্যারি আর রনের পেছন থেকে। দ্র্যাকো ম্যালফয় ওদের দিকে আসছে ধীরে সুস্থে, এবং জীবনে প্রথমবারের মতো ওকে দেখে হ্যারি খুশি হলো।

‘এই যে তোমরা,’ টেনে টেনে বলল সে ওদের দিকে তাকিয়ে। ‘এতক্ষণ কি তোমরা গ্রেট হল নোংরা করছিলে? আমি তোমাদের খুঁজছি, তোমাদেরকে একটা মজার জিনিস দেখাবো।’

অপ্রস্তুত দৃষ্টিতে পার্সির দিকে তাকালো ম্যালফয়।

ক্ষেপে গেল পার্সি।

‘ক্লুলের প্রিফেন্টকে তুমি আরো সম্মান দেখাতে চাও?’ সে বলল। ‘আমি তোমার মনোভাব পছন্দ করি না।’

অবজ্ঞার হাসি হেসে ম্যালফয় অনুসরণ করার জন্য হ্যারি আর রনকে ইঙ্গিত করলো। রন পার্সির কাছে প্রায় দুঃখ প্রকাশ করে ফেলেছিল আর কি, কিন্তু সময়মতো নিজেকে সামলে নিল। সে আর রন দ্রুত ম্যালফয়ের পেছনে যেতে লাগল, মোড়টা ঘুরে সে বলল, ‘ওই পিটার উইসলি—’

‘পার্সি,’ সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে দিল রন।

‘ওই হলো,’ বলল ম্যালফয়। ‘ইদানিং আমি ওকে এদিক ওদিক নিঃশব্দে ঘোরাফেরা করতে দেখেছি। এবং বাজি ধরে বলতে পারি, ও কি খুঁজছে আমি জানি। ও ভাবছে ও, সে একাহি স্থিতিরিনের বংশধরকে ধরে ফেলবে।’

ছেট একটা অবজ্ঞার হাসি দিল ও। উভেজিত হ্যারি আর রন দৃষ্টি বিনিময় করল।

একটা খালি, স্যাতস্যাতে পাথরের দেয়ালের সামনে দাঢ়ালো ম্যালফয়।

‘নতুন পাসওয়ার্ডটা যেন কি? হ্যারিকে জিজেব করল।

‘ইয়ে—’ বলল হ্যারি।

‘ওহ, হ্যা-খাটি-রক্ত!’ বলল ম্যালফয়। হ্যারির কথা না শনেই দেয়ালের ভেতর লুকানো একটা পাথরের দরজা খুলে গেল। ম্যালফয় ওটাৱ ভেতৱ দিয়ে গটগট কৱে হেঁটে চলে গেলো। হ্যারি আর রন ওকে অনুসরণ কৱল।

স্থিতিরিনের কমন রুমটা নস্যা, নিচু মাটিৰ নিচেৰ ঘৰ অসমতল পাথরেৰ দেয়াল এবং সিলিং, গোলাকাৱ সবুজাভ বাতি ঝুলে রয়েছে কেইনে। ওদেৱ

সামনে একটা সুনির্মিত তাকের নিচে চুল্লীতে আগুন জুলছে সশঙ্কে এবং আগুনের সামনে বাঁকা চেয়ারে কয়েকজন স্থিথারিনকে দেখা যাচ্ছে ছায়ার মতো বসে রয়েছে।

‘এখানে অপেক্ষা করো,’ হ্যারি রনকে বলল ম্যালফয়, ওদেরকে ইশারা করলো আগুণ থেকে দূরে দুটো খালি চেয়ারে বসতে। ‘আমি গিয়ে ওটা নিয়ে আসছি— এই মাত্র বাবা ওটা পাঠিয়েছে আমার কাছে—’

ম্যালফয় ওদেরকে কি দেখতে পারে ভাবতে ভাবতে, হ্যারি আর রন বসল চেয়ারে এবং যথাসম্ভব স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করল।

মিনিট খালেক পরই ম্যালফয় ফিরে এলো, হাতে পত্রিকার কাটিং-এর মতো দেখতে একটা কিছু। সে ওটা একেবারে রনরে নাকের নিচে ধরল।

‘তোমার হাসি আসবে এটা পড়ে,’ বলল সে।

হ্যারি দেখল রনের চোখ আঘাতে বিস্ফোরিত হয়ে গেছে। সে দ্রুত কাটিংটা পড়ে ফেলল, জোর করে হাসল, হ্যারির হাতে তুলে দিল ওটা।

ডেইলী প্রফেট থেকে ওটা কাটা হয়েছে, লেখা রয়েছে:

ম্যাজিক মন্ত্রগালয়ে ইনকোয়ারি

আর্থার উইসলি, মাগলদের জিনিসের আপব্যবহার সংক্রান্ত দফতরের প্রধান, আজ তাকে, একটি মাগলগাড়ি ঝান্দু করার দায়ে পৎক্ষেপ গ্যালিয়ন জরিমানা করা হয়েছে।

মিস্টার লুসিয়াস ম্যালফয়, হোগার্টস স্কুল অফ উইচের্ন্যাফ্ট অ্যান্ড উইজার্ডরি-র একজন গভর্নর, যে স্কুলে জানুকরা গাঢ়িটি এ বছরের শুরুতে দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছিল, আজ ~~মিস্টার~~ উইসলির পদত্যাগ দাবি করেছেন।

আমাদের সংবাদদাতাকে মিস্টার ম্যালফয়~~র~~ বলেছেন, ‘উইসলি মন্ত্রগালয়কে কলংকিত করেছে, ~~বলে~~ আমাদের জন্য আইন প্রণয়নে পরিষ্কারভাবে অযোগ্য এবং তার হাস্যকর মাগল বৃক্ষ আইন তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল ~~করা~~ উচিত।’

মন্তব্য নেয়ার জন্যে মিস্টার ~~উইসলি~~কে পাওয়া যায়নি, অবশ্য তার স্ত্রী রিপোর্টারদের কাছে যেতে বলেন, না হলে তিনি তাদের উপর পারিবারিক প্রিয়ত লেলিয়ে দেবেন।

‘তাহলে?’ কাগজের কাটিংটা তাকে হ্যারি ফেরত দিলে অব্দ্যের সঙ্গে বলল ম্যালফয়। ‘তোমাদের মনে হয় না এটা একটো আনন্দের খবর?’

‘হা, হা,’ বলল হ্যারি কাষ্ট হাসি হেসে।

‘আর্থাৰ উইসলি মাগলদেৱ এতই ভালবাসে যে, সে তাৰ জাদুদণ্ড দুটুকৱো
কৱে ওদেৱ সঙ্গে যোগ দিতে পাৱে,’ বলল ম্যালফয় নিদারূণ ঘৃণাৰ সঙ্গে।
‘ওৱা, উইসলিৱা যেমন ব্যবহাৰ কৱে, তুমি কখনই মনে কৱতে পাৱো যে ওৱা
বিশুদ্ধ-ৱক্তৃ।’

ৱন মানে ক্যাবেৱ চেহাৰা ৱাগে বিকৃত হয়ে গেছে।

‘তোমাৰ কি হয়েছে, ক্যাব?’ চট কৱে জিজ্ঞাসা কৱল ম্যালফয়।

‘পেট ব্যথা,’ বলল ৱন।

‘বেশ হাসপাতালে যাও এবং ওই মাড়ুড়াড়দেৱ আমাৰ তৱফ থেকে লাখি
মেৰে এসো,’ চাপা হাসি হেসে বলল ম্যালফয়। ‘আমি অবাক হচ্ছি ডেইলী
প্ৰফেস্ট এখন পৰ্যন্ত এই সব আক্ৰমণ সম্পর্কে কিছুই লিখছে না কেন,’ চিন্তিত
ভাবে বলল সে। ‘আমাৰ ধাৰণা ডাষ্টলডোৱ পুৱো ব্যাপারটাই ধামাচাপা দেয়াৰ
চেষ্টা কৱছে। এই সব যদি তাড়াতাড়ি না বন্ধ হয়, তাহলে তাৰ চাকৱিটি চলে
যাবে। বাবা সব সময়ই বলেন এই ক্ষুলেৱ সবচেয়ে থাৱাপ হেডমাস্টাৱ হচ্ছেন
ডাষ্টলডোৱ। সে মাগল-জাতদেৱ ভালবাসে। একজন ভাল হেডমাস্টাৱ কখনই
ক্ৰিভিৰ মতো নোংৱা পদাৰ্থকে এখানে ভৱিত কৱত না।’

কান্সনিক ক্যামেৱা দিয়ে ছবি তুলতে শুৱ কৱল ম্যালফয় এবং কলিনেৱ
একটা নিষ্ঠুৱ কিন্তু সঠিক অনুকৱণ কৱল: পটার, আমি কি তোমাৰ ছবি তুলতে
পাৱি, পটার? আমি কি তোমাৰ অটোগ্রাফ পেতে পাৱি? আমি কি তোমাৰ জুতো
চাটতে পাৱি, প্ৰিজ, পটার?’

হাত নিচে নামিয়ে হ্যারি আৱ রনেৱ দিকে তাকালো সে।

‘তোমাদেৱ দু'জনেৱ কি হয়েছে?’

অনেক দেৱী হয়ে গেলেও, হ্যারি আৱ রন জোৱ কৱে ঝুসল। কিন্তু
ম্যালফয়কে অসন্তুষ্ট মনে হলো; বোধহয় ক্ৰেব আৱ গয়ল ক্ষেত্ৰ পৰিষু বুঝতে
দেৱী কৱে।

‘সেইন্ট পটার, মাড়ুড়াড়দেৱ বক্সু,’ ধীৱে ধীৱে বলল ম্যালফয়। ‘ওই
আৱেকজন যাই কোন উপযুক্ত উইজাৰ্ড অনুভূতি কৈছে, না হলে সেই প্ৰেজ্ঞাৰ
মাড়ুড়াড়টাৱ সঙ্গে গিয়ে ঘুৱে বেড়াতো না। এবং লোকে ভাবে ওই হচ্ছে
স্থিথারিনেৱ বৎশধৰ।’

হ্যারি আৱ রন দম আঁটকে মনে শুকল। নিশ্চয়ই এক সেকেণ্ড পৰ
ম্যালফয় বলবে আসলে ওই হচ্ছে কৈছে বৎশধৰ। কিন্তু বলল-

‘আমি যদি জানতাম কে, কৈছে হয়ে বলল ম্যালফয়। আমি ওকে সাহায্য
কৱতে পাৱতাম।’

রনের মুখ হা হয়ে গেল ফলে ক্রেবের চেহারাটা স্বাভাবিকের চেয়ে নির্বোধ দেখালো। তাগ্য ভাল, ম্যালফয় খেয়াল করেনি, এবং হ্যারি দ্রুত চিন্তা করে, বলল, ‘এ সবের পেছনে আসলে কে রয়েছে সে সম্পর্কে নিশ্চয়ই তোমার ধারণা রয়েছে...’

‘তুমি জান আমার সে ধারণা নেই, গয়ল, আর কভার এই তোমাকে আমার বলতে হবে?’ তিক্তপ্রে বলল ম্যালফয়। ‘এবং শেষ যে চেম্বার খোলা হয়েছিল, সে সম্পর্কেও বাবা আমাকে কিছু বলবেন না। অবশ্যই সেটা পদ্ধতিশ বছর আগের ঘটনা, তাঁর সময়ের আগের ঘটনা, কিন্তু তিনি সব কিছুই জানেন এবং তিনি বললেন ব্যাপারটা চাঁপা দিয়ে রাখা হয়েছে এবং আমি যদি এ সম্পর্কে খুব বেশি জেনে ফেলি তাহলে ব্যাপারটা সন্দেহজনক হবে। কিন্তু আমি একটা কথা জানি: শেষ যেবার চেম্বারটা খোলা হয়েছিল তখন একজন মাড়ল্যাড মারা গিয়েছিল। আমি বাজি ধরে বলতে পারি এবারও যে তাদের একজন মারা যাবে সেটা শুধু সময়ের ব্যাপার...আমি আশা করি যেন গ্রেঞ্জার হয়,’ তৃণির সাথে বলল সে।

রন ক্র্যাবের বিশাল মুষ্টিটা খামচে ধরে আছে। এখন যদি সে ম্যালফয়কে ঘুষি মারে তাহলে পুরো ব্যাপারটা ফেঁসে যাবে, দৃষ্টি দিয়ে রনকে সাবধান করল হ্যারি, ম্যালফয়কে উদ্দেশ করে বলল, ‘শেষবার যে চেম্বার খুলেছিলে তাকে কি ধরা গিয়েছিল?’

‘ও, হ্যাঁ... যেই হোক না কেন, তাকে বহিক্ষার করা হয়েছিল,’ বলল ম্যালফয়, ‘ওরা এখনও বোধহয় আজকাবানেই রয়েছে।’

‘আজকাবান?’ বলল হ্যারি, বিভ্রান্ত।

‘আজকাবান-জাদুকরদের কারাগার, গয়ল,’ বলল ম্যালফয়, ওর দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে। ‘সত্যি বলতে কি, তুমি যদি অঙ্গ মন্ত্র হও তাহলে তো পেছন দিকে যেতে থাকবে।’

অস্ত্রিভাবে চেয়ারে নড়েচড়ে বসল সে, বলল, ‘বাবা বলেন আমার মাথা দূরে রাখতে এবং স্থিতান্ত্রিক বংশধরকে তার কাজ কর্তৃত দিতে। তিনি বলেন ক্লুটা মাড়ল্যাড জঙ্গলমুক্ত হওয়ার দরকার আছে টেকই, কিন্তু আমাকে এর সঙ্গে জড়ানো চলবে না। অবশ্যই এই সময় বিনা চেষ্টায় তিনি অনেক তথ্যই পেয়ে যান। তোমরা জান গত সপ্তাহে জাদু মন্ত্রশালার আমাদের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল?’

গয়লের মলিন চেহারাটায় দুটিভাব ফুটিয় তোলার চেষ্টা করল হ্যারি।

‘হ্যাঁ...’ বলল ম্যালফয়। ‘তাগ্যবশত, ওরা বেশি কিছু পায়নি। বাবার অবশ্য ডাক আর্টস-এর খুবই মূল্যবান জিনিস রয়েছে। কিন্তু তাগ্যবশত,

আমাদেরও নিজেদের সিক্রেট চেস্বার রয়েছে ড্রাইং-রুম মেবের নিচে-'
'হো!' বলল রন।

ম্যালফয় ওর দিকে তাকাল। হ্যারিও তাকাল। রন যেন লজ্জায় লাল হয়ে গেল। এমনকি ওর চুলও লাল হয়ে যাচ্ছিল। রনের নাক ধীরে ধীরে লম্বা হয়ে যাচ্ছে— ওদের এক ঘন্টা শেষ হয়ে গেছে। রন পেছন ফিরল, এবং হ্যারির দিকে সে যে সন্তুষ্টভাবে তাকাচ্ছিল তাতে সেও নিশ্চয়ই।

ওরা দুজনেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

'আমার পেটের জন্য ওষুধ,' ঘোত ঘোত করল রন এবং আর কোনো সময় নষ্ট না করে ওরা দু'জন স্থিথারিনের কমন রুমটা দৌড়ে পার হলো, পাথরের দেয়ালটার ওপর আছড়ে পড়ল, এবং প্যাসেজ ধরে লাগাল দৌড়, নিরাশার মধ্যে আশা ম্যালফয় কিছুই যদি লক্ষ্য না করে থাকে। হ্যারি বুঝতে পারছে গয়লের বিশাল জুতার মধ্যে ওর পা পিছলে যাচ্ছে এবং সে সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে বলে পোশাকটাকে তুলে ধরতে হচ্ছে; বড়ের গতিতে ওরা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এলো এবং একেবারে অন্ধকার এন্ট্রে হলের ভেতরে। যার ভেতরে প্রচুর চাপা ধুগধাপ শব্দ আসছে কাবার্ড থেকে, যেখানে ওরা ক্রেব আর গয়লকে আঁটিকে রেখে গিয়েছিল। ওদের জুতা জোড়াঙ্গলি কাবার্ডের বাইরে রেখে, মোজা পরেই আবার দৌড়াল সিঁড়ি ধরে মোনিং মার্টলের বাথরুমের দিকে।

'পুরোটাই সময়ের অপচয় হ্যানি কি বলো,' হাপাতে হাপাতে বলল রন, ওদের পেছনে বাথরুমের দরজাটি বন্ধ করল ও। 'আমি জানি এই আক্রমণগুলি কে করছে সেটা বের করতে পারিনি, কিন্তু আমি কাল ড্যাডকে লিখে ম্যালফয়দের ড্রাইং-রুমের নিচে তল্লাশী চালাতে বলবো।'

ফাটা আয়নাটায় হ্যারি নিজের চেহারাটা পরীক্ষা করে দেখল। আবার স্বাভাবিক হয়ে গেছে দে। চশমাটা পরে নিল, রন ধাক্কা দিচ্ছে হ্যারিওনের কিউবিকলের দরজায়।

'বেরিয়ে এসো, হারমিউন, বলার মতো অনেক কষ্ট জয়েছে-'

'চলে যাও!' তীক্ষ্ণ চিংকারে বলল হারমিউন।

হ্যারি আর রন পরস্পরের দিকে তাকালো।

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞাসা করল রন। 'এর মধ্যে তুমি নিশ্চয়ই স্বাভাবিক আকৃতিতে ফিরে এসেছ, আমরা...'

কিন্তু মোনিং মার্টল হঠাৎ কিউবিকলের দরজার মধ্যে দিয়ে উড়ে গেল। হ্যারি তাকে কখনও এতো খুঁজে দেখেনি।

'উউউউউহ, দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা করো,' বলল সে। 'বিভৎস!'

ওরা শুনল, দরজার তালাটা সরে গেল এবং হারমিওন বেরিয়ে এলো, কাঁদছে, ঘাথার ওপর পোশাকটা দেয়া।

‘কি হলো?’ বলল রন অনিশ্চিতভাবে। ‘তোমার কি এখনও মিলিসেন্ট-এর নাকটা রয়ে গেছে বা এরকম কিছু?’

হারমিওন ওর পোশাকটা ফেলে দিল এবং রন পিছিয়ে সিঙ্কের কাছে চলে গেল।

ওর চেহারাটা কালো পশমে ঢাকা। চোখ জোড়া হলুদ হয়ে গচ্ছে এবং চুলের ভেতর থেকে লম্বা সূচালো কান বেরিয়ে রয়েছে।

‘ওটা একটা বি-বিড়ালের চুল ছিল!’ হাউ মাউ করে উঠল সে। ‘মি-মিলিসেন্ট বুলস্ট্রোডের নি-নিশ্চয়ই একটা বিড়াল আছে! এবং পো-পোশনটা জীবজন্মতে ঝুপান্তরের জন্য ব্যবহার করা যায় না!’

‘আহ, ওহ,’ বলল রন।

‘তয়ানক কিছু একটা বলে তোমাকে টিজ করা হবে,’ আনন্দে বলল মার্টিল।

‘ঠিক আছে, হারমিওন,’ বলল হ্যারি তাড়াতাড়ি। ‘তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাব। মাদাম পমফ্রে কথনই বেশি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন না...’

বাথরুম ছেড়ে বেরিয়ে আসার জন্যে হারমিওনকে অনেকক্ষণ বোর্কাতে হয়েছে। ওদের ঘাওয়ার পথে মোনিং মার্টিল দ্রুত বেগে চলতে চলতে প্রাণখোলা অত্তহাসি দিতে দিতে গেল।

‘দাঢ়াও সবাই জানুক যে তোমার একটা লেজ গজিয়েছে?’

ত্রয়োদশ অধ্যায়



অতি গোপনীয় ডায়রি

কয়েক সপ্তাহ হাসপাতালে থাকতে হলো হারমিওনকে। তার অবস্থা হওয়া সমস্কে ওজবের আকস্মিক দষক বরে গেল যখন ক্লিনিক বাকী সবাই ক্রিস্টমাস ছুটির পর ফিরে এলো, কারণ সবাই ভেবেছে যে সেও আক্রমণের শিকার হয়েছে। তাকে এক নজর দেখার জন্য হাসপাতাল রুমের পাশ দিয়ে এত ছাত্র যেতে শুরু করল, যে, পশ্চম ভর্তি মুসলিম লজ্জা থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য মাদাম পমফ্রেকে আবার তার বিছানার চারপাশে পর্দা দিতে হলো।

হ্যারি আর বন প্রতি সন্ধ্যায় তাকে দেখতে যেত। নতুন টার্ম শুরু হওয়ার পর, ওর রোজকার হোমওয়ার্ক নিয়ে আসত।

‘আমার যদি নতুন গৌফ পঞ্জি ক্লিনিকে আছে আমি কাজে ভঙ্গ দেব,’ বলল বন, এক সন্ধ্যায় হারমিওনের বিছানার পাশে একগাদা বই রাখতে রাখতে।

‘বোকার মতো কথা বলো না বন, আমাকে ক্লাসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে

চলতে হবে,’ হারমিওনের চটপট জবাব। ওর উৎসাহ আবার ফিরে এসেছে কারণ মুখ থেকে সব লোম ছলে গেছে আর ঢোখ জোড়া আবার ধীরে ধীরে বাদামী রঙ ফিরে পাছে। ‘আমার মনে হয় না তোমরা নতুন কিছু জানতে পেরেছে,’ মাদাম পমফ্রে যেন শুনতে না পায় ফিস ফিস করে বলল হারমিওন।

‘একেবারেই না,’ বলল হ্যারি বিষন্নভাবে।

একশতবারের মতো বলল রন, ‘আমি এত নিশ্চিত ছিলাম যে ম্যালফ্যাই।’

‘ওটা কি?’ জিজ্ঞাসা করল হ্যারি, হারমিওনের বালিশের নিচে থেকে সোনালী কি একটা বেরিয়ে রয়েছে দেখিয়ে।

‘একটা ভাল-হয়ে-যাও কার্ড,’ তাড়তাড়ি বলে হারমিওন কার্ডটাকে বালিশের নিচে ঠেলে দিতে চেষ্টা করল, কিন্তু রন তার চেয়ে দ্রুত। ও সেটা টেনে বের করে আনল, খুলে জোরে জোরে পড়তে শুরু করল:

‘মিস ঘেঞ্জারের প্রতি, তোমার দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি, চিন্তিত শিক্ষকের কাছ থেকে, প্রফেসর পিল্ডরয় লকহার্ট, অর্ডার অফ মারলিন, থার্ড ক্লাস, ডার্ক ফোর্স ডিফেন্স লীগের অবৈতনিক সদস্য এবং পাঁচবার উইচ উইকলি’র সবচেয়ে-মনোহর-হাসি পদক প্রাপ্ত।’

রন হারমিওনের দিকে তাকাল বিরক্তি নিয়ে।

‘এটা বালিশের নিচে রেখে তুমি ঘুমাও?’

কিন্তু মাদাম পমফ্রের সান্ধ্য ওযুধ দেয়ার জন্য আগমনে হারমিওন জবাব দেয়া থেকে রেহাই পেয়ে গেল।

‘তুমি যত লোকের সঙ্গে মিশেছ তার মধ্যে লকহার্ট কি খাতির জমাতে সবচেয়ে বেশি তোষামোদকারী এমন কোন ব্যক্তি, না অন্য কিছু?’ ডর্মিটরি থেকে ফ্রিফ্রি টাওয়ারের দিকে যেতে রন জিজ্ঞাসা করল হ্যারিকে। স্নেইপ এত হোমওয়ার্ক দিয়েছে যে, হ্যারি ভাবছে ওগুলো শেষ করতে ক্ষুতে সে বষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করবে। রন বলছিল ওর হারমিওনকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করছিল চুল-খাড়া-হওয়া পোশনের মধ্যে কয়টা ইঁদুরের লেজ দিতে হবে, ঠিক সেই সময় ওপর তলা থেকে একটা ক্রুক্র গর্জন ওদের কানে পৌছালো।

‘ওটা ফিল্চ,’ বিড় বিড় করে বলল হ্যারি, সিন্ধি দিয়ে দ্রুত উঠে আড়ালে থামল, যেন দেখা না যায়, কান পেতে শোচে চেষ্টা করলো ওরা।

‘তোমার কি মনে হয় আবারও ক্ষেত্র আক্রান্ত হয়েছে?’ উত্তেজিত রন জিজ্ঞাসা করল।

ওরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওদের মাথা ফিলচের গলার স্বরের দিকে কাত করা। খুব হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মনে হচ্ছে ফিল্চকে।

‘...আমার জন্যে আরো কাজ! সারারাত মোছা, যেন আমার আর কোন

কাজ নেই! না, এবারই শেষ, আমি ডাম্বলডোরের কাছে যাচ্ছি...'।

ওর পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল এবং ওরা শুনতে পেলো দূরে একটা দরজা দড়াম করে বন্ধ হলো।

কোনো দিয়ে ঘাথা বের করল ওরা। স্বাভাবিকভাবেই ফিল্চ ওর নজরদারিটা চালিয়ে যাচ্ছে: ওরা আবার সেই যাঘগায় এসে পড়েছে যেখানে মিসেস নরিস আক্রান্ত হয়েছিলেন। এক নজরে ওরা দেখল কি নিয়ে ফিল্চ চিৎকার করছিল। করিডোরের অর্ধেকটা পানিতে ভেসে গেছে, এবং মনে হচ্ছে এখনও মোনিং মার্টলের বাথরুম থেকে পানি চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে। এখন ফিল্চ থেমেছে, বাথরুমের দেয়াল থেকে প্রতিষ্ঠানিত মার্টলের ফোঁপানী ওরা শুনতে পাচ্ছে।

'এখন ওকে নিয়ে আবার কি হয়েছে?' বলল বন।

'চলো দেখি গে যাই,' বলল হ্যারি এবং গোড়ালীর ওপর পা তুলে ওরা পানি ভেঙ্গে বাথরুমটার দরজা পর্যন্ত গেল যেখানে লেখা রয়েছে 'অকেজো', সব সময়ের মতো ওটাকে উপেক্ষা করল এবং ভেতরে গেল।

মোনিং মার্টল কঁদছিল, যদি সম্ভব হয়, আরো জোরে আরো শব্দ করে আগের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি। মনে হয় সে তার নিয়মিত টয়লেটটাতেই লুকিয়ে রয়েছে। ভেতরটা অঙ্কার, কারণ পানির তোড়ে মোমবাতি নিভে গেছে এবং দেয়াল আর মেঝে দুটোই সিঙ্গ।

'কি হয়েছে মার্টল?' জিজ্ঞাসা করল হ্যারি।

'ওটা কে?' ফোস ফোস করল মার্টল বিমর্শভাবে। 'আমার দিকে অন্য একটা কিছু ছুঁড়ে দেয়ার জন্য এসেছে?'

পানি ভেঙ্গে হ্যারি ওর কিউবিকলের দিকে হেঁটে গেল হ্যারি, বলল, 'আমি তোর ওপর কোন কিছু ছুঁড়ে মারব কেন?'

'আমাকে জিজ্ঞাসা করো না,' মার্টল চিৎকার করে ছিল, আরো বেশি পানিসহ উঠল, ইতোমধ্যে ভেজা মেঝে আরো ভিজে পের্স। 'এই যে আমি, আমার কাজ নিয়েই ব্যস্ত, এবং কেউ কেউ ভাবে স্মার্টের উপর বই ছুঁড়ে মারাটা মজার কোন ব্যাপার...'

'কিন্তু কেউ যদি তোমার দিকে কিছু ছুঁড়ে মারে, তোমার তো লাগবাব কথা নয়,' যুক্তি দেখাবার চেষ্টা করল হ্যারি। 'আমি বলছি, ওটাতো ওর একেবারে তোমার ভেতর দিয়ে চলো আবে, যাবে না?'

ও ভুল কথটা বলেছে। মার্টল নিজেকে আরো ফুলিয়ে তুলল এবং চিৎকার করল, 'সবাই মার্টলের উপর বই ছুঁড়ুক, কারণ তার ওটা লাগে না! ওর পেটের মধ্যে দিয়ে পাঠাতে পারলে দশ পয়েন্ট! ঘাথার ভেতর দিয়ে গেলে পঞ্চাশ

পয়েন্ট! বেশ, হাহা হা! কি চমৎকার একটা খেলা, আমি মনে করি না!

‘সে যাই হোক, কে তোমার দিকে বই ছুড়েছে?’ জিজ্ঞেস করল হ্যারি।

‘আমি জানি না...আমি ইউ-বাঁকটায় বসে ছিলাম, মৃত্যু সম্পর্কে
ভাবছিলাম, এবং বইটা একেবারে আমার মাথার উপর দিয়ে পড়ল,’ বলল
মার্টিন, ওদের দিকে চোখ পাঁকিয়ে। ‘ওই যে ওখানে রয়েছে ওটা, ভিজে গেছে।’

হ্যারি আর রন সিঙ্কের নিচে তাকাল, যেদিকটায় মার্টিন দেখাচ্ছিল। ওখানে
একটা ছোট পাতলা বই পড়ে রয়েছে। ময়লা কালো মলাট এবং বাথরুমের
আর সব কিছুর মতোই ভেজা। হ্যারি পা বাড়ালো ওটা তোলার জন্যে, কিন্তু
রন হঠাতে হাত বাড়িয়ে ওকে বাধা দিল।

‘কি?’ বলল হ্যারি।

‘তুমি কি পাগল?’ বলল রন। ‘এটা বিপদজনক হতে পারে।’

‘বিপদজনক?’ বলল হ্যারি হেসে। ‘সরো, ওটা বিপদজনক হবে কি ভাবে?’

‘তুমি শুনলে অবাক হবে,’ বলল রন, বইটার দিকে শঙ্কা নিয়ে তাকাল।
মন্ত্রণালয় যে সব বই বাজেয়াও করেছে-ড্যাড বলেছেন-তার মধ্যে একটা
রয়েছে যেটা চোখ পুড়িয়ে ফেলে। এবং যারাই সন্টেস অফ আ সসারার
পড়েছে তারা বাকী জীবন লিমেরিকে কথা বলেছে। এবং বাথ-এ কোনো এক
বুড়ি ডাইনীর একটা বই ছিল যেটা তুমি কখনই পড়া থামাতে পারবে না! ওটার
মধ্যেই নাক গুঁজে তোমাকে ঘুরে বেড়াতে হবে, একহাতে সব কাজ করার চেষ্টা
করতে হবে। এবং—’

‘ঠিক আছে, আমি তোমার যুক্তি বুঝলাম,’ বলল হ্যারি।

ছোট বইটা মেঝেতে পড়ে রইল, অন্তু এবং ভেজা।

‘বেশ, আমরা যদি ওটা না পড়ি তাহলে বুঝতে পারব না বইটা কিসের,’
বলল হ্যারি। এবং রনের পাশ ঘুরে ঝুঁকে বইটা তুলে নিল মেঝে থেকে।

হ্যারি দেখল ওটা একটা ডায়রি, এবং মলাটের প্রায় সুচৰুষ্ণতায় বছরটা
ওকে জানাল যে ডায়রিটা পঞ্জাশ বছর পুরনো। সে আঞ্চাহুন্সাথে ওটার পাতা
ওল্টালো। প্রথম পাতায়ই ও দেখল লেপটে যাওয়া কালিতে লেখা ‘টি.এম.
রিড্ল’।

‘দাঢ়াও,’ বলল রন, যে সাবধানে এগিয়ে হ্যারির কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি
মারছিল। ‘আমি নামটা জানি...টি.এম.রিড্ল পঞ্জাশ বছর আগে স্কুলকে বিশেষ
সার্ভিস দেয়ার জন্যে পদক পেয়েছিলেন।’

‘তুমি এত সব জানলে কিভাবে?’ বিস্মিত হ্যারি জিজ্ঞাসা করল।

‘জানলাম কারণ, শান্তির সময় ফিল্চ ওরই পদকটা আমাকে পঞ্জাশবার
পলিশ করিয়েছে,’ বিরক্ত হয়ে বলল রন। ‘ওটার ওপরই আমি স্নাগ

ফেলেছিলাম। তোমাকে যদি একটা নামের উপর থেকে এক ছন্টা ধরে আঠাল পদার্থ ঘষে তুলতে হয় তবে তুমিও নামটি মনে রাখবে।'

তেঁজা পাতাগুলো ছাড়ালো হ্যারি। একেবারে ফাকা ওগুলো। একটার মধ্যে লেখার সামান্যতম চিহ্ন নেই, এমনকি 'আন্ট মেবেল-এর জন্মদিন,' বা 'ডাক্তার, সাড়ে তিনটায়' ধরনের কোন লেখাও নেই।

'কোন কিছুই লেখেননি দেখছি,' হতাশ হ্যারি বলল।

'আমি ভাবছি তাহলে এটাকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করবে কেন কেউ?' বলল রন কৌতুহলে।

হ্যারি ডায়রিটার পেছনের কাভার ওল্টালো এবং দেখল লন্ডনের ভঙ্গহল রোডের দোকানের নাম।

'তিনি নিশ্চয়ই মাগল-জাত,' চিন্তিত ভাবে বলল হ্যারি, 'ভঙ্গহল রোড থেকে না হলে ডায়রি কিনবে কেন...'

'তাহলে, এটা তোমার কোন কাজেই লাগছে না,' নিচু স্বরে বলল রন। 'তবে, ওটা যদি মার্টলের নাকের উপর দিয়ে ওটা পার করতে পারো তবে পঞ্চাশ পয়েন্ট পাবে।'

হ্যারি, অবশ্য, ওটা পকেটেই পুরল।

* * *

ফেরুয়ারির শুরুতে হারমিওন হাসপাতাল ছাড়ল, গৌফ, লেজ এবং পশম ছাড়া। প্রিফিল্ড টাওয়ারে ফিরে আসার পর প্রথম সম্ভ্যায়ই হ্যারি ওকে, টি.এম. রিড্ল-এর ডায়রিটা দেখালো এবং ওটার পাওয়ার ষটনাটা বলল।

'উডউহ, এটার নিশ্চয়ই গোপন ক্ষমতা রয়েছে,' বলল হারমিওন উৎসাহের সঙ্গে। ডায়রিটা নিয়ে নিবিট ভাবে দেখছে ও।

'এটার যদি সে রকম কোন ক্ষমতা থাকে, তবে উন্মিত্তাল করেই গোপন করে রেখেছে,' বলল রন। 'হয়তো এটা লাজুক। সম্ভ্য বুঝতে পারছি না তুমি ওটা ছুড়ে ফেলে দিচ্ছ না কেন, হ্যারি।'

'আমি যদি জানতে পারতাম কেউ একজুন্স ওটা ছুড়ে ফেলে দেয়ারই বা চেষ্টা করেছিল কেন,' বলল হ্যারি। 'ডিজনি হোগার্ট্স-এর জন্য বিশেষ কাজ করে পদক পেয়েছিলেন সেটা জানতেও আমার আপত্তি নেই।'

'যে কোন কারণেই হকে নাই,' বলল রন। 'হয়তো তিনি তিরিশটি ও.ডব্লিউ, এল, পেয়েছিলেন অথবা দৈত্যাকার কোন ক্ষুইডের হাত থেকে কোন শিক্ষককে বাঁচিয়ে ছিলেন। হয়তো তিনিই মার্টলকে হত্যা করেছিলেন, এটা

অবশ্য সকলেরই উপকার করা হলো...’

কিন্তু হারমিওনের চেহারার স্থির ভাব দেখে হ্যারি বলে দিতে পারে, সে যা ভাবছে হারমিওনও তাই ভাবছে।

‘কি হলো?’ বলল রন-একজনের চেহারা থেকে অন্যজনের দিকে তাকিয়ে।

‘আচ্ছা, চেম্বার অফ সিক্রেটস পঞ্জাশ বছর আগে খোলা হয়েছিল, ঠিক কি না?’ সে বলল। ‘এ কথাই তো ম্যালফয় বলেছে।

‘হ্যা...,’ রন বলল ধীরে ধীরে।

ডায়রিটার ওপর টোকা দিতে দিতে হারমিওন বলল, ‘আর ডাইরীটা ও পঞ্জাশ বছরের পুরনো।’

‘তাতে কি?’ ‘ওহ, রন, জেগে ওঠো বোবার চেষ্টা করো,’ চট করে বলল হারমিওন। ‘আমরা জানি যারা চেম্বার খুলেছিল তাদেরকে পঞ্জাশ বছর আগে স্কুল থেকে বহিক্ষার করা হয়েছিল। আমরা টি.এ.রিডল. স্কুলকে বিশেষ সার্ভিস দেয়ায় তাকে পদক দেয়া হয়েছিল, তাও পঞ্জাশ বছর আগে। আচ্ছা, রিডল যদি স্থিথারিনের বংশধরকে ধরার জন্যেই সেই বিশেষ পদকটা পেয়ে থাকে? তার ডায়রিটা আমাদেরকে সব কিছুই জানাবে: চেম্বারটা কোথায়, ওটা কি ভাবে খোলা যায়, এবং ওখানে কি ধরনের জীব বাস করে। এখনকার আক্রমণগুলি যে করছে সে নিশ্চয়ই চাহিবে এই ডায়রিটা এখানে ওখানে পড়ে থাকুক, চাইবে?’

‘ওটা একটা চমৎকার তত্ত্ব হারমিওন,’ বলল রন। ‘শুধু একটিমাত্র ছেউ সমস্যা, ডায়রিটাতে কিছুই লেখা নেই।’

কিন্তু হারমিওন তার ব্যাগ থেকে জাদুদণ্ডটা বের করছে।

‘হয়তো অদৃশ্য কালি দিয়ে লিখেছে!’ ফিসফিস করে বলল সে।

জাদুদণ্ড দিয়ে ডায়রিটাকে তিনটি টোকা দিল এবং বলল, ‘অ্যাপ্রেসিয়াম! কিছুই হলো না। অদম্য হারমিওন, আবার তার ব্যাপ্তি ছান্তি চোকাল। এবার সে যা বের করে আনল সেটা উজ্জ্বল লাল ইরেজারি।^{১০}

‘এটা একটা প্রকাশি, ডায়গন অ্যালীতে পেয়েছিলাম,’ বলল সে।

জোরে ঘষল, জানুয়ারি এক তারিখ-এর প্রেসের কিছুই হলো না।

‘আমি তো বলছি তোমাদের, এখানে প্রেসের মতো কিছুই নেই,’ বলল রন। ‘ক্রিস্টমাস উপলক্ষে রিডল একটি ডায়রি পেয়েছিল কিন্তু ওটাতে কিছু লেখার চেষ্টা করেনি।’

হ্যারি নিজেও পরিষ্কার নয়, কেন সে রিডল-এর ডায়ারি ছুড়ে ফেলে দেয়নি। ব্যাপার হচ্ছে সে জানে যে ওটা ফাঁকা তারপরও অন্যমনস্কভাবে সেটা হাতে নিয়ে পাতা ওল্টাতো, যেন একটা অসম্পূর্ণ গল্প সে শেষ করতে চাচ্ছে। এবং যদিও সে নিশ্চিত যে টি.এম. রিডল নামটা কখনো শোনেনি, তারপরও মনে হয় ওটার যেন কোনো মানে রয়েছে তার কাছে। যেন রিডল কোন এক বক্স ছিল যখন সে খুব ছোট এবং তার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু এটা অসম্ভব। হোগার্ট্স-এর পূর্বে তার কোন বক্স ছিল না, ডাঙলি অন্তত এটা নিশ্চিত করেছে।

যাই হোক, রিডল সম্পর্কে আরো কিছু জানতে হ্যারি একেবারে উঠে পড়ে লাগল, পরদিন বিরতির সময় সে ট্রফি রুমের দিকে গেল রিডল-এর বিশেষ পদকটা পরীক্ষা করতে। সঙ্গে গেল আগ্রহী হারমিওন এবং সম্পূর্ণ ভিন্নমতাবলম্বী রন, যে তাদের বলেছে যে, ট্রফি রুমটা এত দেখেছে, সারা জীবন আর না দেখলেও চলবে।

রিডল-এর বার্ণিশ করা সোনার শীল্ডটা কোনার একটা ক্যাবিনেটে রাখা আছে। ওকে কেন ওটা দেয়া হয়েছিল, এ ব্যাপারে কোন বিশেষ বিবরণ ওখানেই নেই ‘ভালই হয়েছে, তা না হলে ওটা আরো বড় হতো এবং এখন পর্যন্ত ওটা আমার পলিশ করতে হতো,’ বলল রন। অবশ্য, তারা পেল একটা পুরনো মেডেলে, ম্যাজিক্যাল মেরিটের জন্য দেয়া হয়েছিল, এবং সাবেক হেড-বয়দের তালিকায়।

‘মনে হচ্ছে সে পার্সির মতোই,’ বলল রন, বিরক্তিভরে নিজের নাক মুছে। ‘প্রিফেস্ট, হেড-বয় সম্ভবত সব ক্লাসেরই শীর্ষে।’

‘তুমি এমন ভাবে বলছ যেন ওটা কোন খারাপ কাজ,’ বলল হারমিওন, মনে আঘাত পেয়েছে সে।

* * *

হোগার্ট্স-এ সূর্য কিরণ আবার দৃঢ়বল হচ্ছে করেছে। দুর্গ-প্রাসাদের ভেতরের মন আশাবাদী হয়ে উঠেছে। জাস্টিস এবং প্রায় মাথাবিহীন নিকের পর আর কোন আক্রমণ হ্যানি, এবং মাকাম পমফ্রে সম্ভট্ট চিত্তে রিপোর্ট করেছেন মেড্রেক্সগুলো খেঁজালী এবং পূর্ণ হয়ে উঠেছে, তার মানে হচ্ছে ওগুলোর দ্রুত শিশুকাল পার হয়ে গেছে।

‘যে মুহূর্তে ওদের ব্রনগুলো পরিষ্কার হয়ে যাবে, তখন থেকেই ওগুলোকে আবার পটে লাগানো যাবে,’ হ্যারিকে বিকেলে শুনেছে, সহানুভূতির সাথে

ফিল্চকে বলতে। ‘এরপর, আর খুব বেশি সময় লাগবে না কেটে ওগুলোকে জ্বাল দিয়ে রস বার করতে। মিসেস নরিসকে ফিরে পাবেন আপনি অন্ত দিনের মধ্যেই।’

বোধহয় স্থিথারিনের বৎসর সাহস হারিয়েছে, ভাবল হ্যারি। স্কুল এত সতর্ক এবং সন্দেহপ্রবণ যে চেষ্টার অক্ষ সিক্রেটস খোলাটা ক্রমেই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। হয়তো রাঙ্গস, বা যাই হোক ওটা এখন আরো পঞ্চাশ বছর লুকিয়ে থাকার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করছে...

আর্নি হাফলপাফ অবশ্য এই খুশির দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলো না। সে এখনও বিশ্বাস করে যে, হ্যারিই আপরাধী, সে ভুয়েলিং ক্লাবে ‘নিজেকে প্রকাশ করে ফেলেছে’। পিভস অবশ্য সমস্যার সুরাহায় কোন সাহায্য করছে না: জনাকীর্ণ করিডোরগুলোতে হঠাত হঠাত ঘাথা তুলে সে গেয়েই যেতে থাকল, ‘ওহ পটার, তুমি রুটার (পচা)...’ এর সঙ্গে ইদানীং যোগ হয়েছে একটা লাগসই নাচের মুদ্রা।

গিন্টরয় লকহার্ট অবশ্য ভাবছেন তিনি একাই আক্রমণ বন্ধ করে দিয়েছেন। ট্রান্সফিগিউরেশনের জন্য যখন গ্রিফিন্ডররা লাইনে দাঁড়াচ্ছিল তখন এমনই একটা কিছু তাকে বলতে শুনেছে হ্যারি প্রফেসর ম্যাকগোলাগলের কাছে।

‘আমার মনে হয় না আর কোন সমস্যা হবে, মিনারভা,’ বললেন তিনি, সবজান্তার মতো নিজের নাকে টোকা দিতে দিতে চোখ টিপলেন তিনি। ‘আমার মনে হয় এবার স্থায়ীভাবেই চেষ্টারটা তালা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। অপরাধীগুলো নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে ওদেরকে ধরা আমার কাছে মাত্র সময়ের ব্যাপার ছিল। আমি ওদেরকে ধ্বংস করার আগে এখনই থেমে যাওয়া ভাল।

‘জানো তো, এখন স্কুলের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে নেতৃত্বসাহস বৃদ্ধি। পত টার্মের সব স্মৃতি ধূয়ে ধূছে সাফ করে ফেলা দরকার! এখন আর আমি কিছু বলছি না, কিন্তু মনে হয় আমি জানি সঠিক জিনিসটি।’

নাকে টোকা দিতে দিতে চলে গেলেন তিনি।

ফেন্স্যারির চৌদ্দ তারিখ সকালে নাস্তার টেবিলে লকহার্টের নেতৃত্ব সাহস বৃদ্ধির চেষ্টারটা পরিষ্কার হলো। অনেক রাতে পর্যন্ত কিডিচ প্র্যাকটিসের জন্য হ্যারি খুব বেশি ঘুমাতে পারেনি, সকালে তাড়াতড়া করে এসেও সে নাস্তার টেবিলে দেরী করে ফেলল। চুক্তে টেবিল সে ভুল দরজা দিয়ে চুক্তে পড়েছে।

বড় বড় ভয়ংকর গোলাপী ফুলপাদার দেয়ালগুলি সব ঢাকা। আরো খারাপ হচ্ছে হৃদয়াকৃতির মিঠাই পড়ছে বিবর্ষ নীল রঞ্জের সিলিং থেকে। হ্যারি গ্রিফিন্ডর টেবিলে গেল, রন বসেছিল মনে হচ্ছে অসুস্থ, হারমিউন যেন একটু ফিক ফিক

করেই হাসছে।

‘কি হচ্ছে?’ বসল হ্যারি। নিজের বেকনের ওপর থেকে মিঠাই তুলে নিয়ে বলল সে।

রুম টিচারের টেবিলের দিকে দেখালো, দৃশ্যাত এতই বিরক্ত যে কথা বলতে পারছে না। লকহার্ট, ভয়ংকর গোলাপী রঙের একটা পোশাক পরেছেন, হলের ডেকোরেশনের সঙ্গে ম্যাচ করে, হাত নেড়ে সবাইকে চুপ করতে ইশারা করলেন। ওর দু'পাশের শিক্ষকগণ পাথরের মতো মুখ করে বসে আছেন। যেখানে সে বসে অছে সেখান থেকে হ্যারি দেখতে পেল প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের গালের একটি পেশি। স্লেইপকে দেখাচ্ছে এমন যে কেউ যেন এই মাত্র ওঁকে বড় এক প্লাস স্কেলে-য়ো খাইয়েছে।

‘হ্যাপি ভেলেন্টাইন্স ডে!’ চিৎকার করে উঠলেন লকহার্ট। ‘এবং যে হেচল্লিশ জন আমাকে শুভেচ্ছা কার্ড পাঠিলেছেন তাদেরকেও আমার ধন্যবাদ! হ্যা, আমি তোমাদের সবার জন্য এই ছোট অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের আয়োজন করেছি— এবং এখানেই এটা শেষ হচ্ছে না।’

হাততালি দিলেন লকহার্ট, দরজা দিয়ে এন্ট্রেস হলে ঘার্ট করে ঢুকল এক ডজন বদম্যেজাজি বামন। যেমন তেমন বামন নয়, লকহার্ট তাদের সবাইকে সোনালি ডানা পরিয়েছেন এবং হাতে দিয়েছেন বীণা।

‘আমাদের মিত্র, কার্ড বহনকারী কিউপিড!’ হাসিতে উজ্জ্বল লকহার্ট। ওরা আজ স্কুলে ঘুরে ঘুরে তোমাদের ভ্যালেন্টাইন্স ডেলিভারি দেবে! এবং এখানেও মজা শেষ হচ্ছে না! প্রফেসর স্লেইপকে কেন জিজ্ঞাসা করা হবে না লাভ-পোশন বানানোর পদ্ধতি! এবং তোমরা যখন এত ব্যস্ত, তখন, প্রফেসর ফ্লিটডাইক আমার দেখা যে কোন জাদুকরের চেয়ে এন্ট্রানসিং এনচার্টমেন্ট সম্পর্কে বেশি জানে, বুড়ো চালাক কুকুর!'

প্রফেসর ফ্লিটডাইক দু'হাতে মুখ ঢাকলেন। প্রফেসর স্লেইপকে দেখে মনে হচ্ছে প্রথম যে ব্যক্তি ওঁকে লাভ-পোশন চাহিবে সে হয়ে জ্বর করে খাওয়ানো বিষ।

‘প্রিজ, হারমিওন, আমাকে বলো ওই হেচল্লিশ জনের একজন তুমি নও,’ প্রথম ক্লাসের জন্য বেরিয়ে আসতেই রুল প্রজ্ঞাসা করল। হারমিওন তার রুটিনের জন্য হঠাত ব্যাগ খৌজায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল এবং জবাব দিল না।

সারা দিন ধরেই, বামনগুলো ক্লাসে গিয়ে ভ্যালেন্টাইন বিলি করছে, শিক্ষকরা বিরক্ত, এবং সেদিন মিলিল যখন তারা সিঁড়ি দিয়ে উঠছে, একজন তো হ্যারিকে পেয়ে বসল।

‘অয়, তুমি! অ্যারি পটার!’ চিৎকার করল বিশেষ করে ভয়ানক দেখতে

একটা বামন, হ্যারির কাছে যাওয়ার জন্যে একে ওকে কনুই দিয়ে গুতিয়ে সরানোর চেষ্টা করছে।

এক দল প্রথম বর্ষীয়দের সামনে, যাদের মধ্যে জিনি উইসলিও রয়েছে, ভ্যালেন্টাইন পাওয়ার চিন্তায় হ্যারির মাথা গরম হয়ে গেল, পালাবার চেষ্টা করল ও। বামনটা অবশ্য ছাত্রদের পায়ে লাথি মেরে জায়গা করে নিয়ে ওর কাছে চলে এলো দুই কদম যাওয়ার আগেই।

‘আমার কাছে ‘হ্যারি পটারের হাতে হাতে দেয়ার জন্যে একটা মিউজিক্যাল মেসেজ রয়েছে’, বলল বামনটা, বীণার তারে টান দিল ভূমকি দেয়ার ভঙ্গিতে।

‘এখানে না,’ হ্যারি বলল চাঁপা গলায়। পালাবার চেষ্টা করছে।

‘স্থির হয়ে দাঁড়াও।’ ঘোত করে উঠল বামন, হ্যারির ব্যাগ খামছে দরে ওকে পেছনে টানবার চেষ্টা করল।

‘আমাকে যেতে দাও।’ হ্যারি খিচিয়ে উঠল, ব্যাগ টানল।

জোরে একটা কিছু ছেড়ার শব্দ হলো, ওর ব্যাগটা ছিড়ে দুই ভাগ হয়ে গেলো। ওর বই, জাদুদণ্ড, পার্চমেন্ট এবং পালকের কলম সব মেঝেতে পড়ে একাকার, কালির দেয়াতটা সবগুলোর উপর পড়ে ভেসে গেলো।

হ্যারি হামাঞ্চি দিয়ে সবকিছু গুছিয়ে তোলার চেষ্টা করছে, বামনটা গান শুরুর আগে। করিতোরে সবাইকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো যেন এই ষটনটা সবাইকে জিমি করেছে।

‘ওখানে কি হচ্ছে?’ ড্র্যাকো ম্যালফয়ের শীতল কঢ়ে টেনে টেনে বলা কথাগুলো ভেসে এলো। অতি ব্যাকুলভাবে হ্যারি সব গোছাতে চেষ্টা করছে ওর ছেড়া ব্যাগে, ম্যালফয় ওর মিউজিক্যাল ভ্যালেন্টাইন শোনার আগেই পালানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে সে।

‘এখানে এত ঝামেলা কিসের?’ আরেকটি পরিচিত শব্দ বলল, পাসি উইসলিও এসে ইজির।

দিশেহারা হয়ে হ্যারি দৌড়ই দিতে চেয়েছিল, ~~বামনটা~~ ওর হাতু জড়িয়ে ধরে সজোরে মেঝেতে পেড়ে ফেলল।

‘ঠিক আছে,’ বলল সে হ্যারির গোড়ালীর উপর বসে, ‘এখন শোন তোমার গানের ভ্যালেন্টাইন।’

‘ওর চোখ জোড়া সদ্য জাগুবিত্ত কোলাব্যাঙের মতো সবুজ,

ওর চুল ব্ল্যাকবোর্ডের মিত্তে কালো।

আমি আশা করি ও যদি আমার হতো, সে সত্যিই স্বর্গীয়,

বীর, যে অন্ধকারের প্রভুকে জয় করেছে।’

এখানে বাস্প হয়ে হয়ে গায়েব হয়ে যাওয়ার জন্য হ্যারি উপায়ন্তর না দেখে, যিংগটের তার সব সোনা দিয়ে দিতে পারে।

সাহসের সাথে অন্যদের মতোই হসবার চেষ্টা করতে করতে হ্যারি উঠে দাঁড়ালো। বামনের ওজনে ওর পা দু'টো অবশ হয়ে পড়েছে। পার্সি উইসলি সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করছে ভীড় ভঙ্গে দিতে, কেউ কেউ চিৎকার করছে উঘাসে।

‘যাও যাও, সব যাও, পাঁচ মিনিট আগে ঘন্টা পড়ে গেছে, এখন সব ক্লাসে যাও,’ সবাইকে ক্লাসে পাঠাবার চেষ্টা করছে পার্সি, কয়েকটি প্রথম বর্ষীয়কে তাড়া করে পাঠিয়ে দিল। ‘এবং তুমি, ম্যালফয়।’

হ্যারি ওই দিকে তাকিয়ে দেখল, ঝুকে কিছু একটা তুলে নিচ্ছে ম্যালফয়। চতুর একটা কটাক্ষ করে সে ওটা ক্রেব আর গঘলকে দেখাল। এবং হ্যারি দেখল ও রিডল্স-এর ডায়রিটা পেয়েছে।

‘ওটা ফেরত দাও,’ শান্ত স্বরে বলল হ্যারি।

‘ভাবছি এটাতে পটার কি লিখেছে?’ বলল ম্যালফয়, কিন্তু মলাটের বছর লেখাটা ও খেয়াল করেনি, এবং ভাবল ওর হাতে হ্যারির নিজের ডায়রি। দর্শকদের মধ্যে নিরবতা নেমে এলো। জিনি বারবার ডায়রি থেকে চোখ সরিয়ে হ্যারির দিকে তাকাচ্ছে, ভয় পেয়েছে সে।

‘ওটা ফিরিয়ে দাও,’ কঠোরভাবে বলল পার্সি।

‘আমার দেখা শেষ হওয়ার পর,’ বলল ম্যালফয়, ঠাণ্ডার ছলে ডায়রিটা হ্যারির দিকে নাড়ে।

পার্সি বলল, ‘ক্লুল প্রিফেন্ট হিসেবে-’ কিন্তু হ্যারি বৈর্য হারিয়ে ফেলেছে। সে তার জাদুদণ্ড বের করে ম্যালফয়ের দিকে তাক করে চিৎকার করল, ‘এক্সপেলিয়ারমাস!’ এবং যেখাবে স্নেইপ লকহার্টকে অস্ত্রচূড়ান্ত করেছিলেন, তেমনি ম্যালফয় দেখল ডায়রিটা তার হাত থেকে বেরিয়ে গেল। একটা চওড়া হাসি দিয়ে ওটা ধরে ফেলল রন।

‘হ্যারি!’ বলল পার্সি জোরে, ‘করিডোরে ম্যাজিক নিষিদ্ধ। আমাকে এটা রিপোর্ট করতে হবে, তুমি জান?’

হ্যারি পরোয়া করে না, ম্যালফয়ের ওপর এক দফা বিজয় হয়েছে, এবং সেটা শিফিল্ডের জন্য একদিনে পাঁচ প্রতিশত অর্জনের সমান। কিন্তু দেখাচ্ছিল ম্যালফয়কে এবং জিনি যখন ওকে পেরিয়ে ক্লাসে যাচ্ছিল, আক্রোশে সে চিৎকার করল, ‘তোমার ভ্যালেন্টাইন্সটা পটার খুব পছন্দ করেছে!’

হাতে মুখ চেকে জিনি দৌড়ে ক্লাসে চুকে গেল। ক্ষেপে গিয়ে রনও তার জাদুদণ্ড বের করতে গিয়েছিল, হ্যারি ওকে টেনে সরিয়ে দিল। রনের আর স্নাগ

উপরে দিন কাটানোর প্রয়োজন নেই।

প্রফেসর ফিটউইকের ফ্লাসে না পৌছানো পর্যন্ত হ্যারি বুবাতেই পারেনি যে রিডলের ডায়রিতে অস্বাভাবিক কিছু রয়েছে। তার অন্য সব বই টকটকে কালিতে লেপটে গেছে। কিন্তু ডায়রিটা, ওটার উপর কালির বোতল ভেঙে পড়বার আগের মতোই একেবারে পরিষ্কার, একটুও কালির ফেটার চিহ্ন নেই। রনকে বলার চেষ্টা করল ব্যাপারটা, কিন্তু রনের জাদুদণ্ডটা আবার ঝামেলা করছে; ওটার মাথা দিয়ে বেগুনী-লাল রঙের বুদ্ধুদ বেরোচ্ছে, এবং অন্য কিছুতে এখন আর উৎসাহ নেই তার।

* * *

সে রাতে অন্য সকলের চেয়ে আগে শুতে গেল হ্যারি। এর কারণ অংশত হচ্ছে সে ফ্রেড আর জর্জের মুখে ওই গানটা ‘তার চোখ... ব্যাঙের মতো সবুজ আরেকবার শুনতে চায না, এবং অংশত সে রিডলের ডায়রিটা আবার পরীক্ষা করে দেখতে চায, এবং জানে যে রন বলবে, সে তার সময় শুধু শুধু নষ্ট করছে।

হ্যারি তার বিছানায় বসে ডায়রিটা দেখছে পাতা উল্টিয়ে, একটি পাতায়ও লাল কালি ও একটুও দাগ নেই। তারপর সে নতুন একটা দেয়াত বের করল, পাখার কলমটা নিয়ে ডায়রির প্রথম পাতায় একটা ফোটো ফেলল।

কালিটা এক সেকেন্ডের জন্যে উজ্জ্বলভাবে জুলজুল করলো ডায়রির পাতায় এবং তারপর, যেন পাতার ভেতর শুধু নেয়া হয়েছে, অদৃশ্য হয়ে গেলো। উভেজিত, হ্যারি আবার কলমটা দোয়াতে ডোবালো, লিখল ডায়রির পাতায়, ‘আমার নাম হ্যারি পটার।’

শব্দগুলো মুহূর্তের জন্য বইয়ের পাতায় জুলজুল করলো ডায়রির অদৃশ্য হয়ে গেলো। এরপর, এরপর, অবশ্যে একটা ব্যাপার ঘটেছে।

‘হ্যালো, হ্যারি পটার। আমার নাম টম রিডল।’ আমার ডায়রি পেলে কিভাবে?

এই শব্দ শুল্লোও অদৃশ্য হয়ে যেতে শুরু করল, কিন্তু হ্যারি আবার লেখা শুরু করার আগে নয়।

‘কেউ একজন এটা টয়লেটে ফ্লাশ কর্তৃত চেয়েছিল।’

সে আগ্রহের সঙ্গে রিডল্স-এজেন্সিয়াবের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

‘ভাগ্য ভাল যে কালির হাতে হ্যারী উপায়ে আমি ডায়রিটা লিখেছিলাম। কিন্তু আমি এও জানতাম যে এমন লোকও রয়েছে যারা চায না আমার ডায়রি পড়া হ্যাক।’

‘কি বলতে চাচ্ছ?’ হ্যারি লিখল, উভেজনায় ব্লটিং পেপার দিয়ে নিজেই লেখাগুলি ব্লট করল।

‘আমি বলতে চাইছি এই ডায়ারিতে ভয়াবহ দিনগুলির স্মৃতি রাখেছে। সেই সমস্ত বিষয় যেগুলো ধামা চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। সেই সব ঘটনা, যেগুলো হোগার্টস স্কুল অফ উইচক্র্যাফ্ট অ্যাভ উইজারডিতে ঘটেছিল।’

‘সেখানেই আমি এখন রাখেছি,’ দ্রুত লিখল হ্যারি। ‘আমি এখন হোগার্টস-এ, এবং ভয়ঙ্কর সব ঘটনা ঘটছে। তুমি কি চেস্বার অফ সিক্রেটস সম্পর্কে কিছু জান?’

হ্যারির হৃৎপিণ্ডে হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। রিডলস-এর জবাব এলো দ্রুত, ওর হাতের লেখা খারাপ হতে শুরু করেছে, যেন তাকে তাড়াতাড়ি এসব বলে ফেলতে হবে।

‘নিশ্চয়ই আমি চেস্বার অফ সিক্রেটস সম্পর্কে জানি। আমাদের সময় বলা হতো ওটা একটা জনশ্রুতি, ওটার কোন অস্তিত্ব নেই। কিন্তু ওই কথা যিথ্যাছিল। আমার ফিফ্থ ইয়ারের সময়, চেস্বারটা খোলা হয়েছিল এবং রাক্ষসটা বেরিয়ে এসেছিল, কয়েকজন ছাত্রকে আক্রমণ করেছিল, অবশ্যে একজনকে হত্যাও করেছিল। যে লোকটি চেস্বার ঝুলেছিল আমি তাকে ধরে ফেলেছিলাম এবং তাকে স্কুল থেকে বহিকার করা হয়েছিল। কিন্তু হেডমাস্টার, প্রফেসর ডিপেট, হোগার্টস-এ ঘটায় লজিত হয়ে আমাকে সত্য বলতে বারণ করেছিলেন। একটা গল্প চালু করে দেয়া হয়েছিল যে ঘেরেটি উড্ডট এক দুর্ঘটনায় মারা গেছে। আমাকে ওরা একটি ছোট চকচকে পদকও দিয়েছিল আমার কষ্টের স্বীকৃতি স্বরূপ এবং মুখ বক্ষ করে রাখার জন্যও সতর্ক করে দেয়া হয়। কিন্তু আমি জানতাম এটা আবার ঘটতে পারে। রাক্ষসটা বেঁচে রয়েছে এবং যে ব্যক্তির ক্ষমতা রয়েছে ওটাকে ছেড়ে দেয়ার তাবে জেলে স্মাটক করে রাখা হয়নি।’

তাড়াভুড়া করতে গিয়ে হ্যারি তার কালির বোতলটা ফেলে দিয়েছিল।

‘আবার ওই ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে। তিনটা আক্রমণ হয়েছে এবং কেউ মনে হয় কিছু জানে না এর পেছনে কে রয়েছে? চেস্বার কে ছিল?’

‘আমি তোমাকে দেখাতে পারি, যদি তুম্হি চাও,’ রিডলি’র জবাব পাওয়া গেল। ‘আমার কথায় বিশ্বাস করবার দ্বিক্ষা রয়েছে। আমি তোমাকে ঘটনার রাতে, যে ঘটনায় অমি তাকে ধরেছিলাম, সেই রাতের স্মৃতির ভেতর নিয়ে যেতে পারি।’

হ্যারি ইতস্তত করল, ওর কশমটা ডায়ারিয়ের উপর রাখা। রিডলি কি বোঝাতে চাচ্ছে? তাকে কি ভাবে আরেকজনের স্মৃতির ভেতর নেয়া সম্ভব? নার্টাস হ্যারি

ডর্মিটরির দরজাটার দিকে তাকাল, অঙ্ককার। আবার যখন ডায়রিটার দিকে তাকাল হ্যারি, দেখল নতুন শব্দ লেখা হচ্ছে।

‘চলো, তোমাকে দেখাই।’

মুহূর্তের ভগ্নাংশের জন্য থামল হ্যারি, তারপর ডায়রিতে দুটো শব্দ লিখল।

‘ঠিক আছে।’

ডায়রির পাতাগুলি উড়ছে, যেন পাগলা বাতাসে পেয়েছে, জুন মাসের মাঝামাঝি একটা পাতায় গিয়ে থামল হ্যারির মুখ হা হয়ে গেছে, দেখল সে জুনের তেরো তারিখ যে চৌকো ঘরে লেখা রয়েছে, সেটা একটা টিভি পর্দা হয়ে গেছে। ওর হাত কাঁপছে আত্মে আত্মে। ও ডায়রিটা চোখের কাছে তুলে ধরল, এবং কি হচ্ছে বোঝার আগেই, সে সামনের দিকে কাঁত হতে শুরু করল; জানালাটা বড় হচ্ছে, সে টের পেলো তার শরীরটা বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে এবং মাথা আগে পাতার খোলা ঘায়গাটা দিয়ে, রঙ এং ছায়ার ঘূর্ণির মধ্যে।

সে টের পেল শক্ত মাটিতে পড়েছে তার পা, এবং দাঁড়াল, কাঁপল, চারদিকের আবছা মূর্তিগুলি হঠাতে চোখের সামনে চলে এলা।

সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝতে পারল কোথায় আছে সে। ঘুমন্ত ছবির এই বৃত্তাকার রংশটা হচ্ছে ডায়লডোরের অফিস— কিন্তু ডেক্সের পেছনে যিনি বসে আছেন তিনি ডায়লডোর নন। বয়স্ক এবং দূর্বল দেখতে একজন জাদুকর, কয়েক গাছি সাদা চুল ছাড়া পুরো মাথা জুড়ে টাক, মোমের আলোয় একটা চিঠি পড়ছেন।

‘আমি দুঃখিত,’ কম্পিত স্বরে বলল হ্যারি, ‘অনাহত আমি মাঝখানে চুকে পড়তে চাইনি...’

কিন্তু তাকালেন না লোকটি। পড়ে যেতে লাগলেন, ক্ষু সামান্য কেঁচকানো। ডেক্সের কাছে চলে এলো হ্যারি, এবং তোতলাটুসি, ‘মানে-আমি চলে যা-যা-যাব?’

তারপরও লোকটি তাকে উপেক্ষা করলেন। মন্মেঝ ওর কথা শনতে পাচ্ছেন না। কালা হতে পারে ভেবে, হ্যারি গলার কুর চড়ালো।

‘দুঃখিত, আপনাকে ডিস্টাৰ্ব কৰার জন্মে আমি এখন চলে যাবো,’ প্রায় চিৎকার করল ও।

জাদুকর একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে তিস্তো ভাজ করলেন, উঠে দাঁড়ালেন, হ্যারিকে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন, কিন্তু দিকে তাকালেন না পর্যন্ত এবং গেলেন জানালার পর্দাগুলো সরিয়ে দেয়ার জন্যে।

জানালার বাইরে আকাশটা চুণীর মতো লাল; মনে হচ্ছে সূর্য জ্বলে। জাদুকর আবার টেবিলে ফিরে গেলেন, বসলেন বুড়ো আঙুল মেঁচড়ালেন,

খেয়ালটা দরজার দিকে।

হ্যারি অফিস ঘরটার চারদিক দেখছে। ফোক্স নামক ফিলিঙ্গ পার্থিটা নেই; শব্দ করা রূপার কল নেই। এটা রিডল্-এর দেখা হোগার্টস, তার মানে হচ্ছে এই অপরিচিত জাদুকর হচ্ছে হেডমাস্টার, এবং ডাষ্টলডোর নন, এবং সে, হ্যারি, হলো প্রায় অলীক এক মূর্তি, পঞ্চাশ বছরের আগের মানুষের কাছে সম্পূর্ণ অদৃশ্য।

অফিসের দরজায় টৌকা পড়লো।

‘এসো,’ বললেন হেডমাস্টার ক্ষীণ কল্পে।

ষেল বছরের এক কিশোর ঢুকল, ওর সূচালো হ্যাট হাতে। ওর বুকে প্রিফেস্টের রূপালি ব্যাজটা চকচক করছে। হ্যারির চেয়ে অনেক লম্বা, কিন্তু ওরও কালো চুল।

‘আব, রিডল্,’ বললেন হেডমাস্টার।

‘আপনি আমাকে দেখা করতে বলেছেন প্রফেসর ডিপেট?’ বলল রিডল্। ওকে নার্ভাস দেখাচ্ছে।

‘বসো,’ বললেন ডিপেট। ‘তোমার পাঠানো চিঠিটা আমি এই মাত্র পড়া শেষ করলাম।’

‘ওহ,’ বলল রিডল্। হাত দু'টো মুঠো করে শক্ত হয়ে বসল।

‘মাই ডিয়ার বয়,’ নরমতাবে বললেন ডিপেট, ‘আমি সম্ভবত তোমাকে গ্রীষ্মের ছুটিতে ক্ষুলে থাকতে দিতে পারি না, নিচয়ই তুমি ছুটিতে বাড়ি যেতে চাও?’

‘না,’ সঙ্গে সঙ্গে বলল রিডল্, ‘আমি বরং হোগার্টস-এই থেকে যাবো তবুও ওই-ফিরে যাওয়ার চেয়ে—’

‘আমার মনে হয়, ছুটির সময় তুমি একটা মাগল এতিমখানায় থাকো?’
বললেন ডিপেট কৌতুহলী হয়ে।

‘জি, স্যার,’ বলল ডিপেট, লাল হয়ে গেছে সে অঙ্গুষ্ঠী।

‘তুমি মাগল-জাত?’

‘মিশেল, স্যার,’ বলল সে। ‘বাবা মাগল, সাজাইনী।’

‘এবং তোমার পিতা-মাতা দুজন-?’

‘আমার জন্মের ঠিক পরেই মা মারা যায়, স্যার। এতিমখানায় ওরা আমাকে রেখেছে, আমার নামকরণ করতে একটা সময় লেগেছে ঠিক ততক্ষণই তিনি বেঁচে ছিলেন। আমার নাম বেঁচে গেছেন তিনি— টম আমার বাবার নামে, মারভেলে আমার দাদার নামে।’

সহানুভূতি জানিয়ে জিঙ্কা দিয়ে স্বাদ করলেন ডিপেট।

‘বিষয়টা হচ্ছে, টম,’ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি, ‘তোমার জন্যে হয়তো বিশেষ ব্যবস্থা করা যেতো, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে...’

‘আপনি আক্রমণগুলির কথা বলছেন, স্যার?’ বলল রিডল, এবং হ্যারি আরো এগিয়ে গেলো, পাহে কোন শব্দ মিস হয়।

‘ঠিক ধরেছ,’ বললেন হেডমাস্টার। ‘মাই ডিয়ার বয়, তুমি ভেবে দেখো টার্ম শেষ হলে তোমাকে এখানে থাকতে দেয়া কত বড় বোকামী হবে। বিশেষ করে এই সময়ের ট্র্যাজিক ঘটনাবলীর আলোকে... ওই মেরেটার মৃত্যু... তুমি তোমার এতিমখানায় অনেক বেশি নিরাপদে থাকবে। বস্তুত, ম্যাজিক মন্ত্রগালায়ও এখন স্কুল বন্ধ রাখারই কথা ভাবছে। আর আমরা আক্রমণকারীর হাদিশ বের করার— মানে— এই সব আক্রমণের উৎস কোথায়...’

রিডলের চোখ বড় বড় হয়ে গেলো।

‘স্যার— ওই লোকটিকে যদি ধরা যায়... যদি সব অঘটন থেমে যায়...’

‘তুমি কি বলতে চাচ্ছো?’ বললেন ডিপেট, স্বরে তীক্ষ্ণতা এনে, চেয়ারে থাঢ়া হয়ে বসলেন। ‘রিডল, তুমি কি বলতে চাচ্ছো যে এই সব আক্রমণ সম্পর্কে কিছু জান?’

‘না, স্যার,..’ তাড়াতাড়ি জবাব দিল রিডল।

তবে, হ্যারি নিশ্চিত যে, সে ডাষ্টলডোরকে যেমন ‘না’ বলেছিল, এটাও সেই ধরনের না।

ডিপেট আবার হেলান দিলেন চেয়ারে, সামান্য হতাশ হয়েছেন তিনি।

‘তুমি যেতে পারো, টম...’

রিডল ওর চেয়ার থেকে নেমে ঝুঁম থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল, ওকে অনুসরণ করল হ্যারি।

চলন্ত গোলাকার সিঁড়ি দিয়ে ওরা নামল, অঙ্ককার করিডোরে হাঁটুদের পানি বাইরে পড়বার পাইপটার পাশে। রিডল থামল, হ্যারিও থামল, ওকে লক্ষ্য করছে হ্যারি। হ্যারি বুঝতে পারছে ও সিরিয়াসলি কিছু জরিষে। ঠেট কামড়ে ধরেনছে। কপালে বলিবেখা।

এরপর, যেন হঠাতে সে একটা সিকান্ডে পৌছে গেছে, সে দ্রুত হাঁটতে শুরু করল, হ্যারি শব্দহীনভাবে চলে ওর পেছনে। এন্ট্রাস হলে না পৌছানো পয়স্ত তারা আর কাউকে দেখতে পেলো না। পিঙ্গল বর্ণের চুল এবং দাঢ়ি মণ্ডিত লম্বা একজন জাদুকর রিডলকে ডাকলেন মার্বেল পাথরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে।

‘এতো রাতে কি করছ, ঘুরে বেড়াচ্ছো কেন টম?’

জাদুকরকে দেখে হ্যারির মুখ হা হয়ে গেল। তিনি আর কেউ নন পঞ্চাশ

বছরের আগের ডাষ্টলডোর।

‘হেডমাস্টার আমাকে ডেকেছিলেন স্যার,’ বলল রিডল্।

‘বেশ, জুলদি গিয়ে শুয়ে পড়ো,’ বললেন ডাষ্টলডোর, হ্যারির দিকে সেই একই অন্তভেদী দৃষ্টিতে তাকিয়ে যার সঙ্গে হ্যারি খুব ভালভাবে পরিচিত। ‘এখন করিডোরে ঘুরে না বেড়ানোই সবচেয়ে ভাল,। বিশেষ করে থেহেতু...’

গভীরভাবে শ্বাস ছাড়লেন তিনি, রিডল্‌কে বিদায় জানিয়ে হেঁটে চলে গেলেন। ওঁকে দৃষ্টির বাইরে চলে যেতে দেখল রিডল্ এবং তারপর, দ্রুত সোজা পাতালের কারাকক্ষগুলোর দিকে রওয়ানা দিল, পেছনে অনুসরণ করছে হ্যারি।

কিন্তু হ্যারি হতাশ হলো, রিডল্ ওকে কোন লুকোনো পথ বা গোপন সুড়ঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে না, ওকে নিয়ে গেল ওই সেই প্রকোষ্ঠে যেখানে মেইপের সঙ্গে হ্যারির পোশন ক্লাস হয়। টর্চগুলো জ্বালানো হয়নি, এবং রিডল্ যখন দরজাটি প্রায় বক্স করে দিল ঠেলে, হ্যারি তখন শুধু মাত্র রিডলকেই দেখতে পেলো, দরজার পাশে কাঠের মতো স্থির হয়ে আছে, বাইরের পথটার দিকে লক্ষ্য রাখছে।

হ্যারির মনে হলো ওরা ওখানে প্রায় একঘণ্টা ধরে রয়েছে। ও শুধু দেখতে পাচ্ছে দরজায় রিডলের অবয়বটা, ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে, মূর্তির মতো অপেক্ষা করছে। এবং যখন হ্যারি আশা ছাড়ল, চাঁপা উত্তেজনাও কমে গেলো, এবং বর্তমানে ফিরে আসার ইচ্ছা জাগতে শুরু করল, ও শুনতে পেলো দরজার ওপারে কিছু একটা নড়ছে।

কেউ একজন পা টিপে টিপে আসছে। সে শুনল, যেই হোক ও আর রিডল্ যেখানে লুকিয়ে রয়েছে সেই দরজাটা পেরিয়ে গেল। রিডল ছায়ার মতো নিঃশব্দ, দরজা দিয়ে চুপিসারে বের হলো এবং অনুসরণ করতে শুরু করল। হ্যারিও অনুসরণ করছে পা টিপে টিপে, ও ভুলে গেছে ওর শুধু কেউই শুনতে পাবে না।

সন্তুষ্ট পাঁচ মিনিট ওরা পারের শব্দ অনুসরণ করল, যে পর্যন্ত না রিডল্ হঠাত থেমে দাঁড়ালো, ওর মাথাটা নতুন শব্দের উৎসের দিকে কাত করা। হ্যারি শুনল ক্যাচ ক্যাচ করে একটা দরজা খোলার শব্দ হলো, তারপর কেউ একজন ভাঙা গলায় ফিস ফিস করছে।

‘এসো...এখান থেকে বাই কর্ণফে হবে তোমাকে...এসো...বাঞ্জের তেতরে এসো...’

গলার শব্দটা পরিচিত পরিচিত ঠেকল হ্যারির কাছে।

হঠাত রিডল্ কোনা থেকে লাফিয়ে উঠল। হ্যারি গেল পেছন পেছন। ও

দেখতে পেলো বিশালদেহী একটা ছেলের কাঠামো একটা খোলা দরজার সামনে উরু হয়ে আছে, পাশে একটা বিরাট বাস্ত্র।

‘ইভিনিং, রুবিয়াস,’ বলল রিডল্ তীক্ষ্ণ কষ্টে।

ছেলেটি দড়াম করে দরজা বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালো।

‘তুমি এখানে নিচে কি করছ, টম?’

রিডল্ আরো কাছে গেলো।

‘খেল খতম,’ বলল সে। ‘তোমাকে আমার ধরিয়ে দিতে হবে, রুবিয়াস। ওরা বলছে হোগার্টস বন্ধ করে দেয়া হবে যদি হামলাগুলো বন্ধ না হয়।’

‘তুমি কি-’

আমি মনে করি না তুমি কাউকে হত্যা করতে চেয়েছ। কিন্তু দানব কখনো ভালো পোষ মানে না। আমি মনে করি তুমি হয়তো এটাকে শুধু হাত-পা নেড়ে চেড়ে বেড়াবার জন্যে ছেড়েছে এবং—’

‘এটা কখনো কাউকে হত্যা করেনি!’ বলল বিশালদেহী ছেলেটি, বন্ধ দরজাটাকে আড়াল করে। ওর পেছন থেকে একটা অন্তু ধরনের নড়াচড়া আর ক্লিকিং শব্দ শুনতে পেলো হ্যারি।

‘বুঝতে পারছ রুবিয়াস,’ বলল রিডল্, আরো কাছে চলে গেলো সে। ‘আগামীকাল মৃত মেয়েটির বাবা-মা এখানে আসছেন। কম সে কম হোগার্টস তো এটা করতে পারে যে, যে দানবটা ওদের মেয়েকে হত্যা করেছে সেটার হত্যা নিশ্চিত করা।’

‘ও, করেনি।’ গর্জন করে উঠল ছেলেটি, অঙ্ককার করিডোরে ওর প্রতিফলনি শোনা গেল। ‘সে কখনো করবে না! সে না!’

‘সরে দাঁড়াও,’ বলল রিডল্, ওর জাদুদণ্ড বের করল।

হঠাৎ ওর মন্ত্র করিডোরটাকে জুলন্ত বাতিতে আলোকিত করল। বিশালদেহী ছেলেটির পেছনের দরজাটা এত জোরে খুলে গেলো যে ও উল্টো দিকে দেয়ালে গিয়ে আছড়ে পড়লো। এবং ওর তেজর ঝুঁকে বের হয়ে এলো এমন একটা জ্বর, যা দেখে হ্যারি একটা দীর্ঘ তীক্ষ্ণ আত্মাদ করে করে উঠল, যেটা অবশ্য সে ছাড়া আর কেউই শুনতে পেতে পাব।

একটা বিশাল, সামনের দিকে ঝুঁকে আছে এমন, রোম সর্বস্ব দেহ, এবং কালো পায়ের একটা জট, অনেক চোখের মুক্তি এবং এক জোড়া তীক্ষ্ণ শ্লেষের মতো ধারালো সাঁড়াশি— রিডল তার জাদুদণ্ড আবার তুলল, কিন্তু ততক্ষণে দেরী হয়ে গেছে। জিনিসটা অর উপর দিয়ে গড়িয়ে দ্রুতবেগে চলে গেলো, করিডোরটা ভেদ করে এবং দৃষ্টির বাইরে। রিডল উঠে দাঁড়ালো, ওটার পেছনে তাকিয়ে রয়েছে; ওর জাদুদণ্ড আবার তুলল, কিন্তু বিশালদেহের ছেলেটা লাফ

দি঱ে ওর উপর পড়ল, দণ্ডটা ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ওকে ফেলে দিল,
চিঢ়কার করে উঠল, ‘মোওওওওওওওও!’

দৃশ্যটা আবার ঘুরল, অঙ্ককার সম্পূর্ণ হলো, হ্যারির মনে হচ্ছে ও উপর
থেকে পড়ছে, এবং ধপ করে সে পড়ল, সৈগলের মতো হাত-পা ছড়িয়ে ওর
বিছানায় গ্রিফিন্ডর হোস্টেলে। ওর পেটের উপর রিডলি'র ডায়ারিটা খোলা পড়ে
রয়েছে।

দম ফিরে পাওয়ার আগেই দরজাটা খুলে গেল এবং তেতরে একা রন।

‘এই যে তুমি,’ বলল সে।

হ্যারি উঠে বসল, ও ঘামছে আর কাঁপছে।

‘কি হয়েছে?’ জিজ্ঞাসা করল রন, ভয় পেয়ে ওর দিকে তাকিয়ে।

‘হ্যারিড, রন। পঞ্চাশ বছৰ আগে হ্যারিড খুলেছিল চেস্বার অফ
সিক্রেটস।’

চতুর্দশ অধ্যায়



কণেলিয়াস ফাজ

হ্যারি, রন এবং হারমিউন সব সময়ই জানত যে বিরাট প্রশংসনীয় দানবীয় জীবের প্রতি হ্যাণ্ডিডের একটি দুঃখজনক পছন্দ রয়েছে। হোগার্টস-এ তাদের প্রথম বর্ষের সময় সে তার ছেতে কাঠের বাড়িকে প্রাণের চেষ্ট করেছে। এবং তার সেই দৈত্যাকার তিন-মাথার খুকুর, যার নাম ও রেখেছিল 'ফ্লাফি', ওটার কথা ওরা অনেকসিল ভুলবে না। এবং বাল্যকালে হ্যাণ্ডিড ঘদি শোনে কোথাও একটি দানব খুকনো রয়েছে তবে ওটাকে এক নজর দেখার জন্যে হ্যাণ্ডিড সব কিছু ক্ষেত্রে পারে। সে হয়তো ভেবেছিল এতো দিন ধরে দানবটাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে, এটা একটা লজ্জার ব্যাপার, এবং ওটার একটা সুযোগ পাওয়া উচিত খোলা ঘায়গায় হাত পা-গুলো ছড়ানোর জন্য; হ্যারি কল্পনা করতে পারে তার বছরের হ্যাণ্ডিড ওটার গলায় কলার

পরাচ্ছে। এবং সে এটাও নিশ্চিত যে হ্যাগ্রিডের কখনও কাউকে হত্যা করার উদ্দেশ্য ছিল না।

এখন হ্যারির মাঝে আবেগ আফসোস হয় রিডল-এর ভায়রি নিয়ে কাজ করার উপায় আবিষ্কার করার জন্য। বার বার বন এবং হারমিওন ওকে বলতে বলে কি সে দেখেছে, এক সময় সে মানসিক ভাবেই অসুস্থ হয়ে গেল এক ঘটনা বার বার বলতে বলতে এবং এরপর একই কথা বার বার আলোচনা করতে করতে।

‘রিডল হয়তো ভুল লোকটাকে ধরেছিল,’ বলু হারমিওন। ‘হয়তো অন্য কোন দানব মানুষের উপর হামলা চালাচ্ছিল...’

‘ও স্থানে কষটা দানব রাখা যেতে পারে, তুমি কি মনে করো?’ বনের নির্বোধ প্রশ্ন। ‘আমরা সবাই জানি হ্যাগ্রিডকে বহিষ্কার করা হয়েছিল,’ বলল হ্যারি দুঃখের সঙ্গে। ‘এবং হ্যাগ্রিডকে বের করে দেয়ার পর নিশ্চয়ই হামলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। না হলে রিডল পদক পেত না।’

বন অন্য এক ধারায় প্রশ্ন করল।

‘রিডলকে মনে হয় পার্সির মতোই- কিন্তু ওকে হ্যাগ্রিডের উপর নজর রাখতে কে বলেছিল?’

‘কিন্তু, দানবটা একজনকে হত্যা করেছিল বন,’ বলল হারমিওন।

‘এবং ওরা যদি হোগার্টস বন্ধ করে দেয় তবে, রিডলকে কোন এক মাগল এতিমখানায় যেতে হতো,’ বলল হ্যারি। ‘ওখানে থাকার চেষ্টা করার জন্যে আমি ওকে দোষ দিতে পারি না...’

বন ওর ঠোট কামড়াল। তারপর দ্বিধাহস্ত বন প্রশ্ন করল, ‘হ্যাগ্রিডের সঙ্গে তোমার নকটার্ন অ্যালিতে দেখা হয়েছিল, তাই না, হ্যারি?’

‘সে একটা মাংস-খেকো স্নাগের প্রতিরোধক কিনছিল,’ চুক্তিলদি জবাব দিল হ্যারি।

ওরা তিনজন নিরব হয়ে গেল। দীর্ঘক্ষণ চুপ করে থাকার পর হারমিওন একটু দ্বিধাতরে সবচেয়ে জটিল প্রশ্নটা করল: ‘তোমরা কি মনে করো আমাদের গিয়ে হ্যাগ্রিডকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা উচিত?’

‘ওটা একটা আনন্দময় সাক্ষাৎ হবে,’ বলল বন। ‘হ্যালো, হ্যাগ্রিড, আমাদের বলো, সম্প্রতি তুমি কি কোন ক্লেমওয়ালা এবং উন্মত্ত কিছু এখানে ছেড়ে রেখেছে?’

সবশেষে তারা ঠিক করল যে আরেকটা হামলা না হওয়া পর্যন্ত হ্যাগ্রিডকে তারা কিছুই বলবে না। এবং দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে তবুও অশরিয়ী কঠের কোন ফিসফিস শোনা যায়নি, ওরা আশা করল এরপর আর হ্যাগ্রিডকে জিজ্ঞাসা

করবার দরকার হবে না, কেন তাকে স্কুল থেকে বহিকার করা হয়েছিল। প্রায় চার মাস হয়ে গেল জাস্টিন এবং প্রায়-মাঝাইন নিককে ভয়ে অসাড় করা হয়েছে, এবং প্রায় সকলেই ভাবতে শুরু করল, হামলাকারি যেই হোক না কেন, চিরদিনের জন্য থেমে গেছে। পিতস তার ‘ওহ, পটার, তুমি পঁচা,’ গান গেয়ে গেয়ে হাঁপিয়ে উঠেছে, একদিন হার্বলজি ক্লাসে আর্নি ম্যাকমিলান অত্যন্ত বিনয়ের সাথে এক বালতি লাকানো ব্যাঙের ছাতা এগিয়ে দিতে অনুরোধ করল এবং মার্চ মাসে তিনি নম্বর শ্রীন হাউজে কয়েকটি মেন্ট্রেক কর্কশ স্বরে পার্টি দিল। এতে প্রফেসর স্প্রাউট খুবই খুশি হলেন।

‘যে মুহূর্তে ওরা একজন আর একজনের পটে যেতে শুরু করবে, আমরা জানব সেই মুহূর্ত থেকে ওরা পুরোপুরি সাবালক হয়ে গেছে,’ তিনি হ্যারিকে বললেন। ‘তাহলে আমরা হাসপাতালের ওই অসুস্থদের সারিয়ে তুলতে পারব।’

* * *

ইস্টার ছুটির সময় দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রদের নতুন একটা কিছু ভাবতে বলা হলো। তৃতীয় বর্ষের বিষয় বেছে নেয়ার সময় তাদের এসে গেছে, বিষয়টা অন্ত ত হারমিওন সিয়িসলি গ্রহণ করল।

‘এটা আমাদের পুরো ভবিষ্যতকেই প্রভাবিত করতে পারে,’ বলল সে হ্যারি আর রনকে, ওরা নতুন বিষয়ের তালিকা কেটে, মাঝে মাঝে টিক চিহ্ন দিচ্ছে।

‘আমি পোশনস ছেড়ে দিতে চাই,’ বলল হ্যারি।

‘আমরা তা পারি না,’ বলল রন বিষন্নভাবে। ‘আমাদেরকে সবগুলো পুরনো বিষয়ই রাখতে হবে, নাহলে তো আমি ডিফেন্স এগেনস্ট ডার্ক আর্টস ছেড়ে দিতাম।’

‘কিন্তু ওটা খুবই শুরুত্বপূর্ণ।’ বলল হারমিওন, মনে আঘাত দিয়েছে সে।

‘লকহার্ট আমাদের যেভাবে পড়ান, সেভাবে নয়,’ বলল রন। ‘ওঁর কাছ থেকে আমি কিছুই শিখিনি শুধু পিঞ্জিদের মুক্ত করে দিচ্ছি নেই- ছাড়া।’

নেভিল লংবটমকে তার পরিবারের সব জান আর ডাইনীর পক্ষ থেকে চিঠি পাঠানো হয়েছে, সবাই তাকে উপদেশ দিয়ে বিষয় বাছাই করার ব্যাপারে।

বিভাস এবং উদ্বিগ্ন হয়ে ও বিষয়ের অলিকা নিয়ে বসল, ওর জিহ্বা বেরিয়ে রয়েছে ঠোটের ফাঁক দিয়ে। জিজেনেস করছে একে ওকে এরিথ্ম্যালি আর প্রাচীন টিউটনিক বর্ণমালার ভাষা রূপ এর মধ্যে কোনটা বেশি কঠিন। ডিন থমাস, হ্যারির মতেই যে মাগলদের মধ্যে বড় হয়েছে, বিষয় বাছাইয়ের কাজটা শেষ

করেছে চোখ বন্ধ করে তালিকায় জাদুদণ্ড দিয়ে। যে বিষয়ের ওপর ওটা পড়েছে, সে বিষয়ই ও বেছে নিয়েছে। হারমিউন কারো কোনো উপদেশ নেয়নি সব গুলো বিষয়ই নিয়ে নিয়েছে।

আঙ্কল ভারনন এবং আন্ট পেতুনিয়া কি ভাবতেন যদি ওদেরকে জাদুবিদ্যায় তার ক্যারিয়ার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হতো, এটা তেবে হারি নিজের মনেই কঠোরভাবে হাসল। এমন নয় যে কেনো উপদেশ পায়নি: পার্সি উইসলি তার অভিজ্ঞতা বন্টন করতে খুবই আগ্রহী ছিল।

‘নির্ভর করে তুমি কি করতে চাও হারি,’ বলল সে। ‘তবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাবনা কখনোই খুব আগাম হয় না, সেই কারণে আমি সুপারিশ করবো ডিভাইনেশন অর্থাৎ তবিষ্যৎ কথন নাও। লোকে বলে মাগল স্টাডি খুবই দুর্বল বিকল্প। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি অ-জাদুকর সম্প্রদায় সম্পর্কে জাদুকরদের গভীর জ্ঞান থাকা উচিত, বিশেষ করে যদি ওরা অ-জাদুকরদের মধ্যে কাজ করতে চায়- আমার বাবাকে দেখো তাকে সবসময়ই মাগলদের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে হচ্ছে। আমার ভাই চার্লি বাইরে বাইরে থাকা টাইপের, সে জন্যে সে ম্যাজিক্যাল জীবদের যত্নাদির বিষয়ে পড়াশোনা করছে। তোমার নিজস্ব ক্ষমতা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নাও, হারি।

* * *

গ্রিফিন্ডরের পরবর্তী কিডিচ খেলা হাফলপাফদের সঙ্গে। প্রতি রাতে ডিনারের শেষে প্র্যাকটিস করার জন্য চাপাচাপি করছে উড। হারির এখন কিডিচ আর হোম ওয়ার্ক ছাড়া অন্য কিছুর জন্য সময়ই নেই। যাই হোক, ট্রেনিং সেশনটা আগের চেয়ে ভাল হচ্ছে, অন্তত শুকনো হচ্ছে। শনিবারের ম্যাচের আগের সক্ষ্যায় সে গেল হোস্টেলে ওর ঝাড়ুটা রাখতে, অন্তর্ভুক্ত করছে ও গ্রিফিন্ডরের কিডিচ কাপ জেতার সম্ভাবনা এখন যে কোন সম্ভয়ের চেয়ে বেশি।

কিন্তু ওর উৎকৃষ্টভাব বেশিক্ষণ থাকল না। হোস্টেলের সিডির মাথায় সে নেভিল ল্যাবটমের দেখা পেল, ওকে খুব ক্ষিণ দেখাচ্ছে।

‘হারি- জানি না কে এটা করেছে। আমি ওম্ব এমন—’

হারির দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে দুরজাস্ট ঠেলে খুলল ও।

হারির ট্রাকের তেতরের জিনিস সব প্রদিক শদিক সছড়ানো ছিটানো। ওর আলখিল্লাটা ছেড়া মেঝের ওপর পড়ে রয়েছে। বিছানা থেকে বিছানার চাদর টেনে নামানো হয়েছে এবং ওর ছ্রয়ারটা টেনে বার করা হয়েছে বেড সাইড ক্যাবিনেট থেকে, ম্যাট্রেস-এর ওপর তেতরের জিনিসগুলো ছড়ানো।

হ্যারি বিছানার কাছে গেল, মুখ বিস্ময়ে হা, ট্রাভেল্স উইথ ট্রাল্স-এর কয়েকটা ছেড়া পাতা মাড়িয়ে যেতে হলো তাকে।

সে এবং নেভিল চাদরগুলো বিছানায় তুলতে তুলতে, রন, ডিন আর সিমাস ঘরে ঢুকল। জোরে কসম খেল ডিন।

‘কি হয়েছে, হ্যারি?’

‘কোন ধারণা নেই,’ বলল হ্যারি। কিন্তু রন হ্যারির পোশাকটা পরীক্ষা করছিল। সবগুলো পকেট বাইরের দিকে সের করা।

‘কেউ একজন কিছু একটা খুঁজছিল,’ বলল রন। ‘কোন কিছু কি পাওয়া যাচ্ছে না?’

হ্যারি একটা একটা করে তুলে ট্রাঙ্কে ছুড়ে মারছে। লকহার্টের শেষ বইটা ট্রাঙ্কে ছুড়ে দেয়ার পর সে বুঝতে পারল কি খোয়া গেছে।

‘রিড্ল-এর ডায়রিটা নেই,’ নিম্ন কঠে বলল সে রনকে।

‘কি?’

হ্যারি দরজার দিকে মাথা ঝাঁকালো, রন ওকে অনুসরণ করল। ওরা দ্রুত গ্রিফিন্ডর কমন রুমে চলে এলো, ওটা অর্ধেক থালি, ওখানে ওরা হারমিওন, ও একা বসে প্রাচীন রুনকে মেড ইঙ্গি পড়ছিল।

বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেল হারমিওন খবরটা শুনে।

‘কিন্তু, শুধুমাত্র একজন গ্রিফিন্ডরই চুরিটা করতে পারে- আর কেউ তো আমাদের পাসওয়ার্ড জানে না...’

‘ঠিক তাই,’ বলল হ্যারি।

* * * *

পরদিন ঘুম ভাল চমৎকার সূর্যালোক, আলো এবং তাজা বাতাস।

‘কিভিচ খেলার একেবারে আদর্শ পরিবেশ,’ গ্রিফিন্ডর টেবিলে উৎসাহের সঙ্গে উড বলল টিমের সকলের প্লেটে ডিম তুলে দিতে দিতে। ‘হ্যারি কি হলো বাক আপ, তোমার একটা ভাল নাস্তা দরকার।’

হ্যারি তাকিয়ে আছে গ্রিফিন্ডর টেবিলের ভৌড়ের দিকে, তাবছে রিড্লের ডায়রির নতুন মালিক একেবারে তার চোখের পামনে রয়েছে কি না। হারমিওন ওকে বলছে চুরি সম্পর্কে রিপোর্ট করার জন্যে, কিন্তু কথাটা হ্যারির পছন্দ হয়নি। তাঁহলে চিচারকে ডায়রি সম্পর্কে সব কথাই বলে দিতে হবে এবং বলতে হবে কতজন জানত পঞ্জাশ বছর আগে কেন হ্যারিডকে স্কুল থেকে বহিক্ষার করা হয়েছিল? সে সেই ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হতে চায় না, যে আবার বিশ্বরটা

প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছে।

রন এবং হারমিওনের সঙ্গে ছেট হল হেডে কিডিচ-এর জিনিসগুলি আনার জন্যে ঘাওয়ার পথে আরেকটি খুবই শুরুতর উদ্বেগ যোগ হলো হ্যারির তালিকায়। যেই মাত্র সিডির মার্বল ধাপে পা দিয়েছে অমনি শুনতে পেলো আবার: ‘এইবার হত্যা করো...আমাকে ছিঁড়তে দাও...ছেঁড়ো...’

সে জোরে চিৎকার করে উঠল এবং রন আর হারমিওন দুজনেই ভয়ে তার কাছ থেকে লাফিয়ে দূরে সরে গেলো।

‘ওই কষ্টস্বরটা!’ বলল হ্যারি, কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে। ‘আমি এইমাত্র আবার ওটা শুনলাম— তোমরা শোনেনি?’

রন মাথা নাড়ল, ওর চেখ ছানাবড়া। হারমিওন, অবশ্য, ওর নিজের কপালে চাপড় দিল।

‘হ্যারি- আমার মনে হয় এইমাত্র আমি কিছু বুঝতে পেরেছি! আমাকে লাইব্রেরীতে যেতে হবে!’

এবং দৌড়ে উঠে গেলো সিডি দিয়ে।

‘ও কি বুঝাল?’ বলল হ্যারি অন্যমনক্ষভাবে, তখনও চারদিক দেখছে, বলার চেষ্টা করছে কোথেকে কষ্টস্বরটা আসছে।

‘সে আমার চেয়ে বেশি দায়িত্ব নেয়,’ বলল রন মাথা ঝাঁকিয়ে।

‘কিন্তু ওকে লাইব্রেরীতে যেতে হবে কেন?’

‘কারণ ওটাইতো হারমিওন করে,’ বলল রন কাঁধ ঝাঁকিয়ে। ‘যখনই কোন সন্দেহ ঘাও লাইব্রেরীতে।’

হ্যারি দাঁড়িয়ে আছে, অস্তির সংকলন, কষ্টস্বরটা আবার শোনার চেষ্টা করছে, কিন্তু এখন পেছনে ছেট হল থেকে লোকজন বেঞ্চিয়ে আসতে শুরু করেছে। কথা বলছে জোরে জোরে, সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে কিডিচ পিচের দিকে যাচ্ছে।

‘তুমি বরং ঘাও,’ বলল রন। ‘প্রায় এগোরোটা বাজে ভুঁঁ- ম্যাচটা।’

গ্রিফিন্ডর টাওয়ারে দৌড়ে উঠল হ্যারি, ওর নিরান্তর হাজারটা নিল এবং খেলার মাঠের ভিত্তের সঙ্গে যোগ দিল, কিন্তু ওর মুখ পড়ে আছে দৃঢ়-প্রাসাদে অশ্রিতী কষ্টস্বরের সঙ্গে, এবং যখন সে দ্রেসিং রুমে রুক্লাল জার্সি পড়ছে তখন তার একমাত্র সাতনা হচ্ছে সকলেই এখন মাঠে খেলা দেখবে বলে।

প্রবল উভেজনা আর হাততালির মধ্যে দুই টীম মাঠে প্রবেশ করল। ওয়ার্ম-আপের জন্য অলিভার উড গেজ প্রেস্টগলোর চারদিকে উড়ার জন্যে গেলো। মাদাম হচ বলগলো ছাড়লেন ক্যানারী হলুদ জার্সি পরা হাফলপাফ-এর প্রেয়াররা একত্রে গোল হয়ে কৌশল নিয়ে শেষ মুহূর্তের আলোচনা করছে।

হ্যারি ওর ঝাড়ুর ওপর উঠছিল, তখনই প্রফেসর ম্যাকগোনাগলকে দেখা গেল আসছেন বিরাট একটা রঙলাল মেগাফোন হাতে, কিছুটা দৌড়ে, কিছুটা দ্রুত হেটে।

হ্যারির হৎপিণ্ঠটা পাথরের মতো ভারি বোধ হলো।

‘এই ম্যাচ বাতিল করা হয়েছে,’ মেগাফোনে বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল, দর্শক ভর্তি স্টেডিয়ামকে উদ্দেশ্য করে। চারদিক থেকে চিৎকার আর বুড়উ ধ্বনি শোনা গেল। অলিভার উডকে মনে হলো বিষ্ণুস্ত, নামল এবং ঝাড়ুদণ্ড না খুলেই প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের দিকে দৌড়ে গেলো।

‘কিন্তু প্রফেসর!’ চিৎকার করল ও, ‘আমাদের খেলতে হবে...কাপ... ফিফিডুর...’

ওকে উপেক্ষা করলেন প্রফেসর, মেগাফোনে বলতে লাগলেন, ‘সব ছাত্রকে তাদের হাউজ কমন রুমে যেতে হবে, যেখানে তাদের আরো তথ্য জানাবেন হেডস অফ হাউজ। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, প্লিজ।’

তারপর মেগাফোন নামিয়ে তিনি হ্যারিকে ডাকলেন।

‘পটার, আমার মনে হয় তুমি বরং আমার সাথে এসো...’

অবাক হয়ে ভাবছে হ্যারি এবারও কিভাবে তাকেই সন্দেহ করছেন তিনি, হ্যারি দেখল বিশুরু ভীড় থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করছে রন; ওরা রওয়ানা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে রনও দৌড়ে এলো কাছে। প্রফেসর ম্যাকগোনাগল আপন্তি করলেন না, হ্যারি অবাক হলো।

‘হ্যা, সেই ভাল, তুমিও আমাদের সঙ্গেই এসো, উইসলি।’

ওদের চারপাশ দিয়ে ভীড় করে যারা ফিরে যাচ্ছে খেলা বাতিল করায় অসন্তোষ প্রকাশ করছে। রন দের উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। হ্যারি এবং রন প্রফেসর ম্যাকগোনাগলকে অনুসরণ করে স্কুলে ফিরল মার্বেল পাথরের স্টেডিয়ামে ভেঙে উপরে, কিন্তু এবার তাদেরকে কারো অফিসে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না।

ওরা যাচ্ছে হাসপাতালের দিকে। ‘কিছুটা আঘাত পেতে পারো তোমরা’, আশ্চর্য নম্বুভাবে বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল। ‘আরেকটি হামলা হয়েছে...আরেকটি ডাবল হামলা।’

হ্যারির ডেতরটা ভয়াবহ ভাবে লাফিয়ে উঠল ভয়ানকভাবে। প্রফেসর ম্যাকগোনাগল দরজাটা খুললেন, হ্যারি আর রন ডেতরে গেল।

শাদাম পমক্রে ঝুঁকে আছেন পঞ্চম ঘরের একজন ছাত্রীর উপর, মেয়েটির চূল কেঁকড়ানো। মেয়েটিকে চিনতে পারল হ্যারি, র্যাভেনক্স'র ভুল করে এই মেয়েটিকেই স্থিথারিনের কমন রুমের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। এবং ওর পাশের বিছানায়-

‘হারমিওন! আর্টনাদ করে উঠল রন।

হারমিওন শয়ে আছে একেবারে স্থির, ওর চোখ খোলা এবং কাছের মতো স্বচ্ছ।

‘ওদেরকে লাইব্রেরীর কাছে পাওয়া গিয়েছে,’ বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল। ‘আমার মনে হয় না তোমাদের কেউ এটা সম্পর্কে বলতে পারবে? এটা ওদের পাশে মেঝেতে পাওয়া গিয়েছে...’

তার হাতে একটা ছোট গোল আঘাত।

হ্যারি আর রন মাথা নাড়ল, দুজনেই তাকিয়ে আছে হারমিওনের দিকে।

‘আমি গ্রিফিন্ডর টাওয়ার পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গে যাবো,’ বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল ভাস্তু কঢ়ে। ‘যাই হোক আমাকে ছাত্রদের প্রতি কিছু বলতেই হবে।’

* * * *

‘সব ছাত্রকে তাদের হাউজ কমন রুমে সান্ধ্য ছয়টার মধ্যে ফিরতে হবে। ওই সময়ের পর কেউই হোস্টেল থেকে বাইরে যাবে না। ক্লাসে যাওয়ার সময় তোমাদের সঙ্গে একজন করে শিক্ষক যাবেন। কোন ছ্যাত্রে শিক্ষকের সাহচর্য ছাড়া বাথরুম পর্যন্ত ব্যবহার করবে না। পরবর্তী সকল কিডিচ প্রশিক্ষণ এবং ম্যাচ স্থগিত করা হয়েছে। আর কোন সান্ধ্য কর্মকাণ্ড হবে না।’

কমন রুম ভর্তি গ্রিফিন্ডররা প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের বক্তব্য শুনল নিরবে। যে পার্টমেন্ট থেকে তিনি পড়ছিলেন সেটা গোল করে শুটিয়ে নিলেন, ধরা গলায় বললেন, ‘আমার হয়তো বলার অপেক্ষা রাখে না যে খুব কম সময়ই আমি এমন বেদনাহৃত হয়েছি। মনে হচ্ছে এসব হামলার পেছনে অপরাধীকে ধরা না সম্ভব হলে স্কুল বন্ধ করে দেয়া হবে। যারাই এ সম্পর্কে কিছু জানেন আমি তাদেরকে এগিয়ে এসে আমাদের কাছে বলার জন্মে আবেদন জানাচ্ছি।’

ছবির গর্ত দিয়ে আনাড়ির মতো বেরিয়ে গেলেন চিনি। এবং গ্রিফিন্ডররা সঙ্গে সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল।

‘দুজন গ্রিফিন্ডর হামলার শিকার, একজন গ্রিফিন্ডর ভূতকে না ধরেও বলা যায়, একজন র্যাভেনকু এবং একজন হাইল্পাফ,’ আঙুল শুনে বলল জমজ উইসলিদের বন্ধু লী জর্ডান। ‘কোন শিক্ষক কি খেয়াল করেননি যে স্থিথারিনরা সবাই নিরাপদে রয়েছে? এটা কিংবুকে নয় যে এই সব হামলা স্থিথারিনদের দিক থেকেই হচ্ছে? স্থিথারিনের বংশধর, স্থিথারিনের দানব- ওরা সব স্থিথারিকে বের করে দেয় না কেন?’ গজন করে উঠল সে।

পার্সি উইসলি লী জর্ডানের ঠিক পেছনের চেয়ারেই বসে ছিল, কিন্তু এই একবারের জন্য তার মতামত শোনাবার আগ্রহ দেখা গেল না। ওকে বিবর্ণ এবং হতবাক লাগছিল।

‘পার্সি সাংঘাতিক আঘাত পেয়েছে,’ জর্জ বলল হ্যারিকে আল্টে করে। ‘ওই ব্যাডেনক্ল মেয়েটা পেনেলোপ ক্লিয়ারওয়াটার-প্রিফেস্ট। আমার মনে হয় না ও তেবেছে দানবটা একজন প্রিফেস্টকে অক্রমণ করতে সাহস পাবে না।

কিন্তু পুরোপুরি শুনছে না ওর কথা। ওর চোখ থেকে হারমিওনের ছবিটা কিছুতেই সরছে না, হাপাতালের বিছানায় শুয়ে রয়েছে যেন পাথর খোদাই করে বানানো হয়েছে। এবং যদি তাড়াতাড়ি অপরাধীকে ধরা না যায়, তাহলে তার ভাগ্য সারাজীবনের জন্য ডার্সলিদের সাথে কাটানোই রয়েছে ভাগ্য। টম রিডল হ্যাপ্রিডকে ধরিয়ে দিয়েছে কারণ ওকে মাগল এতিমখানায় থাকতে হতো যদি ক্ষুল বন্ধ হতো। হ্যারি এখন বুঝতে পারছে ওর ঠিক কেমন লেগেছিল।

‘আমরা এখন কি করবো? বলল রন হ্যারির কানে কানে। ‘তুমি কি মনে করো ওরা হ্যাপ্রিডকে সন্দেহ করছে?’

‘আমাদেরকে ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে,’ বলল হ্যারি, ও মন ঠিক করে ফেলেছে। ‘আমি বিশ্বাস করতে পারছি না এবারও সেই, কিন্তু শেষবার ও যদি দানবটাকে ছেড়ে দিয়ে থাকে তবে ও জানবে কি ভাবে চেষ্টার অফ সিক্রেটস এর ভেতরে যেতে হয়, এবং সেটাই হবে শুরু।’

কিন্তু প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বলেছেন আমাদেরকে টাওয়ারেই থাকতে হবে, যদি না আমরা ক্লাসে যাই-’

‘আমার মনে হয়,’ বলল হ্যারি, আরো শান্তভাবে, ‘আবার ড্যাড-এর পুরনো আলখাল্লাটা বের করবার সময় এসেছে।’

* * * *

হ্যারি তার বাবার কাছ থেকে একটাই মালজিনস উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে, আর সেটা হচ্ছে একটা লম্বা, রেশমী অদৃশ্য হওয়ার আলখাল্লা। ক্ষুল থেকে চুপিসারে বেরিয়ে কেউ যেন জানতে না পারে, হ্যাপ্রিডের সঙ্গে দেখা করবার ওটাই একমাত্র উপায়। নির্ধারিত সময়ই ওরা শুভে গেল। নেভিল, ডিন এবং সিমাস চেষ্টার অফ সিক্রেটস স্টুলকে আলোচনা শেষ করে ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত ওরা অপেক্ষা করল। অবসর উঠল, কাপড় পরল এবং গায়ের ওপর আলখাল্লাটা ঢিয়ে নিল।

অঙ্কার জনশূন্য করিডোর দিয়ে ঘাওয়াটা উপভোগ্য হয়নি। হ্যারি আগেও

রাতে করিডোর দিয়ে অনেকবার ঘুরে বেড়িয়েছে, কিন্তু কখনই সূর্যাস্তের পর এত ভিড় দেখেনি। শিক্ষক, প্রিফেস্টস এবং ভূত করিডোর ধরে সবাই টহল দিচ্ছে জোড়ায় জোড়ায়, যে কোন অস্বাভাবিক তৎপরতায়ই ঘুরে দেখছে। ওদের অদৃশ্য হওয়ার আলখাল্লা ওদের শব্দগুলো তেকে রাখতে পারেনি, বিশেষ করে একটা উদ্বেগের মুহূর্ত ছিল যখন রন তার পায়ের আঙুলে ব্যথা পেল, ঠিক ওই যায়গায় যেখানে স্লেইপ দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিলেন। ইশ্বরকে ধন্যবাদ যে যে মুহূর্তে রন কসম খেল ঠিক সেই মুহূর্তেই স্লেইপও হাঁচি দিল। ওক কাঠের সদর দরজা পর্যন্ত পৌছে ওরা আস্তে করে ওটা খুলল।

পরিষ্কার তারা ভরা রাত। হ্যাণ্ডিডের বাড়ির আলো জুলা জানালা লক্ষ্য করে ওরা দ্রুত হাঁটছে। এবং একেবারে সদর দরজার ঠিক সামনে গিয়ে তবে আলখাল্লাটা খুলল।

দরজায় টোকা দেয়ার ঠিক মুহূর্ত পরই হ্যাণ্ডিড দরজা খুলে দিল। একেবারে মুখোমুখি ওদের দিকে একটা ক্রসবো তাক করে রয়েছে সে, ফ্যাঙ হ্যাণ্ডিডের বোরহাউস, ওদের দেখে তারপরে চিৎকার জুড়ে দিল।

‘ওহ’, বলল সে, অন্তর্টা নামিয়ে এবং ওদের দিকে সোজা দৃষ্টিতে তাকিয়ে। ‘তোমরা দুজনে এখানে কি করছ?’

‘ওটা কিসের জন্য?’ ক্রসবো-টা দেখিয়ে প্রশ্ন করল হ্যারি ভেতরে যেতে যেতে।

‘কিছু না...কিছু না,’ বিড় বিড় করল হ্যাণ্ডিড। ‘আমি আশা করছিলাম’... ‘কিছু এসে যায় না...বসো...চা বানাচ্ছি...’

মনে হচ্ছে জানেই না কি করছে ও। প্রায় আগুনটা নিভিয়ে ফেলেছিল, কেটলি থেকে পানি ফেলে দিয়েছিল প্রায় এবং তার বিশাল হাতের ধাক্কায় টিপটটা ভেঙ্গে ফেলল।

‘তুমি ঠিক আছো তো হ্যাণ্ডিড?’ বলল হ্যারি। ‘তুমি কি হারমিওনের কথা শুনেছ?’

‘ওহ, আমি শুনেছি, ঠিকই,’ বলল হ্যাণ্ডিড, একটু ভাঙ্গা।

সন্তুষ্ট সে, বারবার জানালার দিকে তাকাচ্ছে। ওদের দুজনকে বিরাট দুই মগে ফুটত পানি চেলে দিল ও (চা-ব্যাগ দিলে ভুলে গেছে), এবং একটা প্রেটে ওদের জন্য ফুট কেক দিচ্ছিল সেই ক্ষেত্রে দরজায় জোরে জোরে করাঘাত হলো।

হ্যাণ্ডিডের হাত থেকে ফুট কেকটা খসে পড়ল। হ্যারি আর রন ভয় পেয়ে দৃষ্টি বিনিময় কলল, ওরা অদৃশ্য হওয়ার আলখাল্লাটা আবার জড়িয়ে নিয়ে এক কোণায় চলে গেল। হ্যাণ্ডিড দেখে নিল ওরা ঠিক যতো লুকিয়েছে কি না।

ক্রসবো তুলে নিল, আরেকবার দরজাটা খুলে দিল।

‘গুড ইভিলিং হ্যার্ডি !’

ডাম্বলডোর এসেছেন। তেতরে চুকলেন, তাকে ভীষণ সিরিয়াস দেখাচ্ছে, তাকে অনুসরণ করে চুকল একজন অঙ্গৃত দেখতে লোক।

আঙ্গৃতক বেটে, মোটা, উক্ষেপুক্ষে সাদা চুল, চেহারায় উদ্বেগের ছাপ। অঙ্গৃত মিশ্রণের কাপড় পরে রয়েছেন: চিকণ স্ট্রাইপের স্যুট, রক্তলাল টাই, লম্বা কালো অলখাল্লা এবং সূচালো লাল বুট পরনে। বগলের নিচে লেবুর ঘতো সবুজ বোলার হ্যাট।

‘উনিই ড্যাড-এর বস !’ বলল। ‘কর্ণেলিয়াস ফাজ, ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী !’

কলুই দিয়ে ওতো দিয়ে হ্যারি ওকে চুপ করিয়ে দিল।

ফ্যাকাশে হয়ে গেছে হ্যার্ডিভের চেহারা, ঘাম ছুটে গেছে। একটা চেয়ারে বসে পড়ল হ্যার্ডি, তাকালো ডাম্বলডোর থেকে কর্ণেলিয়াস ফাজ-এর দিকে।

‘খারাপ কাজ, হ্যার্ডি,’ ফাজ বললেন কাটা কাটা ভাবে। ‘খুবই খারাপ কাজ। আসতেই হলো। মাগল-জাতদের ওপর চার চারটি হামলা। অনেকদূর গড়িয়েছে। মন্ত্রণালয়কে হস্তক্ষেপ করতেই হচ্ছে।’

‘আমি কথনো না,’ বলল হ্যার্ডি, ডাম্বলডোরের দিকে অনুশয়ের দৃষ্টিকে তাকিয়ে, ‘আপনি তো জানেন আমি করিনি, অফেসের ডাম্বলডোর, স্যার...’

‘আমি বোঝাতে চাই, কর্ণেলিয়াস, যে হ্যার্ডিভের ওপর আমার পূর্ণ আঙ্গুল রয়েছে,’ বললেন ডাম্বলডোর, ফাজের দিকে কপাল কুঁচকে।

‘দেখো, অ্যালবাস,’ বললেন ফাজ, অবস্থিতে। ‘হ্যার্ডিভের রেকর্ডই ওর বিরুদ্ধে। মন্ত্রণালয়কে তো কিছু একটা করতে হবে— কুণ্ডৰ গর্ভরৱা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে।’

‘তারপরও কর্ণেলিয়াস, আমি বলছি হ্যার্ডিভকে নিয়ে গেলে পরিস্থিতির একটুও উন্নতি হবে না,’ বললেন ডাম্বলডোর। ওর কানে চোখে যেন আঙুল জুলছে, এরকম আগে কথনো দেখেনি হ্যারি।

‘আমার অবস্থান থেকে দেখো,’ বললেন ফাজ, বোলার হ্যাটটা অস্থিরভাবে নাড়ছেন। ‘আমি অনেক চাপের মধ্যে আছি। কিছু কাজ হচ্ছে সেটা অন্তত দেখাতে হবে। যদি দেখা যায় হ্যার্ডিভে দোষী নয়, তাহলে ও ফিরে আসবে, সেটা আর বলাও লাগবে না। এখন আমার ওকে নিয়ে যেতেই হবে। আমার কর্তব্য পালন করা হবে না যদি না—’

‘আমাকে নিয়ে যাবেন’, বলল হ্যার্ডি কাঁপছে সে। ‘কোথায় নিয়ে যাবেন?’

‘অন্ন সময়ের জন্যে,’ বললেন ফাজ, হ্যার্ডিভের চোখে চোখ রাখতে

পারলেন না তিনি। ‘কোন শান্তি নয়, হ্যারিড, থাক সতর্কতা আর কি। যদি অন্য কেউ ধরা পড়ে, একেবারে ক্ষমা চে আপনাকে ছেড়ে দেয়া হবে...’

‘আজকাবান নয়?’ বিষন্ন কষ্টে বলল হ্যারিড।

ফাজ জবাব দেয়ার আগেই দরজায় আবার জোরে টোকা পড়ল।

এবার ডাম্বলডোর দরজা ঝুললেন। এখন হ্যারি বনের পাঁজরে কনুই দিয়ে গুতো ঘারল: শোনা না যায় এমন একটা দম ফেলল রন।

মিস্টার লুসিয়াস ম্যালফয় ঢুকছে হ্যারিডের বাড়িতে, লম্বা একটা ভমণকালীন আলখাল্লা পরনে, মুখে শীতল কিন্তু সন্তুষ্টির হাসি। হ্যারিডের কুকুর ফ্যাং ঘিউ ঘেউ করে উঠল।

‘ইতোমধ্যেই এসে গেছো, ফাজ,’ বলল সে সমর্থনের ভঙ্গিতে, ‘বেশ, বেশ...’

‘তুমি এখানে কি করছ?’ কিন্তু হয়ে বলল হ্যারিড, ‘আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও!’

‘মাই ডিয়ার, প্রিজ আমাকে বিশ্বাস করো, আমার মোটেও ইচ্ছা নেই তোমার— এই কি বললে— তুমি এটাকে বাড়ি বললে, বাড়ীতে আসার।’ বিদ্রূপের ভঙ্গিতে ঘরটা দেখতে দেখতে বললেন লুসিয়াস ম্যালফয়। ‘আমি ক্লে গিয়েছিলাম, আমাকে ওখান থেকে বলল, হেডমাস্টার সাহেব এখানেই রয়েছেন।’

‘এবং আমার সাথে, ঠিক কি চাচ্ছে লুসিয়াস?’ জিজ্ঞাসা করলেন ডাম্বলডোর। বললেন ভদ্র ভাবেই কিন্তু ওর নীল চোখের সেই আগুনটা এখনো রয়ে গেছে।

‘তয়াবহ ব্যাপার, ডাম্বলডোর,’ অলসভাবে বললেন মিস্টার লুসিয়াস, পার্চমেন্টের একটা লম্বা রোল বের করলেন পকেট থেকে, ‘গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন তোমার পদত্যাগ করা উচিত। এই যে সাসপেনশনের আদেশ-এর মধ্যে বারো জনেরই শাক্তর রয়েছে। আমার মনে হচ্ছে তুমি তেমনি কর্মস্ফূরতা হারাচ্ছ। এখন পর্যন্ত কয়টা হামলা হয়েছে? আরো দুটো অঙ্গ বিকেলে, তাই না? এই হারে হতে থাকলে হোগার্ট্স-এ কোন মাগাল-জাত থাকবে না, এবং আমরা সকলেই জানি সেটা ক্লুলের জন্য কি সাম্মানিক ক্ষতির ব্যাপার হবে।’

‘ওহ, দেখো লুসিয়াস,’ বললেন ফাজ, শক্তি মনে হচ্ছে তাকে, ‘ডাম্বলডোর সাসপেনশনে... না... এই মুহূর্তে যেটা একেবারেই চাই না...’

‘হেডমাস্টারের নিয়োগ— অথবা সাসপেনশন— ব্যাপারটা গুরুত্বদের হাতে, ফাজ,’ বললেন মিস্টার ম্যালফয় শান্তভাবে। ‘এবং ডাম্বলডোর এই হামলাগুলি ঠেকাতে ব্যর্থ হয়েছে...’

‘দেখো, লুসিয়াস, যদি ডাম্বলডোর না থামাতে পারে—’ বললেন ফাজ, ওর উপরের ঠোঁট ঘামছে, ‘আমি বলতে চাইছি, কে পারবে?’

‘সেটা দেখার অপেক্ষা,’ বললেন মিস্টার ম্যালফয়, মুখে একটা লোংরা হাসি। ‘কিন্তু যেহেতু আমরা বারো জনই তোটা দিয়েছি...’

হ্যাঞ্জিড লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, ওর লম্বা বিশৃঙ্খল চুলের কালো মাথাটা সিলিং-এ গিয়ে ঠেকেছে।

‘এবং কতজনকে তোমার ভয় দেখাতে হয়েছে বা ঝ্যাকমেল করতে হয়েছে ওদের সম্মত করাতে, ম্যালফয়, এহ?’ গর্জন করে উঠল সে।

‘ডিয়ার, ডিয়ার, তুমি জান, তোমার এই মেজাচটাই তোমাকে একদিন বিপদে ফেলবে, হ্যাঞ্জিড,’ বললেন মিস্টার ম্যালফয়। ‘আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি আজকাবান গার্ডদের উদ্দেশে অমনভাবে চিৎকার করো না। ওরা এটা মোটেই পছন্দ করবে না।’

‘তোমরা ডাম্বলডোরকে নিয়ে যেতে পারো!’ চিৎকার করে উঠল হ্যাঞ্জিড, ক্ষাঁ-ওর কুকুরটা ঝুঁড়িতে বসে আরো ভয় পেয়ে কুই কুই করে উঠল। ‘ওঁকে নিয়ে যাও, এরপর মাগল-জাতদের আর বাঁচার কোন সম্ভাবনাই নেই! এরপর খুন হতে থাকবে!’

‘নিজেকে সামলাও, হ্যাঞ্জিড,’ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন ডাম্বলডোর। তাকালেন লুসিয়াস ম্যালফয়ের দিকে।

‘যদি গভর্নরো আমাকে সরাতে চান, লুসিয়াস, তাহলে অবশ্যই আমি সরে দাঁড়াবো।’

‘কিন্তু—’ তেতোচেন ফাজ।

‘না! গর্জন করল হ্যাঞ্জিড।

ম্যালফয়ের ঠান্ডা ধূসর চোখের ওপর থেকে ডাম্বলডোর তার নীল উজ্জ্বল চোখ সরাননি।

‘যাই হোক, বললেন ডাম্বলডোর, অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে এবং ধীরে, যেন কোন শব্দই শুনতে কারো অসুবিধা না হয়, ‘তোমরা দেখবে আমি সত্যিকার অর্থে তখনই স্কুল ছেড়ে যাবো, যখন এখানে আমার অনুগত আর কেউই থাকবে না। এও দেখবে এই সাহায্যটা সময়ই হোগার্টস্-এ করা হয়, যখনই কেউ চায়।’

মুহূর্তের জন্য হ্যারি ভাবল সে আর রন যেখানে লুকিয়ে রয়েছে সেই দিকেই ডাম্বলডোরের চোখটা ঝুঁকে দেল।

‘প্রশংসারযোগ্য সেন্টিমেন্ট’ বললেন ম্যালফয় কুর্ণিশ করে। ‘আমরা সকলেই তোমাকে মিস-মালে এককভাবে তোমার সব কিছু করার স্টাইলটাকে

মিস করবো, অ্যালবাস, এবং আশা করবো তোমার উত্তরাধিকার “খুন” বন্ধ করতে সক্ষম হবে।’

কেবিনের দরজা পর্যন্ত গেলেন লুসিয়াস ফ্যালফয়, খুললেন এবং কুর্নিশ করে ডাষ্টলডোরকে বাইরে নিয়ে গেলেন। ফাজ তার বোলার হ্যাট হাতে নিয়ে নাড়ছেন, অপেক্ষা করলেন হ্যান্ডিডকে তার আগে যাওয়ার জন্যে, কিন্তু হ্যান্ডিড দাঁড়িয়েই রয়েছে, একটা গভীর শ্বাস নিয়ে সে বলল, ‘কেউ যদি কোন কিছু খুঁজে পেতে চায়, তাকে শুধু মাকড়শাদের অনুসরণ করতে হবে। ওরাই কে ঠিক পথে নিয়ে যাবে! আমার এ পর্যন্তই বলা।’

বিশ্বিত ফাজ তার দিকে তাকিয়ে রইল।

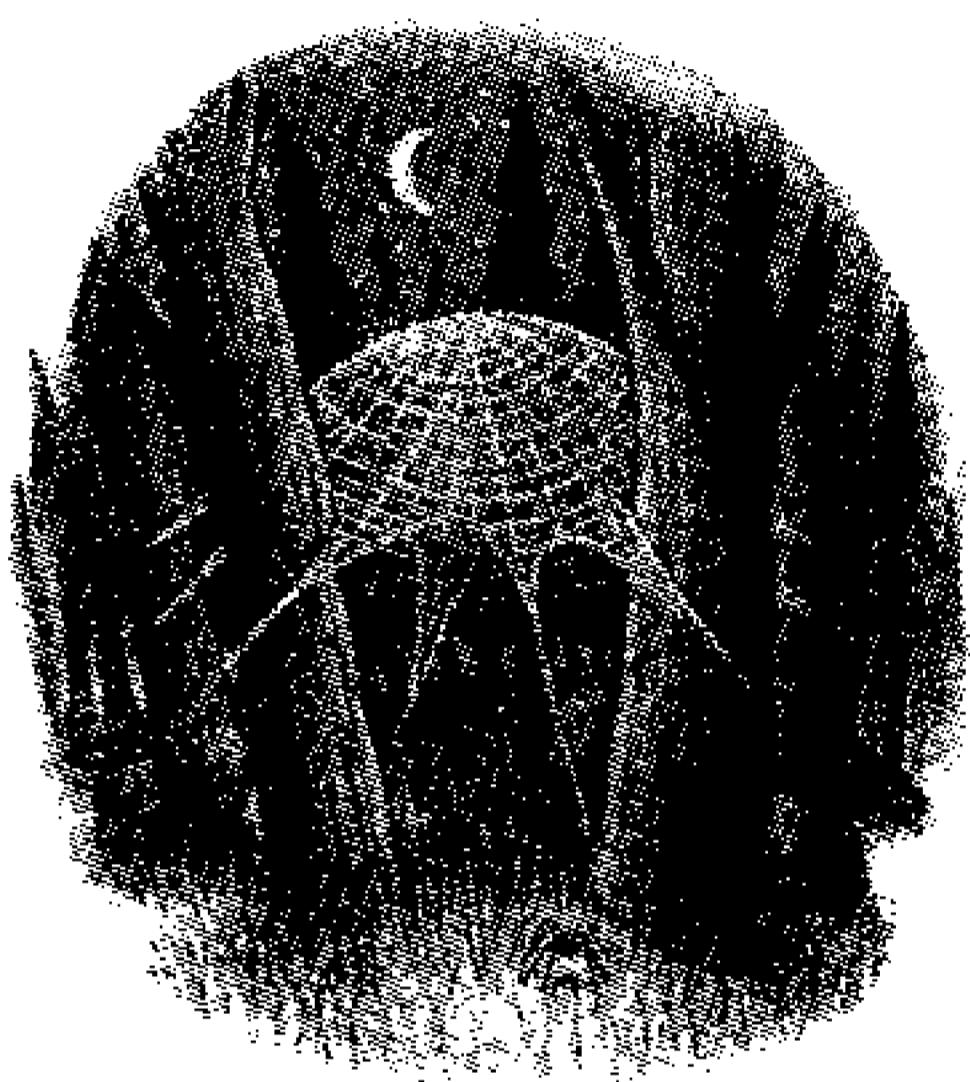
‘এই যে, আমি আসছি,’ বলল হ্যান্ডিড, ওর ওভারকোটটা পায়ে দিতে দিতে। ফাজের পেছন পেছন যেতে যেতে আবার থামল এবং জোরে বলল, ‘আমি যখন থাকব না, তখন ফ্যাং-কে যাওয়া দেয়ার প্রয়োজন হবে।’

দড়াম করে দরজাটা বন্ধ হলো। অদৃশ্য হওয়ার আলখাল্লাটা রন খুলে ফেলল।

‘আমরা এখন বিপদে আছি,’ বলল কর্কশ গলায়। ‘ডামবলডোর নেই। আজ রাতে ওরা স্কুলও বন্ধ করে দিতে পারে। উনি না থাকলে প্রতিদিন একটা করে হামলা হবে।’

দরজায় গা ঘৰা-ঘৰি করছে ফ্যাং, ডাক ছাড়ছে।

পঞ্চদশ অধ্যায়



আরাগণ

দুর্গ-প্রাসাদের মাটিতে ধীরে ধীরে গ্রীষ্ম নেমে আসছে; আকাশ এবং হৃদয় দুটোই একসঙ্গে যেন চিরশ্যামল নীল হয়ে গেলো এবং ফুলকপির মতো বড় বড় ফুল ফুটল গ্রীন হাউজ গুলিতে। কিন্তু হ্যাণ্ডিজ আর হেটে বেড়াচ্ছে না পেছনে কুকুর ফ্যাংকে নিয়ে নিয়ে, এই দৃশ্য আর প্রাসাদের জানালা দিয়ে দেখা যায় না, হ্যাণ্ডিজকে ছাড়া দৃশ্যটা ভাল লাগছে না হ্যারির কাছে; বন্তত, দুর্গ-প্রাসাদের ভেতর থেকে তো ভাল নয়ই, এখনে সবকিছুই ভয়ানকভাবে উল্টো-পাল্টা চলছে।

হ্যারি আর বন হারমিওনি কথিতে গিয়েছিল কিন্তু পারেনি, হাসপাতালে দর্শনার্থী নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

'আমরা কোন ঝুঁকি নেব না,' মাদাম পমফ্রে ওদের গভীরভাবে বললেন

হাসপাতাল দরজার একটা ফাঁক দিয়ে। ‘না, আমি দুঃখিত, প্রচুর আশংকা রয়েছে যে আক্রমণকারী এই লোকগুলোকে শেষ করবার জন্যে ফিরে...’

ডাম্বলডোর নেই, অতীতের যে কোন সময়ের চেরে ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে অনেক বেশি, রৌদ্র যে প্রাসাদের দেয়াল উষ্ণ করছে, সেটা যেন জানালার বাইরেই থেমে গেছে। ক্ষুলে এমন কোন চেহারা দেখা যায় না যার মধ্যে উদ্বেগ এবং ভীতির ছাপ নেই। এবং করিডোরে যে কোন হাসিই শোনা যাক না কেন মনে হয় উচ্চ কষ্ট এবং তীক্ষ্ণ এবং অস্বাভাবিক, সঙ্গে সঙ্গে সেটা থামিয়ে দেয় হয়।

ডাম্বলডোরের শেষ কথাগুলি হ্যারি সব সময় নিজের মনে আউড়ে চলেছে। ‘আমি সত্যিকার অর্থে তখনই ক্ষুল ছেড়ে যাবো, যখন এখানে আমার অনুগত আর কেউই থাকবে না। এও দেখবে এই সাহায্যটা সব সময়ই হোগার্টস্-এ করা হয়, যখনই কেউ চায়।’ কিন্তু এই কথা গুলি কি কাজে আসবে? কার কাছে সাহায্য চাইবে তারা, যেখানে সবাই তাদের মতোই বিভ্রান্ত আর ভীত?

মাকড়সা সম্পর্কে হ্যারিডের ইঙ্গিটা বোঝা অনেক সহজ— সমস্যা হচ্ছে এখানে আর একটিও মাকড়সা অবশিষ্ট নেই অনুসরণ করবার মতো। হ্যারি যেখানে যেখানে গেছে সেখানেই খোঝ করেছে, রন সাহায্য করেছে অনিচ্ছাসন্ত্রুণি। তাদের কাজের ব্যাঘাত ঘটেছে কারণ তাদেরকে নিজের মতো করে ঘূরতে দেয়া হয় না, বরং আশে পাশেই প্রিফেলরদের সঙ্গে জটলা বেঁধে ঘূরতে হয়। ভেড়ার পালের মতো তাড়িয়ে শিক্ষকরা যে ওদের ক্লাসে ক্লাসে নিয়ে যান ওদের সঙ্গের বেশিরভাগ ছাত্রই এতে খুশি, কিন্তু হ্যারির কাছে ব্যাপারটা বিরক্তিকর লাগে।

একজন যেন এই ভীতি আর সন্দেহের পরিবেশে খুব মজা পাচ্ছে। ড্যাকো ম্যালফয় গর্বে পুরো ক্ষুল ঘুরে বেড়াচ্ছে যেন এইমাত্র তাকে ক্লাসের হেডবয় নিয়োগ করা হয়েছে। হ্যারি বুঝতে পারছিল না তার এত খুশি হওয়ার কি হয়েছে। কিন্তু ডাম্বলডোর আর হ্যারিড চলে যাওয়ার স্থানে স্থানে পর পোশন ক্লাসে সব পরিকার হয়ে গেলো। মনের আনন্দে ব্যাপ্তির ও ক্রেব আর গয়লের কাছে বলছিল ঠিক ওর পেছনে।

‘আমি সব সময়ই ভাবতাম বাবাই ডাম্বলডোরকে সরাবেন,’ সে বলল, স্বর ছেটি করার জন্য তার কোন চেষ্টা করেন না। আমি তোমাদের বলেছি তিনি সব সময়ই ভাবেন যে ডাম্বলডোর ক্ষুলের ইতিহাসে সবচেয়ে খারাপ হেডমাস্টার। হয়তো এখন আব্দুর একজন ভালো হেডমাস্টার পাবো, যিনি চাইবেন না চেষ্টার অফ সিক্রেটস বন্ধ থাকুক। ম্যাকগোনাগল বেশি দিন টিকবেন না, তিনি শুধু সাময়িক...’

হ্যারির পাশ দিয়ে চলে গেলেন স্লেইপ, হারমিওনের শূন্য সিট আর লোহার কড়াইয়ের ব্যাপারে কোন মন্তব্য করলেন না।

‘স্যার,’ বলল ম্যালফয় জোরে। ‘স্যার, আপনি কেন হেডমাস্টারের পদের জন্যে আবেদন করছেন না?’

‘ব্যস, ব্যস, ম্যালফয়,’ বললেন স্লেইপ, যদিও ঠোটের কোণের এক চিলতে হাসিটা তিনি চেপে রাখতে পারলেন না। ‘প্রফেসর ডাম্বলডোরকে গর্ভন্তরীয় শুধু সাসপেন্ড করেছেন। আমি বলছি তিনি খুব শীঘ্রই আমাদের মধ্যে ফিরে আসবেন।’

‘ইয়ে, ঠিক,’ কৃত্রিম হাসল ম্যালফয়। ‘আমি আশা করি আপনি বাবার ভোটটা পাবেন স্যার, যদি আপনি কাজটার জন্যে আবেদন করেন। আমি বাবাকে বলবো আপনিই এখানকার সবচেয়ে ভাল টিচার,,,’

স্লেইপও একটা কৃত্রিম হাসি দিলেন, ক্লাসের ভেতরে চারদিক ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সৌভাগ্য যে তিনি সিমাস ফিনিগানকে দেখতে পেলেন না, ও তার লোহার কড়াইয়ে বমি করবার ভান করছিল।

‘আমি খুবই অবাক হচ্ছি, মাড়লাউডো যে এখনো তাঙ্গিতঙ্গা গোটাচ্ছে না,’ বলেই চলেছে ম্যালফয়। ‘পাঁচ গ্যালিয়ন্স বাজি ধরতে পারি পরেরটা অবশ্যই মারা যাবে। দুঃখ শ্রেঞ্জার কেন হলো না...’

তাগ্য ভাল ঠিক সেই মুহূর্তে ঘন্টা বাজল; ম্যালফয়ের শেষ কথাটায় রন লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, এবং বই আর ব্যাগ নেয়ার তাড়াহুড়ার মধ্যে সে যে ম্যালফয়ের কাছে পৌছতে চাচ্ছে এটা কারো নজরে পড়ল না।

‘আমাকে ছেড়ে দাও,’ চাপা গর্জন করল রন, হ্যারি আর ডিন তার দুই হাত আঁকড়ে ধরে আছে। ‘আমি আর পরোয়া করি না, আর জাদুদণ্ডের দরকার নেই, ওকে আমি খালি হাতেই মেরে ফেলব—’

‘জলদি করো, তোমাদের আবার হাবলজিতে পৌছে দিবে হবে,’ খেকিয়ে উঠলেন স্লেইপ, এবং ওরা রওয়ানা হয়ে গেল, কুমীর আকৃততে লাইন বেঁধে যাচ্ছে ওরা, হ্যারি, রন আর ডন সবার পেছনে, রন এখনো ওদের হাত থেকে ছেটার চেষ্টা করছে। ওকে ছাড়া তখনই নিরাপদ হলো যখন স্লেইপ তাদেরকে দূর্গ-প্রাসাদের বাইরে নিয়ে গেলেন, এবং অন্য সজির বাগানের মধ্য দিয়ে গ্রীন হাউজে যাচ্ছে।

হাবলজি ক্লাসটা খুব ঠাণ্ডা, ওদের অধ্যে থেকে দু'জন নেই, জাস্টিন এবং হারমিওন।

প্রফেসর স্প্রাউট ওদেরকে আবিসিনিয়ান শ্রিভেলফিগস্-এর ডাল-পালা ছেটে পরিষ্কার করতে লাগিয়ে দিলেন। হাতভর্তি মরা ডাল কম্পোস্টের স্তুপে

ফেলতে গিয়ে হ্যারি নিজেকে একেবারে আর্নি ম্যাকমিলানের মুখোমুখি দেখতে পেলো। একটা গভীর শ্বাস নিয়ে আর্নি বলল, 'আমি যে তোমাকে সন্দেহ করেছিলাম সে জন্যে দুঃখিত হ্যারি। আমি জানি তুমি কখনোই হারমিওন প্রেঞ্জারকে আক্রমণ করবে না, এবং আমি যে সব কথা বলেছি তার জন্যও ক্ষমা চাইছি। আমরা সবাই এখন একই নৌকার যাত্রী, আচ্ছা-'

ও একটা হাত বাড়িয়ে দিল এবং হ্যারি করম্বন করল।

হ্যারি আবর রনের সঙ্গে একই শিল্পফ্রিগে কাজ করতে এলো আর্নি এবং তার বন্ধু হান্নাহ।

'ওই ড্র্যাকো ম্যালফয় চরিত্রটা,' বলল আর্নি, মরা ডাল ভাঙতে ভাঙতে, 'ওকে এসবে খুব খুশি দেখাচ্ছে, তাই না? তুমি জান, আমি ভাবছি ওই স্থিথারিনের উপরাধিকার হতে পারে।'

'তুমি তো বেশ বুদ্ধিমান,' বলল রন, মনে হচ্ছে হ্যারির মতো সহজে ও আর্নিকে ক্ষমা করতে পারেনি।

'তুমি কি মনে করো হ্যারি, ম্যালফয়ই?' আর্নি জিজ্ঞেস করল।

'না,' বলল হ্যারি এত দৃঢ়তার সাথে যে আর্নি এবং হান্নাহ দুজনেই অবাক হলো।

এক মুহূর্ত পর হ্যারি এমন কিছু দেখল যে ওকে রনের মাথায় গাছ ছাটার কাঁচি দিয়ে টোকা দিতে হলো।

'আউচ! তুমি কি-'

মাটিতে কয়েক ফিট দূরে দেখাচ্ছে হ্যারি। কয়েকটা বড় মাকড়সা মাটির ওপর দিয়ে দ্রুত হেঠে যাচ্ছে।

'ওহ, হ্যা,' বলল রন, চেষ্টা করেও খুশি হতে পারছে না। 'কিন্তু এখন তো আমরা ওদের অনুসরণ করতে পারবো না...'

আর্নি আবর হান্নাহ কৌতুহলের সঙ্গে ওদের কথা শুনছিল।

হ্যারি দেখছে মাকড়সাগুলো দৌড়ে চলে যাচ্ছে।

'মনে হচ্ছে ওগুলো নিষিদ্ধ বনের দিকেই যাচ্ছে।'

এবং এতে রনকে আরো অখুশি মনে হলো।

ফ্লাসের শেষে প্রফেসর স্লেইপ ওদের স্লিপ করে নিয়ে গেলেন ডিফেন্স এগেনস্ট দ্য ডার্ক আর্ট্স লেসন ফ্লাসে। হ্যারি আবর রন একটু পিছিয়ে পড়েছে অন্যদের চেয়ে, যেন ওদের কথা শুনতে না পায়।

'আমাদেরকে আবার অবশ্য হওয়ার আলখাল্লাটা ব্যবহার করতে হবে,' হ্যারি বলল রনকে। 'আমরা কি ফ্যাংকে আমাদের সাথে নিয়ে যেতে পারি, ওতো হ্যাপ্রিডের সঙ্গে বনে যেতে যেতে অভ্যন্ত, হয়তো কোন কাজে আসতে

পারে।'

'ঠিক বলেছ,' বলল রন, ও সন্তুষ্টভাবে আঙুলে ওর জাদুদণ্ডটা ঘোরাচ্ছিল। 'ইয়ে-মানে, বনে- কি ওয়েরউল্ফ থাকার সম্ভাবনা নেই?' ঘোগ করল রন, ক্লাস রুমের পেছনে ওদের যায়গায় বসতে বসতে।

প্রশ্নটার জবাব না দেয়াই সমীচিন মনে করল হ্যারি, বলল, 'ওখানে ভাল কিছুও রয়েছে। সেন্টররা ঠিক আছে, এবং ইউনিকর্নও।'

রন এর আগে নিষিদ্ধ বনে যাইনি। হ্যারি শুধু একবার গিয়েছিল এবং আশা করেছিল আর কখনো যেতে হবে না।

লকহার্ট ক্লাসে প্রবেশ করলেন এবং সকলেই তাকাল ওঁর দিকে। সব শিক্ষকই এখন স্বাভাবিকের চেয়ে কঠোর, কিন্তু লকহার্টকে প্রাণবন্তের চেয়ে কম কিছু বলা যাবে না।

'কই সব,' চিংকার করলেন তিনি, চারদিকে প্রফুল্লভাবে তাকিয়ে, 'সবার চেহারা ঝুলে আছে কেন?'

সকলেই সবাই ক্রুক্র দৃষ্টি বিনিয়য় করল, কিন্তু কেউই জবাব দিল না।

'তোমরা বুঝতে পারছ না,' বললেন লকহার্ট, ধীরে ধীরে, যেন ওদের সকলের বুদ্ধি কম, 'বিপদ কেতে গেছে! অপরাধীকে নিয়ে চলে যাওয়া হয়েছে।'

'কে বলে?' জোরে বলে উঠল ডিন থমাস।

'মাই ডিয়ার ইয়াং ম্যান, ম্যাজিক মন্ত্রগালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী যদি একশত ভাগ নিশ্চিত না হতেন তাহলে তিনি কিছুতেই হ্যাণ্ডিডকে নিয়ে যেতেন না।' বললেন লকহার্ট, এমনভাবে যেন বোঝাচ্ছেন যে দুই আর দুইয়ে চার হয়।

'ওহ, হ্যা, তিনি নিয়ে যেতেন,' বলল রন, ডিলের চেয়েও জোরে।

'আমি নিজেই নিজের প্রশংসা করছি, হ্যাণ্ডিডের অ্যারেস্টের পারে আমি তোমাদের চেয়ে একটু বেশি, মিস্টার উইসলি,' বললেন লকহার্ট আত্মতৃষ্ণের স্বরে।

রন বলতে শুরু করেছিল যে সে তা মনে করে না। কিন্তু মাঝপথে ডেক্সের নিচে হ্যারির লাথি খেয়ে থেমে গেল।

'আমরা সেখানে ছিলাম না, মনে রেখো!' বিড় বিড় করে বলল হ্যারি।

কিন্তু লকহার্টের বিরক্তিকর উৎফুল্লতা, তার ইঙ্গিত যে তিনি সব সময়ই ভেবেছেন যে হ্যাণ্ডিড ভালো নয়, পরে ঝাপারটা চুকে বুকে যাওয়া সম্পর্কে ওর আত্মবিশ্বাস, হ্যারিকে এত বিরক্ত করে তুলেছে যে তার ইচ্ছা করছিল যে গ্যাডিং উইথ ষোওলস্ বইটা একেবারে লকহার্টের নির্বোধ মুখের ওপর ছুড়ে মারে। সে নিজেকে সামলে নিল রনকে ছোট একটা নোট লিখে: 'আজ রাতেই

চলো।'

রন ওটা পড়ে কষ্ট করে ঢোক শিল্প এবং দুই পাশে দেখল শূন্য আসনে, সাধারণত যা হারমিওন দখল করে রাখে। দৃশ্যটা মনে হয় ওর সংকল্পকে দৃঢ় করল, এবং মাথা নাড়ুল সে সম্ভতি দিয়ে।

* * *

আজকাল ফ্রিফিল্ডের কমন রুমে সব সময়ই ভিড় থাকে, কারণ সন্ধ্যা ছয়টার পর থেকে ফ্রিফিল্ডের অন্য কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। অবশ্য অনেক কথা থাকে তাদের বলবার, ফলে প্রায় সময়ই রাত বারোটা পার হয়ে গেলেও কমন রুম খালি হয় না।

ডিনারের পর পরই হ্যারি গেল ট্রাঙ্ক থেকে অদৃশ্য হওয়ার আলখাল্টাটা আনতে। এবং সন্ধ্যাটা পার করল ওটা নিয়ে, কমন রুম খালি হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। ফ্রেড এবং জর্জ হ্যারি আর রনকে এভ্রিপ্লেডিং স্ল্যাপ খেলায় চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে জর্জ আর ফ্রেড। জিনি দেখছে, হারমিওনের চেয়ারে বসে আছে সে, শান্ত হয়ে। হ্যারি আর রন ইচ্ছে করেই হারছে, যেন খেলাটা তাড়াতাড়ি শেষ করা যায়, তারপরও অনেক সময় লেগে গেল। মধ্যরাতের অনেক পরে ফ্রেড, জর্জ আর জিনি ঘুমোতে গেল।

হ্যারি আর রন অপেক্ষা করল, হোস্টেলের দূরের দরজা দুটো বন্ধ হওয়া পর্যন্ত। আলখাল্টাটা গায়ে চড়িয়ে নিল ওরা, ছবির গর্তটার মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এলা।

দুর্গ-প্রাসাদের মধ্য দিয়ে আরেকটা মুশকিল যাত্রা, সব কয়জন শিক্ষককে পাশ কাটিয়ে যেতে হচ্ছে। অবশ্যে এন্ট্রেস হলে পৌছালো পুরা ওক কাঠের তৈরি সামনে দরজার দুটো তালাটা খুলল, ওটার ডেতর দিয়ে আস্তে করে বের হলো, যেন কোন শব্দ না হয় এবং বাইরে চন্দ্রালোকিজ মাটে বের হয়ে এলো।

'কোন দিকে,' বলল রন, কালো ঘাসের উপর দিয়ে ছাটতে হাঁটতে, 'আমরা হয়তো বন পর্যন্ত যাবো কিন্তু গিয়ে দেখবো ওখানে অনুসরণ করবার মতো কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। ওই মাকড়সা গুলো হয়তো ওইখানে যাচ্ছেই না। আমি জানি ওগুলো সাধারণভাবে ওই দিকেই যাচ্ছিল, কিন্তু...'

আশা ব্যঙ্গক্ষরে ওর কথাটা হাঁটে করেই থেমে গেল।

ওরা হ্যারিডের বাড়ি পৌছালে, জনালাগুলো শূন্য, বাড়িটা দুঃখ আর বিষাদময় দেখাচ্ছে। হ্যারি দরজাটা খুললে, ওদের দেখে ফ্যাং খুশিতে পাগল হয়ে গেলো। ওর গন্তীর কান ফটানো ডাক দিয়ে যেন কাউকে জাপিয়ে তুলতে

না পারে, সে জন্যে ওরা ওকে চুল্লীর তাকে রাখা টিনের মধ্যে থেকে চকলেট পিঠা খাইয়ে দিল, এতে দাঁত গুলো এক সঙ্গে লেগে থাকবে।

হ্যাণ্ডির টেবিলে অদৃশ্য হওয়ার আলখাল্লাটা রেখে দিল হ্যারি। বনের পিচ ঘন অঙ্ককারে ওটার আর প্রয়োজন হবে না।

‘চলো ফ্যাং, আমরা হাঁটতে যাচ্ছি,’ বলল হ্যারি, ওর পায়ে মৃদু চাপড় দিয়ে, এবং ঝুশিতে ফ্যাং লাফিয়ে ওদের পেছন পেছন বেরিয়ে এলো, এক দৌড়ে বনের ধারে চলে গেলো এবং একটা বড়সড় ক্ষায়ামোর গাছের গোড়ায় এক পা তুলে দিল।

হ্যারি ওর জাদুদণ্টা বের করে বিড় বিড় করল ‘লুমাস’ এবং ওটার মাথায় ছেড়ি একটা আলোর রেখা দেখা গেল। পথের মধ্যে মাকড়সা আছে কি না সেটা দেখার জন্যে যথেষ্ট।

‘বেশ ভেবেছ, বলুন রন। ‘আমারটাও জুলিয়ে নিতাম, কিন্তু তুমি জান ওটা হয়তো বিস্ফোরিত হবে বা ওই রকম কিছু ঘটবে...’

রনের কাঁধে টোকা দিল হ্যারি, দেখালো ঘাসের দিকে। দুটো বিচ্ছিন্ন মাকড়সা জাদুদণ্টের আলো থেকে দ্রুত গাছের ছায়ায় যাওয়ার চেষ্টা করছে।

‘ঠিক আছে,’ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রন, যেন চরম খারাপ পরিণতির কাছে আত্মসমর্পণ করল, ‘আমি প্রস্তুত, চলো যাওয়া যাক।’

সুতারাং, গাছের শেকড় এবং পাতা শেকতে শেকতে ওরা বনে প্রবেশ করল। ফ্যাং ওদের চারপাশে লাফালাফি করছে। হ্যারির জাদুদণ্টের আলোয় ওরা রাস্তা দিয়ে চলা মাকড়সার সারিকে অনুসরণ করছে। প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে ওরা চলছে, মুখে কোন কথা নেই, ডাল ভাঙ্গা আর পাতার মর্মর ধ্বনির বাইরে অন্য কিছু শোনার জোর চেষ্টা করছে। তারপর, গাছগুলো যেখানে সবচেয়ে ঘন মাথার উপরে তারা আর দেখা যাচ্ছে না, অঙ্ককারের সম্মুখীন হ্যারির জাদুদণ্টের আলোই দেখা যাচ্ছে, ওরা দেখল ওদের মাকড়সা স্থাইজ রাস্তা হেড়ে অন্যদিকে যাচ্ছে।

হ্যারি থামল, দেখার চেষ্টা করল মাকড়সাগুলোকে থায়ায় যাচ্ছে, কিন্তু তার জাদুদণ্টের অলোর বাইরে সব কিছুই ঘন কালো। কখনো বনের এত গভীরে আসেনি। ওর মনে আছে সর্বশেষ ও যখন ক্ষেত্রে এসেছিল তখন হ্যাণ্ডি ওকে কখনো বনের রাস্তাটা না ছাড়ার উপরে দিয়েছিল। কিন্তু হ্যাণ্ডি এখন অনেক দূরে সন্দৰ্ভে আজক্কা বানের কোন সেল-এ, সে মাকড়সাগুলোকে অনুসরণ করার কথা ও বলেছিল।

তেজা কোন একটা কিছু হ্যারির হাতে লাগল, লাফিয়ে পেছনে চলে এলো ও, বনের পা মাড়িয়ে দিল, কিন্তু ওটা ছিল ফ্যাং-এর নাক।

‘কি বুঝছ?’ বলকে বলল হ্যারি, যার চোখ কোন মতে দেখতে পাচ্ছে ও, জানুদণ্ডের আলো প্রতিফলিত হওয়ার।

‘আমরা এ পর্যন্ত এলাম,’ বলল রন।

সুতারাং তারা গাছের দিকে ধাবমান মাকড়সা গুলোকে অনুসরণ করছে। এখন তারা বেশি দ্রুত যেতে পারছে না; ওদের পথে গাছের শেকড় আর গাছের কাটা গড় পড়ছে, প্রায় অঙ্ককারে দৃশ্যমান নয় কিন্তু ওর হাতে ফ্যাং-এর গরম নিঃশ্বাস পাচ্ছে। অনেকবার খামতেও হচ্ছেও ওদের, হ্যারি হাঁটু গেড়ে বসে মাকড়সাগুলোকে দেখতে পায়।

ওরা হাঁটছে, মনে হয় কম পক্ষে আধ ঘন্টা, নিচু ডাল আর কাঁটাবোপের কারণে ওদের পোশাকে টান পড়ছে। কিছুক্ষণ পর ওরা খেয়াল করল মাটি নিচের দিকে ঢালু হয়ে গেছে, যদিও গাছগুলো আগের মতোই ঘন।

তখন হঠাত ফ্যাং ছাড়ল একটা বিকট, গর্জন, প্রতিখনিত হলো সেটা, হ্যারি আর রনের আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হওয়ার যোগাড় হলো।

‘কি হয়েছে?’ বলল রন জোরে, ঘন কালো অঙ্ককারে চারদিক তাকিয়ে, হ্যারির কনুইটা খামছে ধরেছে ও।

‘ওইদিকে কিছু একটা নড়ছে,’ শ্বাস ফেলল হ্যারি। ‘শোন...মনে হচ্ছে অনেক বড় কিছু।’

ওরা শুনল। ওদের ডান দিকে একটু দূরে, গাছের ফাঁকে ফাঁকে পথ তৈরি করতে করতে বড় কিছু গাছের ডাল ভাঙছে।

‘ওহ না,’ বলল রন, ওহ না, ওহ না, ওহ-’

‘চুপ করো,’ বলল হ্যারি প্রচও ক্ষিণ্ঠ হয়ে। ‘ওটা তোমাকে শুনতে পাবে।’

‘আমার কথা শোন? বলল রন অস্বাভাবিক উঁচু স্বরে। ‘ওটা ইতেমধ্যে ফ্যাংকে শুনতে পেয়েছে।’

অঙ্ককার যেন ওদের চোখের উপর চেপে বসেছে, ঘোন ওরা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে সাংঘাতিক রকমের ভীত। একটা অক্টু গড় গড় শব্দ হলো এবং তারপর সব চুপচাপ।

‘তোমার কি মনে হয় ওটা কি করছে?’ ঘোন করল হ্যারি।

‘সম্ভবত লাফ দিয়ে ঘাড়ে পড়ার জন্যে ক্ষেত্রে হচ্ছে,’ বলল রন।

তারা পেক্ষা করছে, কাঁপছে, নড়াচ্ছান সাহস নেই।

‘তুমি কি মনে করো ওটা চলে যাবে? ফিস ফিস করল হ্যারি।

‘জানি না-’

তারপর ওদের ডানদিক থেকে হঠাত এলো চোখ ধাঁধানো আলোর ঝলকানি, অঙ্ককারের মধ্যে এত উজ্জ্বল যে দু'জনই হাত উঠালো চোখ ঢাকবার

জন্য। ফ্যাং একটা চিৎকার দিয়ে পালাবার চেষ্টা করল, কিন্তু কাঁটা খোপের মধ্যে গেল অঁটিকে এবং আরো জোরে চিৎকার করে উঠল।

‘হ্যারি!’ রন চিৎকার করল, তার কঠস্বরে হাফ ছেড়ে বাঁচার প্রকাশ। ‘হ্যারি এটা আমাদের গাড়িটা!'

‘কী?’

‘এসো!’

আলোর দিকে হ্যারি ঝনকে অঙ্গের ঘতো অনুসরণ করল, হোচ্ট খেলো, পড়ে গেল, এবং এক মুহূর্ত পর ওরা একটা ফাঁকা ঘায়গায় বেরিয়ে এলো।

মিস্টার উইসলির গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে, শূন্য, ঘন গাছের একটা বৃক্ষের মাঝে, ঘন শাখার ছাদের নিচে, হেডলাইট জুলছে। রন হাটছে গাড়িটার দিকে, মুখ বিস্ময়ে হা, ওটাও ধীরে ধীরে ওর দিকে এগিয়ে এলো, ঠিক যেন বিশাল একটা আসমানী রঙের কুকুর ওর মালিককে সন্তানণ জানাচ্ছে।

‘এটা সব সময়ই এখানে ছিল!’ বলল রন আনন্দে, গাড়িটার চাদিকে হাঁটতে হাঁটতে। ‘দেখো একে। বন এটাকে জংলী বানিয়ে দিয়েছে...’

গাড়িটার পাখাগুলোতে আঁচড়ের দাগ, মাটি লেপে দেয়া হয়েছে যেন। দৃশ্যত এটা নিজেই নিজেই বনের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছে। ফ্যাং গাড়িটার ব্যাপারে খুব উৎসাহী নয়; সে হ্যারির কাছে কাছে রয়েছে, ও যে কাঁপছে সেটাও হ্যারি বুঝতে পারছে। আন্তে আন্তে ওর নিঃশ্বাস স্বভাবিক হচ্ছে, হ্যারি ওর জাদুদণ্ড আবার পোশাকের ভেতরে ঢুকিয়ে রাখল।

‘এবং আমরা ভাবছিলাম যে এটা আমাদের আক্রমণ করতে যাচ্ছে! বলল রন, গাড়িটার গায়ে হেলান দিয়ে ওটাকে আদর করল চাপড় দিয়ে। ‘আমি ভাবছি ওটা গিরেছিল কোথায়!’

আরো মাকড়সার চিহ্নের জন্য হ্যারি চোখ কুঁচকে গাড়ির মন্ত্রোয় চারদিক খুঁজছে, কিন্তু সবগুলো হেডলাইটের আলো তীব্রতা থেকে পানিয়ে গেছে।

‘আমরা ওদেরকে হারিয়ে ফেলেছি,’ বলল সে। ওদের খুঁজে বের করা যাক।’

রন কোন কথা বলল না। সে নড়ল না। তবে চোখ স্থির হয়ে আছে বনের মেঝে থেকে দশ ফিট ওপরে, ঠিক হ্যারির পেছনে। তার চেহারা ভয়ে কালো হয়ে গেছে।

হ্যারি ঘুরে দাঁড়াবারও সময় পার্নি একটা বিকট ক্লিকিং শব্দ হলো এবং হঠাৎ ও টের পেল লম্বা এবং স্মের্ষে একটা কিছু ওকে শরীরের মাঝ বরাবর ধরে মাটির উপর থেকে তুলে ফেলেছে, সে ঝুলছে মাথা নিচের দিকে। হাত পা নড়ছে ছাড়ানোর জন্য, ভয় পেয়ে গেছে, সে আরো ক্লিকিং শব্দ, এবং দেখল

রনের পা'ও মাটি থেকে উপরে উঠে গেছে, শুল্ল ফ্যাং কুই কুই করছে আবার চিৎকারও করছে-এবং পরমুহূর্তে ওকে অঙ্ককারে টেনে নিয়ে যাওয়া হলো।

মাথা ঝুলে আছে নিচের দিকে, হ্যারি দেখল ওকে যে জন্মটা ধরে রেখেছে সেটা ছয়টা বিশাল পায়ে ইঁটছে, লম্বা, লোমশ পা, ওকে শক্ত করে ধরে রেখেছে এক জোড়া চকচকে কালো ধারালো সাড়াশির মতো দাঁড়ার নিচে। পেছনে আরেকটি জীবের আওয়াজ পেল, সন্দেহ নেই ওটা রনকে বহন করছে। ওরা বনের একেবারে কেন্দ্রে চলে এসেছে। হ্যারি শুনতে পাচ্ছে তৃতীয় আরেকটা দানবের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্যে লড়ছে ফ্যাং, কেঁউ কেঁউ করছে জোরে, কিন্তু হ্যারি চাইলেও চিৎকার করতে পারত না; ও যেন ওর স্বরটা গাড়ির মধ্যে ছেড়ে এসেছে ওই খোলা যায়গাটায়।

ও জানে না কতক্ষণ ছিল জীবটার দৃঢ়মুষ্টিতে; ও শুধু টের পেলো অঙ্ককার হঠাৎ ফিকে হয়ে গেলো, ও দেখতে পাচ্ছে পাতা ছড়ানো যায়গাটা মাকড়সায় ভর্তি হয়ে আছে। ঘাড় বাঁকিয়ে দেখতে পেলো ওরা একটা বিশাল ফাঁপা জায়গায় এসেছে, গাছ কেটে যে ফাঁপা জায়গাটা তৈরি করা হয়েছে সেখানে। ওর চোখের সামনে ওর দেখা জীবনের সেরা জঘণ্য দৃশ্য।

মাকড়সা। ছোট ছোট মাকড়সা নয়, যেগুলো নিচে পাতার ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক একটা ঘোড়ার সমান মাকড়সা, আট চোখ, অটি পা, কালো, লোমশ, দৈত্যাকার। যে বিরাট জীবটা হ্যারিকে বহন করে এনেছে, সে এখন খাড়া ঢালু বেয়ে নিচে নামতে শুরু করল, একটা কুয়াশাচ্ছন্ন ডোমের মতো মাকড়সার জালের দিকে, খালি জায়গাটার একেবারে মাঝখানে, সাথী মাকড়সাগুলো চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে, ওর বোঝাটা দেখে উভেজিতভাবে নিজেদের দাঁড়াগুলো ক্লিক করছে।

মাকড়সাটা ওকে ছেড়ে দিল ধপাস করে চার হাত পায়ে ক্লিচিতে পড়ল হ্যারি। রন এবং ফ্যাং পড়ল ওর পাশে। ফ্যাং এখন আর ছেজাচ্ছে না, কিন্তু নীরবে জড়সড় হয়ে আছে জায়গাতেই। হ্যারির যেমন লামছে, রনকেও ঠিক তেমনি দেখাচ্ছে। ওর মুখ হা করা যেন নীরবে তিক্রিক করছে এবং চোখ জোড়া যেন ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

হঠাৎ হ্যারির বুরতে পারল যে মাকড়সাটা ওকে নিয়ে এসেছে ওটা কিছু বলছে। কি বলছে বলা কঠিন, কারণ, প্রত্যেকটি কথায় ওটা নিজের দাঁড়া ক্লিক করছে।

‘আরাগগ!’ ওটা ডাকল। ‘আরাগগ!’

এবং কুয়াশাচ্ছন্ন ডিমাকৃতির জালের মধ্যে থেকে, ছোটখাট হাতির সমান একটা মাকড়সা বেরিয়ে এলো খুব ধীরে ধীরে। ওটার শরীর এবং পায় জায়গায়

জায়গায় সাদা হয়ে গেছে, এবং প্রত্যেকটা চোখ কুৎসিত, দাঁড়ার মাথাটা দুধের
মতো সাদা। মাকড়সাটা অঙ্ক।

‘কি হয়েছে?’ দাঁড়াগুলো দ্রুত ক্লিক করতে করতে বলল।

‘মানুষ,’ যে মাকড়সাটা হ্যারিকে ধরেছে ক্লিক করল।

‘হ্যাণ্ডিড?’ বলল আরাগগ, কাছে এসে, ওর আটটা কোমল চোখ
অনিশ্চিতভাবে এদিক ওদিক ঘুরছে।

‘অচেনা,’ ক্লিক করল যে মাকড়সাটা রনকে ধরেছে।

‘মেরে ফেল,’ ক্লিক করল আরাগগ মেজাজ খারাপ করে বলল আরাগগ।
‘আমি ঘুমাচ্ছিলাম...’

‘আমরা হ্যাণ্ডিডের বন্ধু,’ চিন্কার করে বলল হ্যারি। মনে হচ্ছে ওর
হৃৎপিণ্ডটা খাঁচা ছেড়ে গলায় অঁটিকে গেছে।

ফাঁপা জায়গাটির সবদিকে দাঁড়াগুলো ক্লিক ক্লিক শব্দে নাচছে। আরাগগ
একটু খামল।

‘এর আগে হ্যাণ্ডিড কথনো আমাদের ফাঁপাতে জায়গাটিতে মানুষ
পাঠায়নি,’ ধীরে ধীরে বলল আরাগগ।

‘হ্যাণ্ডিড বিপদে পড়েছে,’ বলল হ্যারি, ঘন ঘন দম নিচ্ছে ও। ‘সে কারণেই
আমরা এসেছি।’

‘বিপদে?’ বষীয়ান মাকড়সাটা বলল। হ্যারির মনে হলো দাঁড়ার ক্লিকের
আড়ালে ও যেন দুশ্চিন্তার একটা আভাব পেয়েছে। ‘কিন্তু তোমাদের পাঠিয়েছে
কেন?’

হ্যারি ভাবল উঠে দাঁড়াবে কিন্তু পরক্ষণে চিন্তাটা বাতিল করে দিল; ওর
মনে হয় না ওর পা ওকে দাঢ় করিয়ে রাখতে পারবে। মাটি থেকেই কথা বলল
ও, যতটা সম্ভব শান্ত গলায়।

‘ওরা মনে করে, ক্লুলে, যে হ্যাণ্ডিড ছাত্রদের ওপর কি-কিন্তু একটা লেলিয়ে
দিয়েছে। ওরা তাকে আজকাবানে নিয়ে গেছে।’

অরাগগ তার দাঁড়া ক্লিক করল ক্ষিপ্তভাবে, আর প্রস্তুত ফাঁপা জুড়ে সব কয়টা
মাকড়সা এ প্রদর্শিত করল; যেন এক ধরনের হাততালি দেয়া, শুধু তফাং এই
যে হাততালি হ্যারিকে ভয়ে অসুস্থ করে নেমেলো।

‘কিন্তু সেটা তো অনেক বছর আগে। ক্লুল আরাগগ মেজাজ খারাপ করে।
‘বছর, বছর আগে। আমার স্পষ্ট মনে আছে। সে কারণেই ওরা আমাকে ক্লুল
ছাড়তে বাধ্য করেছিল। ওরা বিস্তার করত আমিই সেই দানব যে, ওই যে ওরা
যাকে চেষ্টার অফ সিএন্ট্রেস বলে, ওটাতে বাস করছে। ওরা ভেবেছিল হ্যাণ্ডিড
চেষ্টারটা ক্লুলে আমাকে ছেড়ে দিয়েছে।’

‘এবং তুমি...চেস্বার অফ সিক্রেটস থেকে আসোনি?’ বলল হ্যারি, ওর কপালে ঠাণ্ডা ঘাম ছুটে গেছে।

‘আমি!’ বলল আরাগগ, ক্রোধে ক্লিক করে। ‘আমি ওই প্রাসাদে জন্মাইনি। আমি অনে দুরের এক দেশ থেকে এসেছি। এজন ভ্রমনকারী আমাকে হ্যারিডের কাছে দিয়েছিল তখন আমি ডিমের ভেতর ছিলাম। হ্যারিড তখন বালক, কিন্তু সে আমার ঘন্ট করেছে, আমাকে প্রাসাদের একটা কাবার্ডে লুকিয়ে রেখেছে, খাওয়ার টেবিলে উচ্ছিষ্ট খাইয়েছে আমাকে। হ্যারিড একজন ভাল মানুষ, আমার ভাল বন্ধু। আমার ঘন্ট খোঁজ পাওয়া গেল, এবং একটা মেয়ের মৃত্যুর জন্য দায়ী করা হলো, হ্যারিড আমাকে রক্ষা করেছে।

তারপর থেকে আমি এই বনে বাস করছি, এখানে হ্যারিড আমার সঙ্গে দেখা করে। ও আমার জন্যে একটা বউও ঘোগাড় করে দিয়েছে, মোসাগ, এবং দেখো আমাদের পরিবার কত বড় হয়েছে, সব হ্যারিডের জন্যেই সম্ভব হয়েছে...’

ওর সাহসের ঘটনাকু অবশিষ্ট ছিল হ্যারি সেটা একজন করে বলল, ‘তাহলে তুমি কখনো-কখনো কাউকে আক্রমণ করনি?’

‘কখনো না,’ বিষন্ন কঠে বলল বুড়ো মাকড়সা। ‘আক্রমণ করাটাই স্বভাবজাত হতো, কিন্তু হ্যারিডের প্রতি শ্রদ্ধার নির্দর্শন স্বরূপ, আমি কখনো কোন মানুষের ঈক্ষণ করিনি। যে মেয়েটি মারা গিয়েছিল তার মৃতদেহ বাথরুমে পাওয়া গিয়েছিল। আমি, যে কাবার্ডে বড় হয়েছি সেটা ছাড়া প্রাসাদের আর কিছুই দেখিনি। আমরা সব সময়ই অন্ধকার এবং শান্ত পরিবেশ পছন্দ করি...’

কিন্তু তাহলে...তুমি কি জান কে আসলে মেরেছে মেরেটাকে? বলল হ্যারি। ‘কারণ ওটা যাই হোক, আবার ফিরে এসেছে এবং লোকজনকে আক্রমণ করছে—’

কিন্তু ওর কথা ডুবে গেলো, জোরে জোরে অনেক দাঁড়ার ক্লিক শব্দে এবং রাগে বহু লম্বা পায়ের স্থান বদলের শব্দে; ওর চারপাইকু কালো কালো সব নড়াচড়া করছে।

‘যে জিনিসটা প্রাসাদের ভেতর বাস করে, সেটা একটা প্রাচীন জীব, আমরা মাকড়সারা যাকে সবচাইতে বেশি ভয় করিন্তা আমার বেশ মনে আছে যখন আমি শুনেছিলাম ওই জন্মটা কুলে মৃত্যু বেড়াচ্ছে, তখন কিভাবে হ্যারিডের কাছে অনুনয় করেছিলাম, আমাকে কৃত্তি দেয়ার জন্যে।

‘সেই জন্মটা কি?’ জিজ্ঞাসা করে হ্যারি।

আরো জোরে ক্লিক, অরো জোরে নড়াচড়ার শব্দ, মাকড়সা গুলো মনে হচ্ছে চারদিক থেকে চেপে আসছে।

‘আমরা ওটার সম্পর্কে কথা বলি না!’ আরাগগ বলল ক্ষিণ্ঠ হয়ে। ‘আমরা ওর নাম ধরি না! এমন কি আমি হ্যান্ডিডকে পর্যন্ত ওই ভয়াবহ জন্মটার নাম বলিনি, যদিও সে আমাকে বহুবার জিজ্ঞাসা করেছে।’

হ্যারি আর বিষয়টা নিয়ে চাপ দিতে চায় না, অন্তত চারদিকে চেপে আসা মাকড়সাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে নয়। মনে হচ্ছে কথা বলতে বলতে আরাগগ ক্লান্ত হয়ে গেছে। সে ধীরে ধীরে তার ডোমাকৃতি জালের মধ্যে ফিরে যাচ্ছে, কিন্তু অন্য মাকড়সাগুলি ইঞ্জিং ইঞ্জিং করে হ্যারি আর রনের দিকে এগিয়ে আসছে।

‘তাহলে আমরা চলে যাচ্ছি,’ মরীয়া হয়ে আরাগগের উদ্দেশে বলল হ্যারি, পেছনে তখন গাছের পাতা মর্মর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ‘যাবে?’ বলল আরাগগ ধীরে। ‘আমি মনে করি না...’

‘কিন্তু-কিন্তু-’

‘আমার আদেশে আমার পুত্র এবং কন্যারা হ্যান্ডিডের কোন ক্ষতি করেনি। কিন্তু আমি তো তাদেরকে তাজা মাংস খেতে বাধ্যত করতে পারি না, বিশেষ করে সেই মাংস যদি স্বেচ্ছায় আমাদের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। বিদায়, হ্যান্ডিডের বক্স।’

হ্যারি চট করে ঘুরে দাঁড়াল। মাত্র কয়েক ফিট দূরে ওর মাথার উপর ছাড়িয়ে গেছে মাকড়সার একটি নিরেট দেয়াল, ক্লিক করছে ধারালো দাঁড়াগুলো, কৃৎসিত কালো মাথায় চকচক করছে ওদের অনেক চোখ...

ওর জানুদণ্ডের জন্য হাত বাড়িয়েও হ্যারি বলল কোন কাজে আসবে না, সংখ্যায় ওরা অনেক বেশি, মনস্তির করে লড়াই করে মৃত্যুবরণ করার জন্যে প্রস্তুত হলো সে, ঠিক তখনই জোরে একটা দীর্ঘ শব্দ হলো, এবং আলোর তীব্র রশ্মি ফাঁপার মধ্যে এসে পড়ল।

মিস্টার উইসলির গাড়ি ঢাল বেয়ে ধেয়ে আসছে, হেডলাইট জ্বলছে, তীক্ষ্ণ স্বরে হৃণ চিৎকার করছে, দুইদিকে মাকড়সাকে ধাড়িয়ে আসছে, কিছু মাকড়সাকে চিৎ করে ফেলে, ওদের অসংখ্য পা আকাশের দিকে নড়ছে। গাড়িটা রন আর হ্যারির সামনে টায়ারের শব্দ করে থামল, সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরজা।

‘ফ্যাং-কে আনো!’ চিৎকার করল হ্যারি, সামনের সীটে ডাইভ দিয়ে পড়ল; রন কুকুরটাকে মাঝপেটে ধরে ছড়ে মারল গাড়ির ভেতরে, তখনও তীক্ষ্ণ চিৎকার করছে কুকুরটা। দড়ায় করে দরজা বন্ধ হলো। রন এক্সেলেটার স্পর্শ করল না কিন্তু ওর দরকার হয়ে না, গাড়িটা নিজেই কাজ করে যেতে লাগল; ইঞ্জিন গর্জন করে উঠল এবং চলতে শুরু করল, আরো কয়েকটা

মাকড়সা ঘায়েল হলো। ঢাল বেয়ে উপরে উঠল গাড়িটা, ফাঁপটা থেকে বেরিয়ে এলো, এবং বনের মধ্যে দিয়ে গাছ পালার মধ্যে দিয়ে ছুটল, গাছের ডাল যেন চাৰুক মারছে গাড়িৰ জানালায়, বুদ্ধি কৰে গাড়িটা সবচেয়ে বেশি ফাঁকা জায়গা দিয়ে যাচ্ছে, পথটা মনে ওৱ পৰিচিত।

হ্যারি পাশে রনেৱ দিকে তাকাল। শব্দহীন চিৎকাৱে এখনো ওৱ মুখ হা কৱে আছে, কিন্তু এখন আৱ চোখ জোড়া বিস্ফোৱিত হয়ে নেই।

‘তুমি ঠিক আছো তো?’

ৱন সোজা সামনে তাকিয়ে আছে, কথা বলতে অক্ষম।

ওৱা ছুটছে ছোট ছোট গাছগুলিকে মাড়িয়ে, ফ্যাং ঘেউ ঘেউ কৱে জোৱে জোৱে পেছনেৱ সীটে, হ্যারি দেখ একটা ওক গাছ পেৱোৱাৰ সময় সাইড আয়নাটা পট কৱে ভেঙ্গে পড়ে গেল। প্ৰবল ঝাঁকি আৱ শব্দেৱ দশটা মিনিট পেৱোৱাৰ পৱ গাছেৱ সংখ্যা কমে এলো, এবং হ্যারি আবাৱ আকাশেৱ টুকুৱা দেখতে পেলো।

গাড়িটা এত হঠাৎ থামল যে ওৱা প্ৰায় উইন্ড ক্লীনে হমড়ি খেয়ে পৱল। বনেৱ প্ৰান্তে এসে পৌছাল ওৱা। গাড়ি থামলে ফ্যাং লাফিয়ে জানালায় পড়ল বেৱোৱাৰ জন্যে, এবং যখন হ্যারি দৱজা খুলল, সে তীৱ বেগে বেৱ হয়ে লেজ দু পায়েৱ মাবো দিয়ে গাছেৱ মধ্যে দিয়ে ছুটল সোজা হ্যাণ্ডিডেৱ বাড়ীৰ দিকে। হ্যারিও বেৱিয়ে এলো, এবং মিনিট খানেক পৱ রন মনে হয় ওৱ হাতে পায়ে সাড় ফিৱে পেলো এবং ওকে অনুসৰণ কৱল, এখনও ওৱ ঘাড় শক্ত হয়ে আছে, অপলক তাকিয়ে রয়েছে সে। হ্যারি গাড়িটাকে কৃতজ্ঞতাৰ চাপড় দিল, ওটা পেছন দিকে গিয়ে বনেৱ মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

অদৃশ্য হওয়াৱ আলখাল্লাটা নেয়াৱ জন্যে হ্যারি আবাৱ হ্যাণ্ডিডেৱ কেবিনে ফিৱে গেল। ফ্যাং কাঁপছে ওৱ বুড়িতে বসে কম্বলেৱ নিচে। হ্যারি যখন আবাৱ বেৱিয়ে এলো তখন বন বমি কৱছে সাংঘাতিকভাৱে।

‘মাকড়সাদেৱ অনুসৰণ কৱো,’ বলল বন, দূৰ্বলভাৱে। স্টেটেৱ হাতায় মুখটা মুছল। ‘আমি কখনোই হ্যাণ্ডিডেৱ ক্ষমা কৱবো না। আগত যে আমৱা বেঁচে আছি।’

‘আমি বাজি ধৰে বলতে পাৱি, হ্যাণ্ডিডেৱ কেবিনেৱ দেয়ালে সুষি ঘৰে। ও সব সময়ই ভাৱে যতটা ভাৱে প্ৰেচাৱ কৱা হয় দানবৱা ততটা খাৱাপ নয়, এবং দেখো এই বিশ্বাস ওকে কোথায় নিয়ে গেছে! আজকাৰানেৱ একটি সেল-এ!’ নিয়ন্ত্ৰণহীনভাৱে কাঁপছে এখন বন। ‘ওখানে আমাদেৱ পাঠাৰ দৱকাৱটা

‘ঠিক ওটাই হ্যাণ্ডিডেৱ সমস্যা!’ বলল বন, কেবিনেৱ দেয়ালে সুষি ঘৰে। ‘ও সব সময়ই ভাৱে যতটা ভাৱে প্ৰেচাৱ কৱা হয় দানবৱা ততটা খাৱাপ নয়, এবং দেখো এই বিশ্বাস ওকে কোথায় নিয়ে গেছে! আজকাৰানেৱ একটি সেল-এ!’ নিয়ন্ত্ৰণহীনভাৱে কাঁপছে এখন বন। ‘ওখানে আমাদেৱ পাঠাৰ দৱকাৱটা

কি ছিল? আমরা ওখানে কি পেলাম, আমি জানতে চাইছি?’

‘যে হ্যাত্রিড কখনোই চেম্বার অফ সিক্রেটেস খোলেনি,’ বলল হ্যারি, আলখাল্টাটা রনের ওপর দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল যেন হাঁটতে পারে। ‘ও নির্দোষ।’

রন জোরে নাক টানল। বন্ধুত, আরাগগকে কাবার্ডে তা দিয়ে এবং ফুটিয়ে প্রতিপালন করা ওর ধারণায় নির্দোষ হওয়া নয়।

দূর্গ-প্রাসাদের কাছে এসে হ্যারি আলখাল্টাটা ভাল করে ঠিক ঠাক করে নিল যেন ওদের পা দেখা না যায়, তারপর ক্যাচক্যাচ করা সামনের দরজাটা সামান্য ফাঁক করল। ওরা সাবধানে এন্ট্রেস হলে গেলো, তারপর মার্বেলের সিঁড়ি দিয়ে করিডোর ধরে সাবধানে নিশ্চাস বন্ধ করে যেখানে যেখানে পাহারা সেখানে সতর্কতার সঙ্গে অবশ্যে ফ্রিফিউরের কমন রুমের নিরাপত্তায় পৌছাল। ওখানে চুল্লীতে আগুন জ্বলে উজ্জ্বল ছাইয়ে পরিণত হয়েছে। ওরা আলখাল্টাটা খুলে নিয়ে ঘোরানো সিঁড়ি ভেঙ্গে একেবারে ওদের রুমে।

কাপড় চোপড় না কুলেই রন স্টান বিছানায় পড়ল। হ্যারির অবশ্য খুব ঘুম পায়নি। ও বিছানার কিনারায় বসে আরাগগ যা যা বলেছে সেগুলো আবার গভীরভাবে চিন্তা করল।

যে জীবটা প্রাসাদের ভেতরে শুক্ষ ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে ভাবল, মনে হচ্ছে এক ধরনের দানব, ভোলডেমর্ট— এমন কি অন্যান্য দানবও ওটার নাম উচ্চারণ করতে চায়নি। কিন্তু ওটা যে কি, অথবা কি ভাবে ওর শিকারদের পেট্রিফাই করে এসব জানার ব্যাপারে সে আর রনও বেশিদূর এগোতে পারেনি। এমন কি হ্যাত্রিডও জানতে পারেনি কি আছে চেম্বার অফ সিক্রেটেস-এর মধ্যে।

বিছানায় পা তুলে বালিশে হেলান দিল হ্যারি, চাঁদটা টাওয়ার জানালার মধ্যে দিয়ে ওর ওপর আলো ছড়াচ্ছে।

বুঝতে পারছে না আর কি করতে পারে ওরা। রিভল্যুন ভুল লোককে ধরেছিল, স্থিথারিনের উত্তরাধিকার বেঁচে গেছে, এবং কান্টেক্স্ট বলতে পারে না সে কি একই ব্যক্তি অথবা তিনি কেন একজন, একান্ত যে চেম্বার অফ সিক্রেট খুলেছে। আর কাউকে জিজ্ঞাসা করবার নেই। হ্যারি নিশ্চল হয়ে ওয়ে আছে, এখনো ভাবছে আরাগগ কি কি বলেছে।

ঘুম ঘুম লাগছিল তার, এমন সময় স্টেটা ওদের সর্বশেষ অংশ তাই যেন ওর মনে হঠাৎ উদয় হলো এবং সে বিছানায় উঠে বসল একেবারে শিরদীড়া সোজা করে।

‘রন,’ ও অঙ্ককারের মধ্যে ফিস করে ডাকল তৈরিভাবে। ‘রন!’

ফ্যাং-এর মতো একটা ডাক ছেড়ে জেগে উঠল রন, চারদিকে বিহ্বল

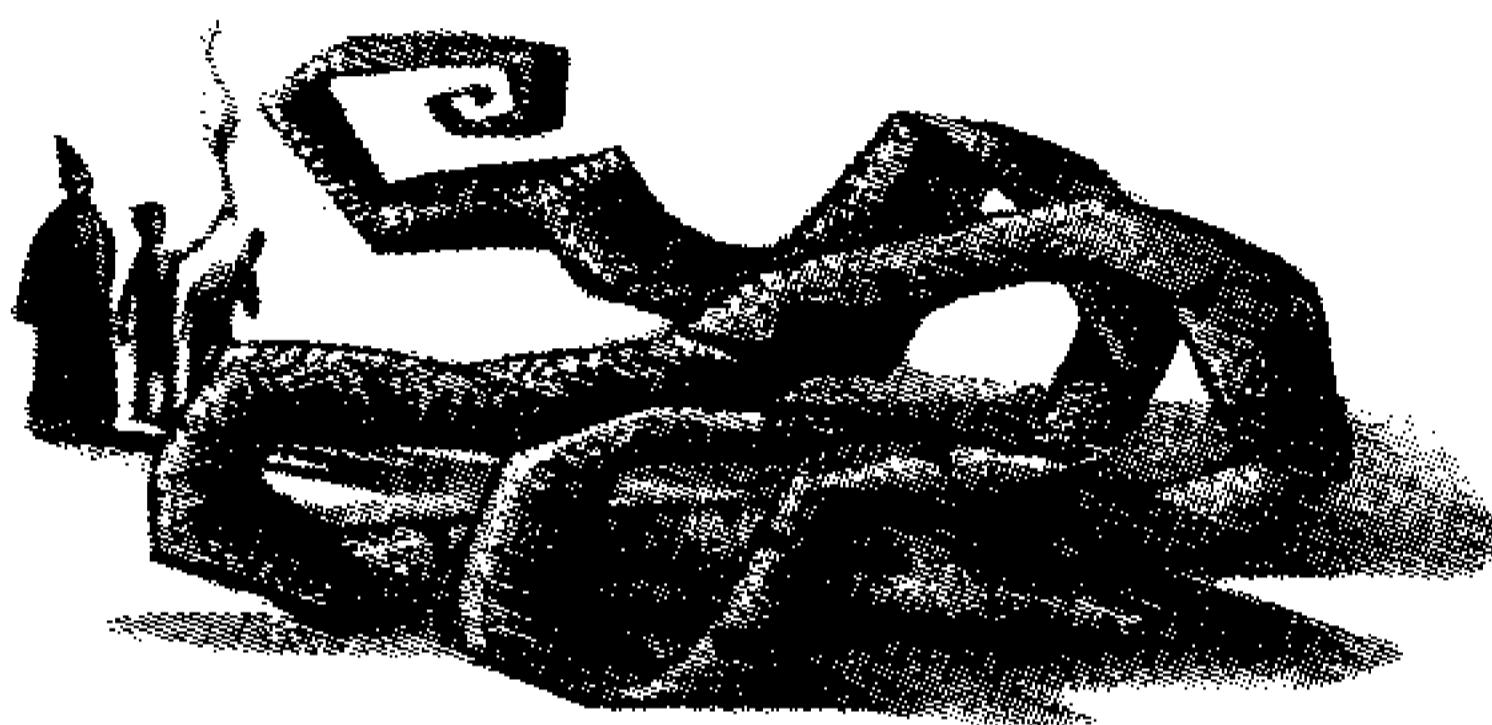
দৃষ্টিতে তাকাল এবং হ্যারিকে দেখল।

‘রন – ওই খেয়েটা যে মারা গিয়েছিল। আরাগগ বলেছে ওকে বাথরুমে
পাওয়া গিয়েছিল,’ বলল হ্যারি, এক কোন থেকে আসা নেভিলের নাক ডাকা
উপেক্ষা করে। ‘সে যদি কখনোই বাথরুম ছেড়ে না গিয়ে থাকে? সে যদি
এখনও ওখানেই থাকে?’

রন ওর চোখ মুছল, চাঁদের আলোয় জ্ব কুঞ্চন করল। এরপর সে বুঝতে
পারল।

‘তুমি কি ভাবছ – মোনিং মার্টলের কথা ভাবছ না তো?’

ঘোড়শ অধ্যায়



দ্য চেবার অব সিক্রেটস

‘কত সময় আমরা ওই বাথরুমে ছিলাম, এবং মাত্র তিন হাজার দূরে ছিল
সে,’ বলল রন তিঙ্গতার সাথে পরদিন নাস্তার টেবিলে, ‘এবং আমরা
ওকে জিজ্ঞাসা করতে পারতাম, এবং এখন...’

মাকড়সাগুলিকে ঝুঁজে বের করা যথেষ্ট ক্ষমিতা ছিল। দীর্ঘক্ষণ শিক্ষকদের
চোখকে ফাঁকি দিয়ে মেরেদের বাথরুমে ছুপিয়ে চোকা – তার ওপর মেরেদের
এই বাথরুমটা প্রথম হামলার অকুশ্লেষ ঠিক পাশেই হওয়ায়-প্রায় অসম্ভব
একটা কাজ।

কিন্তু ওদের প্রথম ক্লাস, ট্রাইব্যুন্ডগিরেশন – এ এমন একটা ঘটনা ঘটল,
যে, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই প্রথমবারের মতো ওদের মাথা থেকে চেবার অব
সিক্রেটস-এর চিন্তা উধাও হয়ে গেল। ক্লাস শুরু হওয়ার দশ মিনিট পর,

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন যে তাদের পরীক্ষা শুরু জুনের এক তারিখে, এখন থেকে এক সপ্তাহ সময়ের মধ্যে।

‘পরীক্ষা?’ হাউ হাউ করে উঠল সিমাস ফিনিগান। ‘এখনও আমাদের পরীক্ষা হবে?’

হ্যারির পেছনে বিকট একটা শব্দ হলো, নেভিল লংবটমের জাদুদণ্ড পিছলে গেছে, ডেক্সের একটি পা উড়িয়ে দিয়ে। প্রফেসর ম্যাকগোনাগল নিজের দলের এক ঝলকে আবার পা ঠিক করে দিলেন, এবং ফিরে ঝুকুটি করে তাকালেন সিমাসের দিকে।

‘এই সময়ে স্কুল খোলা রাখার আসল পর্যন্তটাই হচ্ছে তোমরা যেন লেখাপড়া করতে পারো,’ তিনি বললেন কঠিন রূপে। ‘সেই কারণে পরীক্ষা, ঠিক সময় মতোই হবে, এবং অমি বিশ্বাস করি তোমরা সকলে কঠোরভাবে রিভিশন দিচ্ছ।’

কঠোরভাবে রিভিশন! হ্যারির কাছে মনে হয়নি যে স্কুলের এই অবস্থায় আবার পরীক্ষা হতে পারে। ক্লাসরুমের ভেতরে বিদ্রোহের গঞ্জরণ শোনা গেল, প্রফেসর ম্যাকগোনাগল আরো কঠোরভাবে ঝুকুটি করে তাকালেন।

‘প্রফেসর ডাম্বলডোরের নির্দেশ হচ্ছে স্কুল যতটা সম্ভব স্বাভাবিকভাবে চালু রাখতে হবে।’ বললেন তিনি। ‘এবং সেটা, আমাকে দেখিয়ে না দিলেও চলবে, কথা হচ্ছে এ বছর তোমরা কতটুকু শিখেছ তা জানা।’

হ্যারির নিচের দিকে এক জোড়া খরগোশের দিকে তাকালো, ওদেরকে তার এক জোড়া স্লিপার বানানোর কথা। এ বছর সে নতুন কি শিখল? পরীক্ষার কাজে আসবে এমন কিছুই তার মনে হলো না।

রনের চেহারা দেখে মনে হলো, এই মাত্র তাকে বলা হয়েছে নিষিঙ্ক বলে গিয়ে বাস করতে।

‘ভাবতে পারো এটা দিয়ে আমাকে পরীক্ষা দিতে হবে? হ্যারিকে জিজ্ঞাসা করল সে নিজের জাদুদণ্ডটা দেখিয়ে, ওটা এই মাত্র জোরে জোরে শিষ দিতে শুরু করেছে।

* * *

প্রথম পরীক্ষার তিন দিন আগে শান্তার টেবিলে প্রফেসর ম্যাকগোনাগল অরেকটি ঘোষণা দিলেন।

‘সুসংবাদ আছে,’ তিনি বললেন এবং পুরো ফ্রেট হল নিচুপ হওয়ার বদলে উঘাসে ফেটে পড়ল।

‘ডাম্বলডোর আবার ফিরে আসছেন!’ অনেকেই আনন্দে চিৎকার করে উঠল।

‘আপনারা স্থিথারিনের উত্তরাধিকারকে ধরতে পেরেছেন?’ র্যাভেনকু টেবিল থেকে তীক্ষ্ণ চিৎকার করল একটি মেয়ে।

‘আবার কিভিচ ম্যাচ ফিরে এসেছে?’ লাফিয়ে উঠল উড উভেজিতভাবে।

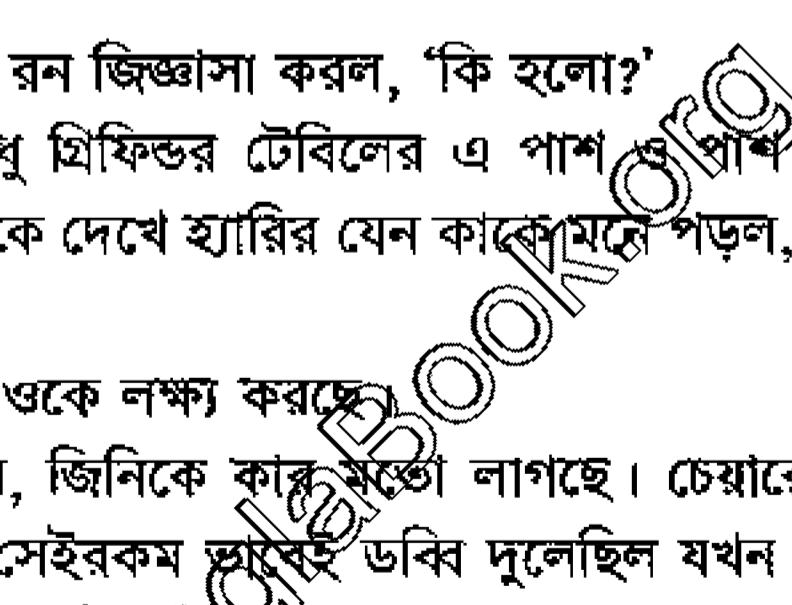
হৈচে থেমে গেলে, প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন, ‘প্রফেসর স্প্রাউট আমাকে জানিয়েছেন যে অবশ্যে মেন্ডেক্স গুলো কাটার উপযুক্ত হয়েছে; যারা পেট্রিফাইড হয়েছে, আজ রাতে তাদেরকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব হবে। আমি তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, অন্তত তাদের একজন বলতে পারবে, কি বা কে তাদেরকে আক্রমণ করেছিল। আমি আশা করছি এই ভয়াবহ বছরটা আমাদের শেষ হবে আপরাধীকে ধরার মধ্য দিয়ে।’

আনন্দের যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটল হলে। হ্যারি স্থিথারিন টেবিলের দিকে চাইল, এবং ড্র্যাকো ম্যালফ্যানকে আনন্দে যোগ না দিতে দেখে ঘোটেও অবাক হলো না। রনকে অবশ্য অনেক দিন পর খুশি খুশি দেখাচ্ছে।

‘আমরা যে ঘোনিং মার্টলকে জিজ্ঞাসা করিনি তাতে কিছু আসবে যাবে না, তাহলে?’ সে বলল রনকে। ‘হারমিওনকে জাগিয়ে তুললেই সম্ভবত সব প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে! মনে রেখ, মাত্র তিনদিনের মধ্যে পরীক্ষা এটা জানার পর পাগল হয়ে যাবে ও। সে রিভিশন দিতে পারেনি। ভাল হয় যদি পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওকে ওইভাবেই রাখা হয়।’

ঠিক সেই সময়, জিনি উইসলি এলো এবং রনের পাশে বসল। তাকে সন্তুষ্ট এবং নার্ভাস মনে হচ্ছিল। এবং হ্যারি লক্ষ্য করল ও কোলের মধ্যে হাত মৌচড়াচ্ছে।

আরো কিছু পরিজ নিয়ে রন জিজ্ঞাসা করল, ‘কি হলো?’

জিনি কিছু বলল না, শুধু ফ্রিফিল্ডের টেবিলের এ পাশ  তাকালো, চেহারায় ভীত সন্তুষ্ট ভাব, ওকে দেখে হ্যারির যেন কাকেয়েমত্তে পড়ল, কিন্তু মনে করতে পারছে না কে।

‘বলে ফেল,’ বলল রন, ওকে লক্ষ্য করছে।

হঠাৎ হ্যারির মনে পড়ল, জিনিকে কাকেয়েমত্তে লাগছে। চেয়ারে বসে সে সামনে পেছনে দুলছে, ঠিক সেইরকম স্থাবেই ডবিব দুলেছিল যখন সে নিষিদ্ধ তথ্য দেওয়ার সময় ইতস্তত করছিল।

‘তোমাকে কিছু বলবার আচ্ছা তোমার,’ জিনি বলল অস্পষ্টভাবে, সাবধানে হ্যারির দিকে না তাকিয়ে।

‘কি সেটা?’ বলল হ্যারি।

জিনিকে দেখে মনে হচ্ছে সে সঠিক শব্দটা খুঁজে পাচ্ছে না। 'কি?' বলল রন।

মুখ খুলেছে জিনি কিন্তু কোন শব্দ বের হলো না। সামনে খুঁকে হ্যারি নিচু শরে বলল, যেন শুধু জিনি আর রনই ওনতে পায়।

'এটা কি চেস্বার অব সিক্রেটস সম্পর্কে কিছু? তুমি কি কিছু দেখেছ? কেউ কি থাপছাড়া আচরণ করেছে?'

জিনি একটা গভীর শাস্তি টানল, এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই পার্সি উইসলি এসে হাজির, ক্লান্ত এবং বিবর্ণ দেখাচ্ছে।

'তুমি যদি শেষ করে থাক জিনি, তাহলে ওই চেয়ারে আমি বসতে চাই। আমি একেবারে ক্ষুধার্ত, এই মাত্র পেটেল ডিউটি করে এসেছি।'

জিনি লাফিয়ে উঠল যেন ওর চেয়ারে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালিয়ে দেয়া হচ্ছে, পার্সিকে দ্রুত একটা সন্তুষ্ট দৃষ্টি দিয়ে যেন পালিয়ে গেল। পার্সি বসল এবং টেবিল থেকে একটা মগ তুলে নিল।

'পার্সি!' বলল রন রাগ হয়ে। 'ও এখনই আমাদেরকে শুরুত্বপূর্ণ কিছু বলতে যাচ্ছিল!'

সবেমাত্র চা মুখে দিয়েছে পার্সি, ওর গলায় আঁটিকে গেলো।

'কি ধরনের বিষয়?' ও বলল, কাঁশতে কাঁশতে।

'আমি এইমাত্র ওকে জিজ্ঞাসা করেছি ও অস্বাভাবিক কিছু দেখেছে কি না, এবং সে কেবল বলতে শুরু করেছিল—'

'ওহ-ওটা-চেস্বার অব সিক্রেটস-এর সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক নেই,' সঙ্গে সঙ্গে বলল পার্সি।

'তুমি কি ভাবে জানলে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল রন।

মানে, ইয়ে, তুমি যদি জানতে চাও, জিনি, ইয়ে মানে একটু আমাকে দেখে ফেলেছিল, যখন আমি— বেশ, ও কিছু না ভুলে যাও— কথা হচ্ছে ও আমাকে কিছু কিছু করতে দেখে ফেলেছিল, এবং আমি, মনে, ওকে বলেছিলাম কারো কাছে কিছু না বলার জন্যে। আমি মনে করেছিলাম সে তার কথা রাখবে। এটা কিছু না, সত্যিই, আমি বরঞ্চ—'

হ্যারি পার্সিকে এমন বিব্রত হতে করলে দেখেনি।

'তুমি কি করছিলে পার্সি?' রন বলল। 'আমাদের বলো, আমরা হাসব না।'

মনে পার্সি হাসল।

'ওই রোলগুলো এগিয়ে দাও, হ্যারি, আমার খুব ক্ষিধে পেয়েছে।'

হ্যারি জানে তাদের সাহায্য ছাড়াই আগামীকাল পুরো রহস্যের সমাধান

হয়ে যাবে, কিন্তু যদি সম্ভাবনা থাকে তবে সে মার্টলের সঙ্গে কথা বলার সুযোগটা হাতছাড়া করতে চায় না। এবং সুযোগ এসে গেলো, মধ্য সকালে, যখন তাদেরকে গিল্ডরয় লকহার্ট হিস্ট্রি অব ম্যাজিক ক্লাসে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

লকহার্ট প্রায়ই তাদেরকে নিশ্চিত করেছেন সব বিপদ কেটে গেছে, শুধু মাত্র সরাসরি ভুল প্রমাণিত হওয়ার জন্য, এখন তিনি পুরোপুরিই বিশ্বাস করেন যে এই ছাত্রদের সঙ্গে থেকে করিডোর ধরে নিরাপদে পৌছে দেয়ার আরে প্রয়োজন নেই। তার চুল রোজকার মতো মসৃণ এবং চকচকে নয়; মনে হচ্ছে সারা রাতই তিনি জেগে ছিলেন, পঞ্চম তলা পাহারা দিয়েছেন।

‘আমার কথা বিশ্বাস করো,’ তিনি বললেন ওদেরকে এক কোনে জড়ে করে, ‘ওই পেট্রিফাইড লোকগুলোর মুখ থেকে প্রথম যে কথা বের হবে সেটা হচ্ছে “হ্যান্ডিড আপরাধী।” সত্যি বলতে কি, প্রফেসর ম্যাকগোনাগল এখনো যে মনে করেন, এই সমস্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে তাতে আমি অবাক হচ্ছি।’

‘আমি একমত, স্যার,’ বলল হ্যারি, হ্যারির কথায় হতভন্ত রনের হাত থেকে বইগুলো পড়ে গেলো।

‘ধন্যবাদ, হ্যারি,’ বললেন লকহার্ট প্রশংসার সুরে, ওরা অপেক্ষা করছে হাফলপাফদের একটা বিরাট লাইন অতিক্রম করার জন্যে। ‘আমি বোরোতে যাচ্ছি, ছাত্রদের ক্লাসে আনা নেয়া করা এবং সারারাত পাহারা দেয়া ছাড়াও আমাদের শিক্ষকদের করার মতো যথেষ্ট কাজ রয়েছে...’

‘সেটা ঠিক,’ বলল রন, আলোচনাটা ধরে ফেলেছে সে। ‘আপিনি আমাদের এখানেই ছেড়ে যান না কেন, স্যার? আমাদের তো আর মাত্র একটি করিডোর থেতে হবে।’

‘তুমি জান উইসলি আমি যা ভাবছিলাম আমি ঠিক তাই নন্টে,’ বললেন লকহার্ট। ‘সত্যিই আমার যাওয়া উচিৎ, আমাকে পরের ক্লাসের জন্যে তৈরি হতে হবে।’

‘দ্রুত পা’য়ে চলে গেলেন তিনি।

‘পরের ক্লাসের জন্যে তৈরি হওয়া,’ রন মুখ ভেঙ্গাল ওর পেছনে। ‘গেছেন নিজের চুল ফিটফাট করতে বা ওই ব্রকমেরকিছু।’

অন্য গ্রিফিনদের ওরা ওদের আগে যেতে দিল, তারপর পাশের একটা পথ দিয়ে বেরিয়ে মোনিং মার্টলের বাস্কিলের উদ্দেশে রওয়ানা হলো। কিন্তু ওরা যখন ওদের চমৎকার অংশবৃত্তির জন্যে পরস্পরকে অভিনন্দন জানাবার উপক্রম...

‘পটার! উইসলি! তোমরা এখানে কি করছ?’

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল এবং তার চেহারা একেবাবে সরু হয়ে গেছে।

‘আমরা— আমরা—’ রন তৌতলাতে শুরু করল, ‘আমরা ঘাসিলাম—
দেখার জন্য—’

‘হারমিওনকে,’ বলল হ্যারি। রন এবং প্রফেসর ম্যাকগোনাগল দু’জনেই
এক সঙ্গে ওর দিকে তাকাল।

‘আমরা অনেক দিন ধরে ওকে দেখিনি, প্রফেসর,’ বলে চলল হ্যারি দ্রুত,
রনের পায়ে চাপ দিয়ে, ‘এবং আমরা ভেবেছিলাম চুপি চুপি হাসপাতালে চলে
যাব, এবং তাকে বলব যে, মেন্ট্রেক তৈরি হয়ে গেছে, ইয়ে মানে সে যেন না
ঘাবড়ায়।’

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল তখনও তাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন অপলকে,
মুহূর্তের জন্যে হ্যারি ভাবল এই বুঝি বিশ্ফোরণটা ষষ্ঠল, কিন্তু যখন কথা
বললেন, বললেন দাঁড়কাকের মতো অন্তৃত স্বরে।

‘নিশ্চয়ই,’ বললেন তিনি, হ্যারি অবাক হলো, প্রফেসরের ক্ষুদ্র চোখে এক
কোটা পানির আভাস পেলো সে। ‘নিশ্চয়ই, আমি বুঝতে পারছি ঘারা... তাদের
বন্ধুদের জন্যেই ব্যাপারটা সবচেয়ে কষ্টদায়ক। হ্যা, পটার, নিশ্চয়ই তোমরা
মিস ঘেঞ্জারকে দেখতে যেতে পারো। আমি প্রফেসর বিনকে জানিয়ে দেবো
তোমরা কোথায় গিয়েছ। মাদাম পমফ্রেকে বলবে যে আমি অনুমতি দিয়েছি।’

হ্যারি এবং রন দ্রুত পায়ে চলে গেলো, বিশ্বাস হচ্ছে না যে ওদের কোন
শাস্তি হয়নি। যে কোনটা ঘূরছে তখন শুনতে পেলো প্রফেসর ম্যাকগোনাগল
তার নাক ঝাড়ছেন।

‘ওই গল্পটা,’ বলল রন, ‘তুমি যত গল্পো বানিয়েছ তার মধ্যে সবার মেরা।’

তাদের এখন হাসপাতালে না ঘাওয়ার কোন উপায় নেই এবং মাদাম
পমফ্রেকে বলা যে হারমিওনকে দেখার জন্য তাদেরকে প্রফেসর
ম্যাকগোনাগলের অনুমতি দিয়েছেন।

মাদাম পমফ্রে তাদের তেতরে ঢুকতে দিলেন অবিচ্ছ্নিয়া স্মরণেও।

‘একজন পেট্রিফাইড ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলার ক্ষেত্রে মানে হয় না,’ বললেন
তিনি, এবং যখন তারা হারমিওনের পাশে গিয়ে বসল তখন তাদেরকে স্বীকার
করতে হলো তিনি ঠিকই বলেছেন। হারমিওনের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই যে তাকে
কেউ দেখতে এসেছে, এবং তার বিছানার পাশের কেবিনেটটাকে দুশ্চিন্তা না
করবার জন্যে বলা ও হারমিওনকে কিছু বলা একই সমান।

‘ভাবছি সে কি আদৌ আক্রমণক্তির কে দেখেছে?’ বলল রন, হারমিওনের
মুক্ত হয়ে ঘাওয়া চেহারাটার স্থিক বিষণ্নতাবে তাকিয়ে। ‘কারণ, হামলাকারী
যদি চুপি চুপি ওদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে থাকে তবে কেউই কিছু জানবে না...’

কিন্তু হ্যারি হারমিওনের মুখের দিকে তাকিয়ে নেই। সে তার ডান হাত সম্পর্কে খুবই আগ্রহী। চাদরের ওপর ওটা মুষ্টিবন্ধ হয়ে পড়ে আছে, ও দেখল এক টুকরো কাগজ মুঠোর ভেতর দলা পাকানো রয়েছে।

মাদাম পমফ্রে কাছাকাছি আছে কি না দেখে নিয়ে হ্যারি ওটা রনকে দেখালো।

‘ওটা বের করবার চেষ্টা করো,’ বলল রন ফিস ফিস করে, নিজের চেয়ারটা এমনভাবে সরিয়ে বসল যেন মাদাম পমফ্রে’র দৃষ্টি থেকে হ্যারিকে আড়াল করা যায়।

কাজটা সহজ নয়।

হারমিওনের হাত কাগজটাকে এমনভাবে খামচে ধরেছে যে হ্যারির ভয় হলো ওটা হয়তো ছিড়েই যাবে। রন নজর রাখছে, আর সে টেনে বাঁকা করে মুচড়িয়ে অবশ্যে কয়েক মিনিট পর কাগজটা মুঠো থেকে বের করতে সক্ষম হলো।

লাইব্রেরীর অনেক পুরনো একটা বই থেকে পাতাটা ছেড়া। হ্যারি পাতাটা সমান করল এবং রনও ঝুঁকল ওটা পড়ার জন্যে।

আমাদের এই ভূমিতে যত পশ্চ এবং দানব ঘুরে বেড়ায়,
তার মধ্যে সরিসৃপের রাজা হিসেবে পরিচিত বাসিলিস্ক— এর
চেয়ে মারাত্মক এবং কৌতুহলোদীপক আর কিছু নেই। এই
সাপ, প্রকাণ দানবীয় আকার ধারণ করার ক্ষমতা রাখে, এবং
কয়েক শত বছর বেঁচে থাকে, এর জন্ম মুরগীর ডিম থেকে, এর
জন্মের জন্যে ডিমে তা দেয় এক প্রকার ব্যাঙ। এর হত্যা করবার
পদ্ধতি সত্যিই বিস্ময়কর, এর মারাত্মক এবং বিষে ভরা দাঁত
ছাড়াও, বাসিলিস্কের রয়েছে খুনী দৃষ্টি, এবং যে কেউ এর মুখের
রশ্মির মধ্যে পড়বে তাদের তাৎক্ষণিক মৃত্যু অব্যাখ্যিত।
মাকড়সারা বাসিলিস্কের কাছ থেকে পালায়, কারণ এই হচ্ছে
মাকড়সার প্রাণঘাতী শক্তি, এবং বাসিলিস্ক মৃত্যু ভরে পালায়
একমাত্র মোরগের ডাক থেকে, কারণ ওটাই তার মৃত্যুর কারণ।

এর নিচে একটি মাত্র শব্দ হাতে ~~মুক্তি~~, হ্যারি লেখাটা হারমিওনের বলে
চিনতে পারল। শব্দটা হচ্ছে— পাইপসি

মনে হলো কে যেন হ্যারির ~~মুক্তি~~কে একটা আলো জ্বলে দিয়ে গেছে।

‘রন,’ সে খাস ফেলল, ‘এই সেই। এই হচ্ছে জবাব। চেষ্টারের দানবটা
হচ্ছে বাসিলিস্ক-একটা দৈত্যাকার সরিসৃপ! সে জন্যেই আমি সব যাইগায় ওই

কথাগুলি শুনতে পাই এবং অন্য কেউই শুনতে পায় না। কারণ আমি পারসেলটাঙ্গ বুঝতে পারি...'

হ্যারি ওর চার দিকের বিছানাগুলো দেখল।

'বাসিলিস্ক মানুষকে হত্যা করে ওদের দিকে চোখের দৃষ্টি ফেলে বা তাকিয়ে। কিন্তু কেউই মারা যায়নি-কারণ কেউই সরাসরি ওটার চোখের দিকে তাকায়নি। কলিন দেখেছে ক্যামেরার মধ্য দিয়ে। বাসিলিস্ক ক্যামেরার ভেতরের সব ফিল্ম জুলিয়ে দিয়েছে, কিন্তু কলিন শুধু পেট্রিফাইড হয়েছে। জাস্টিন...নিশ্চয়ই বাসিলিস্ককে দেখেছে প্রায়-মাথাহীন নিকের মধ্য দিয়ে! নিকের ওপর দিয়ে আক্রমণের পুরো শক্তি গেছে, কিন্তু তো আর দ্বিতীয়বার মরতে পারে না...এবং হারমিওন এবং ওই র্যাভেনক্র প্রিফেস্ট মেয়েটার পাশে আয়না পাওয়া গিয়েছিল। হারমিওন তখন সবেমাত্র বুঝতে পেরেছে দানবটা হচ্ছে বাসিলিস্ক। বাজি ধরে বলতে পারি প্রথম যে মানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছে তাকেই সে সাবধান করেছে কোণাগুলির দিকে প্রথমে আয়না দিয়ে দেখতে এবং বেচারা মেয়েটা তার আয়না বের করেছিল-এবং-'

রনের চোয়াল বুলে পড়ল।

'এবং মিসেস নরিস?' ফিস ফিস করল রন আগ্রহের সঙ্গে।

হ্যারি গভীরভাবে চিন্তা করল, হ্যালোইনের রাত্রির চিত্রটা মনে করবার চেষ্টা করল।

'পানি,,,,' সে বলল ধীরে ধীরে, 'মোনিং মার্টলের বাথরুমের পানিতে ভেসে গিয়েছিল করিডোরের কোণাটা। বাজি ধরে বলতে পারি মিসেস নরিস শুধুমাত্র বাসিলিস্কের প্রতিচ্ছবি দেখেছিল...'

হাতের পাতাটা আবার পড়ল সে মনোযোগ দিয়ে। সে যত পড়ছে, ততই মনে হচ্ছে এটাই সঠিক।

'মোরগের ডাক ওটার ঘৃত্যর কারণ!' সে জোরে পড়ল। 'হ্যাত্রিডের মোরগগুলিকে মেরে ফেলা হয়েছিল! চেম্বার খোলার প্রস্তুতি-প্রাসাদের আশে পাশে একটিও মোরগ থাকুক চায়নি স্থিথারিনের উজ্জ্বলাধিকার! মাকড়সারা ওর সামনে থেকে পালিয়ে যায়! সব কিছু মিলে ঝাঁকে ঝাপে ঝাপে!'

কিন্তু বাসিলিস্ক কিভাবে বিভিন্ন ঘায়গায় ঝাঁকে? বলল রন। 'একটা বিশাল মারাত্মক সাপ...কেউ না কেউ দেখতে পাবে না।'

হ্যারি, অবশ্য, বইয়ের পাতাটা ছিল হারমিওন যে ছেউ শব্দটি লিখেছে সেটার দিকে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

'পাইপস্,' সে বলল। 'পাইপস্...রন, ওটা প্লাষিং বা পাইপগুলি ব্যবহার করছে। আমি দেয়ালের ভেতর থেকে ওই কথাগুলি শুনতে পাচ্ছিলাম...'

হঠাৎ রন হ্যারির হাত আঁকড়ে ধরল।

‘চেম্বার অব সিক্রেটস্-এর ভেতরে গেকার পথ! সে বলল ভাঙা গলায়।
যদি এটা বাথরুম হয়? যদি এটা—’

‘—মেনিং মার্টলের বাথরুম হয়,’ বলল হ্যারি।

ওরা ওখানে বসে রইল, উভেজনা ওদের মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে, বিশ্বাস পর্যন্ত করতে পারছে না।

‘তার মানে হচ্ছে,’ বলল হ্যারি, ‘স্কুলে আমিই একমাত্র পারসেলমাউথ নই। স্লিপারিনের উওরাধিকারও একজন। ওইভাবেই ওরা বাসিলিককে নিয়ন্ত্রণ করছে।’

‘আমরা এখন কি করব?’ বলল রন, ওর চোখ থেকে ঘেন দৃঢ়ি বেরোচ্ছে।
‘আমরা কি সোজা প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের কাছে যাবো?’

‘চলো স্টাফ রুমে যাই,’ বলল হ্যারি, লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। ‘ওখানেই উনি আসবেন, দশ মিনিটের মধ্যে। বিরতির সময় প্রায় হয়ে গেছে।’

ওরা দৌড়ে নিচে এলো। ক্লাস ছেড়ে অন্য করিডোরে ঘুরে বেড়াচ্ছে এটা কেউ দেখে ফেলুক ওটা ওরা চায় না, ওরা সোজা শুণ্য স্টাফ রুমটায় চলে গেলো। একটা বড় রুম, প্যানেল করা এবং কাঠের চেয়ারে ভর্তি। হ্যারি আর রন স্টাফ রুমের ভেতর পায়চারি করছে, উভেজনায় বসতেও পারছে না।

কিন্তু বিরতির বেল আর বাজল না।

পরিবর্তে, করিডোরের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠানিত হলো প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের কষ্ট, জাদুর শুণে বহুগুণে বর্ধিত।

‘সকল ছাত্রকে এই মুহূর্তে তাদের হাউজ হোস্টেলে ফিরতে হবে। সকল শিক্ষক স্টাফ রুমে আসুন, এই মুহূর্তে, প্রিজ।’

হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে রনের মুখোমুখি অপলক তাকিয়ে

‘আরেকটা হামলা নয়? এখন নয়?’

‘আমরা কি করবো?’ বলল রন, আতঙ্কে হত্যাক্ষণ। ‘হোস্টেলে ফিরে যাবো?’

‘না,’ বলল হ্যারি, চারদিক দেখে নিয়ে। ওর বাঁয়ে একটা নোংরা ওয়ার্ডরোব দেখতে পেলো, শিক্ষকদের আলখাল্লায় ভর্তি। ‘এখানে। শোনা যাক কি বিষয়। তারপর আমরা ওদের প্রত্যেকে পারবো, আমরা কি পেয়েছি।’

ওরা ওটার ভেতর নিজেদের মুকিয়ে রাখল। মাথার ওপরে শত শত মানুষের স্থান বদলের শব্দ শব্দে পাশে, স্টাফ রুমের দরবাৰ সশব্দে খলে গেল। আলখাল্লার ছাতা ধৰা ভাজের মধ্য দিয়ে ওরা দেখল, শিক্ষকরা রুমে চুকচেন। কেউ কেউ হত্যাক্ষণ, অন্যেরা একেবারে আতঙ্কিত। সবার পৱে এলেন

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল।

‘আবার হামলা হয়েছে,’ নিরব স্টাফ রুমে বললেন তিনি। ‘একজন ছাত্রকে নিয়ে গেছে দানবটা। একেবারে খোদ চেস্বারের ভেতরে।’

তীক্ষ্ণ কষ্টে চিংকার করলেন প্রফেসর ফ্লিটউইক। মুখে হাত চাপা দিলেন প্রফেসর স্প্রাউট। একটা চেয়ার শক্ত করে আঁকড়ে ধরলেন স্লেইপ, বললেন, ‘এত নিশ্চিত হলেন কি ভাবে?’

‘স্থিথারিনের উওরাধিকার,’ বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল, একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছেন তিনি, ‘একটা মেসেজ রেখে গেছে। আগেরটার ঠিক নিচে। ওর কংকাল চিরজীবনের জন্য চেস্বারের ভেতরেই পড়ে থাকবে।’

কেঁদে ফেললেন প্রফেসর ফ্লিটউইক।

‘কে, কে ও?’ জিজ্ঞাসা করলেন মাদাম হচ, দুর্বল হয়ে পড়েছেন তিনি, একটা চেয়ারে যেন ডুবে গেলেন। ‘কোন সে ছাত্র?’

‘জিনি উইসলি,’ বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল।

হ্যারি দেখল রন নিরবে ওর পাশে ওয়ার্ডরোব মেঝেতেই অঙ্গান হয়ে পড়ল।

‘আমাদেরকে সব ছাত্রকে কালই বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে হবে,’ বললেন, প্রফেসর ম্যাকগোনাগল। ‘এখানেই হোগার্টস্-এর সমাপ্তি। ডাস্বলডোর সব সময়ই বলতেন...’

স্টাফ রুমের দরজাটা আবার সশব্দে খুলে গেল। একটি অস্তর্ক মুহূর্তের জন্য হ্যারি নিশ্চিত ছিল ডাস্বলডোরই হবেন। কিন্তু লকহার্ট চুকলেন এবং তিনি উৎফুল্ল।

‘দৃঢ়বিত- একটু ভূমিয়ে পড়েছিলাম- আমি কি মিস করেছি?’

তিনি হয়তো খেয়াল করছেন না যে অন্য শিক্ষকরা তার দ্বিতীয় তাকিয়ে রয়েছেন ঘৃণার মতো এক ধরনের দৃষ্টিতে। স্লেইপ সামনে ~~গোলেন~~।

‘উপযুক্ত লোক,’ তিনি বললেন। ‘আসল লোক। ~~স্টৰ্কেটা~~ একটি মেয়েকে নিয়ে গেছে, লকহার্ট। একেবারে চেস্বার অব সিক্রেটস্-এর ভিতরে নিয়ে গেছে। অবশ্যে তোমার সময় এসেছে।’

ফ্যাকাসে সাদা হয়ে গেলেন লকহার্ট।

‘সঠিক, গিল্ডরয়,’ মন্তব্য করলেন ~~গোলেন~~ প্রফেসর স্প্রাউট। ‘গতবারেই না তুমি বলছিলে তুমি সব সময়ই জানতে চেস্বার অব সিক্রেটস্-এর প্রবেশ পথ কোথায়?’

‘আমি-বেশ, আমি-’ তোতলাচ্ছে লকহার্ট।

‘হ্যা, তুমি কি আমাকে বলোনি চেস্বারের ভেতরে কি রয়েছে সেটা তুমি

নিশ্চিতভাবেই জান?' যোগ দিলেন প্রফেসর ফ্লিটউইক।

'আ-আমি কি বলেছিঃ আমার মনে পড়ছে না...'

'আমার মনে পড়ছে তুমি বলেছ, হ্যাত্রিড ক্ষেত্রার হওয়ার আগে দানবটাকে আঘাত করতে না পারায় তুমি খুবই দুঃখ পেয়েছ,' বললেন স্লেইপ। 'তুমি কি বলোনি পুরো ব্যাপারটা তালগোল পাকিয়ে ফেলা হয়েছে এবং প্রথম থেকেই তোমার হাতে ছেড়ে দেয়া উচি�ৎ ছিল?'

লকহার্ট তার সহকর্মীদের পাথরের মতো মুখের দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকল।

'আমি...আমি আসলে কখনো...তোমরা আমাকে ভুল বুঝেছ...'

'আমরা বিষয়টা তোমার হাতেই ছেড়ে দিলাম, গিন্ডরয়,' বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল। 'আজকের রাতটাই সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। সকলেই যেন তোমার কাছ থেকে দূরে থাকে সেটা আমরা নিশ্চিত করবো। দানবটাকে তুমি একাই ঘোকাবিলা করতে পারবে; অবশ্যে তোমার হাতেই সব দেয়া হলো।'

মরিয়া হয়ে লকহার্ট চারদিকে তাকাল, তাকে উদ্ধার করার জন্যে কেউ এগিয়ে এলো না। তাকে এখন আর হ্যান্ডসাম লাগছে না। তার ঠোঁট কাঁপছে, এবং তার স্বভাবজাত দেঁতো হাসির অভাবে তাকে এখন দুর্বল এবং অপদার্থ মনে হচ্ছে।

'ঠিক আছে,' তিনি বললেন। 'আমি— আমি আমার অফিসে থাকব, তৈ-তৈরি হতে থাকবো।'

এবং তিনি রুম ত্যাগ করলেন।

'ঠিক হয়েছে,' বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল, নাক দিয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে, 'এইবার ওকে আমাদের পায়ের তলা থেকে বের করা গেল। হাউজ প্রধানরা ফিরে গিয়ে যার যার হাউজে ছাত্রদের জানাবেন ঘটনা^১ ক্লিবেন, কাল সকালে প্রথম কাজ হচ্ছে হোগার্টস্ এক্সপ্রেস তাদেরকে ফ্লিট ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। অন্য শিক্ষকগণ কি নিশ্চিত করবেন যে কোন ছাত্র^২ হোস্টেলের বাইরে নেই।'

শিক্ষকরা একে একে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

* * *

হ্যারির সারা জীবনে এটা^৩ সম্ভবত সবচেয়ে খারাপ দিন। সে, বন ক্রেড এবং জর্জ প্রিফিল্ড কমন রুমের এক কোণায় বসে রয়েছে। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলতে পারছে না। পার্সি ওখানে নেই। ও গেছে মিস্টার এবং মিসেস

উইসলিকে পেঁচা পাঠিয়ে খবর দিতে, এরপর নিজেকে হোস্টেলে বন্ধ করে রেখেছে।

কোন বিকেলই এত দীর্ঘ হয়নি, গ্রিফিন্ডর টাওয়ার এত ভীড়ের মধ্যেও এত নিঃশব্দ হয়নি। সূর্যাস্ত হতে যাচ্ছে, ফ্রেড আর জর্জ আর বসে থাকতে পারছেনা, উঠে গেলো শুভে যাবে বলে।

‘ও কিছু জানতে পেরেছিল, হ্যারি,’ বলল রন, স্টাফ রুমের ওয়ার্ডরোবে ঢোকার পর থেকে এই প্রথম কথা বলল রন। ‘সে কারণেই ওকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওটা মোটেও পার্সি সম্পর্কে কোন ফালতু বিষয়ে নয়। ও চেস্বার অব সিক্রেটস্ সম্পর্কে কিছু জানতে পেরেছিল। নিশ্চয়ই সে কারণেই ওকে—’ রন পাগলের মতো চোখ মুছল। ‘ওতো বিশুদ্ধ রক্ত। আর কোন কারণ থাকতে পারে না।’

হ্যারি দেখল সূর্য ডুবছে, রক্ত লাল, আকাশের নিচে। জীবনের সবচেয়ে খারাপ অনুভূতি এখন তার। শুধু যদি ওরা কিছু করতে পারতো। যে কোন কিছু।

‘হ্যারি,’ বলল রন, ‘তুমি কি মনে করো কোন সন্তান আছে যে সে- তুমি জান—’

কি বলবে হ্যারি জানে না। ও বুঝতে পারছে না, জিনি এখনো কি ভাবে বেঁচে থাকবে।

‘তুমি জান?’ বলল রন, ‘আমার মনে হয় আমাদের গিয়ে লকহার্টের সঙ্গে দেখা করা উচিত। ওকে গিয়ে বলি, আমরা যা জানি। উনি চেষ্টা করবেন চেস্বারে ঢোকার জন্য। আমরা ওকে বলি ওটা কোথায় রয়েছে বলে আমরা মনে করি। এবং বলি ওটাৰ ভেতরে একটা বাসিলিক্স রয়েছে।’

যেহেতু হ্যারি আর কিছু চিন্তা করতে পারছিল না, এবং যেহেতু সে কিছু একটা করতে চায়, সে সম্ভত হলো। তাদের চারপাশের গ্রিফিন্ডররা এত বিযাদগ্রস্ত ছিল, এবং ওদের জন্যে এত দুঃখ পাচ্ছিল, কেউই ওদের ওঠায়, রুম পার হয়ে যাওয়ার সময় এবং ছবির গর্ত দিয়ে আরয়ে যাওয়ায় বাঁধা দিল না।

লকহার্টের অফিসে যেতে যেতে অনুকূল স্থানিয়ে এলো। অফিসের ভেতরে মনে হয় অনেক কর্মকাণ্ড চলছে। ওরা ভেজতে পাচ্ছে ঘৃষা, দুষ-দাম এবং দ্রুত পদশব্দ শুনতে পাচ্ছে ওরা।

হ্যারি টোকা দিল এবং হস্তে ভেজতে সব চুপ হয়ে গেল। তারপর দরজাটা একটুখানি ফাঁক করে, লকহার্টের একটি মাত্র চোখ দেখা গেল ওর মধ্যে দিয়ে বাইরে উঠিকি দিচ্ছে।

‘ওহ...মিস্টার পটার...মিস্টার উইসলি...’ বললেন তিনি, দরজাটা আরেকটু ফাক করে। ‘এই মুহূর্তে আমি ব্যস্ত। যদি তাড়াতাড়ি করো...’

‘প্রফেসর আপনার জন্যে আমাদের কিছু খবর আছে,’ বলল হ্যারি। আমাদের মনে হয় আপনার সাহায্যে আসবে।’

‘ইয়ে-বেশ-মানে ভীষণভাবে-’ লকহার্টের চেহারার এক পাশ ওরা দেখতে পাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল ও শুব অস্থির মধ্যে রয়েছে। ‘আমি বলছি-বেশ-ঠিক আছে।’

উনি দরজাটা খুললেন এবং ওরা ভেতরে প্রবেশ করল।

ওর অফিস প্রায় সম্পূর্ণটাই খুলে ফেলা হয়েছে। মেঝেতে দুটো বড় ট্রাঙ্ক খোলা পড়ে রয়েছে। পোশাক, জেড গ্রীন, লাইলাক, মিডনাইট বালু সব তাড়াহুড়া করে ট্রাঙ্কের ভেতরে ঢোকানো হয়েছে; আরেকটার ভেতরে আগোছালোভাবে বইগুলো হয়েছে। যে ছবিগুলো দেয়ালের শোভা ছিল ওগলো ডেক্স-এর ওপর বাঞ্ছের ভেতর ঢোকানো।

‘আপনি কি কোথাও যাচ্ছেন?’ হ্যারি জিজ্ঞাসা করল।

‘ইয়ে, মানে, হ্যা,’ বললেন লকহার্ট, দরজার পেছন থেকে ওর একটা প্রমাণ সাইজের ছবি খুলতে খুলতে রোল করে ফেললেন ওটা। ‘জরুরি ডাক...কিছুতেই এড়ানো গেল না...যেতেই হবে...’

‘কিন্তু আমার বোনের ব্যাপারে কি হবে?’ বাঁকাবের সঙ্গে জিজ্ঞাসা কলল রন।

‘খুবই দুঃখজনক,’ বললেন লকহার্ট ওদের চোখকে এড়িয়ে যাচ্ছে ওর চোখ, একটা ড্রয়ার টান দিয়ে খুলে ওটার ভেতরের জিনিসপত্র সব একটা ব্যাগে ঢাললেন। ‘আমার চেয়ে বেশি দুঃখ কেউ পায়নি-’

‘আপনি হচ্ছেন ডিফেন্স এগেস্ট দ্য ডার্ক আর্টস-এর শিক্ষক।’ বলল হ্যারি। ‘আপনি এখন যেতে পারেন না! বিশেষ করে যখন এখানে সর্বডার্ক কর্মকাণ্ড চলছে।’

‘বেশ, আমাকে বলতে হচ্ছে...আমি যখন চাকরিটা ছিরেছিলাম...’ বিড় বিড় করে বললেন লকহার্ট, এখন কাপড় চোপড়ের ওপর ওর মোজা স্তপ করছেন, ‘চাকরির শর্তে কিছুই ছিল না...আশা করিমি...’

‘আপনি বলতে চাচ্ছেন আপনি পালিয়ে ছেচ্ছেন? বলল হ্যারি অবিশ্বাস তার কঠে। ‘আপনার বইয়ের বর্ণনা অনুযায়ী কিন্তু কিছু আপনি করেছেন?’

‘বই ভুল ধারণা দিতে পারে,’ সৌজন্যের সাথে বললেন লকহার্ট।

‘আপনিই তো লিখেছেন বইটালো!’ চিৎকার করে উঠল হ্যারি।

‘মাই ডিয়ার বয়,’ হ্যারির ওপর রাগ করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে। ‘তোমার কমনসেন্স ব্যবহার করো। লোকে যদি মনে না করত যে আমিই ওই কাজগুলো

করেছি আমার বই অর্ধেকও বিক্রি হতো না। কেউই একজন কুৎসিং বুড়ো আমেরিকান যুদ্ধবাজের কথা পড়তে চায় না, এমনকি সে যদি একটি গ্রামকে ওয়েরউল্ফ-এর হাত থেকে বাঁচিয়ে থাকে, তবুও। প্রচলে তাকে ভয়ানক দেখাবে। ড্রেস-সেস বলতে একেবারেই কিছু নেই। এবং যে ডাইনীটা ব্যাস্তন বানশিকে দেশত্যাগী করেছে তার খুতনিতে দাঁড়ি আছে। আমি বলতে চাই, বুঝতেই পারছ...’

‘তাহলে, অন্য লোকজন যা করেছে তার কৃতিত্ব আপনি নিয়েছেন বলুন? বলল হ্যারি অবিশ্বাসে।

‘হ্যারি, হ্যারি,’ বললেন লকহার্ট, অধৈর্যের সঙ্গে মাথা দুলিয়ে, ‘এটা ওরকম সোজা নয়। অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে। আমাকে এ সব লোককে খুঁজে বার করতে হয়েছে। জিজ্ঞাসা করতে হয়েছে ঠিক কিভাবে তারা কাজগুলো করেছে। তারপর আমাকে তাদের ওপর “মেমরি চার্ম” প্রয়োগ করতে হয়েছে, যেন ওরা ভুলে যায় যে ওরাই কাজগুলো করেছে। একটা বিষয় সেটা নিয়ে আমি গর্ব করতে পারি, সেটা হচ্ছে আমার মেমরি চার্ম। না, অনেক কাজ করতে হয়েছে, হ্যারি। শুধু বই সাইন করা এবং পাবলিসিটি ছবিই নয়। তুমি যদি খ্যাতি চাও, তবে, তোমাকে একটা দীর্ঘ কঠিন লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।’

ট্রাঙ্কের ডালাগুলো জোরে লাগিয়ে তালা মেরে দিলেন লকহার্ট।

‘দেখা যাক,’ বললেন, ‘আমার মনে হয় সব কিছুই হলো। হ্যা, শুধু একটা বিষয় রয়ে গেছে।’

নিজের জাদুদণ্ডটা বের করে ওদের মুখেমুখি হলেন প্রফেসর লকহার্ট।

‘শুবহী দুঃখিত, কিন্তু তোমাদের ওপর এখন “মেমরি চার্ম” প্রয়োগ করতে হবে। তোমরা সবখানে আমার গোপন কথা বলে বেড়াবে সেই হতে দিতে পারি না। তাহলে আমার একটি বইও আর বিক্রি হবে না...’

ঠিক সময়মতোই হ্যারি ওর জাদুদণ্ডটা বের করল। লকহার্ট ওরটা তুলতে না তুলতে, হ্যারি চিন্কার করে উঠল, ‘এক্সপেলিআরম্স!'

এক তোড়ে লকহার্ট পেছন দিকে গিয়ে ট্রাঙ্কের উপর পড়ল। ওর জাদুদণ্ড শূন্যে উড়ে গেলো; রন ওটা ধরে জানালা দ্বিয়ারাইরে ফেলে দিল।

‘প্রফেসর স্লেইপকে ওটা আমাদের প্রাণে দেয়া উচিত হয়নি,’ বলল ক্ষিণ হ্যারি, লাথি মেরে লকহার্টের ট্রাঙ্ক একস্থানে সরিয়ে দিয়ে। লকহার্ট ওর দিকে তাকাল, আবার ওকে অক্ষম করে সেনে হচ্ছে। হ্যারি তখনও ওর জাদুদণ্ড প্রফেসরের দিকে তাক করে রেখেছে।

‘তোমরা আমাকে কি করতে বলো?’ ক্ষীণ কর্তৃ জিজ্ঞাসা করলেন লকহার্ট। ‘আমি জানি না চেস্বার অব সিক্রেটস্ কোথায়। আমার কিছুই করবার নেই।’

‘আপনার কপাল ভাল,’ বলল হ্যারি জাদুদণ্ড তাক করে লকহার্টকে দাঁড় করালো। ‘আমরা মনে করি আমরা জানি ওটা কোথায় রয়েছে। এবং ওটার ভেতরে কি আছে। চলুন ঘাওয়া যাক।’

ওরা লকহার্টকে ওর অফিস থেকে বের করল, সবচেয়ে কাছের সিঁড়ি ধরে, আঙুকার করিডোরে যেখানে মেসেজগুলো জুল জুল করছে, সেখান দিয়ে মোনিং মার্টলের বাথরুমে।

ওরা প্রথমে লকহার্টকে ভেতরে পাঠালো। কাঁপছে লকহার্ট, দেখে হ্যারি খুব শুশি।

সবশেষের টয়লেটে বসে ছিল মার্টল।

হ্যারিকে দেখে বলল, ‘ওহ, তুমি। এখন আবার কি চাও?’

‘তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে কি ভাবে মরলে তুমি,’ বলল হ্যারি।

সঙ্গে সঙ্গে মার্টলের পুরো চেহারা পাল্টে গেল। দেখে মনে হলো ওকে কেউ এমন তোশামোদি প্রশ্ন করেনি।

‘উডউহ, সেটা ভৱকর ছিল,’ তৃপ্তির সাথে বলল সে। ‘ঠিক এখানেই ঘটেছিল ঘটনাটা। আমি ঠিক এই কিউবিকলে মরেছে। আমার এতো স্পষ্ট মনে আছে। অলিভ হণ্ডি আমাকে চশমা নিয়ে ক্ষ্যাপাতো বলে আমি এখানে এসে লুকিয়ে ছিলাম। দরজাটা বন্ধ ছিল এবং আমি কাঁদছিলাম, এরপর শুনলাম কেউ ভেতরে এলো। ওরা অস্তৃত ধরনের কথা বলল। তিনি একটা ভাবা বলেই আমি মনে করেছিলাম: যাই হোক, আমার কাছে যেটা আশ্চর্য মনে হলো যে একটা ছেলে কথা বলছে। সুতরাং আমি দরজার তালা খুলে দিলাম, বলার জন্যে, যে নিজের বাথরুম ব্যবহার করোগে যাও। এবং তারপর—’ শুরুত্বপূর্ণ মানুষের মতো খুলে গেলো মার্টল, ওর মুখ চকচক করছে, ‘আমি মরলাম।’

‘কিভাবে?’ বলল হ্যারি।

‘কোন ধারণা নেই,’ বলল মার্টল চুপিসারে। ‘আমার শুধু মনে আছে হলুদ এক জোড়া বিশাল চোখ দেখেছিলাম। আমার পুরো শরীর যেন এক রকম নিশ্চল হয়ে গেল, এবং তারপর আমি ভাসছি...’ সে মার্টল চোখে হ্যারির দিকে তাকাল। ‘এবং তারপর আমি আবার ফিরে এসেছি।’ অলিভ হণ্ডি’কে বার বার দর্শন দেয়ার ব্যাপারে আমি দৃঢ়সংকল্প। ওহ! কিন্তু সে দৃঢ়স্থিত হয়েছিল, সে আর আমার চশমা নিয়ে হাসেনি।’

‘ঠিক কোথায় তুমি চোখ দুঁটে কেখেছিলে?’ বলল হ্যারি।

‘ওইখানে কোথাও,’ বলল মার্টল, অনিদিষ্টভাবে ওর টয়লেটের সামনে সিঙ্কটার দিকে দেখাল।

হ্যারি আর রন তাড়াতাড়ি ওখানে গেল। লকহার্ট দাঁড়িয়ে রয়েছে অনেক

পেছনে, চেহারায় শুধু ভয়ের ছাপ।

দেখতে ঠিক সাধারণ সিক্রেট মতোই। ওরা প্রতিটি ইঞ্জ পরীক্ষা করল, ভেতরে এবং বাইরে, নিচের পাইপগুলিসহ। এবং তারপর হ্যারি দেখল: একটি তাঘার ট্যাপের পাশে খোদাই করা রয়েছে একটা ক্ষুদ্র সাপ।

‘এই ট্যাপগুলি কখনো কাজ করে নাই,’ বলল মার্টল, হ্যারিকে ট্যাপ ঘোরাতে দেখে।

‘হ্যারি,’ বলল রন, ‘কিছু বলো। পারসেলটাঙে কিছু বলো।’

‘কিন্তু—’ হ্যারি চিন্তা করছে, চেষ্টা করে চিন্তা করছে। একবারই সে পারসেলটাঙে বলেছিল, যখন সে একটা সত্যিকারের সাপের মুখোমুখি হয়েছিল। সে ক্ষুদ্র খোদাইটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল, তাবৎ চেষ্টা করল ওটা সত্যিই জীবিত।

‘খোল,’ বলল সে।

রনের দিকে তাকাল সে, মাথা নাড়ে রন।

‘ইংরেজী হয়ে গেলো,’ বলল সে।

হ্যারি আবার সাপটার দিকে তাকাল, বিশ্বাস করার চেষ্টা করল যে ওটা জীবিত। সে যদি তার মাথা নাড়ে, তাহলে যোমের আলোয় ওটাকে এমনভাবে দেখা যাচ্ছে যেন ওটা নড়ছে।

‘খোল,’ বলল সে।

সে নিজে শব্দটা শুনতে পারনি; একটা অস্তুত হিসহিস শব্দ ওর কান এড়িয়ে গেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সাপটা উজ্জল সাদা আলোর উত্তুসিত হয়ে সুরতে শুরু করল। পর মুহূর্তেই, সিক্রিটাই নড়তে শুরু করল। বস্তু সিক্রিটা ডুবে গেল একেবারে দৃষ্টির বাইরে, একটা বিরাট পাইপের মুখ খুলে গেল, একটা পাইপ একজন মানুষের পক্ষে ভেতরে ঢোকার ঘতো যথেষ্ট প্রশংসন।

হ্যারি শুনল রনের দম অঁটিকে গেছে এবং মুখ তুলে তাকাল আবার। কি করবে সে স্থির করে ফেলেছে।

‘আমি নিচে যাচ্ছি,’ বলল সে।

‘আমিও,’ বলল রন।

নিরবতা নেমে এলা।

‘বেশ, মনে হয় আমাকে আর তেমাদের প্রয়োজন পড়বে না,’ বললেন লকহাট, ওর পুরনো হাসির ছায়া আবার দেখা গেল। ‘আমি শুধু—’

দরজার নবের উপর হাত রেখে সে, কিন্তু রন আর হ্যারি দু'জনেই ওদের জাদুদণ্ড ওর দিকে তাক করল।

‘আপনাকেই আগে যেতে হবে।’ দাঁত খিচিয়ে বলল রন।

ফ্যাকাসে মুখে জাদুদও ছাড়া লকহার্ট, পাইপের খোলা মুখটার সামনে দিকে এগিয়ে গেলো।

‘শোন,’ ক্ষীণ কষ্টে বললেন তিনি, ‘শোন, এতে কি উপকার হবে?’

জাদুদও দিয়ে পেছনে ওকে ঘারল হ্যারি। লকহার্ট ওর পা দিল পাইপের ভেতরে।

‘আমি সত্যিই মনে করি না—’ বলতে শুরু করেছিলেন তিনি, কিন্তু রন একটা ধাক্কা দিল এবং দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন লকহার্ট। তাড়াতাড়ি হ্যারি ওকে অনুসরণ করল। পাইপের ভেতরে আস্তে আস্তে নিজেকে নামাল ও, এবং তারপর নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিল।

মনে হচ্ছে অন্তহীন, আঠাল চটচটে, অঙ্ককার পথে নিচের দিকে গড়িয়ে যাওয়া। সে দেখতে পেলো বিভিন্ন দিকে আরো অনেক পাইপের শাখা। কিন্তু ওদেরটার মতো এতো প্রশস্ত একটাও না। এঁকে বেঁকে খাড়া নিচের দিকে নামছে ওদেরটা, এবং সে জানে সে ক্ষুলের নিচে এমনকি ভূগর্ভস্থ কারা প্রকোষ্ঠগুলির চেয়েও নিচে নেমে যাচ্ছে। পেছনে ও শুনতে পাচ্ছে রনের আওয়াজ, বাঁকগুলিতে লেগে ভোতা শব্দ করছে।

এবং ঠিক যখন সে ভাবছে মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কি হতে পারে, পাইপটা সমাত্তরাল হয়ে গেলো, এবং সে বাইরে বেরিয়ে এলো ভেজা এবং ভোতা আওয়াজের মধ্যে, একটা পাথরের অঙ্ককার সুড়ঙ্গের স্যাতস্যাতে মেঝেতে পড়ল সে। সুড়ঙ্গটা দাঁড়াবার মতো উঁচু। লকহার্টও একটু দূরে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছেন, সারা গা চটচটে এবং চুণ মাখানো, যেন একটা সাদা ভূত। হ্যারি একপাশে সরে দাঁড়াল, শৌ শৌ শব্দ করে রন নামাল পাইপটা দিয়ে।

‘আমরা নিশ্চয়ই ক্ষুলের নিচে কয়েক মাইল,’ বলল হ্যারি,  সুড়ঙ্গটার মধ্যে ওর স্বর প্রতিধ্বনিত হলো।

‘লেকের নিচে সম্ভবত,’ বলল রন, অঙ্ককার চটচটে দেয়ালগুলোর দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে।

তিনজনই সামনের অতল অঙ্ককারের দিকে অপলক তাকিয়ে রইল।

‘লুমোস!’ বিড়বিড় করল হ্যারি এবং তার জাদুদওর মাথটোতে আলো জুলে উঠল। ‘এসো,’ সে বলল রন এবং লকহার্টকে এবং হাঁটতে শুরু করল তিনজন, ওদের পারের শব্দ ভেজা মেঝেতে জ্বরে জোরে স্ল্যাপ স্ল্যাপ শব্দ করছে।

সুড়ঙ্গটা এতো অঙ্ককার হে তোরা শুধু অরূপ একটু সামনে দেখতে পাচ্ছে। জাদুদওর আলোয় ওদের ছায়াগুলিকে দৈত্যাকার বলে মনে হচ্ছে।

‘মনে রেখো,’ আস্তে করে বলল হ্যারি, সাবধানে যেতে যেতে, ‘নড়াচড়ার

যে কোন আভাসেই প্রথমে চোখ বন্ধ করে ফেলবে...’

বিস্তৃত সুড়ঙ্গটা কবরের মতোই নিরব, এবং যে অপ্রত্যাশিত শব্দ ওরা শুনতে পেলো সেটা হচ্ছে ক্রাঙ্গ, একটা মরা ইঁদুরের খুলির ওপর রন্ধনে পা পড়েছিল। হ্যারি ওর জাদুদণ্ডটা নিচু করল মেরোটা পরীক্ষা করবার জন্যে, দেখল ছেট ছেট আগীর হাড় ছড়ানো সর্বত্র। জিনিকে পাওয়া পেলে কেমন দেখতে হবে এটা মনে করবার চেষ্টা করল না হ্যারি, সামনে অগ্রসর হলো, সুড়ঙ্গে একটা অঙ্ককার বাঁক ধরে।

‘হ্যারি, ওখানে কিছু রয়েছে...’ বলল রন ফ্যাসফ্যাসে গলায়, হ্যারির কাঁধটা চেপে ধরেছে ও।

জমে গেলো ওরা। দেখছে। হ্যারি শুধু একটা বিরাট এবং বাঁকানো কিছুর কাঠামো দেখতে পেল যেন, টানেল জুড়ে শয়ে আছে। ওটা নড়ছে না।

‘বোধহয় ওটা ঘুমিয়ে আছে,’ সে শ্বাস ফেলল, পেছনে অন্য দু’জনের দিকে এক পলক তাকাল। লকহার্টের হাত চোখের উপর চাপা দেয়া। হ্যারি আবার ফিরে জিনিসটা দেখল, হৃৎপিণ্ড এত দ্রুত চলছে যে ব্যাথা করছে ওর।

শুব ধীরে ধীরে, চোখ এক চিলতে খুলে যেন কোনমতে দেখা যায়, হ্যারি সামনের দিকে এগোল, ওর জাদুদণ্ডটা উঁচু করে ধরা।

একটা দৈত্যাকার সাপের চামড়ার ওপর আলো পড়ল, প্রাণপন্থ, বিষাক্ত সবুজ, পড়ে আছে পেঁচানো এবং খালি সুড়ঙ্গ জুড়ে। যে জীবটা এই চামড়া বদল করেছে সেটা কমপক্ষে কুড়ি ফিট লম্বা।

‘বশির আমাকে অঙ্ক করে দাও,’ বলল রন দূর্বলভাবে।

ওদের পেছনে হঠাতে নড়াচড়া হলো। গিন্দরয় লকহার্টের হাটু আর ওকে বহন করতে পারছে না, দূর্বল হয়ে পড়েছে, হাটু ভেঙ্গে পড়ে গেল সে সুড়ঙ্গের মেরোতে।

‘চলো ওঠো,’ বলল রন তীক্ষ্ণভাবে, লকহার্টের দিকে ওর জাদুদণ্ড তাক করল।

উঠে দাঁড়াল লকহার্ট— তারপর হঠাতে লাফ দিল ওকে লক্ষ্য করে, মাটিতে ফেলে দিল ওকে।

হ্যারি লাফিয়ে সামনে চলে এলো, কিন্তু তেক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে। সোজা হয়ে দাঁড়াচ্ছে লকহার্ট, হাঁপাচ্ছে হেঁজেয়ে জাদুদণ্ড ওর হাতে এবং ওর মুখে ফের চকচকে হাসি।

‘অ্যাডভেঞ্চার এখানেই থাম রাখছে!’ বলল সে, ‘ওই চামড়টার এক টুকরা আমি ক্ষুলে নিয়ে যাব, ওদেরকে বলব অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল মেরোটাকে বাঁচানো যায়নি, এবং তোমরা দুজন ওর খণ্ড বিশ্বাস দেহ দেখে দুঃখজনকভাবে

মাথা ঠিক রাখতে পারোনি। তোমাদের শূন্তির উদ্দেশে গড় বাই বলো।'

সে রনের সেলো টেপ লাগানো জাদুদণ্টা মাথার অনেক ওপরে তুলল, চিৎকার করে উঠল, 'অবলিভিয়েট।'

ছেটখাট একটা বোমার শব্দ করে জাদুদণ্টা বিস্ফোরিত হলো। হ্যারি মাথার উপর হাত দিয়ে দৌড়াল, সাপের চামড়ার উপর পা পিছলে গেল, সুড়ঙ্গ সিলিং-এর বড় বড় চাঁই পড়ছে মেঝের উপর দৌড়ে ওগুলো থেকে সরে গেল হ্যারি। পর মুহূর্তে ও একা দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেলো, ভাঙ্গ পাথরের নিরেট একটা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

'রন!' চিৎকার করল ও। 'তুমি ঠিক আছো তো? রন!'

'আমি এখানে!' চাপা গলায় বলল রন সিলিং থেকে পড়া পাথরের দেয়ালের ওপার থেকে। 'আমি ঠিক আছি। কিন্তু এই গাধাটা নেই— জাদুদণ্ড ওটাকে উড়িয়ে দিয়েছে।'

একটা ভোতা অওয়াজ হলো, সঙ্গে সঙ্গে জোরে 'ওহ!'। মনে হলো রন এইমাত্র লকহার্টকে ওর পায়ের হাড়ে লাঘি মারল।

'এখন কি?' রনের গলার শব্দ মরিয়া। 'আমরা এর মধ্যে দিয়ে বের হতে পারব না। কয়েক ষুগ লেগে যাবে...'

হ্যারি সুড়ঙ্গের সিলিংটার দিকে তাকাল। বড় বড় ফাটল দেখা যাচ্ছে। এই পাথরগুলির মতো বড় কিছুকে কখনই সে ম্যাজিক দিয়ে ভাঁতে চেষ্টা করেনি, এবং মনে হয় চেষ্টা করার ভাল সময়ও না এখন-যদি পুরো সুড়ঙ্গটা ভেঙ্গে পড়ে?

আরেকটা ভোতা আওয়াজ, আরেকটা 'ওহ!' শোনা গেল ভাঙ্গ পাথরের পেছন থেকে। ওরা সময় নষ্ট করছে। কয়েক ঘন্টা ধরে জিনি চেম্বার অব সিক্রেটস-এ রয়েছে। হ্যারি জানে এখন শুধু একটাই জিনিস ক্রিয়াকলাপ আছে।

'এখানে অপেক্ষা করো,' সে রনকে বলল। 'লকহার্টকে নিয়ে অপেক্ষা করো। আমি সামনে যাব। যদি আমি এক ঘন্টার মধ্যে কিরে না আসি...'

একটা অর্থপূর্ণ নিরবতা নেমে এলো।

আমি চেষ্টা করে কিছু পাথর সরাই দেখি, বলল রন কষ্ট স্থির রাখার চেষ্টা করছে ও। 'যেন তুমি ভেতর দিয়ে আসো আরো ফিরে এসে। এবং হ্যারি—'

'কিছুক্ষণ পরেই তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে,' বলল হ্যারি, ওর কাঁপা গলায় কিছুটা আত্মবিশ্বাস আন্দোলন চেষ্টা করছে।

এবং একা সে রওয়ানা হয়ে গলো সাপের বিশাল চামড়াটার পাশ দিয়ে।

রনের পাথর সরানোর আওয়াজটা দ্রুতই মিলিয়ে গেল। সুড়ঙ্গটা বাঁকের পর বাঁক খাচ্ছে। হ্যারির শরীরের প্রতিটি স্নায়ুতে অস্পষ্টিকর অনুভূতি হচ্ছে। সে

চাঁছে সুড়ঙ্গটা শেষ হোক, আবার ভয়ও পাঁচে শেষ হলে কি দেখতে হবে তেবে। এবং অবশ্যে যখন আরেকটা বাঁক ঘুরল, ও দেখল একটা নিরেট দেয়াল ওর সামনে দাঁড়িয়ে, দেয়ালের ওপর পাকে জড়ানো দু'টো সাপ খোদাই করা রয়েছে, ওদের চেখে বড় বড় দৃতি ছড়ানো পান্না বসানো।

সামনে গেলো হ্যারি, ওর গলা শুকিয়ে গেছে। এই পাথরের সাপগুলো জ্যান্ত এটা ভান করার কোন দরকার নেই, তবে ওদের চোখগুলো অন্তৃত রকমের জ্যান্ত।

কি করতে হবে বুঝতে পেরেছে হ্যারি। গলা পরিষ্কার করে নিল, এবং পান্নার চোখ গুলো মনে হলো সামান্য কেঁপে উঠল।

‘খোল,’ বলল হ্যারি, সাপের ভাষায় হিস্ত করে চাপা স্বরে।

সাপ দু'টো বিচ্ছিন্ন হলো এবং দেয়ালটা ফেটে দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেলো, ভাগগুলি আস্তে করে দৃশ্যের বাইরে চলে গেলো, এবং হ্যারি, মাথা থেকে পাঁ পর্যন্ত কাঁপছে, তেতরে হেঁটে গেলো।

সপ্তদশ অধ্যায়



স্থিথারিনের উত্তরাধিকার

সে দাঁড়িয়ে আছে বেশ দীর্ঘ প্রায়াঙ্কার একটা চেষ্টারের প্রত্যেক। পাথরের বিশাল বিশাল সাপ খোদাই করা, পিলার অঙ্ককারে হারিয়ে ফাঁওয়া একটা সিলিংকে ভর দিয়ে রেখেছে। চেষ্টারের অস্বাভাবিক স্বীকৃত অস্পষ্টতার মধ্যে পিলারগুলি লম্বা কালো ছায়া ফেলেছে।

ওর হৃৎপিণ্ড চলছে খুব দ্রুতগতিতে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হ্যারি শুনছে শীতল নৈংশব্দ। বাসিলিক কি কোন পিলারের পেছনে ছায়াঘন কোণায় ওত পেতে আছে?

জাদুদণ্ড বের করল হ্যারি এবং সমস্তের পিলার গুলির মাঝখান দিয়ে সামনে এগিয়ে গেল। সাবধানে দেখে প্রত্যেকটি পদক্ষেপ ছায়ায় ঢাকা দেয়ালে প্রতিখনিত হচ্ছে। চোখ সরু করা, সামান্য আওয়াজেই বন্ধ করার জন্য প্রস্তুত। পাথরের সাপের চোখের শূল্য কোটিরগুলি ঘেন ওকে অনুসরণ করছে।

কতোর যে পেটে মৌচড় মেরেছে আর তার মনে হয়েছে কিছু একটা নড়তে দেখেছে।

তারপর, যখন সে শেষ পিলার জোড়ার সমান সমান হলো ওর দৃষ্টি পড়ল পেছনের দেয়ালের সামনে দাঁড়ানো চেবারের সমান উচু একটা বিশাল ঘূর্ণির উপর।

উপরের বিরাট চেহারাটা দেখার জন্যে হ্যারিকে নিজের ঘাড় বকের মতো বাঁকাতে হলো। প্রাচীন এবং প্রাচীন এবং বানরের মতো দেখতে মুখ, লম্বা পাতলা দাঁড়ি এসে পড়েছে একেবারে পাথরের পোশাকের নিচে, যেখানে দুটো বিরাট ধূসর পাথরের পা চেবারের মসৃণ মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। এবং পা দুটোর মাঝখানে, পড়ে রয়েছে, মুখ নিচের দিকে করা, অগ্নিশিখার মতো লাল চুল, কালো পোষাক পরা ছোট একটি মানুষ।

‘জিনি!’ হ্যারি বিড় বিড় করল, দৌড়ে গেলো ওর কাছে এবং হাঁটু গেড়ে বসল। ‘জিনি! মরে যেও না! প্রিজ মরে নেও না!’ ওর জাদুদণ্ডটা একদিকে ছুড়ে দিল, কাঁধে ধরে জিনিকে ঘুরিয়ে দিল। ওর মুখটা মার্বেলের মতো সাদা, এবং একই রূক্ষ ঠাণ্ডা, কিন্তু ওর চোখ বক্স, তাহলে সে পেট্রিফাইড হয়নি। তাহলে ও নিশ্চয়ই...

‘জিনি, প্রিজ জেগে ওঠে,’ বিড় বিড় করল হ্যারি মরিয়া হয়ে ঝাঁকি দিচ্ছে জিনিকে। জিনির মাথা এদিক ওদিক গড়াচ্ছে, মনে হয় কোন আশা নেই।

‘ও জাগবে না,’ বলর একটা নরম কষ্টস্বর।

হ্যারি লাফিয়ে উঠে হাঁটুর ওপর ঘুরল।

সবচেয়ে কাছের পিলারটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি লম্বা কালো-চুলের ছেলে। কিনারাগুলোতে কেমন যেন আবছা, যেন কোন কুয়াশাচ্ছন্ন জানালার মধ্যে দিয়ে ওকে দেখছে হ্যারি। কিন্তু প্রাণ দিনতে ভুল হয়নি।

‘টম-টম রিডল?’

মাথা নাড়ল রিডল, হ্যারির চেহারার ওপর থেকে স্টিট সরালো না।

‘কি বলতে চাও, ও জাগবে না মানে?’ মরিয়ে হ্যারি বলর। ‘ও-ও-না-?’

‘ও, এখনো বেঁচে আছে,’ বলল রিডল শিক্ষিত শুধু ঘাত্র।

হ্যারি ওর দিকে তাকিয়ে আছে অপন্যাক। টম রিডল হোগার্টস-এ ছিল পঞ্চাশ বছর আগে, কিন্তু এই যে দৈনন্দিন দাঁড়িয়ে আছে, ওর চারপাশে একটা অস্পষ্ট রহস্যময় আলো ঘিরে রয়েছে, ষেল বছরের চেয়ে একদিনও বড় নয়।

‘তুমি কি ভূত?’ জিজ্ঞাসা করল হ্যারি অনিশ্চিত ভাবে।

‘একটা স্মৃতি,’ বলল রিডল শান্তভাবে। ‘একটা ডারুরিতে সংরক্ষিত পঞ্চাশ

বছর ধরে।'

সে মৃত্তিটার পায়ের আঙুলের কাছে দেখালো। ওখানে পড়ে রয়েছে মোনিং ষ্টার্টলের বাথরুমে পাওয়া কালো ডায়ারিটা, খোলা। এক সেকেন্ডের জন্য হ্যারি ভবল ওটা ওখানে পৌছাল কিভাবে— কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে যেগুলো আগে সুরাহা করা দরকার।

'আমাকে সাহায্য করতে হবে, টম,' বলল হ্যারি, আবার জিনির মাথাটা তুলে ধরল ও। 'ওকে এখান থেকে নিয়ে যেতে হবে। এখানে একটা বাসিলিঙ্ক রয়েছে... আমি জানি না কোথায়, কিন্তু যে কোন মুহূর্তে চলে আসতে পারে। পুঁজি, আমাকে সাহায্য করো...'

রিডল নড়ল না। হ্যারি ঘামছে, জিনিকে মেঝের উপর থেকে অর্ধেক মাত্র তুলতে পেরেছে, এবং আবার বাঁকল ওর জাদুদণ্টা তুলে নেয়ার জন্যে।

কিন্তু ওর জাদুদণ্টা নেই।

'তুমি কি দেখেছ-?'

সে মুখ তুলে তাকাল। রিডল্ তখনও ওকে লক্ষ্য করছে— ওর লম্বা আঙুলের ফাঁকে হ্যারির জাদুদণ্টা নিয়ে খেলা করছে।

'ধন্যবাদ,' বলল হ্যারি, হাত বাড়াল ওটা নেয়ার জন্যে।

রিডল্-এর মুখের কোণে একটা বাঁকা হাসি খেলে গেল। সে হ্যারির দিকে তাকিয়েই আছে, জাদুয়দণ্টা ঘোরাচ্ছে বন বন করে।

'শোন,' বলল হ্যারি দ্রুত, জিনির ওজনে ওর হাটু বেঁকে বসছে, 'আমাদের তাড়াতাড়ি যেতে হবে! যদি বাসিলিঙ্ক আসে...'

'না ডাকা পর্যন্ত ওটা আসবে না,' বলল রিডল্ শান্তভাবে।

জিনিকে আবার মেঝেতে নামিয়ে রাখল হ্যারি, ওকে আর তুলে লাখতে পারছিল না।

'কি বলতে চাচ্ছা?' বলল ও। 'দেখো, আমার জাদুদণ্টা দাও, আমার এটা প্রয়োজন হতে পারে।'

রিডল্-এর হাসি আরো চওড়া হলো।

'তোমার এটা আর প্রয়োজন হবে না,' বলল সে।

হ্যারি বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলো।

'কি বলছো, আমার আর প্রয়োজন নেই।'

'এর জন্যে আমি অনেকদিন ক্ষেত্র অপেক্ষা করে আছি হ্যারি পটোর,' বলল রিডল্। 'তোমাকে দেখার জন্মে। তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে।'

'দেখো,' বলল হ্যারি, ধৈর্য হারাচ্ছে সে, 'আমার মনে হয় না তুমি বুবাতে পারছ। আমরা চেম্বার অব সিক্রেটস-এ দাঁড়িয়ে আছি। আমরা পরে কথা

বলতে পারবো।'

'আমরা এখনই কথা বলবো,' বলল রিডল, এখনও মুখে চওড়া হাসি, হ্যারির জাদুদণ্ডটা পকেটে ভরে ফেলেছে সে।

হ্যারি ওর দিকে তাকিয়ে রইল। এখানে কিছু আজৰ ব্যাপার স্যাপার ঘটছে।

'জিনি এ ব্রকম হলো কি ভাবে?' সে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করল।

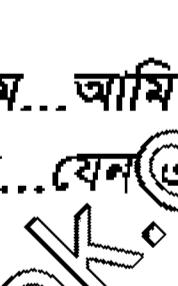
'আচ্ছা, এটা একটা মজার প্রশ্ন,' বলল রিডল খোশমেজাজে। 'এবং একটা লম্বা কাহিনীও। আমি মনে করি আসল যে কারণ, যে কারণে জিনি উইসলি এরকম হয়েছে সেটা হচ্ছে, একজন অদৃশ্য অপরিচিতের কাছে নিজের মন খুলে দেয়া এবং নিজের সব গোপন কথা বলা।'

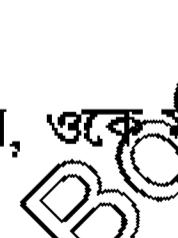
'কি বলছ তুমি?' বলল হ্যারি।

'ডায়রিটা,' বলল রিডল। 'আমার ডায়রি। জিনি মাসের পর মাস এই ডায়রিতে লিখেছে, ওর সব দুঃখের কথা, ঘন্টণার কথা: কি ভাবে তার বাইয়েরা তাকে টিজ করে, কি ভাবে তাকে পুরনো বই এবং পোশাকে ক্ষুলে আসতে হয়েছে, কেমন করে-রিডল-এর চোখ বিকসিক করে উঠল, '-কিভাবে সে ভাবত যে বিখ্যাত, ভাল, ছেট হ্যারি পটার তাকে কখনো পছন্দ করবে না...'

যতক্ষণ রিডল কথা বলেছে ততক্ষণ ওর চোখ হ্যারির মুখ থেকে নড়েনি। ওই দুটি চোখে প্রায় একটা ক্ষুধার্ত দৃষ্টি রয়েছে।

'খুবই বিরক্তিকর, এগারো বছরের বালিকার নির্বোধ সব ছোটখাট সমস্যার কথা শোনা,' সে বলে চলল। 'কিন্তু আমি ধৈর্যশীল ছিলাম। আমি জবাব লিখে, আমি তার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলাম, আমি সহন্দয় ছিলাম। জিনি আমাকে শুধুই ভালবাসত।

তোমার মতো কেউ আমাকে বুঝতে পারেনি, টম... আমি ~~প্রত্যক্ষি~~ যে এই ডায়রিটা পেয়েছি আমার মনের কথা বলবার জন্যে... যেন ~~গ্রেফজন~~ বক্স যাকে আমি পকেটে নিয়ে দুরে বেড়াতে পারি...' 

রিডল হাসল, একটা উচ্চ, শীতল হাসি, ওকে মাঝালো না সেই হাসিতে। হ্যারির ঘাড়ের নিচের চুল দাঁড়িয়ে গেল। 

আমি যদি নিজে বলি, হ্যারি, যাকে ~~প্রয়োজন~~ তাকে আমি সব সময়ই জাদুর প্রভাবে ফেলতে পারি ~~স্টোরাং~~ জিনি তার মনের সব কথা আমাকে বলল, এবং তার আত্ম হয়ে গেল ঠিক আমি যা চাই সেরকম। ওর সবচেয়ে গভীর ভয়ের, সবচেয়ে গভীর গোপন কথা জেনে আমি আরো শক্তিশালী হতে থাকলাম। আমি শক্তিশালী হলাম, ছেটি মিস উইসলির চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। মিস উইসলিকে আমার কয়েকটা গোপন কথা দেয়ার

মতো ঘথেষ্ট শক্তিশালী, আমার আত্মার খানিকটা ধীরে ধীরে তার মধ্যে...’

‘কি বলছ তুমি? বলল হ্যারি, ওর মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গেছে।

‘তুমি কি এখনো আন্দাজ করতে পারনি, হ্যারি পটার?’ নরম করে বলল রিডল। জিনি উইসলি চেস্বার অব সিক্রেটস খুলেছে। স্কুলের ঘোরগুলিকে সেই মেরেছে। দেয়ালে হ্মকি দেয়া লেখাগুলিও ওই লিখেছে। চারজন মাড়লাইড এবং স্কুইবের বেড়ালটার ওপর স্থিতিরিনের সাপ ওই লেলিয়ে দিয়েছে।’

‘না,’ ফিস ফিস করে বলল হ্যারি।

‘হ্যা,’ বলল রিডল শান্তভাবে। ‘অবশ্য প্রথমে ও জানত না ও কি করছে। তখন এটা ওর কাছে খুব মজার ছিল। তুমি যদি ওর তখনকার ভায়রিং এন্ট্রিগুলো দেখতে... অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং, এভাবে লিখত... প্রিয় টম, মুখস্থ বলে যেতে লাগল, হ্যারির ভয় পাওয়া চেহারা দেখতে দেখতে, ‘আমার মনে হয় আমি স্মৃতি হারিয়ে ফেলছি। আমার পোশাক ঘোরগের পালকে ভর্তি এবং আমি বুঝতে পারছি না ওগুলো এলো কোথেকে। প্রিয় টম, আমি মনে করতে পারছি না হ্যালোঙ্গেন রাতে আমি কি করেছি, কিন্তু একটা বেড়াল আক্রান্ত হয়েছিল এবং আমার সামনেটা রঙে মাথামাবি ছিল। প্রিয় টম, পার্সি আমাকে শুধু বলছে আমি ফ্যাকাসে হয়ে গেছি এবং আমি আর আমি নেই। আমার মনে হয় ও আমাকে সন্দেহ করছে... আজ আরেকটা হামলা হয়েছে এবং আমি জানি না আমি কোথায় ছিলাম। টম, আমি কি করবো? আমার মনে হয় আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি... আমার মনে হয় অমিত্তি সকলকে আক্রমণ করছি, টম! ’

হ্যারিয়ে হাতের মুঠো শক্ত হয়ে গেছে, নখগুলো বসে গেছে তালুতে।

‘ভায়রিটাকে বিশ্বাস না করতে নির্বোধ জিনির অনেক দীর্ঘ সময় নিয়েছে,’ বলল রিডল। ‘অবশ্যে সে সন্দেহ করতে লাগল এবং ওটা ফেলে দিতে চেয়েছিল। এবং এখান থেকে তোমার অনুপ্রবেশ হ্যারি প্রায় ১০ তুমি ওটা পেয়েছিলে, এবং আমি এর চেয়ে খুশি আর কিছুতে হইলি। সমস্ত লোকের মধ্যে কে পেয়েছে, তুমি, যার সঙ্গে দেখা করার জন্যে আমার সমচেয়ে বেশি আগ্রহ...’

‘এবং তুমি কেন আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছ? বলল হ্যারি। ওর ভেতর দিয়ে রাগের স্নোত বয়ে যাচ্ছে, অনেকটা কষ্টে কষ্টে কর্তৃপক্ষের স্বাভাবিক রাখতে পারছে।

‘বেশ, শোন, জিনি আমাকে আমার সম্পর্কে সব কিছুই লিখেছে,’ বলল রিডল। ‘তোমার সমস্ত চমকিছে ইতিহাস।’ হ্যারিয়ে কপালের দাগটার ওপর দিয়ে তার চোখের দৃষ্টি ঘুরে এলো, এবং তার চেহারার স্কুধার ভাবটা আরো বাড়ল। ‘আমি জানতাম তোমার সম্পর্কে আমার আরো জানতে হবে, তোমার

সঙ্গে কথা বলতে হবে, যদি পারি তোমার সঙ্গে দেখা করতে হবে। সেই কারণে, তোমার বিশ্বাস অর্জনের জন্য, তোমাকে আমার সেই বিখ্যাত প্রেম্ভার, হ্যাণ্ডিডকে আটকটা দেখাতে হয়েছিল।'

'হ্যাণ্ডিড আমার বন্ধু,' বলল হ্যারি, এখন তার স্বর কাঁপছে। 'এবং তুমি তাকে ফাঁদে ফেলেছু তাই না?' আমি ভেবেছিলাম তুমি হয়তো ভুল করেছ, কিন্তু—'

রিডল হাসল তার সেই উচ্চকষ্টের হাসি।

'হ্যাণ্ডিডের বক্তব্যের বিরুদ্ধে আমার কথা, হ্যারি। তুমি তাবেতে পারো ব্যাপারটা বৃদ্ধ আরমান্ডো ডিপেট-এর কাছে কেমন লেগেছিল। একদিকে, টম রিডল, গরীব কিন্তু ব্রিলিয়ান্ট, পিতৃমাতৃহীন কিন্তু এত সাহসী, স্কুল প্রিফেস্ট, আদর্শ ছাত্র; অন্য দিকে বিশালকায়, ভুল করা হ্যাণ্ডিড, এক দুই সঙ্গাহে ঝামেলা পাঁকায়, বিছানার নিচে ওয়েরউফ-এর বাচ্চা পালে, নিষিদ্ধ বনে চলে যায় দানবের পেছনে সময় ব্যয় করতে। কিন্তু আমি স্থীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে প্ল্যানটা এত ভালভাবে কাজ করবে এতে আমিও অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম কেউ একজন বুঝে ফেলবে যে হ্যাণ্ডিড স্নিথারিনের উত্তরাধিকার হতে পারে না। আমার পুরো পাঁচ বছর লেগেছে চেস্বার অবসিক্রেটস সম্পর্কে যা কিছু জানবার ছিল তা জানতে এবং গোপন প্রবেশদ্বারটা খোঁজ পেতে।...যেন হ্যাণ্ডিডের এসব করার মতো মন্তিক্ষ অথবা ক্ষমতা ছিল আর কি!'

'শুধুমাত্র ট্রান্সফিগিউরেশন শিক্ষক, ডাব্লিউডোরই মনে হয় তা বলতেন যে হ্যাণ্ডিড নির্দোষ। সেই ডিপেটকে সম্মত করিয়েছে হ্যাণ্ডিডকে রেখে দিয়ে গেম টিচার হিসেবে ট্রেনিং দিতে। হ্যা, আমি অনুমান করছি ডাব্লিউডোর আন্দোজ করতে পেরেছিলেন। অন্য শিক্ষকরা আমাকে যেমন পছন্দ করতেন ডাব্লিউডোর আমাকে কখনোই তেমন পছন্দ করেননি...'

'আমি বাজি ধরে বলতে পারি ডাব্লিউডোর একেবারে তোমার ভেতরটা দেখতে পেত,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল হ্যারি।

'হ্যা, হ্যাণ্ডিড বহিক্ষার হওয়ার পর ডাব্লিউডোর অবশ্যই আমার ওপর নজর রাখত,' বলল রিডল বেপরোয়াভাবে। 'আমি জানতাম স্কুলে থাকতে চেস্বারটা আবার খোলা নিরাপদ হবে না। কিন্তু ওটা খুঁজে বের করতে আমার যে কয় বছর সময় গেছে সেটা আমি নষ্টও করতে পারি না। আমি ঠিক করলাম একটা ডায়রি রেখে যাব, পাতায় পাতায় আমার ঘোল বছরটাকে সংরক্ষিত থাকবে ওটাতে, যেন একদিন, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে আমি আরেকজনকে আমার পথে নিয়ে আসতে পারি, এবং সালাজার স্নিথারিনের যহৎ কর্ম শেষ করতে পারি।'

‘কিন্তু, তুমি তো শেষ করতে পারোনি,’ বলল হ্যারি বিজয়ীর মতো। ‘এবার কেউই মারা যায়নি, এমন কি বেড়ালটাও না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মেন্ড্রেকের ওষুধ তৈরি হয়ে যাবে এবং যারা যারা পাথর হয়ে গিয়েছিল তারা আবার সুস্থ হয়ে উঠবে।’

‘আমি কি এরই মধ্যে তোমাকে বলিনি,’ আস্তে করে বলল রিডলু, ‘যে মাড়ব্রাউদের হত্যা করা আমার কাছে আর কোন বিষয় নয়? অনেক মাস ধরেই আমার নতুন টাপেটি – তুমি।’

হ্যারি ওর দিকে তাকিয়ে থাকল অপলকে।

‘কল্পনা করো আমার ডায়ারি যখন আবার খোলা হলো তখন আমি কি রকম রেগে গিয়েছিলাম, জিনি

আমার কাছে লিখছিল, তুমি নও। সে তোমাকে ডায়রিটাসহ দেখেছিল, এবং তায় পেয়ে গিয়েছিল। কি হবে, যদি তুমি এটা ব্যবহারের কৌশল জেনে যাও এবং আমি তার সব গোপন কথা তোমাকে জানিয়ে দিই? কি হবে, আরো ধারাপ, যদি তোমাকে জানিয়ে দিই কে মোরগগুলিকে গলা টিপে মেরেছে? সেই কারণে ওই বোকা মেয়েটা অপেক্ষা করেছে কখন তোমারা কম্বে এবং তোমার কুম থেকে ওটা সে সুযোগ বুঝে চুরি করেছে। কিন্তু আমি জানতাম আমাকে কি করতে হবে। আমার কাছে বরাবরই পরিষ্কার ছিল যে তুমি স্থিতিরিনের উত্তরাধিকারের সম্মানে আছো। তোমার সম্পর্কে জিনি যা বলেছে, তা থেকে বুঝতে পারি, এই রহস্য সমাধানে তুমি বহু দূর যেতে পারো- বিশেষ করে যদি তোমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ কোন বন্ধু আক্রমণ হয়। এবং জিনি আমাকে বলেছিল যে পুরো ক্ষুলে হৈ তৈ পড়ে গিয়েছে যে তুমি পারসেলটাঙ্গে কথা বলতে পারো...’

‘সেই কারণে আমি জিনিকে দিয়ে দেয়ালে ওরই বিদায় বাতাস স্থিতিয়ে ওকে এখানে এনে অপেক্ষা করিয়ে রেখেছি। ও লড়েছে এবং ক্ষেত্রে এবং খুবই বিরক্তিকর হয়ে গিয়েছিল। ওর মধ্যে আর খুব বেশি জীবন নেই, সে খুব বেশি দিয়ে দিয়েছে ডায়রিতে, আমাকে। এত যে, শেষ প্রস্তুত ওটাৰ পাতাগুলি ত্যাগ করার জন্যে যথেষ্ট। আমি জানতাম তুমি আসবে। তোমার জন্যে আমার অনেক প্রশ্ন রয়েছে, হ্যারি পটার।’

‘যেমন?’ হ্যারি থুথু ফেলল, মুঠে প্রশ্ন ও শক্ত হয়ে রয়েছে।

‘বেশ,’ বলল রিডলু, ‘একটা শিখ যার কোন অসাধারণ ম্যাজিক্যাল প্রতিভা নেই, সে কিভাবে সর্বকালের প্রবৃষ্টে জাদুকরকে পরাজিত করল? তুমি কি তাবে বেঁচে গেলে শুধু কপালে একটা দাগ হওয়া ছাড়া, আর লর্ড ভোলডেমর্টের ক্ষমতাই ধৰ্স হয়ে গেল?

ওর ক্ষুধার্ত চোখে এখন অস্থাভাবিক লাল দৃশ্য।

‘তুমি কেন যাথা ঘামাচ্ছ আমি কি ভাবে বেঁচে গিয়েছি সেটা নিয়ে?’ বলল হ্যারি ধীরে ধীরে। ‘ভোলডেমর্ট তো তোমার পরের সময়ের।’

‘ভোলডেমর্ট,’ বলল রিডল্ বরম করে, ‘আমার অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ, হ্যারি পটার...’

পকেট থেকে হ্যারির জাদুদণ্ড বের করল এবং বাতাসে ওটা দিয়ে আঁকল, তিনটা কাঁপা কাঁপা চকচকে শব্দ লিখল:

টম মারভোলো রিডল্

তারপর সে জাদুদণ্ড বাতাসে একবার দোলালো, এবং তার নামের বর্ণগুলো নিজেদেরকে নতুন করে সাজালো:

আমি লর্ড ভোলডেমর্ট

‘দেখেছ? সে ফিস ফিস করে বলল। ‘এই নামটা আমি আগেই হোগার্টস-এ ব্যবহার করছিলাম, অবশ্য শুধুমাত্র আমার খুব অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মাঝে। তুমি কি মনে করো আমি আমার নোংরা মাগল বাবার নামটা চিরদিনের জন্য ব্যবহার করবো? আমি, যার ধরণীতে সালাজার স্থিথারিনের রক্ত বহিছে, মায়ের দিক থেকে? আমি, একজন জঘন্য, সাধারণ মাগলের নাম বয়ে বেড়াব, যে আমাকে আমার জন্মের আগেই ত্যাগ করেছিল, শুধু এই কারণে যে সে জানতে পেরেছিল যে তার স্ত্রী একজন ডাইনী? না, হ্যারি। আমি নিজের জন্য একটা নতুন নাম তৈরি করলাম, একটা নাম, যে নাম আমি জানতাম একদিন সারা দুনিয়ার জাদুকরগু উচ্চারণ করতে ভয় পাবে, যখন আমি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাদুকর হবো।’

হ্যারির মন্তিক্ষ যেন জাম হয়ে গেছে। সে বোধশক্তিইন্নের মতো রিডল্-এর দিকে তাকিয়ে রইল, সেই অনাথ বালকটির দিকে যে হয়েছে হ্যারির পিতামাতাকে হত্যা করার জন্য এবং আরো কত জনকে। অবশেষে সে যেন জোর করে কথা বলার শক্তি ফিরে পেলো।

‘কিন্তু তুমি নও,’ বলল সে। তার শাক শুর ঘৃণা ভর্তি।

‘কি নই?’ তিক্ত স্বরে বলল রিডল্।

‘পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাদুকর বলল হ্যারি দ্রুত শ্বাস নিতে নিতে। ‘তোমাকে হতাশ করার জন্যে মুশ্কিল, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাদুকর হচ্ছেন আলবাস ডাম্বলডোর। সবাই তাই বলে। যখন তুমি ক্ষমতাশালী ছিলে তখনও, তুমি

হোগার্টস নিয়ে নেয়ার সাহস করেনি। ডাম্বলডোর তোমার রূপটা দেখেতে পেয়েছিলেন যখন তুমি ক্ষুলে ছিলে এবং এখনও তিনিই তোমার মধ্যে ভীতি সঞ্চার করেন, যেখানেই তুমি লুকিয়ে থাকো না কেন।'

রিডল্-এর চেহারা থেকে হাসি খসে পড়ল, এখন তার চেহারার ভীষণ একটা কুৎসিত রূপ।

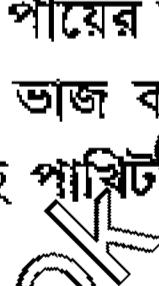
'ওধু মাত্র আমার কথা উঠতেই ডাম্বলডোরকে ক্ষুল থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে!' হিস হিস করে সে বলল।

'তুমি যেমন ভাবছ, তিনি সেরকম চলে যাননি!' হ্যারি পাল্টা জবাব দিল। সে অনবরত কথা বলে যাচ্ছে, রিডল্-কে ভয় পাওয়াতে চাচ্ছে, বিশ্বাস করার চেয়ে এটা যেন সে ইচ্ছাই করছে।

রিডল্ ওর মুখ খুলল, কিন্তু জমে গেল।

কোন এক যায়গা থেকে গান ভেসে আসছে। শূন্য চেহারটা দেখার জন্যে এক পাক ঘূরল রিডল্। গানের শব্দ বাড়ছে। ভীতিকর, মেরুদণ্ডে শির শির করা, অপার্থিব গান; হ্যারির মাথার চুল দাঁড়িয়ে গেছে এবং ওর হৃৎপিণ্ডটা ফুলে যেন স্বাভাবিক আকৃতির দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। তারপর, একসময় যখন গান এমন তীব্রতায় পৌছাল যে হ্যারির মনে হলো ওর পাঁজরের হাড়গুলো পর্যন্ত কাঁপছে, সবচেয়ে কাছের পিলারের মাথা থেকে আগুনের শিখা বের হলো।

হাসের সমান একটি লাল টিকটকে পাখি বেড়িয়ে এলো, ধনুকাকৃতির সিলিং-এ ওর অপার্থিব সঙ্গীত ছড়িয়ে দিল। পাখিটার চকচকে সোনালী লেজ ময়ূরের লেজের মতোই বড়, চকচকে সোনালী বাঁকা নখ, ওগুলো একটা জীর্ণ বাণিল বহন করছে।

সোজা হ্যারির দিকে উড়ে গেলো পাখিটা। ওর পায়ের কাছে জীর্ণ বোঝাটা ফেলে দিয়ে ওর কাঁধে বসল। ওটার বিশাল ডানা ভাজ করাহ্যারি মুখ তুলে দেখল ওটার লম্বা, তীক্ষ্ণ সোনালী ঠোট রয়েছে পাখিটার^{এবং} ছোট ছেট কালো চোখ।

পাখিটা গান গাওয়া বন্ধ করল। ওটা হ্যারির^{চুক্কের} পাশে বসে থাকল স্থির, উষ্ণ, স্থির দৃষ্টিতে রিডল্-এর দিকে তাকিয়ে রইল।

'ওটা একটি ফিনিক্স...' বলল রিডল্, ওটার দিকে পাল্টা তাকিয়ে রইল কঠোর দৃষ্টিতে।

'ফোক্স?' হ্যারি দম নিল, ওটার পাখিটার সোনালী নখ আঙ্গে করে ওর কাঁধে চাপ দিল।

'এবং সেটা-' বলল রিডল্, ফোক্স যে জীর্ণ বাণিলটা ফেলেছে ওটার দিকে ইশারা করে, 'ওটা হচ্ছে ক্ষুলের পুরনো বাছাই হ্যাট।'

আসলেও তাই। তালি দেয়া, ছেড়া, এবং ময়লা, হ্যাটটা পড়ে রয়েছে নিঃশব্দে হ্যারির পাশের কাছে।

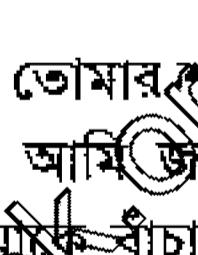
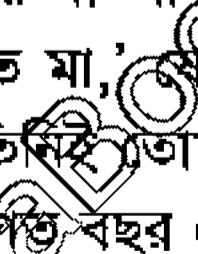
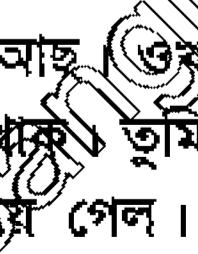
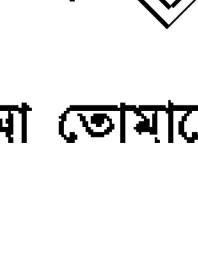
রিডল আবার হাসছে। এত জোরে জোরে যে কালো চেস্বারটা ওর সাথে সাথে হাসির গমকে কেঁপে উঠল, যেন দশজন রিডল হাসছে এক সঙ্গে।

‘এই ডাম্বলডোর পাঠিয়েছে তার ডিফেন্ডারের জন্য! একটা গানের পাখি আর একট পুরনো হ্যাট! তুমি কি সাহস পাচ্ছা, হ্যারি পটার? তুমি কি নিরাপদ বোধ করছো?’

হ্যারি জবাব দিল না। সে হয়তো বুঝতে পারছে না ফোকস এবং হ্যাট কিভাবে কাজে লাগবে কিন্তু এটুকু বোধ হলো যে সে আর এখন একা নয়, এবং সে বাড়তি সাহস নিয়ে অপেক্ষা করছে রিডল-এর হাসি থামার জন্যে।

‘কাজের কথা হোক, হ্যারি,’ বলল রিডল, এখনও বড় করে হাসছে। ‘দুবার- তোমার অতীতে, আমার ভবিষ্যতে- আমাদের দেখা হয়েছিল। এবং দুবারই তোমাকে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়েছি। তুমি কি ভাবে বেঁচে গেলে? আমাকে সব বলো। যত বেশি তুমি কথা বলবে,’ নরম শব্দে ঘোগ করল, ‘তত বেশি সময় তুমি বেঁচে থাকবে।’

খুব দ্রুত চিন্তা করছে হ্যারি, ওর সুযোগ গুলি মেপে নিচ্ছে। রিডল-এর হাতে জাদুদণ্ড। তার, হ্যারির রয়েছে ফোক্স এবং বাছাই হ্যাট, ড্যুয়েল লড়তে গেলে কোনটাই বিশেষ সুবিধের হবে না। অবস্থা থারাপই দেখা যাচ্ছে। কিন্তু রিডল ওখানে যতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে, ততক্ষণ জিনির ভেতর থেকে প্রাণ বেরোতে থাকবে... এবং এর মধ্যে, হ্যারি হঠাতে লক্ষ্য করল, রিডল-এর কাঠামোটা পরিষ্কার হচ্ছে, আরো কঠিন। যদি তার আর রিডল-এর মধ্যে লড়াই হতেই হয় তবে পরের চেয়ে আগেই ভাল।

‘কেউ জানে না আমাকে আক্রমণ করে তুমি কেন তোমার শক্তি হ্যারিয়েছ,’ হঠাতে বলল হ্যারি। ‘আমি নিজেও জানি না। কিন্তু আমিজানি কেন তুমি আমাকে হত্যা করতে পারনি। কারণ আমার মা আমার ক্ষেত্রে পিয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন। আমার সাধারণ মাগল-জাত মা,’ করল সে। অবদমিত রাগে কাঁপছে সে। ‘আমাকে হত্যা করতে তিনিতোমাকে থামিয়েছেন। এবং আসলে তোমাকে দেখেছি, আমি তোমাকে গতি বছর দেখেছি। তুমি শেষ হয়ে গেছে। তুমি কোনভাবে শুধু বেঁচে আছ, তোমানেই তোমার সব শক্তি তোমাকে নিয়ে গেছে। তুমি এখন পালিয়ে থাকু। তুমি কুৎসিৎ তুমি নোংরা!’

রিডল-এর চেহারা বিকৃত হয়ে গেল। তারপর যেন জোর করে একটা ভয়ংকর হাসি হাসল।

‘তাহলে। তোমার মা তোমাকে বাঁচতে পিয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন। হ্যা,

ওটা একটা শক্তিশালী প্রতি-জাদু। আমি এখন বুঝতে পারছি- আসলে তোমার মধ্যে বিশেষ কিছু নেই। দেখো, আমি ভেবেছি। তোমার আমার মধ্যে অঙ্গুত মিল রয়েছে, হ্যারি পটার। এমনকি তুমিও হয়তো লক্ষ্য করেছ। দুজনেই অর্ধ-বিশুদ্ধ রক্তের, এতিম, মাগলদের দ্বারা প্রতিপালিত। গ্রেট স্থিথারিনের পর সম্ভবত হোগার্ট্স-এ আমরাই দুজন পারসেলমাউথ- যারা সাপের ভাষায় কথা বলতে পারে এবং বোঝে। আমরা দুজন কোন কোন ক্ষেত্রে দেখতেও এক রকম...কিন্তু এ পর্যন্ত ভাগ্যই তোমাকে আমার হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ওটাই আমি জানতে চেয়েছিলাম।'

হ্যারি দাঁড়িয়ে আছে, উভেজনায় টান টান, অপেক্ষা করছে রিডল্ কখন জাদুদণ্ড তোলে। কিন্তু রিডল্-এর বাঁকা হাসি আবার বিশৃঙ্খলা হচ্ছে।

'এখন, হ্যারি আমি তোমাকে একটু শিক্ষা দেবো। চলো আমরা সালাজার স্থিথারিনের উত্তরাধিকার লর্ড ভোলডেমেট-এর ক্ষমতার বিরুদ্ধে বিখ্যাত হ্যারি পটার এবং ডান্ডলডোর তাকে যে সবচেয়ে ভাল অস্ত্র দিতে পারে তার ক্ষমতার মোকাবেলা করি।'

সে ফোকস আর বাছাই হ্যাটটার দিকে কৌতুহলোদীপক দৃষ্টি দিল, তরপর হেটে দূরে গেল। হ্যারির বোধশক্তিহীন পায়ে ভয় ছড়িয়ে পড়ছে, দেখল রিডল্ দাঁড়িয়ে পড়েছে বড় পিলারগুলোর মাঝে এবং উপরে স্থিথারিনের মুখের দিকে তাকাল, ওর অনেক ওপরে প্রায়ান্তরিকারে। রিডল্ তার মুখ খুলল এবং সাপের মতো হিস্ত করল-কিন্তু হ্যারি বুঝতে পারছে ও কি বলছে।

'আমার সঙ্গে কথা বলো, স্থিথারিন, হোগার্ট্সের চারের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।'

হ্যারি ঘুরল মূর্তিটাকে দেখার জন্যে, ফোকস কেঁপে উঠল তার কাঁধের উপর।

স্থিথারিনের বিরাটাকারের পাথরের মুখ নড়ছে। ভয়ে অন্ধকারে হ্যারি দেখল ওর মুখ খুলছে, বড় আরো বড় হচ্ছে এক সময় বিশাল একটা গর্ত তৈরি হলো।

এবং কিছু একটা মূর্তিটার মুখের ভেতরে নড়ছে গর্তের গভীর ভেতর থেকে কিছু একটা টলতে টলতে উঠছে।

হ্যারি পিছিয়ে গেলো, চেষ্টারের অঙ্ককান্ত মেঝেলে গিয়ে ঠেকল। চোখ বন্ধ করল সজোরে, অনুভব করে ফোকস-এর পাথা তার গাল স্পর্শ করছে, পাখিটা উড়ে গেলো। হ্যারি চিৎকার করতে নেওয়া, 'আমাকে ছেড়ে যেও না!' কিন্তু সাপের রাজার সঙ্গে একটা ফিলিপ্পেন্স কি লড়বার কতটুকু ক্ষমতা?

চেষ্টারের পাথরের মেঝেতে বিশাল কিছু একটা পড়ল, হ্যারির মনে হলো ওটা কেঁপে উঠল। সে জানে কি হতে যাচ্ছে, সে আন্দাজ করতে পারছে, প্রায় দেখতে পাচ্ছে দৈত্যাকার সরিসৃপটা স্থিথারিনের মুখ থেকে পাঁক খুলছে।

এরপর সে শুনতে পেলো রিডল্‌-এর হিস্স... ওকে হত্যা করো।'

বাসিলিস্ক এগোচ্ছে হ্যারির দিকে, সে শুনতে পাচ্ছে ওটার ভারী শরীর প্রকান্তভাবে পিছলিয়ে অগ্রসর হচ্ছে ধূলোমাখা মেঝে দিয়ে। এখনো চোখ বন্ধ, দেয়ালের পাশে দৌড়াল হ্যারি, হাত মেলে ধরে দিশা ঠিক করার চেষ্টা করছে। হাসছে রিডল্...

পড়ে গেল হ্যারি। পাথরের উপর জোরে পড়েছে এবং মুখে রক্তের স্বাদ পেলো। সাপটা ওর থেকে এক ফুটও দূরে নয়, ওটা আসছে, শুনতে পাচ্ছে ও।

ওর ঠিক উপরে প্রচণ্ড শব্দে যেন থুথুর বিক্ষেপণ হলো এবং তারপর ভারী কিছু একটা তাকে এত জোরে মারল যেন তাকে দেয়ালের সঙ্গে পিঘে ফেলল। হ্যারি অপেক্ষা করছে ওর শরীরে বিষদাংত বসার, শুনছে আরো হিস হিস শব্দ, কিছু একটা পাগলের মতো পিলারগুলোর সঙ্গে সঙ্গোরে ধাক্কা খাচ্ছে।

আর সে থাকতে পারল না। চোখটা সরু করে ঘতটা খুললে দেখা যায় ততটা খুলল হ্যারি কি ঘটছে দেখার জন্যে।

প্রকান্ড সাপটা, উজ্জল, বিষাক্ত সবুজ, এক গাছের গুড়ির মতো মোটা, শুণ্য দাঁড়িয়ে গেছে অনেক দূর, এবং বিরাট তোতা মাথাটা মাতালের মতো দুলছে পিলারগুলোর মাঝাখানে। হ্যারি কাঁপছে, সাপটা এদিকে ফিরলেই চোখ বন্ধ করে ফেলার জন্যে প্রস্তুত। এখন সে দেখল সাপটার মনোযোগ অন্যদিকে গেলো কিসে।

ওটার মাঝার উপর উড়ে বেরাচ্ছে ফোকস এবং বাসিলিস্ক ওর তরবারির সমান লম্বা বিষদাংত দিয়ে ওটাকে ছোবল মারা চেষ্টা করছে।

ফোকস ডাইভ দিল। ওর লম্বা সোনালী ঠোট দৃষ্টির বাইরে ডুবে গেলো এবং হঠাৎ কালো রক্তের একটা ঝর্ণা মেঝেটা ভিজিয়ে দিল। সাপটার লেজটা একটা ঝাপটা দিল, অল্লের জন্য বেঁচে গেল হ্যারি এবং হ্যারি^{ওজু} চোখ বন্ধ করবার আগেই ওটা ঘূরল। হ্যারি সোজা তাকাল ওটার ~~শুক্র~~ ফুটে করে দিয়েছে ফিনিশ পাখিটা; রক্ত মেঝে ভেসে যাচ্ছে এবং সাপটা যন্ত্রণায় মুখ দিয়ে থুথু নিষ্কেপ করছে।

'না!' হ্যারি শুনল চিংকার করল ~~বিডল~~। 'পাখিটাকে ছেড়ে দাও! পাখিটাকে ছাড়ো! ছেলেটা তোমার ~~প্রত্নতা~~! এখনও ওর গুঁজ পাবে! ওকে মারো!'

অন্ধ সাপটা দুলল, বিঅন্ধ, এখনো মারাত্মক। ফোকস এখনো ওটার মাঝার উপর চক্র মারছে, গাইছে ওর ভুতুড়ে গান, এবং বাসিলিস্কের আঁশটে নাকের এখানে ওখানে ঠোকর মারছে, রক্ত পড়ছে ওটার চোখ থেকে।

‘সাহায্য কর, আমাকে সাহায্য কর,’ বিড় বিড় করছে হ্যারি পাগলের মতো, ‘কেউ, যে কেউ! ’

সাপের লেজটা চাবুকের মতো বাড়ি মারল মেঝের উপর দিয়ে। হ্যারি ঢট করে নিচু হয়ে গেলো। নরম কিছু একটা ওর মুখে মারল।

বসিলিঙ্কটা হ্যারির হাতে বাছাই হ্যাটটা উড়িয়ে নিয়ে এসেছে। হ্যারি ওটা ঢট করে ধরে ফেলল। ওটাই এখন ওর একমাত্র ভরসা। মাথায় পড়ল ওটা এবং মেঝেতে বাপ দিল, বসিলিঙ্কের লেজ আরেকটা বাপটা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

‘সাহায্য করো... আমাকে সাহায্য করো...’ হ্যারি ভাবল, ওর চোখ হ্যাটের ভেতরটায় স্থির। ‘প্রিজ আমাকে সাহায্য করো! ’

জবাবে কোন কষ্টস্বর শুনতে পেলো না হ্যারি। পরিবর্তে হ্যাটটা সঙ্কুচিত হলো, যেন একটা অদৃশ্য হাত দৃঢ়ভাবে চিপে দিয়েছে।

হ্যারির মাথার উপরে কোনকিছু খুর শক্ত এবং ভারী কিছু পড়ল তোতা আওয়াজ করে, ওকে প্রায় ফেলেই দিয়েছিল। চোখে তারা দেখল হ্যারি, উপরটা ধরে মাথার উপর থেকে হ্যাটটা নামাতে গেল ও, এবং ওটার নিচে লম্বা এবং কঠিন কিছু পেল সে।

ঝিকমিক একটা রূপার তলোয়ার পাওয়া গেল হ্যাটের নিচে। ওটার হাতল চকচক করছে ডিমের সমান সাইজের রুবি পাথরে।

‘হেলেটাকে ঘারো! পাখিটাকে হেড়ে দাও! হেলেটা তোমার পেছনে রয়েছে! শৌকো-ওর গুৰু নাও! ’

দাঁড়িয়ে আছে হ্যারি, প্রস্তুত। বাসিলিঙ্কের মাথাটা নিচে নামছে, ওটার শরীর পাঁকাচ্ছে, পিলারে মারছে ওর দিকে ফিরছে সাপটা। ও দেখতে পাচ্ছে বড় বড় রঙাঙ্গ চোখের কোটুর, মুখটা হা করছে, ওকে গিল্লে খাণ্ডিয়ার মতো হা, দুপাশে ওর হাতের তলোয়ারের সমান দাঁত, প্রত্যুক্তি, চকচকে এবং বিষভর্তি...

অক্ষ সাপটা লাফ দিল। হ্যারি সরে গেল এবং ওটা চেষ্টার দেয়ালে আছাড় খেল। আবার লাফ দিল, এবং ওটার হেঝা জিয়া হ্যারির এক পাশে বাড়ি মারল। দুই হাতে তলোয়ারটা তুলল হ্যারি।

বাসিলিঙ্কটা আবার লাফ দিল, এবং প্রত্যুক্তি ঠিক হলো। তলোয়ারটা সাপের মুখের ভেতর দিয়ে শরীরের সমস্ত পেটক একত্র করে ওটা একেবারে হাতল পর্যন্ত ঢুকিয়ে দিল হ্যারি।

উক্ষণ রক্ত হ্যারির হাত ভিজিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু কনুইয়ের ঠিক ওপরে প্রচণ্ড ব্যথায় অসাড় হয়ে যাচ্ছে। লম্বা একটা বিষদাত প্রবেশ করছে ওর হাতে, গভীর

থেকে আরো গভীরে। একটা প্রবল ঝাঁকি দিয়ে বাসিলিক এক দিকে কাঁত হয়ে পড়ে থেতেই বিষদ্বাতটা ভেঙে গেল।

হ্যারিও পড়ে গেল দেয়ালের দিকে। শরীরে বিষ ছড়ানো বাসিলিকের দাঁতটা ধরল মুঠো করে, একটানে বের করে নিয়ে আসল। কিন্তু অনেক দেরী হয়ে গেছে। তীব্র ব্যথা এবং জ্বালা ছড়িয়ে পড়ছে ক্ষতস্থান থেকে। বিষদ্বাতটা ফেলে দিয়ে ও দেখছে নিজের রক্তই ওর কাপড় ভিজিয়ে দিচ্ছে, ধীরে ধীরে ওর দৃষ্টি কুয়াশাচ্ছন্ন হচ্ছে টের পেলো হ্যারি। চেস্বারটা আস্তে আস্তে ধূসর হয়ে মিষিয়ে যাচ্ছে যেন।

টকটকে লাল একটা একটা দলা ওর পাশ দিয়ে সাতরে গেল যেন এবং হ্যারি শুনতে পেল ওর পেছনে নথের আওয়াজ।

‘ফোক্স,’ বলে হ্যারি ভারি গলায়। ‘তুমি সত্যি অসাধারণ, ফোক্স...’ ও টের পেল যেখানে সাপের বিষদ্বাত ওর হাতে চুকেছিল সেখানে পাখিটা ওর সুন্দর মাথা ঝাঁকল।

পায়ের শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে শুনল হ্যারি, ওর সামনে একটা ঘন ছায়া এসে দাঢ়াল।

‘তুম শেষ, তোমার মরণ হয়ে গেছে, হ্যারি পটার,’ ওর উপর থেকে রিডল-এর গলাস্বর বলল। ‘মৃত্যু। এমনকি ডাম্বলডোরের পাখিটাও জানে। দেখতে পাচ্ছা ওটা কি করছে, পটার? ওটা কাঁদছে।’

হ্যারি চোখ পিট করল। ফোক্স-এর মাথাটা একবার দৃষ্টিতে এসেই মিলিয়ে গেল। মোটা মোটা মুক্তোর মতো চোখের জলের ফোটা গড়িয়ে পড়ছে চকচকে পাখাঙ্গলোর মধ্যে দিয়ে।

‘আমি এখানে বসে বসে তোমার মৃত্যুটা উপভোগ করব, হ্যারি পটার। সময় নাও। আমার অতো তাড়া নেই।’

ঘুম পাচ্ছে হ্যারি পটারের। ওর চারপাশের সব কিছুই মনে হয় ঘুরছে।

‘তাহলে এইভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে বিখ্যাত হ্যারি পটার,’ শোনা যাচ্ছে যেন বহু দূর থেকে আসা রিডল-এর কষ্ট। ‘একাকী চেস্বার অব সিক্রেটস-এ বস্তুদের দ্বারা পরিত্যক্ত, অবশেষে ডার্ক লর্ডের ক্ষয়ে প্রারজিত, যাকে চ্যালেঞ্জ করাটাই ছিল বুদ্ধিহীনতার পরিচয়। তাড়াতাড়ি তুমি তোমার প্রিয় মাড়লাড মায়ের কাছে চলে যাচ্ছ, হ্যারি...সে অস্তুকে বারো বছরের সময় ধার করে এনে দিয়েছিল...কিন্তু শেষ পর্যন্ত লজ স্টোল্ডেমট তোমাকে শেষ করতে পারল, যেমন তুমি জান তাকে পারতেই হবে।’

এই যদি মৃত্যু হয়, ভাবল হ্যারি, তাহলে মৃত্যু তো অত যন্দ নয়। এমনকি

ব্যথাটাও ওকে ছেড়ে যাচ্ছে...

কিন্তু এটাই কি স্মৃত্য? অন্ধকার হওয়ার চেয়ে চেষ্টারটা আবার ওর দৃষ্টিতে ফিরে আসছে। হ্যারি মাথা ঝোকাল এবং সে দেখতে পাচ্ছে ওই যে ফোক্স, এখনও তার হাতে মাথা দিয়ে আছে। ক্ষতের চারপাশে মুক্তোর মতো একটা অশ্রুজল চকচক করছে- শুধু ক্ষতটাই আর নেই।

‘সরে যা, এই পাখি,’ হঠাৎ রিডল্-এর কঠ বলল। ‘আমি বলছি ওর কাছ থেকে সরে যা! ’

হ্যারি ওর মাথা তুলল। হ্যারির জাদুদণ্টো রিডল্ তাক করে রয়েছে ফোক্স-এর দিকে; বন্দুকে গুলি করার মতো প্রচন্ড শব্দ হলো এবং ফোক্স আবার উড়ল লাল-সোনালী ঘূর্ণির মধ্যে।

‘ফিনিস্প্রের অশ্রুজল...’ বলল রিডল্ শান্ত স্বরে, হ্যারির হাতের দিকে তাকিয়ে। ‘নিশ্চয়ই... বোগ সারাবার ক্ষমতা আছে... আমি ভুলে গিয়েছিলাম...’

সে তাকাল হ্যারির চেহারার দিকে। কিন্তু এতে কোন তফাং হচ্ছে না। আসলে, আমি এভাবেই পছন্দ করি। শুধু তুমি আর আমি, হ্যারি পটার... তুমি আর আমি...’

সে জাদুদণ্টো তুলল।

তারপর, পাখার এক ঝাপটায়, ফোক্স উড়ে এলো মাথার ওপরে এবং কিন্তু একটা পড়ল হ্যারির কোলের উপর-ডায়ারিটা।

এক মুহূর্তের জন্য, হ্যারি এবং রিডল্ দুজনই, তখনও জাদুদণ্ড তোলা, দেখল ডায়ারিটাকে। তারপর, কোন চিন্তা না করে, কোন বিবেচনা না করে, যেন সব সময় এটাই করতে চেয়েছে, হ্যারি মেঝে থেকে বাসিলিক্সের বিষদ্বিতটা তুলে নিল এবং ওটা সজোরে চুকিয়ে দিল একেবারে ডায়ারিটার মাঝখানে।

একটা দীর্ঘ, ভয়াবহ, কান ফাটানো তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শোনাশৈল। ডায়ারি থেকে স্নোতের মতো কালি বেরিয়ে আসছে, হ্যারির হাত ক্ষেত্রে দিল, মেঝেতে বন্যা বইয়ে দিল। রিডল্ পাক দিচ্ছে মোচড় খাচ্ছে, আর্তনাদ করছে এবং আঁচড়াচ্ছে এবং তারপর...

চলে গেছে সে। শব্দ করে হ্যারির জাদুদণ্টো মেঝেতে পড়ল এবং তারপর নিরবত। নিরবত শুধু ডায়ারি থেকে তখনও ফেটা ফেটা কালি পড়ছে সমানভাবে। বাসিলিক্সের বিষ ওটাকে পুরুষপুরীক মাঝখান দিয়ে গর্ত করেছে।

একটা ঝাড়া দিয়ে, হ্যারি উঠে স্লাউল্ট ওর মাথা ঘূরছে, যেন এই মাত্র ঝুঁ পাউডার দিয়ে অনেক মাইল দূর প্রস্তুত এসেছে সে। ধরি ধীরে, জাদুদণ্ড আর বাছাই হ্যাটটা তুলে নিল ও এবং অনেক জোরে একটা বড় টান দিয়ে বাসিলিক্সের মুখ থেকে চকচকে তলোয়ারটা খুলে নিল।

চেবারের শেষ প্রান্ত থেকে ভেসে এলো গোঙ্গানীর আওয়াজ। জিনি নড়ছে। হ্যারি দ্রুত ওর কাছে গেলো, উঠে বসেছে জিনি। ওর বিস্মিত দৃষ্টি ঘুরছে মৃত বাসিলিঙ্কের বিরাট কায়া থেকে, হ্যারি এবং হ্যারির রক্ত মাখা কাপড়ে, তারপর ওর হাতের ডায়রিতে। কেঁপে উঠে সে একটা বড় দম নিল তারপর চেথের পানি পড়তে লাগল তার দুগাল বেয়ে।

‘হ্যারি-ওহ, হ্যারি-না-নাস্তাৱ টেবিলে আমি তোমাকে সব বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পার্সিৰ সামনে বলতে পারিনি। আমি, হ্যারি-কিন্তু আমি-আমি শপথ কৱছি আ-আমি কৱতে চাইনি-ৱি-রিভল আমাকে বাধ্য কৱেছে, সে আমাকে তাৱ প্ৰভাৱে নিয়ে ফেলেছিল-আৱ-তুমি কি ভাবে ওই-ওটাকে মেৰেছ? রিভল কো-কোখায়? শেষ যা মনে পড়ছে সেটা হচ্ছে আমি ওই ডায়ারিটাৱ মধ্যে থেকে বেৱিয়ে আসছি-’

‘সব ঠিক আছে,’ বলৱ হ্যারি, ডায়ারিটা তুলে ধৰে জিনিকে বিষদাত্তেৱ কৱা গৰ্তটা দেখালো, রিভল শেষ। দেখো! সে এবং বাসিলিঙ্ক দুজনই থতম। চলো জিনি, এখন থেকে বেৱোতে হবে-’

‘আমাকে বহিক্ষাৰ কৱা হবে!’ জিনি কাঁদছে, হ্যারি ওকে দাঁড়াতে সাহায্য কৱল। যখন থেকে বি-বিল হোগার্টস-এ এসেছে এবং এখন আমাকে ছাড়তে হবে আৱ-মা এবং বাবাই বা কি বলবে?

ফেক্স ওদেৱ জন্য অপেক্ষা কৱছে, চেবারের প্ৰবেশ পথেৱ উপৱ উড়ছে। হ্যারি জিনিকে সামনেৱ দিকে নিয়ে যাচ্ছে; মৃত বাসিলিঙ্কেৱ নিশ্চল দেহটা পার হলো, যেন প্ৰতিধৰণিত বিষাদেৱ ঘধ্য দিয়ে আবাৱ ফিৱে এলো সুড়ঙ্গে। হ্যারি শুনল, পেছনে পাথৱেৱ দৱজা দুটো বৰু হয়ে গেলো ক্ষীণ একটা হিস্স কৱে।

সুড়ঙ্গ ধৰে কয়েক মিনিট এগোবাৱ পৱ, দূৱে ধীৱে ধীৱে পাথৱ সৱাবাৱ আওয়াজ হ্যারিৰ কানে এলো।

‘ৱন! হ্যারি চিৎকাৱ কলল, দৌড়ে গেলো। জিনি ঠিক আছে আমি নিয়ে এসেছি! ’

ও শুনতে পেলো বন একটা দম আঁটকানো উল্লম্ব খৰ্বনি কৱল। পৱেৱ বাঁকটা ঘুৱে দেখল ভেসে পড়া পাথৱেৱ দেয়ালেৰ মধ্যে কৱা ফাঁকটাৱ মধ্যে দিয়ে অস্থিৱ বন তাকিয়ে আছে প্ৰবল আগ্রহ নিয়ে।

‘জিনি! ফাঁকেৱ মধ্য দিয়ে হাত বাড়িয়ে টেল বন ওকে প্ৰথমে তুলে নেয়াৱ জন্যে। তুমি বেঁচে আছো! আমি এখনও বিশ্বাস কৱতে পাৱছি না! কি হয়েছিল?’

সে ওকে জড়িয়ে ধৰে অস্তিৱ কৱতে চেয়েছিল, কিন্তু ও বনকে ঠেলে দূৱে সৱিয়ে দিল, কাঁদছে জিনি।

‘কিন্তু তুমি তো ঠিক আছো, জিনি,’ বলৱ বন, ওৱ দিকে হাস্যজল মুখে

তাকিয়ে। ‘এখন সব শেষ হয়ে গেছে, এটা-ওই পাখিটা কোথেকে এলো আবার?’

জিনি পর ফোক্স ভেতরে চলে এসেছে ফাকটা দিয়ে।

‘ও ডাম্বলডোরের,’ বলল হ্যারি, ফাকের মধ্যে দিয়ে নিজেকে গলিয়ে।

‘এবং তুমি একটা তলোয়ার পেলে কোথায়? বলল রন, হ্যারির হাতে চকচকে অস্ত্রটার দিকে তাকিয়ে।

‘এখান থেকে বেরিয়ে সব ব্যাখ্যা করব,’ বলল হ্যারি জিনির দিকে একটা অপাসে তাকিয়ে।

‘কিন্তু-’

‘পরে,’ বলল হ্যারি দ্রুত। সে মনে করছে না, কে চেষ্টার খুলেছে এটা এখনও রনকে সমিটীন হবে না, অন্তত জিনির সামনে নয়। ‘লকহার্ট কোথায়?’

‘ওখানে পেছনে,’ বলল রন, হেসে সুড়ঙ্গ থেকে পাইপের দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে। ‘ওর অবস্থা খারাপ। এসো দেখবে।’

ফোক্স-এর পেছন পেছন ওরা এগিয়ে গেলো। ওর বিশাল লাল টকটকে দুই ডানা অঙ্ককারের মধ্যে মৃদু সোনালী আভা ছড়াচ্ছে। ওরা একেবারে পাইপের মুখ পর্যন্ত হেটে গেল। গিন্ডরয় লকহার্ট বসে রয়েছে, নিজের মনে গুণ গুণ করছেন।

‘ওর স্মৃতি হারিয়ে গেছে,’ বলল রন। ‘মেমরি চার্ম আত্মাতি হয়েছে। ওকেই আঘাত করেছে আমাদের বদলে। এখন নিজে যে কে সে সম্পর্কে কোন ধারণাও নেই, কোথায় সে আঘাত কে আমরা স্টোও বুঝতে পারছে না। আমি ওকে বলেছে এখানে এসে অপেক্ষা করতে। ও এখন নিজের জন্যেই বিপদ।’

ওদের সবাইকে দেখল লকহার্ট, ভালভাবেই।

‘হ্যালো,’ সে বলল। ‘অঙ্গুত যায়গা, এটা, তাই না?’ তোমরা কি এখানে থাক?’

‘না,’ বলল রন, হ্যারির দিকে অঙ্গুত তুলে।

হ্যারি ঝুকে দীর্ঘ ঝাঁকা অঙ্ককার পাইপের ভেতরটা দেখল।

‘তুমি কি ভেবেছ এটার ভেতর দিয়ে কিভাবে উপরে যাব?’ বলল সে রনকে।

রন ওর মাথা নাড়ল, কিন্তু ফিনিঝ পাপ্টিফোক্স হ্যারির পাশ দিয়ে উড়ে গিয়ে ওর সামনে এসে ডানা ঝাপটাচ্ছে অঙ্ককারে ওর ছোট ছোট চোখ উজ্জল দেখাচ্ছে। ওর লম্বা সোনালী লেজের পাখাগুলো নাড়ছে। হ্যারি অনিষ্টিতভাবে ওর দিকে তাকাল।

‘মনে হচ্ছে ও চাচ্ছে যে তুমি ওর লেজটা ধরে থাকো...’ বলল রন, ওকে কিংকর্তব্যবিমুক্ত মনে হচ্ছে। কিন্তু একটা পাখির পক্ষে তোমাকে উপরে টেনে

তোমার জন্য তুমি অনেক ভারি।'

'ফোক্স,' বলল হ্যারি, 'কোন সাধারণ পাখি নয়।' সে অন্যদের দিকে তাকাল। 'আমাদের একজন আরেকজনকে ধরে থাকতে হবে। জিনি, রনের হাত ধরো। প্রফেসর লকহার্ট—'

'সে তোমার কথা বলছে,' রন বলল তীব্র স্বরে লকহার্টকে।

'আপনি জিনির আরেক হাত ধরবেন।'

তলোয়ার এবং বাছাই হ্যাটটা কোমরে গুজল হ্যারি, রন ধরল হ্যারির কাপড়ের পেছনটা, হ্যারি আঁকড়ে ধরল ফোক্স-এর লেজের অঙ্গুত রকমের উষ্ণ পাখাগুলো।

একটা অসাধারণ আলো মনে হচ্ছে ওর সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে, এবং পরের মুহূর্তে, হশ, পাইপ ধরে উপরের দিকে উভারে ওরা। হ্যারি শুনতে পাচ্ছে নিচে লকহার্ট এদিক ওদিক বাড়ি থাচ্ছে, বলছে, 'আশ্র্য! আশ্র্য! ঠিক ম্যাজিকের মতো!' ঠাণ্ডা বাতাস বেন চাবুক মারছে হ্যারির চুলে। এবং যাত্রাটা এনজয় করা হতে বিরত হওয়ার আগেই শেষ হয়ে গেল- ওরা চারজনই মোনিং মার্টলের বাথরুমে ভেজা যেঝেতে এসে পড়ল। এবং লকহার্ট যখন ওর হ্যাটটা ঠিক ঠাক করছেন, তখন পাইপটাকে ঢেকে রেখেছিল যে সিঙ্কটা, ওটা আবার ধীরে ধীরে নিজের যায়গায় ফিরে যাচ্ছে দেখা গেলো।

মার্টল থল থল করে উঠল।

'তুমি এখনও জীবিত,' ফাঁকা স্বরে বলল সে হ্যারিকে।

'হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই,' বলল সে কঠোরভাবে, চশমা থেকে রক্ত আর চটচটে আঠা মুছতে মুছতে।

'ওহ, আচ্ছা...আমি শুধু ভাবছিলাম, যদি তুমি মারা যেতে আমার টয়লেটটা শেয়ার করার জন্যে তোমার জন্যে আমন্ত্রণ থাকত,' বলল মার্টল, লজ্জায় সাদা হয়ে গেল সে।

'অহ!' বলল রন, বাইরের অঙ্ককার জনশূন্য করিডোরে কোরয়ে এলো ওরা বাথরুম ছেড়ে। 'হ্যারি! আমার মনে হয় মার্টল তোমাকে প্রচল করে ফেলেছে! তোমার প্রতিযোগী আছে জিনি!'

কিন্তু এখনও নিরবে পড়ছে চোখের জল গাল বেয়ে।

'এখন কোথায়?' বলল রন, জিনির নিজে মুক্ত হ্যাট উদ্বিগ্ন দৃষ্টি দিয়ে হ্যারিকে জিজেস করলো।

ফোক্স পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, করিডোরে সোনালী আভা। ওরা ওর পেছন পেছন যাচ্ছে। এবং কয়েক মুহূর্ত পর নিজেদের আবিষ্কার করল প্রফেসর ম্যাকগোনাগল-এর অফিসের বাইরে।

হ্যারি নক করল এবং ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলল।

অ ষ্টা দ শ অ ধ্যা য



ডবিং'র পুরস্কার

হ্যারি, রন, জিনি আর লকহট প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের অফিসের দরজায়
এসে দাঁড়ালো ময়লা, চটচটে আঠাল রস আর রস (হ্যারির ক্ষেত্রে)
মাথানো। মুহূর্তের ঘণ্টে নিরবতা নেমে এলো। তারপর একটা চিংকার শোনা
গেল।

‘জিনি!’

মিসেস উইসলির চিংকার। আগন্তুর সময়ে বসে কাঁদছিলেন সে অবস্থায়
লাফিয়ে উঠলেন, সঙে সঙে মিস্টার উইসলি। এবং দুজনেই জড়িয়ে ধরলেন
তাদের ঘেয়েকে।

হ্যারি, অবশ্য তাকিয়ে ছিল তাদের কে ছাড়িয়ে। প্রফেসর ডাষ্টলডোর
দাঁড়িয়ে আছেন চুল্লির পাশে, হাস্যোজ্জ্বল, প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের পাশেই,
লম্বা করে শ্বাস নিচ্ছিলেন তিনি বুক চেপে ধরে। ভট্টশ করে ফোক্স হ্যারির

কানের পাশ দিয়ে এবং ডাবলডোরের কাঁধের উপর গিয়ে বসল। ঠিক এই সময়ই মিসেস উইসলি শক্ত করে জড়িয়ে ধরলেন হ্যারি আর রুনকে।

‘তোমরা ওকে বাঁচিয়েছ! তোমরা ওকে বাঁচিয়েছ! কিভাবে করলে তোমরা?’

‘আমার মনে হয় আমরা সবাই জানতে চাই সেটা,’ বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল দূর্বলভাবে।

মিসেস উইসলি হ্যারিকে ছেড়ে দিলেন, একটু দ্বিধা করে ও এগিয়ে পেলো ডেক্সের দিকে এবং ওটার উপর রাখল একটা বাছাই হ্যাট, কুবি পাথর খঁচিত তালোয়ার এবং রিডল্-এর ডায়রির অবশিষ্ট ফেটুকু ছিল।

তারপর ও বলতে শুরু করল সব কিছু। প্রায় পন্থৱে মিনিট ধরে সে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন সেই নিরবতার মধ্যে বলে গেল: সে বলল অশ্রিয়ী সেই কঠস্বরের কথা, কি ভাবে হারমিওন অবশেষে বুঝতে পারল যে আসলে সে পানির পাইপের মধ্যে থেকে আসা বাসিলিক্সের কথা শুনছে, কি ভাবে সে আর রুন বনের ভেতরে মাকড়সাদের অনুসরণ করেছে, আরাগগ ওদের বলেছে বাসিলিক্সের শেষ শিকার কোথায় মারা গিয়েছিল; কিভাবে সে আন্দাজ করল যে মোনিং মার্টল-ই সেই শেষ শিকার এবং চেস্বার অব সিক্রেটস-এর তোকার পথটা ওর বাথরুমেই হতে পারে...

‘চমৎকার,’ হ্যারি খামতেই প্রফেসর ম্যাকগোনাগল ঘন্টব্য করলেন, ‘তাহলে তোমরা পেয়ে গিয়েছিলে প্রবেশ পথটা এবং পাবার পথে ক্লুলের শ’খানেক নিয়ম ভেঙে, যদি আমি যোগ করতে পারি- কিন্তু ওখান থেকে জ্যান্ত বেরিয়ে আসলে কিভাবে তোমরা, পটার?’

হ্যারি, তার কঠ ফ্যাসফ্যাসে হয়ে গেছে এত কথার পর, তাদের বলল সময়মত ফোক্স-এর আগমন এবং বাছাই হ্যাটের তলোয়ার  কথা। কিন্তু এরপর সে একটু আমতা আমতা করল, এ পর্যন্ত সে  রিডল্-এর ডায়রি অথবা জিনি প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছে। ও দাঁড়িয়ে মিসেস উইসলির কাঁধে ঘাঢ়া দিয়ে, তখনও নিরবে পানি গড়াচ্ছে তার দু'গাল বেঁয়ে। যদি  ওয়া ওকে বহিক্ষার করে? ভয়ে ভয়ে ভাবল হ্যারি। রিডল্-এর ডায়রি এখন ক্ষজ করে না..? শেষ পর্যন্ত ওরা কি ভাবে প্রমাণ করবে যে রিডল্-ই  সিয়ে সব কিছু করিয়ে নিয়েছে?

সহজাত প্রবৃত্তিতে সে প্রফেসর ডাবলডোরের দিকে তাকাল, ক্ষীণ হাসলেন তিনি, তার অর্ধচন্দ্র চশমার কাছ থেকে আগনের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে।

‘আমার সবচেয়ে বেশি  বললেন ডাবলডোর শান্তভাবে, ‘যে কিভাবে এখানে লর্ড ডোলডেমট জিনিকে তার ঘায়াজালে আবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল, অথচ আমার সূত্রগুলো জানাচ্ছিল যে সে বর্তমানে আলবেনিয়ার

জঙ্গলে লুকিয়ে রয়েছে।।'

স্বতুষ্ণ, পরিপূর্ণ এবং চমৎকার স্বত্তির আবেগ বয়ে গেল হ্যারির মনের ওপর দিয়ে।

'ও-ওটা আবার কি?' বললেন মিস্টার উইসলি, কঠে হতবুদ্ধির ভাব। ইউ নো হ? জিনিকে জানু করেছে? কিন্তু জিনি তো না...জিনি ছিল না...ছিল?'

'এই ডায়রিটা?' হ্যারি তাড়াতাড়ি, হাতে তুলে নিয়ে ডাষ্টলডোরকে দেখিয়ে। 'রিডল্ লিখেছিল ঘোল বছর বয়সে।'

ডাষ্টলডোর হ্যারির হাত থেকে ডায়রিটা নিলেন। এবং তার লম্বা নাকের ডগা দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওটার পোড়া আর ভেজা পাতা গুলির দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

'ব্রিলিয়ান্ট,' বললেন আন্তে করে। 'অবশ্য সেই হচ্ছে এ পর্ফেক্ট হোগার্টস-এর সবচেয়ে মেধাবী ছাত্র।' তিনি উইসলিদের দিকে ফিরে তাকালের, ওদের দু'জনই তখন সম্পূর্ণ হতভব।

'খুব কম লোকই জানে যে এক সময় লর্ড ভোল্ডেমর্টকে টম রিডল্ ডাকা হতো। আমি তাকে পড়িয়েছি পঞ্চাশ বছর আগে, হোগার্টস-এই। স্কুল ছাড়ার পর সে উধাও হয়ে যায়...অনেক দেশ ঘুরেছে...ডার্ক আর্টস-এ এমনভাবে ভুবে যায়, আমাদের সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধরনের যারা তাদের সঙ্গে হাত মেলায়, অনেকগুলো বিপদজনক, ম্যাজিকাল পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গেছে, যে, যখন সে লর্ড ভোল্ডেমর্ট হিসেবে আবার দেখা দেয় তাকে প্রায় চেনাই সম্ভব হয়নি। লর্ড ভোল্ডেমর্টের সঙ্গে এখানকার মেধাবী, সুদর্শন ছেলেটির, যে এক সময় এখানে হেড বয় ছিল, কেউ সহজে কোন যোগসূত্রই পায়নি।'

'কিন্তু জিনি,' বললেন মিসেস উইসলি, আমাদের জিনির কি করবার থাকতে পারে— ওর-সঙ্গে?'

'ওর ডায়রি!' 'জিনি বলল, কাঁদছে। আমি ওটাতে মিথ্যাছিলাম, এবং ও সারা বছর ধরে লিখত—'

'জিনি!' বললেন মিস্টার উইসলি হতবুদ্ধি হয়ে প্রেছেন তিনি। 'আমরা কি তোমাকে কিছুই শেখাইনি? আমি তোমাকে সব সময় কি বলেছি? নিজের জন্য চিন্তা করতে পারে এমন কোন কিছুকেই বিশ্বাস করবে না, যদি না জান সে কি চিন্তা করছে। ডায়রিটা তুমি আমাকে মার্ডামার মাকে দেখালে না কেন? এ রকম একটা সন্দেহজনক জিনিস ক্ষিপ্তকর যে এটা ডার্ক ম্যাজিকে পরিপূর্ণ!'

'আমি জা-জনতাম না,' জিনি। 'মাম যে বইগুলো কিনে দিয়েছিল তারই একটার মধ্যে আমি ওটা পেয়েছিলাম। আমি ভে- ভেবেছিলাম কেউ হয়তো ওটা ভুলে রেখে গেছে...'

‘মিস উইসলিকে এখনই সরাসরি হাসপাতালে যেতে হবে,’ মাঝখানে বাঁধা দিলেন প্রফেসর ডাম্বলডোর দৃঢ় কষ্ট। ‘এটা ওর জন্যে ভয়াবহ একটা অভিজ্ঞতা ছিল সন্দেহ নেই। কারো কোন শান্তি হবে না। ওর চেয়ে অনেক প্রবীণ এবং জ্ঞানী জাদুকরদেরও লর্ড ভোলডেমর্টের ধোকাবাজিতে পড়েছে।’ হেঁটে গিয়ে দরজাটা খুললেন তিনি। ‘সম্পূর্ণ বিশ্বাম এবং সন্তুষ্ট এক মগ গরম চকলেট। ওটা সব সময়ই আমাকে আনন্দ দেয়,’ জিনির দিকে চেয়ে সন্নেহে চোখের পলক ফেলে বললেন তিনি। ‘মাদাম পমফ্রে এখনো জেগে আছেন, মেন্ট্রেক জুস খাওয়াচ্ছেন— বাসালক্ষের শিকার যারা, তারা যে কোন সময় জেগে উঠতে পারে।’

‘তাহলে, হারমিওন, ঠিক আছে।’ রনের চেহারা উজ্জ্বল হলো।

মিসেস উইসলি জিনিকে সঙ্গে করে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন, এবং মিস্টার উইসলি তাকে অনুসরণ করলেন, এখনো মনে হচ্ছে সাংঘাতিক রকম নাড়া খেয়েছেন ভদ্রলোক।

‘কি জান মিনারভা’, বললেন প্রফেসর ডাম্বলডোর চিন্তিতভাবে প্রফেসর ম্যাকগোনাগলকে, ‘আমার মনে হয় এত বামেলার সফল সমাপ্তিতে একটা ভাল ফিস্টের দাবি রাখে। আমি কি আপনাকে অনুরোধ করতে পারি কিচেনকে এ ব্যাপারে খবর দিতে।’

‘ঠিক,’ বললেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল দ্বিধাহীন চিত্তে, দরজার দিকে যেতে যেতে। ‘পটোর আর উইসলির ব্যাপারে ফয়সালা করবার জন্যে আপনার কাছে দিয়ে যাচ্ছি, দেব?’

‘নিশ্চয়ই,’ বললেন ডাম্বলডোর।

অফিস ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। এবং হারি আর রন তানিশ্চিতভাবে প্রফেসর ডাম্বলডোরের দিকে তাকাল। ফয়সালা বোর্ডেটে প্রফেসর ম্যাকগোনাগল আসলে কি বোর্ডেতে চেয়েছেন? নিশ্চয়ই-নিশ্চয়ই-তাদের এখন শান্তি দেয়া হবে না?

‘আমার মনে হচ্ছে আমি বলেছিলাম যে, অন্য সব ক্ষুলের কোন নিয়ম তাঁরে তবে তোমাদেরকে আমার বহিক্ষার করতে হবে,’ বললেন ডাম্বলডোর।
রন মুখ খুলল ভয়ে।

‘এ থেকে দেখা যাচ্ছে আমাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট যারা তাদেরকেও অনেক সময় নিজের কথাই নিজেকে হস্তয় করতে হয়,’ বললেন ডাম্বলডোর মুচকি হেসে। ‘তোমরা দু’জনই ক্ষুলের প্রতি বিশেষ সার্ভিস দেয়ার জন্যে বিশেষ পদক্ষ পাবে এবং দেখা যাক— হ্যাঁ, প্রত্যেকে প্রিফিন্ডের জন্য দু’শ করে পয়েন্ট পাবে।’

লকহার্টের ভ্যালেন্টাইন ফুলের মতো গোলাপী হয়ে গেলো বন, মুখ বন্ধ করল।

‘কিন্তু আমদের মধ্যে একজন এই ভয়ঙ্কর অভিযানে তার ভূমিকার ব্যাপারে একেবারেই চুপ করে রয়েছেন,’ ডাস্বলডোর ঘোগ করলেন। ‘এতো বিশ্ব কেন, গিন্ডরয়?’

সচকিত হলো হ্যারি। প্রফেসর লকহার্টের কথা সে একেবারেই ভুলে গিয়েছিল। ঘুরে সে দেখল লকহার্ট দাঁড়িয়ে রয়েছেন ঘরের এক কোণে, এখনও মুখে অনিশ্চিত হাসি। ডাস্বলডোর যখন তার সঙ্গে কথা বললেন তখন কাঁধের উপর দিয়ে পেছনে চাইলেন তিনি, ডাস্বলডোর কার সঙ্গে কথা বলছেন দেখার জন্যে।

‘প্রফেসর ডাস্বলডোর,’ বন বলল তাড়াতাড়ি, ‘নিচে চেষ্টার অব সিক্রেটস-এ একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। প্রফেসর লকহার্ট—’

‘আমি কি একজন?’ বললেন লকহার্ট মৃদু বিস্ময়ে। ‘হা ইশ্বর। আমার মনে হয় আমি কোন কাজে লাগিনি, লেগেছি?’

‘উনি একটা মেমরি চার্ম করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু জাদুদণ্ডটা উল্টো ওকেই ঘায়েল করেছে,’ বন ব্যাপারটা আস্তে করে ডাস্বলডোরকে বোঝালো।

‘হায় হায়,’ বললেন ডাস্বলডোর মাথা নেড়ে, ওর লম্বা রূপালী গৌফ কেঁপে উঠল। ‘নিজের তরবারিতে নিজেরই প্রাণবধ, গিন্ডরয়?’

‘তরবারি?’ ক্ষীণ কর্তে বললেন লকহার্ট। ‘আমার নেই। যদিও ওই ছেলেটার আছে।’ হ্যারিকে দেখিয়ে বললেন। ‘ও তোমাকে ধার দেবে।’

‘কিছু যদি মনে না করো, তুমি কি প্রফেসর লকহার্টকেও হাসপাতালে নিয়ে যাবে? বললেন ডাস্বলডোর বনকে। হ্যারির সঙ্গে আমি আরো কয়েকটা কথা বলে নিতে চাই...’

স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলেন লকহার্ট। দুরজা বৃক্ষ করতে করতে ডাস্বলডোর আর হ্যারির দিকে কৌতুহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ কর্মসূল বন।

আগুনের পাশে একটা চেয়ারে গিয়ে বসলেন প্রফেসর ডাস্বলডোর।

‘বসো, হ্যারি,’ বললেন তিনি, হ্যারি বৃক্ষে অস্থিকরণাবে নার্ভাস বোধ করছে।

‘প্রথমত, হ্যারি আমি তেমনিকে ধন্যবাদ দিতে চাই,’ বললেন ডাস্বলডোর, আবার চোখ পিঁচ পিঁচ করলেন। ‘চেষ্টারে নিশ্চয়ই তুমি আমার প্রতি সত্যিকার অর্থেই নিঃশব্দ বিশ্বস্ততা দেখিয়েছ। অন্য কিছুই নয় শুধু ওটাই তোমার কাছে ফোক্স-কে নিয়ে যেতে পেরেছে।’

ফিনিঞ্জাটাকে আদর করলেন তিনি, ও উড়ে গিয়ে ওর হাঁটুতে বসলেন।

আনাড়ির মতো হাসল হ্যারি, ডাষ্টলডোর তাকিয়ে দেখছেন তাকে।

‘এবং তাহলে টম রিডল্-এর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?’ চিন্তিত ভাবে বললেন ডাষ্টলডোর। ‘আমি ধারণা করি সে তোমার ব্যাপারেই সবচেয়ে বেশি আগ্রহী ছিল...’

হঠাতে অনেকক্ষণ ধরে ঘেটা ওকে খোঁচাচ্ছে সেই কথাটা হ্যারির মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

‘প্রফেসর ডাষ্টলডোর...রিডল্ বলেছে আমি তার মতো। অস্তুত সাদৃশ্য, বলেছে সে...’

‘বলেছে সে, এখন? বললেন ডাষ্টলডোর, ওর ঘোটা ক্রপালি জর নিচে দিয়ে চিন্তিতভাবে হ্যারির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, ‘আর তুমি কি ভাবো হ্যারি?’

‘আমি মনে করি না আমি ওর মতো! বলল হ্যারি, সে যতটা জোরে বলতে চেয়েছিল তার চেয়ে জোরে বলে ফেলল। ‘আমি বলতে চাইছি, আমি-আমি প্রিফিন্ডে, আমি...’

সে খেমে গেল, একটা ওঁত পেতে থাকা সন্দেহ যেন ওর মনে আবার দেখা দিয়েছে।

‘প্রফেসর,’ এক মুহূর্ত পর সে আবার বলতে শুরু করল, ‘বাছাই হ্যাটটা আমাকে বলেছে আমি- আমি স্থিথারিনে ভাল করব। কিছু সময়ের জন্য প্রত্যেকে ভেবেছে আমিই স্থিথারিনের উত্তরাধিকার...কারণ আমি পারসেলটাং বলতে পারি...’

‘তুমি পারসেলটাং বলতে পারো, হ্যারি,’ শান্তভাবে বললেন ডাষ্টলডোর, ‘কারণ লর্ড ভোলডেমোর— যে সালাজার স্থিথারিনের সর্বশেষ জীবিত উত্তরাধিকার— পারসেলটাং বুঝতে পারে। আমার বদি খুব ভুল মাছিয়ে থাকে, যে রাতে সে তোমাকে কপালের ওই দাগটা দিয়েছে সে রাতেই সে তার কিছু ক্ষমতা তোমাকে দিয়েছে। সে যে ইচ্ছে করে দিয়েছে আমায়, আমি নিশ্চিত...’

‘ভোলডেমোর তার কিছুটা আমার মধ্যে দিয়ে দিয়েছে?’ বলল হ্যারি, বজ্জাহত।

‘নিশ্চিতভাবেই সেরকম মনে হচ্ছে।

‘তাহলে আমার স্থিথারিনে থাকা উচ্চু মরীয়া হয়ে ডাষ্টলডোরের মুখের দিকে তাকিয়ে। ‘বাছাই হ্যাটটা স্থিথার মধ্যে স্থিথারিনের ক্ষমতা দেখতে পেয়েছিল, এবং ওটা-’

‘তোমাকে প্রিফিন্ডে দিয়ে দিয়েছে,’ শান্তভাবে বললেন ডাষ্টলডোর। ‘আমার কথা শোন, হ্যারি। সালাজার স্থিথারিন তার বাছাই করা প্রিয় ছাত্রদের

মধ্যে যে সব গুণ সঞ্চারিত করেছিলেন, তার অনেকগুলিই হয়তো তোমার মধ্যে
রয়েছে। তার নিজের দুর্বল গুণ, পারসেলটাঙ্গ...সম্ভাবনাশক্তি...দৃঢ়তা...নিয়মের
প্রতি এক ধরনের অসম্মান,' তিনি যোগ করলেন, তাঁর গৌফ আবার কাঁপছে।
'তারপরও বাছাই হ্যাট তোমাকে গ্রিফিন্ডরে পাঠিয়েছে। তুমি জান কেন এমন
হলো। তাবো।'

'আমাকে গ্রিফিন্ডরে পাঠিয়েছে,' পরাজিতের স্বরে বলল হ্যারি, 'কারণ আমি
স্থিথারিনে যেতে চাইনি...'

'ঠিক তাই,' বললেন ডাম্বলডোর, হাস্যাজ্জ্বল আবার। 'যেটা তোমাকে
উমি রিডল থেকে খুবই ভিন্নতর করেছে। আমাদের ক্ষমতার চেয়ে বেশি,
আমাদের পছন্দ-অপছন্দই, হ্যারি, দেখায় আমরা সত্যিকারভাবে যে কি।'
হ্যারি চেয়ারে বসে আছে, আঘাতে হতবুদ্ধি ফেন, স্থির। 'তুমি যদি প্রমাণ
চাও, যে তুমি গ্রিফিন্ডরই, তাহলে আমি তোমাকে আরো ভাল করে এটা
দেখবার জন্যে অনুরোধ করব।'

ডাম্বলডোর প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের ডেক্সে গেলেন, রুক্ত মাথানো রূপালী
তলোয়ারটা তুলে নিলেন এবং হ্যারির হাতে তুলে দিলেন। বিমর্শ হ্যারি ওটা
ওল্টালো, আগুনের আভায় চুণিগুলোতে যেন আগুন ধরে গেলো। এখন সে
দেখল হাতলে খোদাই করা নামটা।

গাঢ়িক গ্রিফিন্ডর।

'গুরুমাত্র একজন সত্যিকারের গ্রিফিন্ডরই ওটা হ্যাটের নিচে থেকে বের
করতে সম্ভব, হ্যারি,' সহজভাবে বললেন ডাম্বলডোর।

মিনি খানেকের জন্য কেউই কথা বললেন না।

তারপর ডাম্বলডোর প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের ডেক্সের ক্ষেত্রে একটা ড্রয়ার
খুললেন, এবং একটা পালকের কলম এবং কালির দোয়াত করলেন।

'তোমার এখন যেটা দরকার, হ্যারি, তা হচ্ছে কিছু খাবার এবং ভাল
একটা ঘুম। তুমি নিচে ফিস্টে যাও, ইতেমধ্যে আমি আজকাবানে একটা
চিঠি লিখে ফেলি- আমাদের গেমকিপারকে ক্ষেত্রত পেতে হবে। এবং
আমাকে ডেইলী প্রফেটের জন্য একটা বিজ্ঞাপনও খসড়া করতে হবে,' যোগ
করলেন তিনি চিত্তিত ভাবে। 'আমাদের একজন নতুন ডিফেন্স এগেনস্ট দ্য
ডার্ক আর্টস শিক্ষকেরও প্রয়োজন হবে। শেষ পর্যন্ত আমরা ওদেরকে
সম্পূর্ণভাবে পরান্ত করতে পারিনি?'

উঠে দাঁড়িয়ে হ্যারি দরজার দিকে গেলো। দরজার হাতলে শুধু হাতটা
দিয়েছে, অমনি, দড়াম করে খুলে গেল ওটা এতো জোরে যে দেয়ালে লেগে
ফিরে এলো।

লুসিয়াস ম্যালফয় দাঁড়িয়ে রয়েছে, দরজায়, চেহারায় ত্রেষু। এবং ওর বগলের নিচে, সংঘাতিক রকমে ব্যাস্টেজে মোড়া, ডব্বি

‘ওড ইভিনিং লুসিয়াস,’ বললেন ডাষ্টলডোর প্রশান্তভাবে।

রকমে চোকার সময় মিস্টার ম্যালফয় হ্যারিকে ধাক্কা দিয়ে প্রায় ফেলে দিয়েছিল, পেছনে পেছনে দ্রুত ছুটছে ডব্বি, ওর আলখাল্লার প্রান্তী ধরে আছে, ওর চোখে মুখে সাংঘাতিক ভয়ের ভাব।

‘তাহলে!’ বললেন লুসিয়াস ম্যালফয়, ওর শীতল ভাবলেশহীন চোখ দুঁটো স্থির হয়ে আছে ডাষ্টলডোরের উপর। ‘তুমি আবার ফিরে এসেছ। গভর্নরো তোমাকে সাসপেন্ড করেছে, তারপরও তুমি হোগার্ট্স-এই ফিরে আসা ঠিক মনে করেছ।’

‘বেশ, দেখো লুসিয়াস,’ বললেন ডাষ্টলডোর, নির্মল হাসি দিয়ে, ‘অন্য এগারোজন গভর্নর আজ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। সত্যি বলতে কি শিলাবৃষ্টির মতো যেন পেঁচাণ্ডলি পড়েছিল। ওরা তালেছে যে আর্থার উইসলির ঘেয়েকে হত্যা করা হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এখানে আমাকে ফেরত চেয়েছেন। শোষ পর্যন্ত ওরা ভেবেছেন আমিই কাজটার জন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত। ওরা আমাকে খুব অন্তু কথাও বলেছেন, জানো! কয়েকজন তো মনে হলো, ভেবেছেন ওরা যদি আমাকে সাসপেন্ড করতে মত না দিতেন, তবে তুমি তাদের পরিবারকে শাপ দেয়ার হৃষকি দিয়েছ।’

স্বাভাবিকের চেয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন মিস্টার ম্যালফয়। কিন্তু ওর চোখে এখনও ত্রেষু।

‘তাহলে-তুমি কি হামলা বন্ধ করতে পেরেছে?’ বিদ্রূপ করলো লুসিয়াস ম্যালফয়। ‘অপরাধীকে ধরতে পেরেছে?’

‘আমরা ধরেছি?’ হাসলেন ডাষ্টলডোর।

‘আচ্ছা? বললেন ম্যালফয় তীক্ষ্ণ কঠে। ‘কে সে?’

‘গতবারের ব্যক্তিই, লুসিয়াস,’ বললেন ডাষ্টলডোর। ‘কিন্তু এবার, লর্ড ভোল্ডেমর্ট অন্য আরেকজনের মাধ্যমে কাজ করছিলেন। ওর ডায়ারির সাহায্যে।’

মিস্টার ম্যালফয়ের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তিনি মাঝখানে বড় গর্তসহ কালো বইটা তুলে ধরলেন। হ্যারি অবশ্য মজার রেখেছে ডব্বির দিকে।

গৃহ-ডাইনীটা কেমন যেন অন্তু অচিরণ করছে! ওর বড় বড় দুই চোখ হ্যারির ওপর স্থির, বার বার ডায়াটিস দেখাচ্ছে, তারপর মিস্টার ম্যালফয়ের দিকে দেখাচ্ছে এবং তারপর লিজের কপালে জোরে জোরে হাত দিয়ে ঘুষি মারছে।

‘ও তাই...,’ ধীরে ধীরে মিস্টার ম্যালফয় বললেন ডাষ্টলডোরকে!

‘একটা বেশ চতুর প্ল্যান,’ ডাম্বলডোর বললেন অকস্মিত স্বরে, তোখ
এখনও মিস্টার ম্যালফয়ের চোখের ওপর। ‘কারন, এই যে হ্যারি-’ মিস্টার
ম্যালফয় হ্যারির দিকে দ্রুত এবং তীক্ষ্ণ একটা দৃষ্টি হানলেন, ‘এবং তার বক্তু
রন এই বইটি যদি বের করতে না পারত, তাহলে – জিনি উইসলিকেই সব দায়
নিতে হতো। কেউ প্রমাণ করতে পারত না যে সে তার নিজের স্বাধীন ইচ্ছায়
কিছুই করেনি...’

মিস্টার ম্যালফয় কিছুই বললেন না, হঠাৎ মনে হলো তার মুখের ওপর
যেন একটা মুখোশ পরানো রয়েছে।

‘এবং ভাবো,’ ডাম্বলডোর বলে চলেছেন, ‘তাহলে কি হতো... উইসলিয়া
আমাদের প্রথ্যাত বিশুদ্ধ-রক্ত পরিবারগুলির অন্যতম। ভাবোতো একবার
আর্থার উইসলি এবং তার মাগল প্রটেকশন আইনের উপর এর কি প্রভাব
পড়ত? যদি তার নিজের মেয়ে মাগল-জাতদের উপর হামলা করে, ওদের হত্যা
করে! ভাগ্য ভাল যে ডায়রিটা পাওয়া গিয়েছিল, এবং এর মধ্যে থেকে রিড্ল-
এর স্মৃতি মুছে দেয়া হয়েছে। না হলে, কে জানে আবার কি পরিণতি হতো...’

মিস্টার ম্যালফয় যেন জোর করে কথা বললেন।

‘যুবহই ভাগ্যের কথা,’ আড়স্টভাবে বললেন তিনি।

এবং তখনও ওর পেছন থেকে ডব্লিউ দেখাচ্ছে, প্রথমে ডায়রিটার দিকে
এবং তারপর লুসিয়াস ম্যালফয়ের দিকে এবং পরে নিজের কপালে জোরে সুষি
মারছে।

হঠাৎ হ্যারি বুঝতে পারল। সে ডব্লিউদের সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ল,
ডব্লিউ পেছনে এক কোণায় সরে গেলো, নিজেকে শান্তি দেয়ার জন্যে নিজের
কান মলছে সে।

‘কি ভাবে জিনি ওই ডায়রিটা পেলো, আপনি কি জানতে চান না মিস্টার
ম্যালফয়?’ বলল হ্যারি।

লুসিয়াস ম্যালফয় ঘুরে ওর দিকে তাকালো।

‘আমি কিভাবে জানবো বোকা মেরেটা কেমন করে এটা পেয়েছে?’

‘কারণ, আপনিই ওটা ওকে দিয়েছিলেন,’ বলল হ্যারি। ‘ফ্লারিশ এবং
হার্টস-এ, আপনি ওর পুরনো ট্রাপফিপিউরেশন বুট্টা তুলে নিয়ে, ডায়রিটা ওটাৰ
ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, দেননি?’

হ্যারি দেখল মিস্টার ম্যালফয়ের হাতের মুঠো একবার খুলছে একবার বন্ধ
হচ্ছে।

‘প্রমাণ করো,’ হিসহিসিয়ে বললেন।

‘ওহ না, কেউ এটা প্রমাণ করতে পারবে না,’ বললেন ডাম্বলডোর, হ্যারির

দিকে চেয়ে হেসে। 'এখন যখন রিডল ডায়রিটা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে, এখন তো নয়ই। অন্যদিকে আমি তোমাকে কিছু উপদেশ দিতে চাই, লুসিয়াস, লর্ড ভোলডেমর্টের ক্ষুলের পুরনো কোন জিনিষ কাউকে দেবে না। যদি এরপর আর কোন কিছু এই ভাবে কোন নির্দোষ হাতে পাওয়া যায়, আমার মনে হয় আর্থাৎ উইসলি, নিশ্চিত করবে যে, ওগুলোর সূত্র খুঁজতে খুঁজতে যেন তোমার কাছে পৌছানো যায়...'

লুসিয়াস ম্যালফয় দাঁড়ালেন এক মুহূর্তের জন্য, এবং হ্যারি পরিকারভাবে দেখল ওর ডান হাত বাঁকা হচ্ছে যেন জাদুদণ্ডটা বের করবার জন্যে নিশ্চিপিশ করছে। এর পরিবর্তে, গৃহ-ডাইনীটার দিকে ফিরলেন।

'আমরা যাচ্ছি, ডব্রি!'

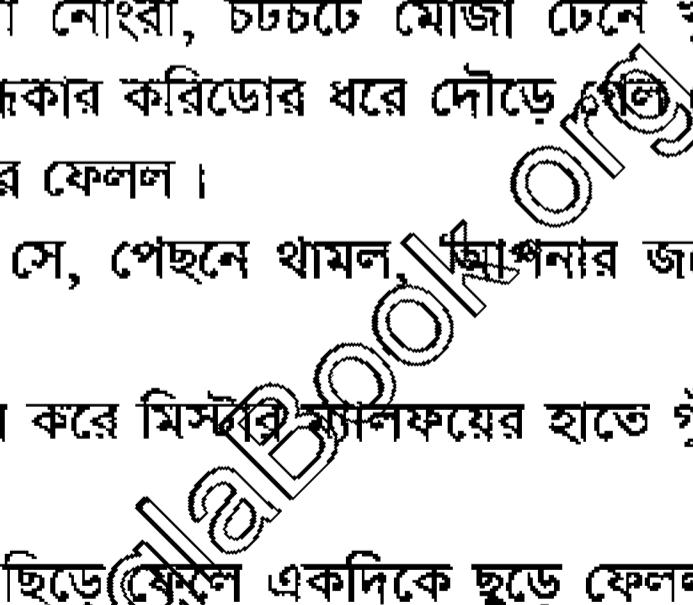
দরজাটা খুললেন তিনি এবং যেই না গৃহ-ডাইনীটা দৌড়ে ওর কাছে গেল, এক লাথি মেরে ওটাকে দরজা পার করালেন লুসিয়াস ম্যালফয়। ওরা শুনতে পেলো করিডোর ধরে ডব্রির যন্ত্রণায় কাঁতরাতে কাঁতরাতে যাচ্ছে। হ্যারি দাঁড়াল এক মুহূর্ত, গভীরভাবে চিন্তা করল। তারপর ওর মাথায় এলো ব্যাপারটা।

'প্রফেসর ডাব্লিডোর,' সে বলল দ্রুত, 'আমি কি ওই ডায়রিটা মিস্টার ম্যালফয়কে ফেরৎ দিতে পারি, প্রিজ?'

'নিশ্চয়ই, হ্যারি,' বললেন ডাব্লিডোর শান্তভাবে। 'কিন্তু তাড়াতাড়ি করো, ফিস্ট আছে মনে রেখো।'

ছো মেরে ডায়রিটা নিয়ে হ্যারি দৌড়ে অফিস থেকে বের হয়ে এলো। সে শুনতে পাচ্ছে ডব্রির যন্ত্রণাকাতর চিংকার করিডোরের কোণা দিয়ে দূরে সরে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি করতে হবে, তাবছে প্ল্যানটা কাজ করবে কি না, হ্যারি ওর একটা জুতা খুলে ফেলল, একটা নোংরা, চটচটে মোজা টেনে খুলল এবং ডায়রিটা ওটার ভেতর ভরল। অঙ্ককার করিডোর ধরে দৌড়ে গেলেন।

সিডির ওপরেই ওদেরকে ধরে ফেলল।

'মিস্টার ম্যালফয়,' হাঁপাচ্ছে সে, পেছনে থামল,  ন্যাপনার জন্যে একটা জিনিস রয়েছে।'

এবং দুর্ঘন্যুক্ত মোজাটা জোর করে মিস্টার ম্যালফয়ের হাতে গুঁজে দিল।

'কি বাজে—?'

ডায়রি থেকে মোজাটা টেনে ছিড়ে ফেলল একদিকে ছুড়ে ফেলল, তারপর ক্ষিণ হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ডায়রিটার পেছন থেকে হ্যারির দিকে তাকালেন।

'তুমিও একদিন তোমার গোবৰ্ধনার মতোই দুর্ভাগ্যজনক পরিপন্থিই বরণ করবে, হ্যারি পটার,' বললেন তিনি ন্যূনভাবে। 'ওরাও নাক-গলানো গাঁধা ছিল।'

যাওয়ার জন্যে ফিরলেন তিনি।

‘আয়, ডব্লিউ। আমি বলছি আয়।’

কিন্তু ডব্লিউ নড়ল না। ও হ্যারির সোঁরা দুর্গন্ধযুক্ত মোজটা ধরে রয়েছে, ওটা দিকে তাকাচ্ছে যেন ওটা একটা অমূল্য রত্ন।

‘প্রভু ডব্লিউকে একটা মোজা দিয়েছে,’ অবাক হয়ে বলছে গৃহ-ডাইনীটা।
‘প্রভু এটা ডব্লিউকে দিয়েছে।’

‘কি ওটা?’ থুথু ফেললেন মিস্টার ম্যালফয়। ‘কি বললি?’

‘ডব্লিউ একটা শোজা পেয়েছে,’ বলল ডব্লিউ, বিশ্বাস করতে পারছে না।
‘প্রভু ছুড়ে দিয়েছেন, এবং ডব্লিউ ধরে ফেলেছে, এবং ডব্লিউ—ডব্লিউ এখন
মুক্ত।’

লুসিয়াস ম্যালফয় যেন জমে পাথর হয়ে গেলেন। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে
আছেন গৃহ-ডাইনীটার দিকে। তারপর হ্যারির দিকে ক্রম্ভ ম্যালফয় লাফ
দিলেন।

‘তুমি আমার চাকর তাড়িয়েছ, হ্যারি।’

কিন্তু ডব্লিউ চিৎকার করে উঠল, ‘খবরদার তুমি হ্যারি পটারের ক্ষতি করবে
না।’

একটা বিকট শব্দ হলো এবং মিস্টার ম্যালফয় উড়ে পেছন দিকে গেলেন।
তার পেছনেই সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ছেন তিনি, এক একবারে তিনটা
করে ধাপ, একেবারে নিচে পড়লেন তালগোল পাঁকিয়ে। উঠে দাঁড়ালেন, রাগে
জুলছে মুখ এবং জাদুদণ্টা বের করলেন, কিন্তু ডব্লিউ একটা লম্বা আঙুল তুলল
হ্যাকিম ভঙ্গিতে।

‘তুমি এখন চলে যাবে,’ ভয়ঙ্করভাবে বলল ডব্লিউ আঙুল তুলে। ‘তুমি হ্যারি
পটারকে স্পর্শও করবে না, তুমি এখন চলে যাবে।’

লুসিয়াস ম্যালফয়ের কোন উপায় নেই। ওদের দিকে একটা শেষ ক্ষিণ
দৃষ্টি ছুড়ে, আলঝাল্টা উড়িয়ে নিয়ে ওদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

‘হ্যারি পটার ডব্লিউকে মুক্তি দিয়েছে!’ তৌক্ষ চিৎকার বলল গৃহ-ডাইনীটা,
হ্যারির দিকে তাকিয়ে, ওর বিরাট দুই গোলকের মতো তার দুই চোখে কাছের
জানালা দিয়ে আসা চাঁদের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। ‘হ্যারি পটার ডব্লিউকে মুক্তি
করেছে।’

‘সামানাই আমি করতে পেরেছি ডব্লিউ।’ বলল হ্যারি, দাঁত বের করে
হেসে। ‘ওধু প্রতিজ্ঞা করো আমি ক্ষেত্রে আমার জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করবে
না।’

গৃহ-ডাইনীটার কুৎসিং বাদামী মুখটা হঠাতে একটা চড়া দেঁতে হসিতে
তেঙ্গে পড়ল।

‘আমার শুধু একটা প্রশ্ন, ডব্লিউ,’ বলল হ্যারি, ও হ্যারির মোজাটা টানছে কাঁপা হতে। ‘তুমি আমাকে বলেছিলে এর কোন কিছুই যার নাম নিতে নেই তার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, মনে আছে? কিন্তু—’

‘এটা একটা সূত্র, স্যার,’ বলল ডব্লিউ, ওর চোখ বড় হয়ে গেছে, যেন এটা ঘটতেই। ‘ডব্লিউ আপনাকে একটা সূত্র দিচ্ছিল। ডার্ক লর্ড ওর নাম পরিবর্তন করার আগে, ওর নাম নেয়া যেত, বুঝতে পেরেছেন?’

‘ঠিক,’ বলল হ্যারি দূর্বলভাবে। ‘আমার এখন যাওয়া উচিত। ফিস্ট আছে একটা, এবং আমার বন্ধু হারমিউন এখন নিশ্চয়ই জেগে উঠেছে...’

হ্যারির কোমর জড়িয়ে ধরল ডব্লিউ।

‘হ্যারি পটার ডব্লিউর জানার চেয়ে অনেক বড়! কান্দল সে। বিদায় হ্যারি পটার!’

এবং একটা শেষ বিকট আওয়াজ করে অদৃশ্য হয়ে গেলো ডব্লিউ।

* * *

হ্যারি বেশ কয়েকটা হোগার্টস ফিস্ট-এ গেছে, কিন্তু কোনটাই এটার মতো ছিল না। প্রত্যেকেই তাদের রাতের পাজামা পরে ছিল এবং সারারাত চলেছে ফিস্ট। হ্যারি জানে না কোনটা ওর কচে সবচেয়ে ভাল লেগেছিল, হারমিউনের চিত্কার করতে ছুটে আসা, ‘তুমি সমাধান করেছ! তুমি সমাধান করেছ!’, না হাফলপাফ টেবিল থেকে জাস্টিনের উঠে আসা এবং তাকে সন্দেহ করার জন্যে বার বার ক্ষমা চাওয়া, অথবা রাত সাড়ে তিনটায় এসে হ্যার্মিডের ওকে আর রনকে কাঁধের ওপর এতো জোরে ঠেসে ধরা যে ওরা ওদের প্লেটের উপরই ছুঁড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল ওরা, অথবা তার আর রনের চারশ পয়েন্টে প্রপর দ্বিতীয়বারের প্রিফিন্ডের জন্যে হ্যার্মিডেজ কাপ জয় করা অথবা প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের দাঁড়িয়ে বলা যাইকুলের তরফ থেকে উপহার হিসেবে সব পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে (‘এহ সা,’ বলল হারমিউন), অথবা ডাম্বলডোরের ঘোষণা, দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রফেসর লকহার্ট আগামী বর্ষে ফিরে আসতে পারবেন না, কারণ অন্য চলে যেতে হচ্ছে তার স্মৃতি ফিরে পাওয়ার জন্যে। শিক্ষকদেরও কেউ কেউ এ ঘোষণার আনন্দে ঘোগ দিলেন।

‘লজ্জার ব্যাপার,’ বলল ডব্লিউ, বিস্কুট নিতে নিতে। ‘ও আমার উপরেও প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করছিল।’

* * *

গ্রীষ্মের বাকী সময়টা কড়া সূর্যালোকের মধ্যেই কাটল। হোগার্টস স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরেছে। ছেট খাট দুই একটা পার্থক্য ছাড়। ডিফেন্স এগেনস্ট দ্বা ডার্ক আর্টস ক্লাস বাতিল করা হয়েছে। বিশ্বৰূপ হারমিওনকে বল বলল এমনিতেই আমাদের প্রচুর প্র্যাকটিস হয়ে গেছে এবং লুসিয়াস ম্যালফয়রকে স্কুল গভর্নরের পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। ড্র্যাকো আর আগের ষত হ্যাবভাব করে স্কুলে ঘুরে বেড়ায় না যেন ও এটার মালিক ছিল। বরং তাকে এখন মনমরা এবং গোমড়া বলে মনে হয়। এদিকে জিনি উইসলি আবার পুরোপুরি শুশি।

দ্রুতই হোগার্টস এক্সপ্রেসে চড়ে বাড়ি ফেরার সময় এসে গেলো। হ্যারি, বন, হারমিওন, ফ্রেড, জর্জ এবং জিনি নিজেদের জন্যে একটা কামরা পেলো।

ছুটির আগের শেষ কয়েক ঘণ্টা তাদেরকে ম্যাজিক করতে অনুমতি দেয়া হয়েছিল এবং এই সময়টার পুরোপুরি সম্বুদ্ধ করল ওরা। ওরা খেলল, এক্সপ্রেডিং শ্যাপ, ফ্রেড এবং জর্জের শেষ কয়েকটা ফিলিবাস্টা আতশবাজিতে আঙুন ধরিয়ে দিল, এবং একে অন্যকে ম্যাজিক দিয়ে অন্তর্মুক্ত করা প্র্যাকটিস করল। হ্যারি এটাতে খুব দক্ষ হয়ে উঠেছিল।

ওরা যখন প্রায় কিংস ক্রসের কাছাকাছি তখন হ্যারির কিছু একটা মনে হলো।

‘জিনি— তুমি পার্সিকে কি করতে দেখেছিলে, যে ও চাইলি তুমি কাউকে বলো?’

‘ওহ, সেই কথা,’ বলল জিনি খিল খিল করে হেসে। ‘বেশ— পার্সির একজন গার্লফ্্রেন্ড আছে।’

ফ্রেড জর্জের মাথায় এক গাদা বই ফেলে দিল।

‘কি?’

‘ওই র্যান্ডেনকু প্রিফেন্টটা, পেমেলোপে ক্লিয়াব্রেওয়াটার,’ বলল জিনি। ‘ওকেই সে পুরো গ্রীষ্ম ধরে চিট্ঠ লিখেছিল। স্কুলের বিভিন্ন জায়গায় সে ওর সাথে দেখা করছিল গোপনে। একদিন খালি ক্লাসরুমে ওরা চুম্ব খাচ্ছিল আমি হঠাৎ ওখানে গিয়ে পড়ি। ওর উপর যখন হামলা হলো— তোমরা জানো পার্সি এতো বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল! তেমনীয়ে ওকে টিজ করবে না প্রীজ, করবে?’

‘স্পন্দেও ভাবতে পারিনি,’ বলল ফ্রেড, মনে হচ্ছে যেন ওর জন্মদিন সময়ের আগে চলে এসেছে।

‘অবশ্যই নয়,’ বলল জর্জ চাপা হেসে।

হোগার্টস এক্সপ্রেসের গতি কমে এলো এবং এক সময় থেমেও গেল।

হ্যারি ওর পালকের কলম এবং এক টুকরো পার্চমেন্ট বের করে রন এবং হারমিওনের দিকে তাকাল।

‘এটাকে টেলিফোন নাম্বার বলে,’ সে বলল রনকে, একটা নাম্বার দুবার লিখে, পাতাটা দুটুকরা করে দুজনের হাতে ধরিয়ে দিল। ‘আমি গত ছীমে তোমার ড্যাডকে টেলিফোন ব্যবহারের নিয়ম বলে দিয়েছিলাম, উনি জানবেন। ডার্সলিদের ওখানে আমাকে ফোন করো, ও.কে? আগামী দু’মাস শুধু ডাডলির সঙ্গে কথা বলে থাকতে হবে এটা আমি ভাবতেই পারি না...’

‘তোমার আঙ্কল এবং অন্তি তোমার জন্যে গর্ববোধ করবেন, করবেন না?’ বলল হারমিওন, টেন থেকে নামতে নামতে, সকলের সঙ্গে জানুকরা দেয়ালটার দিকে ঘেতে ঘেতে। ‘যখন তারা শুনবে এ বছর তুমি কি করেছ?’

‘গর্ববোধ?’ বলল হ্যারি। ‘তুমি কি পাগল হলে? ওই সময় আমি মরতে পারতাম এবং আমি মরিনি বলে ওরা আমার উপর ক্ষিণ্ঠ হবেন সাংঘাতিক...’

এবং এক সাথে ওরা গেট দিয়ে প্রবেশ করল আবার মাগল বিশ্বে।

সমাপ্ত